

২
3049

শ্রীশ্রীমুরলীবিলাস

শ্রীশ্রীবংশীবদন-বংশাবতংশ পণ্ডিতপ্রবর

শ্রীশ্রীমৎ প্রভু রাজবল্লভ গোস্বামী

বিরচিত ।

[চৈতন্যাব্দ ৪০৯]

শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী

ও

[শ্রীবিনোদ বিহারী গোস্বামী

কর্তৃক

ব্যাখ্যাত ও সংশোধিত ।

মূল্য ২৮ টাকা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, কর্তৃক
শ্রীপাট বাঘনাপাড়া হইতে সংগৃহীত।

পুনর্মুদ্রণ—১১ই শ্রাবণ ১৩৬৮ সাল—
শ্রীনন্দলাল পাল কর্তৃক
২০ নং হেসাম রোড, কলিকাতা-২০ হইতে প্রকাশিত।

মূল্য—২/-
ডাক মাণ্ডুল স্বতন্ত্র

প্রাপ্তিস্থান—

- ১। শ্রীরামচন্দ্র পাল
২০, হেসাম রোড, কলিকাতা-২০।
- ২। শ্রীনিতাইকিশোর মুখোপাধ্যায়,
“ভাগবত ভবন”
১০২।৩, বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।
- ৩। শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস তর্কতীর্থ,
ভাগবতাচার্যের পাঠবাড়ী, (বরাহনগর),
পোঃ আলমবাজার, কলিকাতা-৩৫, ২৪-পরগণা।

মুদ্রাকর—শ্রীরজনীকান্ত মণ্ডল, শ্রীধর প্রেস,
১৪, বিহারী ডাক্তার রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

উপক্রমণিকা ।

“ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ তিন স্বরূপে ।

সাক্ষাৎ আবেশ আর আবির্ভাব রূপে ॥”

শ্রীচৈঃ চ, আ, ১০ম অঃ

ভক্তাবতার ভক্তপ্রাণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জীবন স্বরূপ ।
সদগুরুর আশ্রয় ব্যতিরেকে ধর্মার্থ তত্ত্বে অধিকার জন্মে না, এজন্য শ্রীগৌরাজ
তঁহার পার্শ্বদিগের মধ্যে কতকগুলি শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্রাত্মকে সদগুরু পদাভিষিক্ত
করিয়া গিয়াছেন;—ইহার। মন্ত্রাচার্য্য ও ইহাদের বংশই আচার্য্য বংশ । খড়দহ,
শান্তিপুৰ,, অম্বিকা, বাঘনাপাড়া, মালিপাড়া নবগ্রাম প্রভৃতি স্থান ঐ সকল আচার্য্য
সন্তানদিগের বাসস্থান । শ্রীপাট বাঘনাপাড়া নিবাসী আচার্য্য সন্তানগণ প্রভুর
প্রিয়পার্ষদ বংশী অবতার শ্রীবংশীবদনানন্দের বংশধর । ইহাদের সকলেরই বহু সংখ্যক
শিষ্য প্রশিষ্য চতুর্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে । ঐ সকল নিষ্ঠাবান আচার্য্যগণের চরিত্রাশ্রাদন
করা ধর্মপিপাসুন্মাত্রেয়ই কর্তব্য ; সুতরাং প্রভুর প্রিয় পার্শ্বদ শ্রীবদনানন্দ ও শ্রীরামাই
সদৃশ মহাত্মা-চরিত্র ধর্মার্থীমাত্রেয়ই আদরের ধন, তাহার আর সন্দেহ কি ? এইজন্য
আমরা বহু ক্রেশে পরম পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীরাজবল্লভ গোস্বামী বিরচিত শ্রীমুরলী বিলাস
নামক এই গধুময় গ্রন্থখানি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গোস্বামী প্রভুর কৃপায় প্রাপ্ত
হইয়া পরম পূজ্যপাদ ভক্ত প্রধান শ্রীযুক্ত যত্ননাথ গোস্বামী প্রভুর আগ্রহাতিশয়ে বর্দ্ধমান
জেলার অন্তর্গত সাতগেছিয়া নিবাসী একান্ত ভক্তিনিষ্ঠ ধর্মপিপাসু শ্রীমান্ চন্দ্রশেখর শীল
মহোদয়ের একান্ত সাহায্যে ও উৎসাহে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল ।

এই গ্রন্থের সংশোধন, সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে বদনানন্দ বংশ-প্রদীপ
পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গোস্বামী প্রভুদ্বয় সমধিক
পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন । গোস্বামীপাদেৱা প্রথমতঃ প্রথম হইতে পঞ্চম পরিচ্ছেদা-
ন্তর্গত সংস্কৃত শ্লোক সকলের সরল সংস্কৃত টীকা সন্নিবিষ্ট করিয়া অবশেষে কতিপয়

কৃতবিদ্য ভক্তদিগের অনুরোধে শ্লোকের বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশ করিয়া সাধারণের বোধগম্য হইবার উপায় বিধান করিয়া দিয়াছেন ; শ্রীপাদ গ্রন্থকার নিজকৃত পণ্ডে যে সকল শ্লোকের মর্মার্থ উদ্ঘাটন করিয়াছেন, গোস্বামীপাদেরা তাহার আর পৃথক অর্থ করেন নাই ।

এই গ্রন্থখানি প্রকাশ সম্বন্ধে আমি পূজ্যপাদ গোস্বামীপাদদ্বয়ের ও কল্যাণাম্পদ শ্রীমান্ চন্দ্র বাবুর নিকট চিরঋণী ও চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম । তত্ত্বাবেষী ভক্তগণ অভিনিবেশ পূর্বক এক একবার পাঠ করিলেই শ্রম সাফল্য জ্ঞান করিব ।

শিষ্যবর্গের গুরু-পরম্পরার অবগতির জন্য এই গ্রন্থে কাশ্যপ গোত্রজ দক্ষ হইতে শ্রীরাজবল্লভ গোস্বামী পর্য্যন্ত একটি বংশাবলী সন্নিবেশিত করা হইল ।

বাঘ্‌নাপাড়া
১লা বৈশাখ ১৩০১ সাল

}

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ শর্মা

নিবেদন—

পরম পূজনীয় শ্রীমদ্‌ রামদাস বাবাজী মহারাজ তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীনন্দলাল পালকে কৃপাদেশ করেন—শ্রীশ্রীমুরলীবিলাস গ্রন্থে বর্ণিত শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু ও তাঁহার পরবর্তী পরিকরগণের লীলাকথা বড়ই মধুর, উহা সকলকে শুনাও । সেই আজ্ঞানুসারে শ্রীশ্রীমুরলীবিলাস গ্রন্থখানি সন ১৩৬৬ সালের আশ্বিন মাস হইতে ১৩৬৮ সালের কার্তিক মাস পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । অধুনা উহাই গ্রন্থাকারে গ্রথিত করিয়া প্রকাশিত হইল । গ্রন্থখানির বর্ণনা অতি সুন্দর । সকলে পাঠ করিয়া সুখী হইবেন । ব্যয়ানুকূলে মাত্র ২৮ টাকা ধার্য্য হইল ।

শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী

সম্পাদক—শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকা

অবতরণিকা ।



“অতএব আমি আশ্রয় দিল সবাকারে,
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে ।”

শ্রীচৈঃ চ, আ, ১০ম অঃ ।

পতিতপাবন শ্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব চারিশত বৎসর পূর্বের প্রিয়পার্ষদগণের সহিত
আমাদিগের মঙ্গল কামনায় শ্রীনবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; সেই প্রেমপূর্ণ
অবতারণা সাব্যস্ত করিবার জন্য বোধ হয় অধিক বিচার বিতণ্ডা করিবার আবশ্যক নাই,
শ্রীচৈতন্যদেবের ও তাঁহার পার্শদগণের লীলা মাধুরীর অনেক অংশ এখনও আমাদিগের
এই কুতর্কপূর্ণ পাষণ্ডনয়নের উপরিভাগে নৃত্য করিতেছে । সেই জগৎপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ
ও তাঁহার সহচরগণ যে প্রদেশে যে অঞ্চলে শ্রীপাদপদ্ম বিক্ষেপ করিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত
সেই সেই প্রদেশে প্রেমোচ্ছ্বাসের প্রবাহ এককালে অবরুদ্ধ হয় নাই ; নিবিড় ঘনঘটাচ্ছন্ন
অন্ধকারের মধ্য হইতে যেমন বিদ্যুৎপ্রভা চমকিত হয়, সেইরূপ অপ্ৰাকৃত পরতত্ত্বাত্মক
সেই পরমপুরুষের মধুর লীলার অকৃত্রিম মঙ্গলময় জ্যোতি ঘোরতরমসাবৃত পাপঘটার মধ্য
হইতে বিস্ফুরিত হইতেছে ; শ্রীনবদ্বীপধাম, শ্রীনীলাচলক্ষেত্র ও শ্রীবৃন্দাবনধামের কথা
দূরে থাকুক, অস্থিকানগর, শান্তিপুর, খড়দহ, বাঘনাপাড়া, মালিগাড়া, পাণিহাটি,
কুলিয়া, কাটোয়া, অগ্রদ্বীপ, কুলীনগ্রাম ও শ্রীখণ্ড প্রভৃতিপ্রভুর পার্শদগণের পুত্রপৌত্রাদির
স্থান সকলে আজও প্রভুর লীলাকথার সম্পূর্ণ আলোচনা রহিয়াছে, এমন কি শ্রীগৌর-
সুন্দরকে ঐ সকল দেশের লোকেরা একজন পরমাত্মীয় কুটুম্ব বলিয়া মনে করিয়া থাকেন;
বর্তমান সমাজে শ্রীচৈতন্যের ও তদীয় ভক্তগণের কথা লইয়া বিবিধ আলোচন চলিতেছে,
স্বজাতীয়, বিজাতীয় স্বধর্মী ও বিধর্মী সকলের মুখেই প্রভুর গুণগাথা শুনা যাইতেছে ;
আশ্চর্য্য মহিমা !! মহামূল্য হীরকখণ্ড মৃত্তিকামধ্যে ব্যবস্থিত হইলেও কখন তাহার
প্রকৃত জ্যোতি বিনষ্ট হয় না প্রভুর ও শক্তিধর পার্শদগণের লীলাজ্যোতিও কখনই এই

পাপপূর্ণ জগতে বিনীত হইবার নহে, কিন্তু আমরা সেই মৃদাঙ্গিষ্ট খণ্ডজ্যোতিতে তৃপ্তিলাভ করিতেছি না, আমরা আবার সেই অপ্রকটিত পূর্ণ জ্যোতিকে প্রকটের আয় দেগিতে ইচ্ছা করিতেছি ; বিহ্যতের আয় ক্ষণস্থায়ী জ্যোতি কখনই নয়ন মনের তৃপ্তি সাধনে সমর্থ হয় না, প্রহৃত ক্রেশের নিদানভূত হইয়া থাকে । প্রভু শ্রীচৈতন্য যদি আপন শক্তিজ্যোতি, ভক্তবাৎসল্য ও প্রেমময় ভাব আকর্ষণ করিয়া অপ্রকট হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা চিরহুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতাম, যখন তিনি স্বীয় ভক্ত হৃদয়ে বিস্তৃত ভাব, ভক্তি ও প্রেম সংস্থাপন করিয়া কায়মনোবাক্যে ধর্ম প্রচারার্থে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন তখন আর আমাদের কোনও ক্রেশের সম্ভাবনা নাই, আমরা ত অনায়াসেই লীলাময়ের কার্য-কুশল প্রিয়ভক্তগণের লীলা-চাতুর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলেই সুখময় ভক্তিত্বের নিগূঢ় ভাব অঙ্গীকার করিতে পারি ।

শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের ও তাঁহার ভক্তগণের প্রেমপূর্ণ অভিনয়ের এক একটি অঙ্ক পর্যালোচনা করিলেই কত শত জগাই মাধাই এই পাপাচ্ছন্ন সংসার চক্রের চক্রান্ত হইতে বিমুক্তিলাভ করিতে পারেন । এই প্রেমপূর্ণ অভিনয়ের প্রত্যেক অঙ্কসন্ধিতে প্রত্যেক গর্ভাঙ্কেই মনুষ্যজীবনের সারভূত ভাব, ভক্তি ও প্রেমের আবির্ভাব লক্ষিত হইতেছে, দয়াময় শ্রীচৈতন্য প্রগাঢ় ভক্তবাৎসল্যের পরিচয় দিবার জন্তই বৃন্দাবন লীলার সহচর সহচরীদিগকে লইয়া শুকতর্কসমাচ্ছন্ন প্রদেশে আবিভূত হইলেন, সম্পূর্ণ ইচ্ছা প্রেমে জগৎ প্লাবিত ও অভিষিক্ত করিবেন, নামসুধা প্রদানে জীবের জীবত্ব প্রতিপাদন করিবেন, নটরাজ শ্রীগোরাঙ্গ, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, শচীমাতা, নীলাম্বর চক্রবর্তী, বংশীবদনা-নন্দ প্রভৃতি নবদ্বীপবাসী নরনারীগণকে লইয়া বাল্যাভিনয়েই এক অদ্ভুত ভক্তিতত্ত্ব অভিনয় করিলেন । ক্রমে অভিনব পৌগণ্ড, কৈশোর ও যৌবনে, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাস, গদাধর প্রভৃতি নব নব অভিনেতা লইয়া নব নব নেপথ্যে নবদ্বীপ, গয়া, শান্তিপুর, নীলাচল, সেহুবন্ধ, কাশী, প্রয়াগ ও স্বাভিলষিত বৃন্দাবন প্রভৃতি নব নব রঙ্গ নব নব নাট্যের অভিনয় দেখাইয়া জগৎ পবিত্র ও প্রেমে উন্মত্ত করিলেন । লীলাময়ের লীলাচক্র কে বুঝিবে ! স্বয়ং সন্ন্যাসী সাজিলেন, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস

ও বংশীবদনা
লোচনা কবি
তবুকে বন্ধ
করিয়া যখন
করিয়াছেন,
পধায়িনী হ
দূরে বসিয়া
নন্দ, শ্রীত
ক্রমে রূপ
ভক্তির ত
চূড়ামণি
জগদীশ
পাত্রগণ
কেহ বা

সেই ভ
তবে বি
থাকি
কাঁদি
বিশে
কথা
তখন
উপ
হুদি

ও বংশীবদন প্রভৃতি চিরসহচরগণকে সংসারী করিলে; ইহার প্রকৃত তাৎপর্য পর্যা-
লোচনা করিলে আমরা এই মাত্র অবধারণ করিতে পারি যে, অমুপম ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেম
তত্ত্বকে বন্ধমূল করাই তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য। নটবর গৌরসুন্দর নাট্য পরিসমাপ্ত
করিয়া যখন দেখিলেন অভিনায়কগণ সুন্দররূপে স্বাভিলষিত অভিনয়ের মর্ম্মাবধারণ
করিয়াছেন, অভিনয়ে বিশেষ চতুরতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা ফলো-
পধায়িনী হইয়াছে, তখন ইচ্ছাময় বিশ্বস্তরের ইচ্ছাপরিপূর্ণ হইল, স্বরূপ শক্তির স্বভাবে
দূরে বসিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল, নেপথ্য পরিত্যাগ করিলেন। সঙ্গের সঙ্গী শ্রীনিত্যা-
নন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীবাসাদি প্রভুর বিরহে কাতর হইয়া অবিলম্বে তদমুসরণ করিলেন।
ক্রমে রূপ, সনাতন, রামানন্দ প্রভৃতি প্রভুর পার্শ্বদগণ ও তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে প্রেম-
ভক্তির অবতারণা ও অনুশীলন করিয়া জড়জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন ভক্ত-
চূড়ামণি প্রভু বীরচন্দ্র, শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীজীব, প্রভুশক্ত্যাবিষ্ট শ্রীনিবাস, ঠাকুর রামাই,
জগদীশ পণ্ডিত, শ্যামানন্দ গোস্বামী, শ্যামদাস আচার্য্য ও নরোত্তম প্রভৃতি শক্তিধর
পাত্রগণ রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কেহ প্রভুর অভিমত ভাবতত্ত্ব, কেহ ভক্তিতত্ত্ব, কেহ
কেহ বা রসতত্ত্বের অভিনয় করিতে লাগিলেন।

এখন আর সেই অধমতারণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রও নাই, সেই প্রেমদাতা নিত্যানন্দও নাই,
সেই ভক্তিপ্রাণ, বৈষ্ণব চূড়ামণি ভক্তগণও নাই! তবে জীবের দুর্গতি কিম্বে দূর হইবে?
তবে কি আর পরিত্রাণের উপায় নাই? তবে কি জগৎ চিরকালের জন্য তমসচ্ছন্নই
থাকিবে? কখনই না, করুণাময়ের করুণার সীমা নাই, জীবের দুঃখে তাঁহার প্রাণ
কাঁদিয়া উঠে। গুরুরূপে, ভক্তরূপে ও সাধকরূপে অবতীর্ণ হন, শাস্ত্রপথ প্রদর্শন করেন।
বিশেষতঃ শাস্ত্রে যখন নির্দেশ করিয়াছেন, পরম পবিত্র হরিকথানুশীলন ও তচ্ছবণোৎ-
কণ্ঠা হইতেই জীবের চৈতন্যশক্তি বিস্ফুরিত হইবে, সকল মালিন্যই প্রক্ষালিত হইবে,
তখন আর জীবের মুক্তিপথ কটকিত থাকিবে কেন। সাধুসঙ্গ লাভও ইহার অন্যতম
উপায়, এবং তদভাবে সাধুচরিত্রানুশীলনও সর্ব্বথা প্রশস্ত, কিন্তু এই ঘোর কলিকলুষিত
দুর্দ্দিনে অসাধুজগতে সাধুসঙ্গ যার কোথায় মিলিবে? সুতরাং দেখিতেছি, সাধুচরিত্রানু-

শীলনই এখন আত্মোন্নতি সাধনের ও ভক্তিতত্ত্ব লাভের মুখ্য উপায়। সাধুচরিত্র অমূল্য সন্ধান করিতে হইলে ঐচ্ছৈতন্য পার্শদগণের চরিত্রই অগ্রে নয়নপথে পতিত হয়। গৌরহরি নিজে অন্তর্হিত হইলেন বটে, কিন্তু পার্শদগণে স্বীয়শক্তি সঞ্চার করিয়া অদৃঢ় সংসার বন্ধনে বদ্ধ করিয়া গেলেন। তাঁহারা ও তচ্ছক্তিদ্বয়গণই এখন শিষ্যানুশিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া আচার্য্য নামে অভিহিত হইয়াছেন।

ঐ আচার্য্যনিচয়ের মধ্যে প্রভুর পার্শদ শ্রীবংশীবদনানন্দও বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ সমাদৃত ও সম্মানিত। ইনি কবিকর্ণপুর বিরচিত গৌরগণোদ্দেশের “বংশীকৃষ্ণ প্রিয়া বাসীং সা বংশীদাস ঠাকুর” প্রমাণে ভগবান নন্দনন্দনের বংশী অবতার বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। প্রেমপূর্ণ চৈতন্যচরিত, অদ্বৈতমঙ্গল, ভক্তিরত্নাকর, ভক্তমাল, প্রবোধনন্দনের জীবনচরিত ও নরোত্তম বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে গৌরভক্তগণের বিশুদ্ধ চরিত্র পর্যালোচনায় ভক্তহৃদয়ে যেরূপ মধুময় ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, আজ প্রভুর প্রিয়পার্শদ আশ্রমী বংশীবদন ও তচ্ছক্তিদ্বয় অনাশ্রমী রামায়ের পরম পবিত্র চরিত্রানুশীলনে সেইরূপ একটি অভিনব ভাবের আবির্ভাব হইবে, এই আশায় প্রভু বংশীবদনানন্দের প্রপৌত্র ভক্তিশাস্ত্রকুশল পবিত্রাত্মা শ্রীশ্রীরাজবল্লভ গোস্বামি প্রভুর বিরচিত অন্যান্য তিন শত বৎসরের এই শ্রীশ্রীমুরলীবিলাস গ্রন্থখানি সাধ্যমত সংশোধন ও প্রয়োজনানুযায়ী শ্লোকার্থ সন্নিবেশ পূর্বক আমাদের প্রীতিভাজন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রদ্ধাবান শ্রীমান্ সুব্রহ্মনাথ বন্দোপাধ্যায় বাবাজীর হস্তে সমর্পণ করিলাম। এই গ্রন্থখানি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে সুপ্রবীণ ভক্তহৃদয়ে অপূর্ব ভক্তিতত্ত্বের আবির্ভাব হইবে। ভক্তিপ্রবীণ পাঠক অবশ্যই ইহা হইতে এক অকৃত্রিম আনন্দ উপভোগ করিবেন এবং ভক্তিতত্ত্ব ও সাধন তত্ত্ব সমধিক অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

বাঘনা পাড়া

শ্রীবিনোদ বিহারী শর্মা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো বিজয়েভ্যঃ

শ্রীমৎ বালী-বিনাস ।

—:*(~*~):—

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

—:~*(~*~):—

জগদাকর্ষিণী শক্তি নিত্য প্রেম স্বরূপিণী ।

ত্বং বংশী বদনানন্দ ! বন্দে হাহং জগদ্গুরো ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্য প্রিয়তম স্তবীয় প্রেম-বিগ্রহঃ ।

বন্দে তচ্চরণান্তোজ মকরন্দ পিপাসয়া ॥ ২ ॥

গ্রন্থারম্ভে প্রথমং তাবৎ সকলাভীষ্ট পরিপূরণায় দ্বাভ্যাং প্রসিদ্ধ পরম গুরোর্নমস্কাররূপং মঙ্গলমা-
চরতি, জগদাকর্ষণীতি, হে বদনানন্দ ! এতদ্ গ্রন্থ প্রতিপাত্ত তদাখ্য মৎ পরমগুরো ! নিত্যপ্রেম স্বরূপিণী
প্রেম মাত্র প্রিয়েণ শ্রীকৃষ্ণেণ নিত্যং নিজাধরে ধৃতত্বাৎ । জগদাকর্ষিণী জগন্মোহিনী শক্তি স্তূত্রপা যা
বংশী, শ্রীকৃষ্ণস্তুতি শেষঃ । সা স্বমেব ; অতএব হে জগদ্গুরো ! শ্রীকৃষ্ণ-পদ প্রদর্শকত্বাত্ত্বমেব জগদ-
গুরুরিতি ত্বা ত্বাহং বন্দে সাষ্টাঙ্গং প্রণমামি । প্রভোঃ শ্রীমদ্বংশীবদনশ্চ বংশী দ্বাসঃ বদনানন্দঃ বংশী-
বদনানন্দ ইতি চ বহব আখ্যা ভেদাঃ শ্রুয়ন্তে ॥ ১ ॥

১ । পুনশ্চ, হে প্রভো ! স্তবীয় প্রেমবিগ্রহঃ প্রেমময়স্বরূপঃ শ্রীচৈতন্যপ্রিয়তমঃ শ্রীশচীনন্দনশ্চ
প্রীতি-জনকঃ অতস্ত্বমেব ধন্যঃ ইত্যর্থঃ । অহং মঙ্গল কামনয়া বিঘ্ন পরিশঙ্কয়া চ তব চরণ এব পদম্ তস্মৈ
যো মকরন্দঃ তস্মৈ যা পিপাসা তস্মৈ চরণপদমধু-পানেচ্ছয়া বন্দে প্রণমামি ত্বামিতি শেষঃ ॥ ২ ॥

বন্দিব শ্রী গুরু পদ নখ চন্দ্র শোভা,
শশধর জিনি জগজন মনোলোভা ।
গুরু সর্ব পরাংপর বুদ্ধিতে বিরল,
স্মরণে জড়িমা ঘুচে সর্ব ভ্রমঙ্গল ।
সেই গুরু চৈতন্য স্বরূপে অবতরি,
দীনদয়াময় নাম জগতে প্রচারি ।
গুরু দেখাইলা কৃষ্ণমন্ত্র মহাবীজ,
বীজরূপে ভগবান আপনে সে নিজ ।
যাঁহার স্মরণ মাত্রে প্রেমোদ্ভব হয়,
নাম দেহে ভেদ নাই সর্বগাঙ্গে কয় ।

তথাহি বিষ্ণুধর্মোত্তরে— ॥ ৩ ॥

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ চৈতন্য রসবিগ্রহঃ
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য-মুক্তোহভিন্ন স্বানামনামিনোঃ
সাধনানুসারে গুরু আজ্ঞামৃত পাণ্ডা,
সাধুনঙ্গ করে কেহ বৈষ্ণব জানিয়া ।
বৈষ্ণব গোসাঞি পাদপদ্ম সুকোমল,
যাহার স্মরণে হৃদি হয় নিরমল ।
এক বস্তু গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব এ তিন,
এক বস্তু তিন দেহ কিছু নহে ভিন্ ।

জয় জয় গৌরচন্দ্র প্রেমভক্তিদাতা,
জয় জয় নিত্যানন্দ দীনহীন ত্রাতা ।
জয় জয়দৈতচন্দ্র তিমির-বিনাশী,
জয় জয় স্বরূপাদি প্রেমপূর্ণ রাশি ।
জয় জয় গৌরীদাস আদি ভক্তগণ,
প্রেমের স্বরূপ জয় রূপ সনাতন ।
জয় জয় বংশীবদনানন্দ ! প্রভু মোর,
শরণ লইলু প্রভু ! শ্রীচরণে তোর ।
সাজোপাজ গৌরঙ্গের যত ভক্তগণ,
দন্তে তুণ ধরি সবে করি নিবেদন ।
তোমবার পাদপদ্ম মকরন্দে আশা,
কৃপা করি দেহ প্রভু ! করি যে প্রত্যাশা ।
মনের সন্দেহ মোর ছুটে কেন নাই,
এইবার কর কৃপা বৈষ্ণব গোসাঞি ।
নশ্বর শরীরী আমি কি বলিতে জানি,
তোমবার কৃপালেশ এই সত্য মানি ।
বহু ভাগ্যে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবেতে রতি,
প্রেম অনুরাগে হয় কৃষ্ণেতে ভক্তি ।
আমি অতি দীন হীম না জন্মিল রতি,
হায় হায় অভাগার কি হইবে গতি ।

নামেতি । নাম নামিনো রভিন্নহাং কৃষ্ণ ইতি নাম চিন্তামণিঃ, চিন্তামণি-রিবচিন্তামণিঃ । সেবকশ্চ
চিন্তিতার্থ প্রদাতাং । যথা শ্রীকৃষ্ণঃ, সেবকশ্চ চিন্তিতার্থপ্রদঃ তথা ইদমপীত্যর্থঃ । কৃষ্ণ চৈতন্য-রস-বিগ্রহঃ,
চৈতন্যকর রস আনন্দশ্চ তন্ময়ো বিগ্রহো যশ্চ তথাভূতঃ ; আনন্দং ব্রহ্মণোরূপমিতি শ্রুতেঃ যথা শ্রীকৃষ্ণ-
শ্চিদানন্দ-ঘন-রূপ স্তথা তন্মাপীত্যর্থঃ । পুনঃ কিস্তু তঃ পূর্ণঃ দেশ কালাদিনা অপরিচ্ছিন্নঃ । তথা শুদ্ধঃ
স্বয়ং পাপ-কর্ষকতান্মিথুনঃ । নিত্য মুক্তশ্চ জ্ঞানানন্দ স্বরূপত্বাদ-জ্ঞান-বদ্ধবিহীন ইত্যর্থঃ, ভবতীতি
শেষঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীবংশীবদনানন্দ প্রেমিক স্নেহজন,
 তাঁর পুত্র নিতাই চৈতন্য দুইজন।
 ঠাকুর রামাই নামে চৈতন্যের স্মৃত,
 পরম দয়ালু প্রভু সর্বগুণযুত।
 সেই প্রভু অনঙ্গমঞ্জরী অনুগতা,
 তাঁহার বৃত্তাস্ত কার বুঝিতে যোগ্যতা।
 হেন প্রভু মোর নাথ পতিতপাবন,
 অদ্ভুত মহিমা তাঁর না হয় বর্ণন।
 জয় জয় ঠাকুর রামাই গুণধাম,
 যাঁহারে সাক্ষাৎ হৈলা কৃষ্ণ বলরাম।
 সেবা অঙ্গীকার কৈলা যাঁর প্রেমবশে,
 হেন প্রভুর তত্ত্ব জানি জীব ছার কিসে।
 ব্যাঘ্রে কৃষ্ণ নাম দিয়া করিলা করুণা,
 হেন প্রভুর প্রতাপ জানিবে কোন্ জনা।
 জয় জয় ঠাকুর রামাই কৃপাবান,
 ব্যাঘ্রে দূর করি কৈলা বাঘনাপাড়া গ্রাম।
 জাহ্নবা রহিলা যাঁর রক্ষন শালায়,
 সহস্র বৈষ্ণবগণ যাঁহা অন্ন পায়।
 বীরচন্দ্র সনে সদা সখ্যতা যাঁহার,
 তেঁহ তাঁহে পরীক্ষা করিলা বার বার।

একদিন সখ্যরসে কন্দলী করিয়া,
 বারশত নেড়া রাত্রে দিলা পাঠাইয়া।
 বীরচন্দ্র প্রভুর আদেশ শিরে ধরি,
 দ্বিতীয় প্রহর যবে হইল শরবরী।
 রামাই সকাশে আসি বৈষ্ণব সকলে,
 কহে সকাতির মোরা জঠর অমলে।
 *ইলিশ মৎস্যের ঝোল আত্রেয় সহিত,
 খাইতে বাসনা চিতে করহ বিহিত।
 উদর পূরিয়া অন্ন করাহ ভোজন,
 তরা দেহ অন্ন আর কথিত ব্যঞ্জন।
 শুনেছি রামাই তুমি মহাস্ত প্রধান,
 আমাদের তুঘি রাখ নামের সম্মান।
 একে মাঘ মাস তাহে নিশীথ আগত,
 তখন ইলিশ আত্রে আশা অসঙ্গত।
 এতেক বলিল যদি বৈষ্ণবের গণ,
 জাহ্নবা স্রবণ গোসাঞি করিলা তখন।
 যমুনার ঠাঁই মৎস্য নিলেন মাগিয়া,
 চ্যুত বৃক্ষ স্থানে ফল নিলেন চাহিয়া।
 জাহ্নবার কাছে কহেন যোড় হাত করি,
 তোমার শরণ রাখ প্রাণের ঈশ্বরী।

* বৈষ্ণবের মৎস্য ভক্ষণে অভিলাষ; ইহাতে অনেকের মনে সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ
 ভোজনের ইচ্ছা নহে কেবল প্রভু রামাইএর অলৌকিক মহিমা পরীক্ষা মাত্র, এবং যমুনায ইলিশ
 মৎস্য ও তাহা তাঁহাদিগের ভক্ষণ এসকল কেবল মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কিছুমাত্র অন্ন ছিল রক্ষন ভাজনে,
 অন্নপূর্ণ হইল সব জাহ্নবা স্মরণে ।
 বার শ বৈষ্ণব সবে ভোজনে বসিল,
 অন্নান্ধ আহারে দেখে উদর ভরিল ।
 জঠরে বুলায় হস্ত উঠিছে উদ্ধার,
 খাও খাও বলে প্রভু সবে বার বার ।
 ভোজন সম্পূর্ণ হৈল যাহার প্রতাপে,
 যুধিষ্ঠিরে রাখে যেন দুর্কাসার শাপে ।
 এ কোন বিচিত্র তাঁর যার নিকেতনে,
 বিরাজে জাহ্নবা, কৃষ্ণ বলরাম সনে ।
 বৈষ্ণবের মুখে তাঁর মাহাত্ম্য শুনিয়া,
 মিলিল শ্রীবীরচন্দ্র দুর্লভ জামিয়া ।
 আর এক কথা সবে করহ শ্রবণ,
 প্রসঙ্গ ক্রমেতে তাহা করিব বর্ণন ।
 শ্রীবংশীবদন যবে অপ্রকট হৈলা,
 এস মা ! বলিয়া নিজ বধুরে ডাকিল ।
 মা. মা, বলিতে তাঁর লোক উপজিল,
 গলে বস্ত্র দিয়া বধু প্রভুকে কহিল ।
 যদি মোরে মা বলিলে প্রভু, দয়াময় ।
 প্রার্থনা শ্রীপদে, হও, আমার তনয় ।
 তথাস্ত, বলিয়া প্রভু আশ্বাসিল তাঁরে,
 মনোগত কথা তাঁর কে বুঝিতে পারে ।
 পুনঃ পুনঃ গতায়াতে বল কিবা কাজ,
 একথা বুঝিতে পারে ভকত সমাজ ।

আমি অতি মূঢ়মতি কিছুই না জানি,
 তত্ত্বজ্ঞান নাহি বাহ্যে করি টানাটানি ।
 কিছুমাত্র জানি যাঁরে সাধুর কৃপায়,
 সেই প্রভু অবতীর্ণ শ্রীবাঘ্না পাড়ায় ।
 প্রসঙ্গে কহিহু কথা সংক্ষেপ করিয়া,
 পশ্চাতে কহিব বস্ত্র তত্ত্ব বিবরিয়া ।
 শুন শুন ওহে ভাই ! যত বন্ধুগণ ।
 মুরলী বিলাস কথা করহ শ্রবণ ।
 বর্ণিবার যোগ্য নই আমি জ্ঞানহীন,
 অভীষ্ট তুলিয়া লও হইয়া প্রবীণ ।
 করো না অবজ্ঞা মনে করো না সংশয়,
 ইথে রাধাকৃষ্ণ প্রেম তত্ত্বজ্ঞান হয় ।
 পূর্ণরূপে গোলোকে বিরাজে ভগবান্,
 চিন্তামণি ভূমে সদা স্থিত নিত্যধাম ।
 কল্পবৃক্ষগণ যাতে সুরভির, ঘটা,
 নানা ভূষা দীপ্তি করে লক্ষ্মীগণ ছটা ।
 চিচ্ছক্তি বিলাস কৃষ্ণের সর্ব অবতারী,
 সর্বৈচ্ছাংশ কলা যাঁর মহাবিষ্ণু করি ।

তথাহি ব্রহ্ম সংহিতায়াং ।

চিন্তামণি প্রকর সদাশু কল্পবৃক্ষ-
 লক্ষাবৃত্তেযু সুরভীরতি-পালয়ন্তঃ ।
 লক্ষ্মীসহস্রশত-সংভ্রম-সেব্যমানং,
 গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং তজ্জামি ॥ ৪ ॥

দেখাদয়
 নিত্য লী
 ত্রিভঙ্গ ল
 অঙ্গদ বল
 মুরলী উপ
 বামেতে
 দোহার র
 অনন্ত অ
 আলোল-
 শ্রামং ত্রি
 চি
 চিন্তামণিত
 তেষু কল্প
 চিদানন্দক
 তেষাং শ
 তিহাস-প্র
 গোবিন্দ
 দাতুমিতি
 বংশীচ

শ্বেচ্ছাময় জগন্নাথ শ্বেচ্ছাতে বিহার,
নিত্য লীলানন্দ করে লয়ে পরিকর ।

ত্রিভঙ্গ ললিত অঙ্গ শ্যাম কলেবর,
অঙ্গদ বলয় শোভে অতি দীপ্তিকর ।

মুরলী উপরে নখ আলোল চন্দ্রমা,
বামেতে শ্রীমতী শোভে কতি মনোরমা ।

দৌহার রূপের সীমা ত্রিজগতে নাই,
অনন্ত অযুত মুখে যাঁর গুণ গাই ।

তথাহি তত্রৈব ।

আলোল-চন্দ্রকলসং বনমাল্য-বংশী-রত্নাঙ্গদ-
প্রণয়কেলি-কলাবিলাসঃ ।

শ্যামং ত্রিভঙ্গ-ললিতং নিয়ত প্রকাশঃ,

গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫ ॥

রূপের অবধি নাই গুণে নিরূপম,

আমি কি বর্ণিতে তাঁরে হইব সক্ষম ।

গুরুমুখে শুনিয়া লিখিতে হলো আশা,

গুরু-পাদপদ্ম মাত্র আমার ভরসা ।

রসের স্বরূপ কৃষ্ণ আনন্দ স্বরূপ,

কি লাগি মুরলী হাতে একি অপরূপ ।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর মহিমা অপার,

তিনি না ছাড়েন বংশী একি চমৎকার ।

অলৌকিক বৈভব তাঁর বড় বিধ ঐশ্বর্য্য,

তবে কেন বংশী করে এবড়ি আশ্চর্য্য ।

মুরলী কি বস্তু কিবা তার উপদান,

ইহা কি জানিতে পারে জীবের পরাণ ।

মুণ্ডি জীব তুচ্ছ মতি নাই ভক্তি জ্ঞান,

কোথা হইতে পাই নিত্য বস্তুর সন্ধান ।

চিন্তামণি প্রকর সন্নিবিষ্টি । বিরিক্ষিপীত বহুনাং স্তবানাং প্রথমঃ স্তবঃ । চিন্তিতার্থ প্রদর্শনৈব চিন্তামণিস্তদাখ্যঃ অপ্ৰাকৃত আনন্দধনঃ প্রসূর-বিশেষ স্তবপ্রকরৈঃ সমূহৈর্বিলসিতেষু সন্নিহ্ন স্থানেষু কিঙ্ক-
তেষু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সংকল্পানুরূপ ফলপ্রদা য়ে বৃক্ষাঃ স্তেযাং লক্ষেরাবৃতেষু বিরাজিতেষু সুরভিঃ গাঃ
চিদানন্দরূপা এব পালয়ন্তুঃ সর্বতো রক্ষন্তুঃ । লক্ষ্মীনাং রূপবৎ-সরূপ-শক্তিীনাং গোপীনামিত্যর্থঃ সহস্রাণি
তেষাং শতানি চ তৈ রসংখ্যাত-গোপীজনৈ রিত্যর্থঃ, সম্মুখেন সেব্যমানং লালিত-পাদপদ্মং তং সর্ববেদে-
তিহাস-প্রসিদ্ধং আদিপুরুষং সর্বকারণ-কারণং । একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশান ইতি শ্রুতেঃ ।
গোবিন্দং অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রোক্তং অহং ভজামি । কর্ণাধীন প্রলীন-জীব নিকরাণাং অনুরূপ ভোগস্থানং
দাতুমিতি পরম্পদং ॥ ৪ ॥

আলোলেতি । আলোলং বামবক্ষিমং যং চন্দ্রকং ময়ূর-পিচ্ছং, লসং শোভমানং যং বনমালাং
বংশীচ রত্নময়মঙ্গদঞ্চ তানি ভূষাভেন বিচুন্তে যন্ত তং । প্রণয়েন যঃ কেলিঃ পরিহাস স্তত্র যা কলা

গোলোকের নিত্য বস্তু ইহা শাস্ত্রে কয়,
তার মর্ম বুঝে উঠা মোর সাধ্য নয় ।
আর এক কথা কহিতে বাস লাজ,
একথা জানেন মাত্র রসিক সমাজ ।
কহিতে লালসা বাড়ে কহিতে না পারি,
ব্যতিরেক তব বস্তু নির্দ্বারিতে নারি ।
তব নিরূপণে জানি মুরলীর তব,
তুই বস্তু ভেদ নাই একই মহত্ব ।
গোলোকে করিল যবে নিত্যলীলা রাস,
নিজাঙ্গ হইতে সব করিলা প্রকাশ ।

তথাহি পদ্মপুরাণে ।

গোলোকে ভগবান্ কৃষ্ণো রাসলীলা যদৃচ্ছয়া,
স্বাঙ্গে চ কৃতবান্ রাধাং মুরলীং মুখপঙ্কজে ॥ ৬
নিজাঙ্গ হইতে রাই রসের পুতলী,
মুখপদ্মে প্রকাশিলা মোহন মুরলী ।

সেই মহারাস বলি তাহার আখ্যান,
নিত্য বস্তু নিত্য তুই হয় উপাদান ।
গুরুমুখে এ সকল পাইয়া সন্ধান,
লিখিহু সংক্ষেপে এই করি অনুমান ।
একদিন গোলোকে বসিয়া ভগবান্,
ভয়েতে মলিন দেখি রাধার বয়ান ।
শ্রীদামের ক্রোধাবেশ করিয়া শ্রবণে,
শ্বেচ্ছা হলো মানবীয় লীলানুকরণে ।
তথাহি ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে ।

ব্রজং গতা ব্রজে দেবি ! বিহরিষ্যামি কাননে
মম প্রাণাধিকা ত্বং ভয়ং কিস্তে ময়িস্থিতে ।

॥ ৭ ॥

অত্যাগত বিলাস ব্রজে হলো প্রকটন,
আগে অবতরি মাতা পিতা বন্ধুগণ ।
প্রণয়-বিকার আছাদিনিগণ লঞা,
ব্রজভূমে নরলীলা করিলা আসিয়া ।

রসিকতা সৈব বিলাসঃ ক্রীড়া যশ্চ তং । শ্যামং ইন্দ্রনীলমণি-প্রভং, ত্রিষু অঙ্গেষু চরণকটিগ্রীবাস্থ যো
ভঙ্গস্তেন ললিতং সুন্দরং । এতেন শ্রীমদ্বন্দাবনে ভগবতগ্ৰিভঙ্গ প্রকাশে যথা সৌন্দর্য্যাতিশয্যং, ন তথা
দ্বারকাদি প্রকাশে ; ইতি ধ্রুনিতং । নিয়ত-প্রকাশং নিয়তং অনাদি-কাল-মারভ্য অনন্তকাল পর্য্যন্ত
প্রকাশো যশ্চ ত্বং আদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি ॥ ৫ ॥

গোলোকে ইতি । গোলোকে অপ্ৰাকৃত ভগবন্তিত্যাধিষ্ঠানে ভগবান্ কৃষ্ণঃ শ্রীনন্দনন্দনঃ যদৃচ্ছয়া
জীববৎ সংকল্পঃ বিনৈব রাসলীলাঃ কৃতবান্ তত্র চ নিজাঙ্গে শ্রীমদ্বঙ্গসি শ্রীরাধাং শ্রীমুখকমলে চ মুরলীং
কৃতবানিতি ॥ ৬ ॥

ব্রজং গচ্ছতি । হে দেবি ! রাধিকে ! ত্বং মম প্রাণেভ্যোপাধিকা ময়ি স্থিতে তে তব ভয়ং
কিং ময়ি উপস্থিতে তব কিমপি ভয়কারণং নাস্তীতি ভাবঃ । অহমপি (বারাহে কল্পে) ব্রজং গতা তত্র
সহ কাননে শ্রীমদ্বন্দাবনাখ্যে বিহরিষ্যামি রাসাদিলীলাং প্রকটয়িষ্যামীতি ॥ ৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।
অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ
ভক্ততে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো
ভবেৎ ॥ ৮ ॥

অষ্টবসু সঙ্গে দ্রোণ ধরা ভার্য্যা সনে,
করিল তপেতে বশ জগত কারণে ।
সে যাহা মাগিল প্রভু তাহার কারণ,
করেন মানব রূপে নর আচরণ ।
পরে শুন ব্রজধামে লীলানুকরণে,
কিরূপ জনমে ইচ্ছা শ্রীমতীর মনে ।
বৃষভাসু নৃপজায়া কীর্তিদা সুন্দরী,
যমুনাতে জল খেলে সঙ্গে সহচরী ।
সুবর্ণ-মঞ্জস এক ভাসিয়া আসিল,
আচম্বিতে কীর্তিদার কোলে সামাইল ।
পাইয়া অমূল্য নিধি আসি নিজ ঘরে,
অতি রম্য স্থানে তাহা রাখে যত্ন করে ।
আচম্বিতে প্রকাশয় রূপের মাধুরী,
তাহার ভিতরে দেখে শিশুবেশ নারী ।
ললিতাদি সখী অষ্টজন্যর প্রকাশ,
যাহা হৈতে জানি কৃষ্ণলীলার নির্যাস ।
শ্রীরূপমঞ্জরী আদি সখী অষ্টজন,
শ্রীমতী রাধিকা সহ দিলা দরশন ।
বীরা বৃন্দা দুই দাসী হইলা প্রকাশ,
পূর্ণমাসীর শিষ্যা দুই বৃন্দাবনে বাস ।

দেখিয়া কীর্তিদা মনে উপজিল সুখ,
কোলে লয়ে, চুম্বন করয়ে চাঁদ মুখ ।
দেখি বৃষভাসু রাজা আনন্দে ভাসিলা,
মহানন্দে গোপ গোপীগণে নিমন্ত্রিলা ।
আসিল রোহিণী সহ যশোদা সুন্দরী,
প্রাণসম স্নত কৃষ্ণচন্দ্রে কোলে করি ।
সর্বদা সুন্দর অঙ্গ কান্তে আলো করি,
চক্ষু নাহি মেলে রহে মোমব্রত ধরি ।
আত্মা তপস্বিনী যোগমায়া পূর্ণমাসী,
আচম্বিতে সেইস্থানে উত্তরিল আসি ।
সেই পূর্ণমাসী তথা কৃষ্ণে কোলে নিল,
রাধিকার কাছে তাঁরে পরে সমর্পিল ।
নয়ন মেলিয়া দেখে কৃষ্ণ মুখ শোভা,
মুখচন্দ্র অঙ্গ নীলমণি জিনি প্রভা ।
আছিল মুরলী সঙ্গে কৃষ্ণ হাতে দিলা,
মুরলী পাইয়া কৃষ্ণ প্রসন্ন হইলা ।
যড়ৈশ্বর্য্য ভোগে হয় যত সুখোদয়,
বংশীর আলাপে তাঁর ততোধিক হয় ।
এই তো কহিলু মুরলীর প্রাহুর্ভাব,
যাহা হৈতে হয় নিজ কাম্য-বস্তু লাভ ।
জাহ্নবা রামাই কৃপা করি অভিল্যব,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী বিলাস ।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসে প্রথম পরিচ্ছেদ ।

অনুগ্রহায়েতি । ভক্তানাং ভক্তানুগ্রহার্থং মানুষং নরাকারং দেহমাস্থিতঃ সন, যেচ্ছয়া মানুষং
দেহং বিরচয়্যেত্যর্থঃ, তাদৃশীঃ উজ্জলরস-প্রধানাঃ ক্রীড়া ভক্ততে শ্রীকৃষ্ণ ইতি শেবঃ । যা শ্রুত্বা ভীষো
বহিমুখোহপি তৎপরো ভবেদिति ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

—:.)*(.:—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দীনবন্ধু,
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণার সিন্ধু ।
জয় শ্রোতা ভক্তগণ চরণ বন্দিস্যা,
গাইব প্রভুর গুণ আনন্দে ভাসিয়া ।
অতঃপর শুন তাঁর লীলা বিবরণ,
তত্ত্বজ্ঞান লাভে যদি কর আকিঞ্চন ।
যোগমায়া হ'তে হয়, লীলার আশ্বাদ,
না হইলে পরকীয়া মাত্র অনুবাদ ।
পরকীয়া হতে হয় রসের আশ্বাদ,
স্বকীয়া হইতে ব্রজ ভ্রজনেতে বাদ ।
তাই কৃষ্ণ যোগমায়া করি আচ্ছাদন,
বিহরেন গোপ গোপী লয়ে অনুক্ষণ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমোঃ
গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষামৈকৈষ দেহিনাং গাহা
যোহশ্চরতি মোহধ্যাক্ষ এব ক্রীড়ন-দেহভাক্ ॥ গোপী
সংক্ষেপে কহিলু এই লীলার বিশেষ, ইক
অপার অনন্ত কোটি না পায় উদ্দেশ । সেব
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে । তাত
নৈবোপযন্ত্যপচিতং কবয়-স্তবেশ । পি
ব্রহ্মায়ুষ হপিকৃতমুদ্রমুদঃ স্মরন্তঃ । ল
যোহস্তর্কহিস্তমুভূতামন্তভঃ ক
বিধুস্বনাচার্য্য-চৈতাবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তিঃ দা
পূর্বে কৃষ্ণ এক কথা শুনি আচম্বিতে, স
সে কথা শুনিবা মাত্র না সম্বরে চিতে । স

স্বরূপ পর্যাবেক্ষণেন সর্বাত্তর্য্যামিনঃ শ্রীকৃষ্ণশ্চ নকোহপি পরে ইত্যাহ—গোপীনামিতি । গোপীনাং
ব্রজসুন্দরীণাং তাসাং পতীনাং সর্বেষাঞ্চ দেহিনাং প্রাণিনাং যো অধ্যাক্ষোবুদ্ধাদিসাক্ষী অন্তশ্চরতি
পরমাআরুপেণ ইতি শেষঃ স এব এষঃ ক্রীড়নেন দেহং ভজতি যঃ স ক্রীড়নদেহভাক্ রাসরসিকঃ রাসে
ক্রীড়তীতি শেষঃ ॥ ১ ॥

নৈবেতি । হে দ্বৈপায়ন । কবয়ঃ পরংতত্ত্বজ্ঞাঃ ব্রহ্মায়ুষাপি ব্রহ্মণ আয়ুষং প্রাপ্যাপি, অতিদীর্ঘায়ুষা-
পীত্যর্থঃ ; তথ অপচিতিং স্বংকৃতোপকারশ্চ প্রত্যাপকারং নৈব উপযন্তি, উপকারানুরূপং প্রত্যাপকারং
কর্ত্বং ন শক্নুবন্তীত্যর্থঃ । কৃতং স্বংকৃতমুপকারং স্মরন্তশ্চিত্তমন্তঃ কেবলং স্বাদমুদঃ প্রবৃদ্ধানন্দ আসতে ।
উপকারমেবাহ যো ভবান্ অস্তর্কহিরাচার্য্যচৈত্যা-বপুষা গুর্কহৃদ্যামীরূপেণ বহির্গুরুরূপেণ অন্তঃ অন্তর্য্যামি-
রূপেণ চ, তদুভূতাং জীবানাং অশুভং অমঙ্গলং বিষয়াভিলাষং বিধুস্বন্ নিরশ্বন্ স্বগতিং নিজস্বরূপং
প্রকটয়তি প্রকাশয়তীতি ॥ ২ ॥

তাহার স্বভাব সদা করে আকর্ষণ,
 যেই শুনে তার আকর্ষয়ে তনু মন ।
 সেই যে পরম রস অতি চমৎকারী,
 যে রসে বিহ্বল হন কিশোর কিশোরী ।
 তাহার স্বভাব সদা উন্মত্ত করয়,
 গোপীগণ কৃষ্ণ সহ যাতে ভুলে রয় ।
 এইরূপে পূর্বাযত্না হয়ে বিস্মরণ,
 রসের স্বভাবে রাগ বাড়ে অনুক্ষণ ।
 জাতি কুল শীল আদি ধর্ম আছে যত,
 সাঁপিনা কৃষ্ণের পায় জনমের মত ।
 বাল্য পৌগণ্ড অতি মনোমতি-লোভা,
 কৈশোর হইতে নানা ভাবচন্দ্র শোভা ।
 দৌহার হইল নব কৈগোর উদয়,
 সে রূপ লাবণ্য কেবা বর্ণিতে পারয় ।
 নীলমণি জিনি কাস্তি করে ঢল ঢল,
 সৌদামিনী জিনি রাই করে ঝলমল ।
 কোটিচন্দ্র কাস্তি জিনি, কৃষ্ণ মুখ শোভা,
 তাহাতে শোভিত বংশী গোপী মনোলভা ।
 চুড়ার টালনী ইন্দ্র-ধনু মোহনীরী,
 শ্রবণে কুণ্ডল কোটি সূর্য্য কিরণিয়া ।
 টাঁচর কুন্তল ভালে অলকা-লম্বিত,
 তাহাতে চন্দন টাঁদ অতি সুশোভিত ।
 অঙ্গ, আমরি যেন কামের কামান,
 জিনিয়া কুশুম শর কমল নয়ান ।

উন্নত নাসিকা মুখে আলো করি রয়,
 দেখি ব্রজবধূগণ বিকল হৃদয় ।
 গলে দোলে বনমালা অতি সুশোভিত,
 কিম্বা নবঘনে যেন বিদ্যুত উদিত ।
 পীতাম্বর পরিধান অতি পরিপাটি,
 বিজলী সঞ্চার তায় হয় কোটি কোটি ।
 চরণে নুপুর তায় রুণু রুণু বাজে,
 চমকে যুবতী সবে হৃদে শর বাজে ।
 লাবণ্য লহরী খেলে শ্রাম কলেবরে,
 তুলনা দিইতে তার কেবা সাধ্য ধরে ।
 স্বেচ্ছাময় বপু তাঁর স্বেচ্ছায় বিহার,
 কিসের লাগিয়া শিখি-চন্দ্র শিরে তাঁর ।
 একথা সন্দেহ মনে হইল আনার,
 কে মোরে জানাবে এ সকল সমাচার ।
 যদি মোরে দয়া কর ঠাকুর রামাই,
 অনায়াসে এসব সিদ্ধান্ত তবু পাই ।
 ওহে প্রভু জাহ্নবার মানসরঞ্জন,
 মো অধমে প্রেমভক্তি কর বিতরণ ।
 ভক্তি অনুসারে পাই এ সকল তবু,
 নহিলে বা কে বা কোথা জানে এ মহত্ব ।
 বৈষ্ণব গোসাঞি দীন দুঃখীর জীবন,
 বাঁহার আশ্রয়ে পাই তবু নিরূপণ ।
 এসব সিদ্ধান্ত কথা পাছে নিরূপিব,
 আগে শ্রীবাধিকা রূপ স্বরূপ কহিব ।

স্থগিত বিজরী যেন রাই অঙ্গ কঁাতি,
 নীলবাস পরিধান নানা চিত্র ভাতি ।
 মাথায় কুন্তল-ভার কবরী-রচিত,
 তাহে নানা ফুল দাম গন্ধে আমোদিত ।
 চন্দ্রের উপরি সূর্য্য উদয় হয়েছে,
 কামের কামান ভুরুযুগ্ম শোভিতেছে ।
 শ্রবণে নাটকমণি কোটী সূর্য্য প্রভা,
 যুগেন্দ্র নয়নী মুখ কোটি চন্দ্র আভা ।
 তিলফুল জিনি নাশা মুকুতার বুঝী,
 তাহার সৌন্দর্য্যে কৃষ্ণ মন করে চুরি ।
 মৃগমদ-বিন্দু-শোভা চিকুরের মাঝে,
 হেমাজ্জ উপরে যেন ভ্রমর বিরাজে ।
 কস্মু-কণ্ঠ অধোদেশে কনক কলস,
 কি দিব তুলনা তার কৃষ্ণ যাম্ব বশ ।
 তাহে নীলবাস নানা চিত্র কঞ্চুলিকা,
 যাহার গৌরবে মস্তা শ্রীমতী রাধিকা ।
 প্রমত্ত মাতঙ্গ শুণ্ড জিনি করদ্বয়,
 মণি-সুরচিত ভূষা কত শোভে তায় ।
 ত্রিষলীকো পরুনাভি জিনি সুকোমল,
 কটি-ভূষা কিঙ্কিনীতে করে বলমল ।
 মদন বিমান চাক নিতম্ব-নিদেশ,
 উলট কদলী জালু-যুগ্ম সুবিশেষ ।
 চরণ কমলে নখ কোমুদী সঞ্চার,
 যাব-রাগ সুবিরাজে তাহার উপর ।

একরূপ লাবণ্য যে তুলনা দিব কিমে,
 ত্রিঙ্গগতের নাথ কৃষ্ণ থাকে য়ার বশে ।
 মদন-মোহন সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন,
 তাঁহার মোহিনী রূপের কি করু বর্ণন ।
 হুঁহ রূপ অল্পপম নিরূপণ নহে,
 এ কথা জানিব কিমে শাস্ত্রবেত্তা নহে ।
 সবে এক জানে যেই তাঁহারি আশ্রয়,
 তাঁহার আশ্রয় হইলে তার বেত্তা হয় ।
 এক বস্ত্র হৈতে দুই দেহ মাত্র সেহ,
 কে জানিবে এই তত্ত্ব জানে কেহ কেহ ।
 প্রেমময় শ্রীরাধিকা প্রেমের স্বরূপা,
 রসের স্বরূপ কৃষ্ণ রসেতে অধিকা ।
 যথা তথা মতে এই কেলা নিরূপণ,
 এবে সে জানিতে হয় বিলাস কারণ ।
 কামের বিলাস আর রূপের বিলাস,
 প্রেমের বিলাস আর রসের বিলাস ।
 এঃসব প্রকার ভেদ বোঝা নাহি যায়,
 তবে যে বুঝয়ে সেই ভকত কৃপায় ।
 আমি দীন হীন মোরে করহ করুণা,
 ওহে নাথ কর কৃপা না করিহ ঘৃণা ।
 এ ভব সংসারে মোর আর কেহ নাই,
 এবার রাখহ মোরে বৈষ্ণব গোসাঞি ।
 কৈশোর বয়সে কাম জগত সফল,
 বিহার করিতে কৃষ্ণ সদাই চঞ্চল ।

বংশী আলাপন করি গোপী মন হরি,
কন্দর্পের দর্পনাশ করেন শ্রীহরি ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।

এবং পরিষদ্য করাভিমর্ষ স্নিগ্ধেষ্ণোদাম
বিলাস-হাসৈঃ ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীতির্থার্থকঃ স্বপ্রতি-
বিশ্ব-বিভ্রমঃ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বরাগে যবে বংশীধ্বনি যে শুনিল,
শুনিতেই তার মনেদ্রিয় আকর্ষিল ।
উৎকর্ষা বাড়িল মনে দেখিবার তরে,
দৌহে দৌহা রূপ দেখে ছুঁছ মন হরে ।
যে অঙ্গে লাগয়ে নেত্র সেই অঙ্গে রয়,
ব্যথিত অন্তরে শেষে বিধিরে নিন্দয় ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।

অটতি যন্তুবানহি-কাননং ক্রটি যুগায়তে
ত্বামপশ্যতাং ।
কুটিল-কুস্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষ্যতাং-
পদ্মকদম্বাং ॥ ৪ ॥

প্রেম শব্দে এই কহি উভয় প্রকার,
ছুঁছ প্রেমে মত্ত দৌহে এই ব্যবহার ।
সেই প্রেম বিলাসের নানা অঙ্গ হয়,
সম্যক্ প্রকারে তাহা বর্ণন না হয় ।
বংশীর শব্দেতে প্রেমরাগ জন্মাইয়া,
ছুঁছ প্রেমে ছুঁছ মন বুঝে কি লাগিয়া ।
রসিক-শেখর রস-বিলাসে সজ্জন,
রস আশ্বাদিয়া রাখে রসিকের মন ।
রস বিলাসের কথা বুঝিতে দুর্গম,
রসিক ভক্তত বুঝে, কি বুঝে অধম ।
রসিক কহি, যে সদা রস আশ্বাদয়,
এমন রসিক কেবা বুঝিতে পারয় ।
জগতের গুরু সেই রসিক প্রধান,
রস আশ্বাদন বিনা নাহি জানে আন ।
রসের হিল্লোলে রস সদা করে পান,
তার অবশেষ পিয়া মানে ভাগ্যবান ।

এবমিতি । স্ব প্রতিবিশেষবিভ্রমঃ ক্রীড়া যন্তু সৌহৃদ্যকঃ মুগ্ধঃ শিশুরিব । রমায়াঃ লক্ষ্যাঃ ঈশঃ প্রভুরপি
পরিষদ্য আলিঙ্গনং করেণাভিমর্ষঃ স্পর্শঃ স্নিগ্ধেষ্ণং সপ্রেমাবলোকনং, উদামবিলাসঃ পারিতোষিকপ্রদানং,
হাসঃ মুখোল্লাসঃ, পরিহাসো বা তৈঃ ব্রজসুন্দরীভিঃ সহ রেমে ॥ ৩ ॥

ত্রিকক্ষ্য বেগুনাদমাকর্ণা তদহুসরণক্রমেনাভ্যুত্যা দর্শনলালসা-পরিপূরণান্তরায়ভূতং বিধাতারং নিন্দন্তি ।
অটতীতি । যদ্ যদা ভবান্ অহি দিবসে কাননং বৃন্দাবনাখ্যং বনং অটতি গচ্ছতি ; তদা ত্বাং অপশ্যতামস্মাকং
গোপঃ রামানাং ক্রটিঃ ক্ষণাংশোহপি যুগায়তে যুগতুল্যান্তবতি । (পুনঃ কথঞ্চিৎ দিবসাবসানে) তে তব কুটিলং
কুস্তলং বস্মিন্ তৎ শ্রীমুখং মুখকমলং উদীক্ষ্যতাং সোৎসুকমীক্ষমানানাং তাসাং গোপরামানাং দৃশ্যং চক্ষুযাং
পদ্মকং পদ্মকদম্বাং বিধাতা পদ্মযোনিঃ জড়ঃ বিবেকশূন্যঃ অতঃ নিন্দাস্পদীভূত ইতি ॥ ৪ ॥

এমন রসিক মানি মুরলী সকল,
সদাই করয়ে যেই কৃষ্ণাধরে খেলা ।
রসিক শেখরাধর রসের ভাণ্ডার,
তাহা যেই পান করে উপমা কি তার ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।
গোপাঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
দামোদরাধর-সুধামপি গোপিকানাং
ভুংক্তে স্ময়ং যদবশিষ্ট-রসং হৃদিষ্ঠো
হৃদ্যত্বেচোক্ষ মুমুচুস্তরবো যথার্থ্যাঃ ॥ ৫ ॥
অতএব সর্বোৎকর্ষা সর্বরসালিকা,
সর্ব আকর্ষিকা কৃষ্ণ প্রাণের অধিকা ।
ভুলোক ভবলোক স্বরলোক আর,
সত্যলোক গোলোক আকর্ষে রবে যার ।
এ বড় আশ্চর্য্য নহে বংশীর চরিত,
পতিব্রতাগণ শুনি না পায় সম্বিত ।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ।

নদনবধন-ধ্বনিঃ শ্রবণহারি সচ্ছিত্তিত্তঃ
সনর্ঘ-রস-সুচকাকর-পদার্থ-ভদ্র্যুক্তিক
রমাদিক-বরাজনা-হৃদয়হারি-বংশীকলঃ
স মে মদনমোহনঃ সখিঃ ! তনোতি ক
স্পৃহাং ॥ ৬ ॥

আর এক শুন বংশীর অদ্ভুত চরিত,
যে কথা শুনিলে চিত্ত না পায় সম্বিত ।
গোপকন্ঠা মুনিকন্ঠা ঋত্বিককন্ঠাগণ,
দেবকন্ঠা নাগকন্ঠা কি করু গণন ।
একা বংশীধ্বনি মাত্রে আকর্ষিয়া আনে,
কামবাণে জ্বর জ্বর নাহি বাহুজ্ঞানে ।
নিপরীত বেশ ভূষা করিল সবাই,
কোথায় চরণ পড়ে এই জ্ঞান নাই ।

গোপা ইতি । হে গোপাঃ অয়ং বেণুঃ কিং স্ম কুশলং পুণাং আচরং কৃতবান্ । যদ্ যস্য
গোপিকানামেব ভোগ্যং দামোদরাধরসুধাং শ্রীকৃষ্ণাধরামৃতং অবশিষ্টরসং কেবলং অবশিষ্টরসং যথাস্থা
তথা ভুংক্তে । যদ্ যতঃ হৃদিন্যঃ নতঃ মাতৃতুল্যা বিকসিত কমলমিষেণ হৃদ্যত্বেচো রোমাঞ্চিতা লক্ষ্যে
দৃশ্যন্তে । তরবো বৃক্ষাশ্চ মধুধারামিষেণ আনন্দাশ্চ মুমুচুঃ মুঞ্চন্তীত্যর্থঃ । যথা আর্থ্যাঃ কুলবৃদ্ধাঃ স্ববংশে
ভগবৎ সেবকং দৃষ্ট্বা হৃদ্যত্বেচোহশ্রমুঞ্চন্তি তদ্বদ্বিতি ॥ ৫ ॥

নবম্বিতি । হে সখি বিশাখে, নদন-শব্দায়মানঃ নবধনবৎ ধ্বনিঃ কণ্ঠধ্বনির্ধন্য সঃ, শ্রবণহারি
শ্রুতিস্বথকরং সচ্ছিত্তিত্তং সুমধুর-ভূষণশব্দো যস্য সঃ নর্ঘেণ পরিহাসেন সহ রসবাজকানাং অকরপদার্থানাং
ভঙ্গিঃ নানা রসকাব্য মহাকৌতুকদায়িনী উক্তিঃ ভাষা যস্য সঃ, রমাদিক বরাজনানাং হৃদয়হারী বিকলী-
করণশীলঃ বংশীকলঃ বংশীধ্বনির্ধন্য সঃ মদনমোহনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ মে মম কর্ণস্পৃহাং তনোতি বিস্তারয়তীতি ॥

তার মধ্যে এক গোপী যাইতে না পাঞা,
রাগেতে পাইল গুণময় দেহ তেয়াগিয়া ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।

ত্বমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ ।
জহন্ত গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ । ৭।
এ আশ্চর্য্য নহে গোপী রসের পুতলী,
রসালিকা বংশী শুনি, হইলা ব্যাকুলী ।

মৃততরু মুঞ্জরয়ে শুনি বেণু গান,
ইথে কি রসের বপু ধরয়ে পরাণ ।

খগ মৃগ আদি করি যত জীবগণ,
নদ নদী শীলা আর স্থাবর জঙ্গম ।

সবার বিভ্রম হয় মুরলীর স্বনে,
বিশেষ গোপীকাগণে হানে কামবাণে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।

কাস্ত্র্যঙ্গ-তে কলপদা-য়ত বেণুগীত,
সম্মোহিতার্য্য-চরিতান্ চলেত্রিলোক্যাম্ ।

ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং,
যদগোদ্বিজক্রম-মৃগাঃ পুলকাশ্চবিভ্রন্ । ৮।

অতএব মুরলীর গুণ চমৎকারি,
কোন্ বস্তু হয় বংশী বুঝিতে না পারি ।

যার ধ্বনি শুনিমাত্র পুরুষ অঙ্গনা,
উন্মত্ত হইয়া পড়ে হারায় চেতনা ।

তথাহি বিদগ্ধ-মাধবে

রুদ্ধনশ্চুভূতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্কশ্চুভূতশ্চুরং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিশ্বেরয়ন্ বেধসং
ঔৎসুক্যাবলিভিক্কলিং চটুলয়ন্

ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্

ভিন্দনশ্চকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম

বংশীধ্বনিঃ । ১২।

এই ত কহিলু বংশী-বিলাসের তত্ত্ব,
বুঝিতে নারিলু তার কেমন মহত্ত্ব ।

জগতমোহন কৃষ্ণাধরে স্থিত সদা,

কৃষ্ণের স্বরূপানন্দদায়ী সুপ্রমদা ।

ত্বমেবেতি । জারবুদ্ধ্যাপি প্রাকৃত-পরপুরুষজ্ঞানেনাপি তমেব পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণং সঙ্গতা
মিলিতাঃ, অতএব সঙ্গস্তৎক্ষণাৎ প্রক্ষীণবন্ধনা নিধূতপাপপুণ্যাঃ সত্য গুণময়ং প্রাকৃতমেব দেহং
শরীরং জহন্ত্যক্ৰবত্যঃ গোপ্য ইতি শেষঃ । ৭ ।

কাস্ত্রীতি । অঙ্গ হে শ্রীকৃষ্ণ ! কাস্ত্রী তে তব কলপদায়তবেণুগীত-সম্মোহিতা মধুর-স্বরূপ-
বেণুগান-বিভ্রান্তা সতী ত্রৈলোক্যসৌভগং ত্রিভুবনৈকসুন্দরম্ ইদং রূপং নিরীক্ষ্য চ, সম্যগক্ষি-
গোচরীকৃত্যচ, আর্য্য-চরিতাং নিজধর্মাং নচল্লেৎ । বদ্ যস্মাৎ গবাদয়োহপি পুলকানি
অবিভরুরীতি । ৮।

রুদ্ধনশ্চিতি । অশুভূতঃ মেঘান্ রুদ্ধন শ্চুভয়ন্, তুষ্কুরং স্বনাম প্রসিদ্ধং গন্ধর্বাধিপতিং চমৎকৃতি-
পরং আশ্চর্য্যায়িতং কুর্কশ্চ, সনন্দনমুখান্ ॥ সনন্দনাদীন্ স্বধীন্ ধ্যানাং অন্তরয়ন্,

কৃষ্ণপক্ষ, কিবা রাধার হনু অনুগতা,
বুঝিতে না পারি কিছু এসকল কথা ।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ,
ইহাদের বেত্ত হয় সব যথাযথ ।

তথাহি বিদগ্ধ-মাধবে ।

সদ্বংশতন্তুবজনিঃ পুরুষোত্তমশ্চ,
পাণৌস্থিতিমুরলিকে ! সরলাসি জাত্যা,
কস্মাত্ত্বয়া সখি ! গুরোর্বিষমাদগৃহীতা,
গোপাঙ্গনাগণ-বিমোহন-মন্ত্রদীক্ষা । ১০।

গোসাঞি লিখিলা ইহা বিদগ্ধ মাধবে,
ইথে কি সন্দেহ, নিষ্ঠা করি শুন সবে ।
কেহ কোন মত কহে তাহা নাহি জানি,
শ্রীরূপ গোস্বামী বাক্য সত্য করি
মানি ।

সর্ব আকর্ষিণী কাম-বীজ মহামন্ত্র,
তাহা দিক্ষা দীলা কৃষ্ণ আর নানা তন্ত্র ।

রাধামন্ত্র উপদেশ শিক্ষা করাইলা,
শ্রীমতি রাধিকা পাদপদ্মে সমর্পিলা ।
তেঞি রাধা রাধা বলি ডাকে নিরন্তর,
কৃষ্ণ করে স্থিতা নিত্য নাহি করে ডর ।
কৃষ্ণমুখোদ্ভবা তাতে রাধা অনুগতা,
ইহাতে বিচিত্র কিবা এসব যোগ্যতা ।
দৌহার সম্ভোগকালে চরণের তলে,
প্রেমেতে বিভোল হয়ে গড়া গড়ি বুলে ।
সম্ভোগান্তে রতিশ্রান্তে কৃষ্ণনিদ্রাকালে,
চুরি করি রাই বংশী-রাখে নিজ কোলে ।
সে আনন্দ সব কথা রসের তরঙ্গ,
সেই সে জানিতে পারে যে জন রসজ্ঞ ।
রাগ বস্তু হঞা রাগাত্মিকাতে আশ্রয়,
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার বিষয় ।
রাগাত্মিকা বস্তু হয় প্রেম স্বরূপত,
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যাতে হৈলা অনুগত ।

সনন্দনাদীনাং ধ্যানচ্যুতিং কারয়ন্নিত্যর্থঃ, বেধসং বিধাতারং বিশ্বেরয়ন্, লোকশ্রষ্টুরপি
বিশ্বয়মুৎপাদয়ন্নিত্যর্থঃ; বলিং বলিরাজম্ ঔৎসুক্যাবলিভিঃ ঔৎসুক্যসম্ভারৈশ্চটুলয়ন্
চঞ্চলীকুর্বন্, ভোগীন্দ্রম্ অনন্তদেবম্ আঘূর্ণয়ন্, অণ্ডকটাহভিত্তিং ব্রহ্মাণ্ডং ভিন্দন্, বংশীধ্বনিঃ
অভিতঃ সর্বতো বভ্রাম ভ্রমিতবানিতি ॥৯॥

সদ্বংশত ইতি । হে সখি ! মুরলিকে ! সদ্বংশতঃ মহৎকুলাৎ তব জনিঃ উৎপত্তিঃ,
পুরুষোত্তমশ্চ নন্দনন্দনশ্চ পাণৌ করকমলে তব স্থিতিঃ স্থানং শ্রীকৃষ্ণশ্চ করকমলাশ্রিতত্ব-
মিত্যর্থঃ, পুনঃ জাত্যা স্বভাবেন ত্বং সরলাসি; এবমুতাপি ত্বং কস্মাৎ বিষমাৎ কোটিল্য-
গুণগরীয়সো গুরোঃ সকাশাৎ ত্বয়া গোপাঙ্গনানাং বিমোহনায় যা মন্ত্রদীক্ষা সা গৃহীতা
অবলম্বিতেতি ॥ ১০ ॥

তথাহি গোবিন্দ-লীলামতে ।

কস্মাদ্বন্দে ! প্রিয়-সখি ! হরেঃ পাদমূলাং,
কুতোহসৌ ?

কুণ্ডারণ্যে, কিমিহ কুরুতে ? নৃত্য-শিক্ষাং,
গুরুঃ কঃ ?

তৎত্বন্মূর্তিঃ প্রতিতরুলতা-দিগ্বিদিক্ষু স্মুরন্তী,
শৈলু-ঘীব ভ্রমতি পরিতো নর্তয়ন্তী

স্বপশ্চাৎ । ১১।

রাধা বৃন্দা প্রশ্নোত্তর এই সব কথা,
যে কথা শুনিলে যায় হৃদয়ের ব্যথা ।

প্রেমের স্বভাবে কৃষ্ণ রাধাময় হেরি,
রাধা অগ্রে করি, নাচে নটবেশ ধরি ।

এসব নিগুঢ় কথা সর্বত্র না পাই,
চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিলেন তাই ।

গোস্বামী সকল মহাভাব রসজ্ঞানী,
অতএব এসকল তত্ত্ব যে বাখানি :

ময়ূর চন্দ্রিকা বনমালা পীতবাস,

এসব রাধিকাভাবে করয়ে বিবাস ।

গোপাঙ্গনা নেত্রোৎপলে কৃষ্ণ প্রপূজিত,
সদাই কৈশোর দেখি অনঙ্গে মোহিত ।

সেই নেত্র শোভা কৃষ্ণ দুর্লভ জানিয়া,
ময়ূর চন্দ্রিকা পরে ভাবাবিষ্ট হঞা ।

শ্রীরাধিকা কান্তি শোভা বিদ্যুৎ সমান,
সেই ভাবে করে পীতবাস পরিধান ।

রাধা প্রেম অনুরাগ সদাই অন্তরে,
সেই অনুরাগে হৃদে বনমালা ধরে ।

এই ত কহিনু ময়ূর চন্দ্রিকা আখ্যান,
আর নানা মত আছে কতই ব্যাখ্যান ।

আমি ক্ষুদ্র জীব মোর নাহি শাস্ত্রজ্ঞান,
ইহাতে কেমনে জানি এসব প্রমাণ ।

মোর প্রাণপতি সেই ঠাকুর রামাই,
যা লেখায় তাই লিখি মোর দোষ নাই ।

অতএব বংশী হৈলা রাধিকা আশ্রয়,

কস্মাদিতি । হে বৃন্দে ! সম্প্রতি কস্মাদাগতাসি ? বৃন্দাহ হে প্রিয়সখি ! রাধিকে !
হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত পাদমূলাং, অহং শ্রীকৃষ্ণসকাশাদাগচ্ছামীতিশেষঃ । হে বৃন্দে ! অসৌ
হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কুতঃ কুত্রান্তে ? হে রাধে ! হরিস্তব কুণ্ডারণ্যে অধিষ্ঠতি । হে বৃন্দে !
হরিরিহ মম কুণ্ডলীয়ে কিং কুরুতে ? রাধে ! নৃত্যশিক্ষাং কুরুতে । রাধাহ গুরুঃ কঃ ?
নৃত্যাভ্যাসশ্চেতি শেষঃ । বৃন্দাহ, রাধে ! ত্বন্মূর্তিস্তব অঙ্গচ্ছবিঃ দিগ্বিদিক্ষু অষ্টাশ্চ দিশাশ্চ
প্রতিতরুলতাং স্মুরন্তী সতী স্বপশ্চাৎ নিজপার্শ্বে তংশ্রীনন্দনন্দনং নর্তয়ন্তী সতী, পরিতঃ
সর্বতঃ শৈলুঘীব প্রধানা নর্তকীবৎ ভ্রমতি । শ্রীকৃষ্ণস্তব মধুময়-ভাবেনাবিষ্টঃ সন্ সর্বংজগৎ
রাধাময়ং পশ্যতীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

রাধা সর্বপরাংপরা সর্বশাস্ত্রে কয় ।
 জানিলা কৃষ্ণের ঐছে রাধা অনুরাগ,
 জানিতে চাহি যে কৃষ্ণে যৈছে তাঁর ভাব ।
 রসাশ্রয়া প্রেমানুগা এ ছই প্রকার,
 উভয়ত গুরু মানে এই ব্যবহার ।
 রাধা গুরু করি মানে শ্রীনন্দ নন্দনে,
 সে ভাবে করেন কৃষ্ণ-প্রেমের সেবনে ।
 কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত দিবানিশি নাহি জানি
 কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণনাম মুখে সদা ধ্বনি ।
 কৃষ্ণলীলা গুণবৃন্দ অবতংশ কাণে,
 কৃষ্ণ বিনা অণু আর কিছু নাহি জানে ।
 নীলমণি প্রভা জিনি কৃষ্ণের বরণ,
 তার ভাবে বন্ধে, নীলবস্ত্র আচ্ছাদন ।
 বাহিরে অন্তরে কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধিকা,
 আহ্লাদিনী শক্তি কৃষ্ণ প্রেমের স্বরূপা ।
 আহ্লাদিনী কহি, কৃষ্ণে করয়ে আহ্লাদ,
 প্রীতিরূপা গুরু, এই প্রেম মরিষাদ ।
 শ্রীকৃষ্ণ আপনে হৈলা রাধিকা আশ্রয়,
 মুরলী হইবে, ইথে কি আছে বিস্ময় ।
 রাধিকা মুরলী ললিতাদি সখী গণ,
 কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য, এ সবার কারণ ।
 বিশেষ বংশীর দেখ আশ্চর্য্য মহিমা,
 গোপাঙ্গনা না পাইলা যাঁর ভাগ্যসীমা ।
 কৃষ্ণের স্বরূপা বংশী কৃষ্ণপ্রাণসমা,

সদা আশ্রাদয়ে প্রেমে কৃষ্ণরসপ্রেমা ।
 কৃষ্ণ সুখোল্লাসা সদা দূতিকা প্রধান,
 যার শব্দামৃতে ঘুচে মানিনীর মান ।
 সখীগণ হয়েন রাধার অনুরূপ,
 শ্রীমতী রাধিকা রস বিলাসের কূপ ।
 ললিতাদি সখীগণ রাধিকাস্বরূপা,
 শ্রীরূপমঞ্জরী আদি রাই অনুগতা ।
 তদ্ভাবেচ্ছাময়ী বলি কৃষ্ণ সুখোল্লাসা,
 তত্ত্বভাবে রসময়ী উভয়-আবেশা ।
 রাধিকা আশ্রয় হঞা কৃষ্ণ-সুখ চায়,
 প্রিয় নর্ম্ম-সখী বলি, সকলেতে গায় ।
 মুরলীকে জেন প্রিয় নর্ম্ম-সখী বলি,
 রাধাকৃষ্ণ দৌহাকার প্রেমেতে আগলি ।
 সিদ্ধাবস্থা সাধকাবস্থা এই ছই ভেদ,
 লীলাস্থানী সাধকা, নিত্যে সিদ্ধাপ্রভেদ ।
 নিত্যলীলা নিত্যানিত্য এ ছই প্রকার,
 উপাসনা ক্রমে জানি এ সব বিচার ।
 নিত্যস্থানী শ্রীরাগমঞ্জরী যাঁর নাম,
 লীলাস্থানী মুরলিকা তাহার আখ্যান ।
 রাগেতে উদয় তেত্রিঃ রাগমঞ্জরী কহি,
 রূপেতে উদয় রূপমঞ্জরী বোলহি ।
 অনঙ্গ হইতে অনঙ্গ-মঞ্জরী উদয়,
 রসবিলাসাদি করি এই মত কয় ।
 কহিল সংক্ষেপে এই মঞ্জরী আখ্যান,

দ্বিতীয়

নামি

পান্ড

ঐগুরু

গো

বৈশে

শ্রীমত

মাস

বৈজ

আহ

গাধি

গাহ

নর্ম্ম

নহ

এস

কি

গে

দি

র

এ

ক

আমি অজ্ঞ কি জানিব ইহার প্রমাণ ।
 শাস্ত্র নাহি পড়ি আমি প্রমাণ কি জানি,
 শ্রীগুরু চরণ কৃপা এই সত্য মানি ।
 রাগোদ্দেশে ভগবান্ করি নরলীলা,
 বিশেষে বিশেষে কৈলা নানারস খেলা ।
 শ্রীমতী রাধার প্রেম-অন্ত না পাইয়া,
 আশ্রয় লইলা কৃষ্ণ ছল্লভ জানিয়া ।
 বিজাতীয় প্রেমচেষ্ঠা শ্রীমতী রাধার,
 যাহা আশ্বাদিতে কৃষ্ণ করে হাহাকার ।
 রাধিকার সখীগণ রাধিকা সমান,
 যাহাদের প্রেম চেষ্ঠা নহে পরিমাণ ।
 নৰ্ম্ম-সখীগণ-প্রেমে রসের প্রকাশ,
 সহজহি রাধাকৃষ্ণে যার ভাবোল্লাস ।
 এসবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ চমৎকার,
 কি করিতে কি হইল নাহি পান্ পার ।
 গোলোকের বিলাসাদি কিছু নাই মনে,
 দিবানিশি প্রেমানন্দে করে আকর্ষণে ।
 রাধাপ্রেম আপন মাধুরী গোপীভাব,
 এই তিন আশ্বাদিতে হৈল অনুরাগ ।
 রাধিকাকে কহেন কৃষ্ণ গর গর মন,
 কিরূপে হইবে তিন বস্তু আশ্বাদন ।
 ভাবিয়া দেখিহু তোমা বিনে গতি নাই,
 তিন বস্তু আশ্বাদন তোমা হতে পাই ।
 আমিহ করিব তথা ভাব অঙ্গীকার,

নবদ্বীপে তুয়া প্রেম করিব প্রচার ।
 তুয়া ভাব অঙ্গকান্তি অঙ্গীকার বিনে,
 তিনবস্তু কভু দেখ নহে আশ্বাদনে ।
 কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনিয়া রাধিকা,
 কহিতে লাগিলা কিছু প্রেম-পুতলিকা ।
 আমিহ রহিব কোথা আর সখীগণ,
 মুরলী রহিবে কোথা কহত কারণ ।
 এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা,
 তুমি হেন কহ, তোমা হতে এই লীলা ।
 তোমাতে আমাতে হই একাত্মা স্বরূপ,
 ললিতাদি সখি তব কায়বুহ রূপ ।
 তুমি হবে গদাধর দাস মহাশয়,
 ললিতাদি স্বরূপাদি জানিহ নিশ্চয় ।
 মুরলী হইবে প্রভু শ্রীবংশীবদন,
 শ্রীরূপমঞ্জরী হবে রূপসনাতন ।
 এইমত মোর সঙ্গে নর রূপ ধরি,
 প্রেম আশ্বাদিবে সবে ভাব অঙ্গীকারি ।
 এতেক কহিয়া কৃষ্ণ হৈয়া প্রেমময়,
 গোড় দেশে নবদ্বীপে হইলা উদয় ।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ।
 শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা—
 স্বাত্তো যেনাদ্বুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ ।
 সৌখ্যঞ্চাস্তা মদনুভবতঃ কীদৃশংবেতি লোভাৎ
 তদ্ভাবাত্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিকৌ হরীন্দুঃ । ১২।

বলাই হইলা নিত্যানন্দ পদ্মাসুত,
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য যাহা হইতে উদ্ভূত ।
রাধাভাব ছ্যতি সুবলিত অঙ্গীকরি,
শচী-গৃহে নবদ্বীপে হৈলা গৌরহরি ।
সংক্ষেপে কহিহু এই চৈতন্যাবতার,
যাহা হৈতে জানি প্রেম নামের প্রচার ।
রসিক শেখর আর পরম করুণ,
এই রস আশ্বাদন নাম প্রচারণ ।
স্বাক্ষোপাঙ্গ ভক্ত সঙ্গ সতত বিলাস,
আপনে করয়ে সদা রসের প্রকাশ ।
গদাধর দাস প্রিয় শ্রীবদনানন্দ,
ললিতা স্বরূপ, বিশাখিকা রামানন্দ ।
এ সব লইয়া সদা রসের আশ্বাদ,
সদা রসে চল চল প্রেমে উনমাদ ।
পরেতে কহি যেরূপ মুরলীবিহার,
যাহা লঞা শ্রীগৌরাক্ষের আনন্দ অপার ।
গৌড়দেশে নবদ্বীপ গঙ্গাসন্নিধান,
চট্ট উপাধ্যায়ী তাঁর ছকু চট্ট নাম ।

মহাধন মহাকুল মহাভাগবত,
মহাবিজ্ঞ পাণ্ডিত্যের হয়েন আশ্পদ ।
তাঁর পত্নী সুনীলা ধার্ম্মিকা সাধ্বী অতি,
চন্দ্রমুখী সুন্দরাদ্বী যেন চন্দ্রহ্যতি ।
কৃষ্ণপ্রেমে গদ গদ অন্তর দোহার,
তুই জনে দিবানিশি রসের বিচার ।
এইরূপে তুই জনে প্রেমানন্দ মন,
আচক্ষিতে তুই জনে দেখিলা স্বপন ।
ভুবনমোহন এক পুত্র মনোহর,
দেখিলা আপন কোলে যেন সুধাকর ।
চট্ট মহাশয় দেখি আনন্দ উল্লাস,
যেন রাকা-চন্দ্র-কান্তি জিনিয়া প্রকাশ ।
চাঁদমুখে চুম্বন করয়ে বার বার,
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল, তুঁহে করে হাহাকার ।
চট্ট কহে স্বপনে কি দেখিহু অদ্ভূত,
মন-ভ্রান্তে অথবা দেখিহু শচীসুত ।
ঠাকুরাণী কহে মোর কোলের উপর,
দেখিহু কন্দর্প হেন কুমার সুন্দর ।

শ্রীশচীনন্দনশ্রাবতার-মূল-কারণভূতং বাঙ্গাত্রয়মাহ । শ্রীরাধায়া ইতি । শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-
মহিমা প্রণয়মাহাশ্রয়ং বা কীদৃশঃ, স ময়া জ্ঞাতব্য ইত্যর্থঃ । অনয়া রাধয়া এব যেন প্রেমা
মদীয়োদ্ভূত মধুরিমা লোকাতীত-মাধুর্য্যাতিশয় আশ্বাদঃ সঃ কীদৃশঃ সোহপি ময়া অনুভবিতব্য
ইত্যর্থঃ । চ পুনঃ মদনুভবতঃ অস্তাঃ শ্রীরাধায়াঃ কীদৃশয়া সৌখ্যংজাতমিতিশেষঃ, তদেব
ময়া জ্ঞাতব্যমিতি লোভত্রয়েনাকৃষ্টত্বাৎ তস্তাঃ শ্রীরাধায়াঃ ভাবেন আচ্যঃ যুক্তঃ সন্ হরীন্দুঃ
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ শচ্যাঃ গন্তু এব সমুদ্রঃ তস্মিন সমজনি প্রাহুর্বভুব ইতি ॥ ১২ ॥

হাহাকার করি দৌহে চলিলা ধাইয়া,
 শচী-গৃহে ছুই জনে প্রবেশিল গিয়া ।
 দেখিয়া গৌরান্দ্ররূপ জগত-মোহন,
 মহাছুঃখ শোকানলে জুড়াইল মন ।
 গৌরান্দ্রে হৃদয়ে ধরি করয়ে চুম্বন,
 নিবৃত্ত হইল তাঁর যত ছঃখগণ ।
 গৌরান্দ্র কহেন মাগো শুন ঠাকুরাণী,
 কেন ছঃখ ভাব, কহি কন মোয় বাণী ।
 এ কথা শুনিয়া দৌহে করিলা স্বীকার,
 পুত্র হৈলে মোরে দিবে কর অঙ্গীকার ।
 কত দিনে ঠাকুরাণী হৈলা গর্ভবতী,
 আচম্বিতে আইলা নীলান্বর চক্রবর্তী ।
 রাশি গণি কহে চট্ট তুমি ভাগ্যবন্ত,
 তোমার গৃহে আইলা মহা প্রেমবন্ত ।
 মিশ্রের হয়েছে এক পুত্র সর্বোত্তম,
 তব গৃহে তৎসদৃশ হেন লয় মন ।
 ইহা কহি তঁহ গৃহে করিলা গমন,
 যেরূপে ভূমিষ্ট হইলা শুন বিবরণ ।
 বসন্তকালেতে বহে মলয় পবন,
 কোকিলাদি নানা পক্ষী ডাকিছে সঘন ।
 সকল লোকের মনে আনন্দ উল্লাস,
 সকল লোকের মনে প্রেমের প্রকাশ ।
 জয় জয় করে সবে উঠে কোলাহল,

শুভ লগ্নে গঙ্গা স্নানে চলিলা সকল ।
 বসন্ত কালের ক্ষপা পূর্ণ চন্দ্রোদয়,
 অনঙ্গ উল্লাসে সবে করে জয় জয় ।
 হেনকালে শচীর নন্দন গোরা রায়,
 চট্টের ছয়ারে শিশু সঙ্গিতে খেলয় ।
 ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠাম নাচে গোরাচাঁদ,
 নদীয়া নাগরীগণ মনধরা-ফাঁদ ।
 হেন কালে মুরলী পড়িয়া গেল মনে,
 মুরলী মুরলী বলি ডাকেন সঘনে ।
 সেই কালে গর্ভ হৈতে পড়িলা ভূমেতে,
 জয় জয় ধনি সবে লাগিলা করিতে ।

যথা রাগ ।

ছকড়ি চট্টের গেহ মনোহর স্থল,
 গঙ্গার সদনে চন্দ্রের কিরণে
 সদা করে ঝলমল ।
 দেখিয়া আনন্দে হইয়া বিভোরা
 আপনার মনে ত্রিভঙ্গিম ঠামে
 নাচেন শচীর গোরা । ধ্রুঃ ।
 চট্ট মহাশয় মহাপ্রেমময়,
 হেরে গোরা অবিরত ।
 হেনকালে আসি কহিছেন দাসী
 হইল নবীন সূত ।

একথা শুনিয়া আমোদিত হিয়া
 গৌরাঙ্গে লইয়া কোলে,
 হরি হরি বলি মহা কুতূহলী
 নাচিতে নাচিতে চলে,
 দেখিলা তনয় অঙ্গ রসময়
 মুখানি পূর্ণিমা শশী ।
 গৌরাঙ্গ রূপেতে আপনার সূতে
 একই স্বরূপ বাসী ।

তবে নানা ধন করে বিতরণ
 কি দিব তাহার লেখা ।
 বিপ্র নারী যত আসি কত শত
 কপালে সিন্দূর রেখা ।

আনন্দিত মন হরিদ্রা-জীবন
 দিতেছে এ ওর গায়,
 নানাবিধ যন্ত্র করিয়া সূতস্ত্র
 কেহ নাচে কেহ গায় ।

শচীর কুমার দেখি সুকুমার
 বালক লইয়া কোলে,
 পুলকিত অঙ্গ হইয়া ত্রিভঙ্গ
 আমার মুরলী বলে ।

করয়ে চুম্বন সরোজ বদন
 কতেক আনন্দ তায়,

পূরব পিরিতি পরে সেই রীতি
 এ রাজ-বল্লভ গায় ।
 ইতি শ্রীমুরলীবিলাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ



প্রথমহ নিত্যানন্দ চৈতন্য চরণ,
 যাহা হৈতে হয় নিজ অভিষ্ট পূরণ ।
 তবে চট্ট আনাইয়া কুটুন্সের গণ,
 যথাযোগ্য সবাচার করিলা সেবন ।
 জাত কৰ্ম্ম আদি আগে কৈল সমাপন,
 তবে করাইল বহু ব্রাহ্মণ ভোজন ।
 প্রতিদিন শচীর নন্দন লয়ে কোলে,
 আমার মুরলী বলি নাচে কুতূহলে ।
 বংশীবদনানন্দ নাম রাখিলা গণিয়া,
 শান্তিপুৰাচার্য্য যত আইলা শুনিয়া ।
 দেখিয়া মোহন রূপ মুরলী বদন,
 প্রেমানন্দে নিছনি করিলা নানাধন ।
 দিনে দিনে বাড়ে কত আনন্দ উল্লাস,
 বাল্যলীলাবেশে কত রসের প্রকাশ ।

ঠাকুরাণী সুখে দেখি পুত্রের বদন,
 পাসরিলা ছুখ সব গ্রহানুকরণ
 রোদন করয়ে যবে ছুঙ্ক নাহি পায়,
 নিরখি গৌরাজে কিন্তু পরাণ জুড়ায় ।
 পৌগণ্ডে করিলা তথা বিচার সঞ্চয়,
 সূত্র উপদেশ মাত্র নানা শাস্ত্র কয় ।
 উপনয়ন দিলা তাঁর অতি শুভদিনে,
 সে সব বর্ণন নাহি আসে অকিঞ্চনে ।
 গৌরাজের সঙ্গ দিবা নিশি নাহি ছাড়ে,
 নৃত্য গীত নানা শাস্ত্র যাঁর ঠাই পড়ে ।
 এই যে পৌগণ্ড লীলা অনন্ত অসীমা,
 কে তাহা বর্ণিতে পারে দৌহার মহিমা ।
 কৈশোর বয়সে আরম্ভিলা সংকীৰ্ত্তন,
 গৌরাজের সঙ্গে নাচে ভূবন মোহন ।
 চতুর্দিকে ভক্তগণ প্রেমানন্দে গায়,
 মধ্যে নাচে বংশী আর গোরা নটরায় ।
 ভাবাবেশে কভু গোরা বংশী কোলে লঞা,
 পূর্বরাগে নাচে গদাধরমুখ চাঞা ।
 সংক্ষেপে कहিহু কৈশোর লীলানুকরণ,
 ছুঁছুর সমান ছুঁছুর রসের সদন ।
 বাল্যাদি-কৈশোর লীলা চৈতন্য মঙ্গলে,
 বিস্তারি कहিলা তাহা ভকত সকলে ।
 বিবাহাদি কৈশোর লীলার ভিতর,
 আমি কি বর্ণিতে পারি লীলার প্রকর ।

গৌরাজের বিবাহ লিখিলা ভাগবতে,
 আনন্দ উৎসব তথা হৈলা ভাল মতে ।
 নদীয়া নগরে সব ব্রাহ্মণ সমাজ,
 শ্রীবংশীকে কন্যা দিতে সবে করে সাধ ।
 এক বিপ্র মহাশয় পরম পণ্ডিত,
 কন্যা দান দিব বলি করেন নিশ্চিত ।
 চট্ট মহাশয় শুনি কৈলা অঙ্গীকার,
 কন্যাকর্তা দান পণ করেন স্বীকার ।
 শুভলগ্ন কৈলা দ্বিজ শাস্ত্রের বিহিত,
 নানা যন্ত্র বাজে কত গায় সুললিত ।
 কুটুম্ব ব্রাহ্মণীগণ অন্য কতশত,
 নানাবিধ ভঙ্কেয় সামগ্রী হৈল কত ।
 শুভক্ষণ জানি হৈল বিবাহ মঙ্গল,
 জয় জয় ধ্বনি করি করে কোলাহল ।
 বিবাহ না করে বর কান্দে কি লাগিয়া,
 আইলা গৌরাজ প্রভু এ কথা শুনিয়া ।
 ছুই হস্তে ধরি কহেন্ নিমাই পণ্ডিত,
 বিবাহ করহ যদি চাহ মোর প্রীত ।
 অঙ্গীকার কৈলা তবে প্রভুর আজ্ঞায়,
 বিপ্র কন্যাদান কৈলা বসিয়া সভায় ।
 নানা ধন যৌতুকাদি দিলেন অনেক,
 ঘটকে কুলাঞ্জি পঠে, পড়ে পরভেক ।
 কিবা শোভা ছুইরূপে সভাসত আলা,
 যাঁহা বিরাজয়ে গৌর যেন চন্দ্রকলা ।

সংক্ষেপে कहিহু এই বিবাহ মঙ্গল,
 যথাযোগ্য দান পূজা করিলা সকল ।
 কত দিনান্তরে গৌর করিলা সন্তান,
 সঙ্গে যেতে চায় বংশী গণিয়া ছতশ ।
 প্রভু कहেন ওহে বংশী ! তুমি মোর প্রাণ,
 মোর কথা রাখ তুমি না করিহ আন ।
 তোমা হৈতে হবে মোর কতক আনন্দ,
 মোর বাক্য ধর মোরে বা বাসিহ মন্দ ।
 তুমি গোড়-দেশে পুন করিবে বিহার,
 সাধুসেবা হইবে কত পতিত উদ্ধার ।
 তোমা প্রেমলেখা আমি ছাড়িতে নারিব,
 কৃষ্ণ বলরাম রূপে সদাই থাকিব ।
 গদাধর দাস সঙ্গে থাকিবে সদাই,
 জগন্নাথে রহিব, দেখিবে সবে যাই ।
 একথা শুনিয়া বংশী কৈলা অঙ্গীকার,
 कहিলেন তত্ত্বকথা কতক প্রকার ।
 নিত্যানন্দ রহে গোড়ে গদাধর দাস,
 অদ্বৈত রহিলা আর নরহরি দাস ।
 এ সবার সঙ্গে সদা আনন্দ উল্লাসে,
 গোঁয়াইবে দিবানিশি প্রেমানন্দ রসে ।
 কোলে করি চুম্বন করিলা কতবার,
 চিন্তা না করিহ কিছু তুমি যে আমার ।
 এতক कहিয়া প্রভু করিলা বিজয়,
 সে ছুঃখ শুনিতে কার ধড়ে প্রাণ রয় ।

গৌর বিচ্ছেদে চট্টের যাতনা বাড়িল,
 সেই ছুঃখ ব্যাধিচ্ছলে সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল
 যথাবিধি ক্রিয়া বংশী কৈলা সমাপন,
 কত দিনান্তরে ছুই পুত্র আগমন ।
 চৈতন্য নিতাই বলি নাম ছুঁ ছুঁ দিলা,
 নানা শাস্ত্র পড়াইয়া প্রবীণ করিলা ।
 ছুই পুত্র পড়ি হৈল, পরম পণ্ডিত,
 বিবাহাদি দিল ক্রমে যে যথা উচিত ।
 চৈতন্য গোসাঞি যবে অপ্রকট হৈলা,
 শুনি মাত্র বংশীদাস লীলা সম্বরিল ।
 লীলা সম্বরণ কালে পুত্রবধুগণ,
 ঠাকুরে বেড়িয়া সবে করয়ে রোদন ।
 চৈতন্য দাসের পত্নী চরণে ধরিয়া,
 কাঁদিতে লাগিলা বহু ধরনী লোটাঞা ।
 ঠাকুর कहেন মাগো ! কেন কাঁদ তুমি,
 তোমার গর্ভেতে জন্ম লভিব যে আমি ।
 তোমা প্রেমে বশ হৈয়া কৈহু অঙ্গীকার,
 তোরে মর্ম कहিহু এ না করো প্রচার ।
 এ কথা कहিয়া প্রভু কৈলা অন্তর্দান,
 ঠাকুর বিচ্ছেদে কার ধড়ে নাহি প্রাণ ।
 প্রভুর বিরহ ছুঃখ না যায় বর্ণন,
 সংক্ষেপে कहিহু তত্ত্ব জ্ঞাতব্য কারণ ।
 পরে শুন ঠাকুর রামের প্রাত্তর্ভাব,
 যে কথা শুনিলে হয় প্রাপ্য বস্তু লাভ ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুরলী-বিলাস

চৈতন্য দাসের পত্নী অতি বিচক্ষণা,
 সদা কৃষ্ণ সেবা রত অত্যন্ত সুমনা ।
 ঠাকুর বংশীর শিষ্যা মহা ভাগ্যবতী,
 যাঁর গর্ভে জনমিলা রামাই সুমতী ।
 গর্ভবাস হেতু অনুবাদ মাত্র কথা,
 নিত্যসিদ্ধ গণে মায়া প্রপঞ্চ সে বৃথা ।
 নরবৎ লীলা এই লোকানুকরণ,
 এই ছলে আশ্বাদয়ে কৃষ্ণ প্রেমধন ।
 সাধু সেবানন্দ প্রভু আজ্ঞা বলবান্,
 এই হেতু গতাগতি কহিহু নিদান ।
 এই ত কহিহু পুনর্জন্ম বিবরণ,
 একুপ জানিহ নিত্যানন্দ বংশগণ ।
 এইমত জানিহ অদ্বৈত সমাখ্যান,
 ভক্তিস্রোত রক্ষা প্রভু আজ্ঞা বলবান্ ।
 পণ্ডিত গোস্বামীর এইমত বিবরণ,
 একুপ জানিহ সর্বজন্যার বর্ণন ।
 নিত্যানন্দ খ্যাত যৈছে বীরচন্দ্র রায়,
 প্রভু বংশী তৈছে রাম সর্বলোকে গায় ।
 শুন শুন ভক্তগণ মোর নিবেদন,
 ঠাকুর রামাই যৈছে হৈলা প্রকটন ।
 শ্রীবংশীবদন-পুত্র শ্রীচৈতন্য নাম,
 পরম উদার যৈহ পরম বিদ্বান ।
 চৈতন্য-গোস্বামী বিনা কিছু নাহি জানে,
 সদাই চৈতন্য-লীলা ভাবে মনে মনে ।

অকস্মাৎ আইলা ঘরে জাহ্নবা গোসাঞি,
 দেখিয়া দৌহার'মনে আনন্দ বাধাই ।
 বসিতে আসন দিয়া প্রেমানন্দে ভাসে,
 তাঁর পত্নী হেনকালে আইলা তাঁর পাশে ।
 আলিঙ্গন করি তাঁরে কৈলা বহু দয়া,
 বস্তু তত্ত্ব কথা কহে করি নানা মায়া ।
 তোমার দুই পুত্র হবে বড়ই উত্তম,
 জ্যেষ্ঠ পুত্র মোরে যদি কর সমর্পণ ।
 ঠাকুরাণী কহে তুমি কৃপা কর মোরে,
 দুই পুত্র হলে জ্যেষ্ঠে দিব তব করে ।
 ঠাকুর কহেন তোমায় অদেয় কি আছে,
 চৈতন্য-গোসাঞি যৈছে তুমি হও তৈছে ।
 জাহ্নবা কহেন তুমি বড় ভাগ্যবান্,
 তব দুই পুত্র হবে, ইথে নাহি আন ।
 এত বলি গেল তেঁহ আপন ভবন,
 কতদিনে হলো তাঁর গর্ভের লক্ষণ ।
 জাহ্নবা পরশে তাঁর হলো ভাগ্যোদয়,
 এহেতু উদরে আসি প্রভু জন্ম লয় ।
 প্রভু আজ্ঞা বলবান্, নিজ অঙ্গীকার,
 এই হেতু জন্ম প্রভু নিলা আর বার ।
 দশমাস দশদিন প্রসব সময়,
 হেনকালে লোকমনে আনন্দ উদয় ।
 মধুমাস শুক্লপক্ষ পূর্ণিমা দিবসে,
 বৃক্ষ আদি পুলকিত বসন্ত বাতাসে ।

কোকিল করিছে গান ভ্রমর ঝঙ্করে,
বাল বৃদ্ধ যুবা আদি সব মন হরে ।
জয় জয় করে লোক চৌদিক ভরিয়া,
প্রেম-সুরধুনী ধারা যায় উথলিয়া ।
চৈতন্য দাসের মনে আনন্দ বাড়িল,
রাস পঞ্চাধ্যায়ী শ্লোক পড়িতে লাগিল ।
এই কালে আবিভূত হইলা ঠাকুর,
পৃথিবীতে সবাকার আনন্দ প্রচুর ।

যথা রাগ ।

জয় জয় করে লোক পাসরিয়া
ছঃখশোক,
প্রেমে অঙ্গ হলো পুলকিত ।
সবে নাচে হাসে গায় কতক আনন্দ
তায়,
হরিশ্রবণ করিছে সতত ।
অপরূপ চৈতন্য কুমার । ধ্রুঃ—
তপত কনক জিনি অঙ্গকান্তি হৈমমণি,
জগত মোহন রূপ য়ার ।
শুনিয়া চৈতন্যদাস অন্তরে পরমোল্লাস,
দেখিয়া বালক মুখ-শোভা ।
ধন্য মানে আপনারে নানা ধন দান করে,
আনন্দ বর্ণিতে পারে কেবা ।

কুটুম্ব ব্রাহ্মণীগণে নিমন্ত্রণ করি আনে,
আইলা সবে লয়ে দূর্ব্বা ধান ।
সবে আশীর্বাদ করে বিপ্রগণ বেদ
পড়ে,

নানাবিধ করয়ে কল্যাণ ।
হরিদ্রা সহিত দধি ঢালি দেয় নিরবধি,
গন্ধতৈল কুঙ্কুমাди যত,
নানাবিধ দ্রব্য কত বিলাইছে অবিরত,
মহোৎসব করে এই মত ।

নানায়ন্ত্র বাজে কত বাণ আদি
অপ্রমিত,

শুনিয়া কর্ণেতে লাগে তালি,
কত শত জন গায় নর্ত্তকীরা নাচে তায়,
কেহ কেহ দেয় করতালি ।
দিবানিশি এই মত তাহা বা কহিব কত,
করে সবে আনন্দ উল্লাস,
বিধিমত ক্রিয়া যত কৈলা মন অভিমত,
অমঙ্গল যাহাতে বিনাশ ।
জাহ্নবা গোস্বামী শুনি আনন্দ উল্লাস
মানি
আগমন কৈলা তাঁর বাসে,
দেখিলা বালক শোভা কত চাঁদ জিনি
আভা,
দশদিক্ রূপে পরকাশে ।

নানা স্বর্ণ অলঙ্কার চিত্রবাস মুক্তাহার
 দিলেন বালকে পরাইতে,
 যথাযোগ্য সমাধান বাড়ায় সবার মান,
 ব্রাহ্মণ ভোজন এই মতে ।
 বীরচন্দ্র কোলে লঞা বসুধা আসিল
 ধাঞা,

বিষ্ণুপ্রিয়া অচ্যুত জননী,
 বস্ত্রগুপ্ত দোলা চড়ি দাসীগণ সঙ্গে করি,
 আইলেন সব ঠাকুরাণী ।
 দেখিয়া বালক ঠাম সবে করে অনুমান
 যেন বংশীবদন প্রকাশ,
 করিতে বিবিধ ছলা আবার প্রকটলীলা,
 এ রাজবল্লভ করে আশ ।
 ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ



জয় জয় শ্রীচৈতন্য ভক্তজন প্রাণ,
 মো অধমে দেহ প্রভু, প্রেম ভক্তিদান ।
 তবে সে চৈতন্যদাস মনের হরষে,
 আপনারে ধন্য ধন্য করি মানে, হাসে ।

ঠাকুরাণীগণে দিলা বাস বিভূষণ,
 যথাযোগ্য সবাকার করিলা পূজন ।
 যথা তথা নিজস্থানে সবার গমন,
 তার পর শুন সবে করি নিবেদন ।
 বালকেরে দেখি পিতা মাতার আনন্দ,
 পিতা মাতা দেখি শিশু হাসে মন্দ মন্দ ।
 কৃষ্ণ নাম শুনি প্রেম পুলক সঞ্চার,
 দেখিয়া সবাই কৃষ্ণ বলে বার বার ।
 কোলে করি কেহ যদি করয়ে চুম্বন,
 চুম্বন করিতে অশ্রু ঝরে ঘনে ঘন ।
 একদিন এক মহা সর্বজ্ঞ আসিয়া,
 কহিতে লাগিল কিছু বালকে দেখিয়া ।
 এই তো বালক তব জগত-তুল্যভ,
 ইহা হতে তত্ত্ববস্তু হইবে সুলভ ।
 কি নাম রেখেছ এর কহ দেখি শুনি,
 ঠাকুর কহেন, নাম হবে রাশি গণি ।
 সর্বজ্ঞ কহিল নাম জানি পূর্বাপর,
 ইহার চরিত নহে জীবের গোচর ।
 ইঙ্গিতেতে কহিলাম জানিবে পশ্চাতে,
 তোমার সাক্ষাতে আমি কি পারি কহিতে ।
 এই শিশু সর্বজনে করিবে রঞ্জন,
 এ হেতু রামাই নাম করাহ ধারণ ।
 সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু দিলা নানা ধন,
 ধন পাঞা গেলা তেঁহ আপন ভবন ।

“বহবো গুরবঃ সত্তি” কি অর্থ ইহার ।
 চৈতন্য গোস্বামী এক স্বয়ং ভগবান্,
 জগতের গুরু, কোটি সূর্য্যের সমান ।
 সূর্য্যের উদয়ে সর্ব্ব দিক্ উজিয়ার,
 যাঁহার প্রকটে সর্ব্ব জীবের উদ্ধার ।
 শ্রীচৈতন্য দাস যদি এতেক কহিলা,
 শুনিয়া জাহ্নবা মাতা কহিতে লাগিলা ।
 শুনরে চৈতন্য দাস ! তুমি মহাশয়,
 কহিব সংক্ষেপে কিছু ইহার নিশ্চয় ।
 অজ্ঞান তিমির অন্ধ নাশে যেই জন,
 জ্ঞানাজ্ঞন দিয়া করে চক্ষু উন্মীলন :

তথাহি গুরুগীতা-স্তোত্রে ;

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্ত জ্ঞানাজ্ঞন-শলাকয়া,
 চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥২॥
 অজ্ঞান শব্দেতে বস্তু জ্ঞাতব্য যে নয়,
 অন্ধ শব্দে কহে মায়া প্রপঞ্চাদিময় ।
 জ্ঞান শব্দে কহে যাতে বস্তু তত্ত্ব জ্ঞান,
 অজ্ঞন শব্দেতে প্রেম শুনহ আখ্যান ।
 প্রেমের সঞ্চারে অন্ধ তিমির বিনাশ,

অজ্ঞানত্ব ঘুচে বস্তু তত্ত্বের প্রকাশ ।
 গুরু শব্দে কহে যেই স্বয়ং ভগবান্,
 হেন গুরু পদে কোটি সহস্র প্রণাম ।
 সেই ভগবান্ হন জগতের গুরু,
 তেঁহ প্রেমাধীন তাঁর রাধা কল্পতরু ।
 মাতা উদূখলে বাঁধে সকাতরে কাঁদে,
 গোপাঙ্গনাকুল নিন্দে নানা মত ছাঁদে ।
 এ সবার প্রেম হেম শৃঙ্খল হইয়া,
 সেই প্রেমাধীন ধনে রেখেছে বাঁধিয়া ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে,
 দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥৩॥

এই ত কৃষ্ণের হয় শ্রীমুখ বচন,
 যাঁহা প্রেম, তাঁহা কৃষ্ণ এই ত কারণ ।
 মধুর মধুর রস সবার প্রধান,
 সম্যক্ অধীন যার স্বয়ং ভগবান্ ।
 সে রসভাগুরী সেই রাধিকা সুন্দরী,
 তাঁর অহুরাগ গুরু বলি মান্য করি ।

গোপীং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

ময়ীতি । যৎ ময়ি মদ্বিষয়ে ভূতানাং ভক্তির্হি ভক্তিমাত্রমেব অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে,
 যন্তু ভবতীনাং মৎস্নেহ আসীৎ, ময়ি ভক্ত্যতিরিক্তঃ স্নেহঃ সঞ্জাতঃ তদিষ্ট্যা, অতিভদ্রম্ ।
 কুতঃ, আপয়তি প্রাপয়ত্যাপনঃ মম আপনঃ ভবতীনাম্ এবমুতঃ স্নেহঃ মামেব সাক্ষাৎ প্রাপয়-
 তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তথাহি দানকেনী-কৌমুদ্যাম্ ।

বিভুরপি কলয়ন্ সদাতিবুদ্ধিং,

গুরুরপি গৌরবচর্যয়া-বিহীনঃ

মুহুরূপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো

জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ । ৪।

জাহ্নবা কহিলা ইথে নহে অপ্রমাণ,

গোস্বামী লিখিলা শ্লোক করিয়া জানান ।

চৈতন্য কহেন রাগের কোথা জন্মস্থান ?

জাহ্নবা কহেন কাম হইতে উপাদান ।

চৈতন্য কহেন কাম কোথা বিরাজয় ?

জাহ্নবা কহেন সেহ প্রাকৃত না হয় ।

চৈতন্য কহেন তবে সে কাম কেমন ?

জাহ্নবা কহেন নাম নবীন-মদন ।

তাহা হৈতে কেমনে বা রাগের উৎপত্তি ?

তঁারে দরশন যবে করিলা শ্রীমতী ।

দৃষ্টিমাত্রে এই প্রেম জন্মিল কেমনে ?

রূপেতে করিল পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণে ।

তথাহি গোবিন্দ-লীলামৃতে ।

সৌন্দর্য্যামৃত সিন্ধু-ভঙ্গ-ললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ

কর্ণানন্দ-সনর্ম্ম-রম্যবচনঃ কোটিল্য-শীতাদকঃ,

সৌরভ্যামৃত-সংপ্লবাবৃত-জগৎ পীযুষ-রম্যাদকঃ

শ্রীগোপেন্দ্রস্বতঃ স কৰ্ষতি বলাৎ

পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি ! মে ॥৫॥

এই রূপে প্রেম তাঁর জন্মিল অন্তরে,

এই রূপে গুরুবস্তু কহিলা তোমারে ।

সেই প্রেম যাঁর হৃদে সেই গুরু হয়,

প্রবর্ত সাধক সিদ্ধ তিনে বিরাজয় ।

সিদ্ধিতে কহিল এই তত্ত্ব নিরূপণ,

সাধকে কহি যে শুন তার বিবরণ ।

সাধক কহেন গুরু চৈতন্য গোসাঞী,

তাদৃশ হইলে তাঁরে গুরু করি গাই ।

প্রাকৃত জীবেতে মায়া প্রপঞ্চে পড়িয়া,

গুরু উপদেশে গুরু তত্ত্ব সে জানিয়া ।

বিভুরপীতি । বিভুঃ সর্বব্যাপকোপি চিচ্ছক্তিবিকাশরূপত্বাদিত্যর্থঃ সদৈব নিরন্তরম্ অতি-
বুদ্ধিং কলয়ন্ ধাবন্ মুরদ্বিষি শ্রীকৃষ্ণে রাধিকায়্য অনুরাগো জয়তি, সর্বোৎকর্ষেন বর্ত্তমানঃ
রাধিকানুরাগঃ কথম্বৃতঃ, গুরুরপি সর্বোৎকর্ষেণ শ্রেষ্ঠোপি গৌরব-চর্যয়া বিহীনঃ গুরুগৌরব-
সম্মানাদিভির্হীন ইত্যর্থঃ । পুনঃ কথম্বৃতঃ, মুহঃ প্রতিফলনম্ উপচিতঃ সঞ্জাতঃ বক্রিমা
কোটিল্য-লক্ষণা যস্মিন্, রসস্তোৎকর্ষ-প্রাপকঃ কোটিল্য-ভাবযুগ্মোইপি শুদ্ধঃ বিশুদ্ধঃ নিরূপাধিক
ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

সৌন্দর্য্যামৃতেতি । হে আলি ! সখি বিশাখে ! সৌন্দর্য্যমেব অমৃতসিন্ধুঃ অমৃত-সমুদ্রস্তম্ভ
ভঙ্গস্তরঙ্গস্তেন ললনানাং গোপযুবতীনাং চিত্তমেব অদ্রিঃ পূর্ব্বতঃ তং সংপ্লাবয়তীতি সংপ্লাবকঃ

প্রপঞ্চ ঘুচয়ে তাঁর কৃপালেশ পাঞা,
 দীপরূপে প্রবেশয়ে শিষ্য হৃদে যাঞা ।
 এইত কহিলু সব সংক্ষেপ করিয়া,
 আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ বিবরিয়া ।
 চৈতন্য কহেন সর্ব তত্ত্বজ্ঞাতা তুমি,
 তুমি যে জগৎ গুরু তাহা জানি আমি ।
 পবিত্র করিলে মোরে কহি তত্ত্বকথা,
 কৃপা করি হর মোর হৃদয়ের ব্যথা ।
 হেন কালে আইলা তথা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া,
 শ্রীচৈতন্য দাস তাঁরে বন্দন করিয়া,—
 বসিতে আসন দিয়া করেন স্তবন,
 কি ভাগ্য আছিল তেঁই তব আগমন ।
 জাহ্নবার হৃদয়েতে আনন্দ উল্লাস,
 সবাকার মনে হয় প্রেমের প্রকাশ ।
 ছুই পুত্র লয়ে শ্রীচৈতন্য মহাশয়,
 দৌহার চরণে দিলা হয়ে প্রেমময় ।
 বিষ্ণুপ্রিয়া কহে তুমি মহাভাগ্যবান,
 এই ছুই পুত্র চন্দ্র সূর্য্যের সমান ।
 প্রাকৃত মনুষ্য নহে হেন লয় মন,

অঙ্গকান্তি যেন কোটিচন্দ্রের বরণ ।
 এই পুত্র নিস্তারিবে বহু জীবগণ,
 যে দেখি শরীরে সব অলোক লক্ষণ ।
 ঈশ্বরী কহেন উপদেশ বাকী আছে,
 জাহ্নবা কহেন সব শুনাইব পাছে ।
 অঙ্গীকার করি কেহ অন্যথা না করে,
 আপনি বুঝহ দেখি কি হয় বিচারে ।
 পূর্বের কহিয়াছে জ্যেষ্ঠা পুত্র দিব দান,
 এবে কেন নাহি দেন্ এ কোন্ বিধান ।
 ঠাকুর কহেন আমি চৈতন্যের দাস,
 ধর্মহানি হয় পাছে এই মনে ত্রাস ।
 মোর কর্তা আছহ বসিয়া মূর্ত্তিমান,
 আপনার যেই আজ্ঞা সেই ত বিধান ।
 ঈশ্বরী কহেন মনে সন্দেহে কি কাজ,
 স্বীকৃত আছহ মিথ্যা কেন কর ব্যাজ ।
 অনঙ্গ-মঞ্জরী পূর্বের রাই সহোদরী,
 ইদানী জাহ্নবা নাম কহিলু বিবরি ।
 নিত্যানন্দ পত্নী ইনি না কর সন্দেহ,
 শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ একই বিগ্রহ ।

আদ্রীকরণকঃ, পুনস্তাসাং গোপাঙ্গনানাং কর্ণং আনন্দয়িতুং শীলমশ্রু, নর্শ্বেণ ঈষৎ স্মিতেন সহ
 স্মিতপূর্কং বচনং যন্ত সঃ কোটীন্দু শীতাস্ককঃ কোটিচন্দ্রবৎ শীতং শীতলং অঙ্গং যন্ত সঃ
 সৌরভ্যামৃতমেব সংপ্লবঃ সহৃদন্তেন আবৃতং ব্যাপ্তং জগৎ যেন সঃ, পীযুষবৎ অমৃতবৎ রম্যং
 সুন্দরঃ অধরো যন্ত সঃ শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ নন্দনন্দনঃ বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াগিনেত্রকর্ণ-নাসা-বন্ধ
 জিহ্বাসংজ্ঞকানি ইন্দ্রিয়াণি কষতি লুঠতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য নিত্যানন্দের প্রকাশ,
কহিহু সংক্ষেপে বস্তু তত্ত্বের নির্য্যাস ।

তথাহি ধরণী শেষসম্বাদে ।

সএব কৃষ্ণো ভগবান্ দ্বিতীয়ং দেহমাপুয়াৎ,
মহাসঙ্কর্ষণো নাম সর্কশক্তিসমৃদ্ধিমান্ ।

আতপে নির্মলং ছত্রং নিদাঘে শীতলোহনিলঃ

শয়নে দিব্যপর্য্যঙ্কঃ রমণে প্রাণবল্লভা ॥

নিত্যা শ্রীরাধিকা নাম আনন্দঃ কৃষ্ণবিগ্রহঃ

উভয়োর্মেলনং নাম নিত্যানন্দ বস্তুন্ধরে ! ॥ ৬ ॥

ধরা শেষ সংবাদেতে লিখিলা পুরাণে,

সংক্ষেপে কহিলা নিত্যানন্দ নিরূপণে ।

শুনিয়া চৈতন্যদাস মাতি প্রেমানন্দে,

কহিতে লাগিলা কিছু প্রেমের তরঙ্গে ।

আমি অজ্ঞ জীব কিবা জানি তাঁর তত্ত্ব,

পবিত্র করিলে মোরে শুনাঞা মহত্ত্ব ।

এত বলি শ্রীচৈতন্য ধরণী লোটায়,

ঘন ঘন বলে মুখে নিত্যানন্দ রায় ।
পুলকে পুরিত অঙ্গ নেত্রে বহে নীর,
প্রেমানন্দ বাড়ি গেল হইলা অস্থির ।
নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ করয়ে ফুকার,
দেখিয়া সবার নেত্রে বহে প্রেমধার ।
ঠাকুরাণী প্রেমানন্দে করয়ে রোদন,
দেখিয়া ঠাকুর রাম সহাস্তবদন ।
আনন্দাশ্রু বহে নেত্রে পুলকিত অঙ্গ,
কদম্ব-কেশর সম রসের তরঙ্গ ।
শ্রীশচীনন্দন য়েঁহ কোলের নন্দন,
তৈঁহ প্রেমাবেশে করে সঘনে রোদন ।
এইরূপে সবে মেলি প্রেমে গড়ি যায়,
বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীজাহ্নবা করে হায় হায় ।
কতক্ষণ বই কিছু বাহ্য উপজিলা,
তুই পুত্র জাহ্নবার কোলে সমর্পিলা ।

সএবেতি । স এব ভগবান্ সমগ্রৈশ্বর্য্যাদিযুক্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ দ্বিতীয়ং দেহং বিলাসরূপং আপুয়াৎ
গৃহ্নাতি । তদাচ সর্কাসাং শক্তিনাং যা সমৃদ্ধিঃ পরাকাষ্ঠা তদ্বিশিষ্টো মহাসঙ্কর্ষণাখ্যো ভবতীতি ॥

তস্ম কার্য্যমাহ আতপইতি । আতপে রৌদ্রে নির্মলং বিশুদ্ধং ছত্রং আতপত্রং ; নিদাঘে
গ্রীষ্মে শীতলঃ সুখসেব্যো হনিলো বায়ুঃ , শয়নে নিদ্রাকালে দিব্যপর্য্যঙ্কঃ সুন্দর-শয্যাধারঃ ;
রমণে বিহারকালেচ প্রাণবল্লভা প্রিয়তমাচ ভবতি । তত্ত্বদ্রপেণাত্মনৈবাত্মানং শ্রীভগবন্তং
সেবতইত্যর্থঃ ॥

নিত্যেতি । শ্রীরাধিকা অনাত্মনস্তসিদ্ধত্বাৎ নিত্যেতি কথ্যতে, আনন্দো ব্রহ্মেণোরূপমিতি
শ্রুতানুসারেণ, শ্রীকৃষ্ণস্ত বিগ্রহ আনন্দ ইতি চ কথ্যতে । হে বস্তুন্ধরে ! পৃথ্বি ! এতয়োদ্বয়ো-
র্মেলনং যোগো নিত্যানন্দ ইতি জানীহীতি শেষঃ ॥ ৬ ॥

স্তুতি নতি করি বহু করিলা রোদন,
করিতে না পারি আমি তাহার বর্ণন ।
রামাই পড়িলা জাহ্নবীর পদতলে,
ভাসাইল পদযুগ নয়নের জলে ।
জাহ্নবা তাঁহার পৃষ্ঠে আরোপিয়া কর,
আশ্বাস বচনে কহে শুন গুণধর ।
তুমি মোর প্রাণধন তুমি সে জীবন,
বীরচন্দ্র সম তুমি মানস-রঞ্জন ।
এত বলি ঈশ্বরী জীউর আজ্ঞা নিল,
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র তাঁরে শুনাইল ।
ভঙ্গী করি কহে চৈতন্যদাস মহাশয়,
দীক্ষামন্ত্র বিধিমতে দেওয়া যুক্তি হয় ।
জাহ্নবা কহেন বিধি গুরুর ইচ্ছায়,
এই ত বিধান আগমাদি শাস্ত্রে কয় ।

তথাহি তত্ত্বসারে ।

যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ,
ন তিথিন্ ব্রতং হোম ন স্নানং ন জপঃ ক্রিয়া ।
দীক্ষায়াং কারণং কিন্তু স্বেচ্ছয়াপ্তেত সৎগুরৌ ॥ ৭ ॥

শুনিয়া চৈতন্যদাস হইলা প্রেমময়,
সাধু সাধু করি কহে ইহা সত্য হয় ।
তুমি সে পরম গুরু তব এই মত,
শাস্ত্র অনুসারে ভক্তি হয় বিধিমত ।
তবে যে করহ লোক শিক্ষার কারণ,
শাস্ত্র যুক্তি হয় এই প্রবর্ত-করণ ।

শুনিয়া জাহ্নবা প্রভু মুচকি হাসিল,
রামায়ের মুখ চাহি কহিতে লাগিল ।
ওহে বাপু ! কর তুমি শ্রীহরি স্মরণ,
সর্ব অমঙ্গল নাশ শুভের কারণ ।
প্রবর্তানুকরণ এ নাম উপদেশ,
সাধকানুমত নাম বিশেষ বিশেষ ।
ইষ্টনাম শুনাইলা নিজ অভিমত,
গায়ত্রী শুনাইলা তাঁয় অর্থের সহিত ।
কামবীজ শুনাইলা করি সমাদর,
তবে শুনাইল তার অর্থের প্রকর ।
দেহ নিরূপণ সিদ্ধাবস্থানুকরণ,
সাধকানুমত আর স্মরণ মনন ।
তবে শুনাইলা পঞ্চদশার আখ্যান,
পঞ্চতত্ত্ব শুনাইলা করি মূর্তিমান ।
আর নানা বস্তু তত্ত্ব সব শুনাইলা,
ঈশ্বরীর পাদপদ্মে ধরি সমর্পিলা ।
ঈশ্বরী স্থাপিলা পদ তাঁহার মাথায়,
কৃপা করি শ্রীহস্ত বুলায় তাঁর গায় ।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি রামাই সুন্দর,
তোমা সম ভাগ্যবান নাহি পূর্বাপর ।
তোমা হেন রত্নবরে করিয়া পালন,
তব মাতা পিতা দোহে সফল জীবন ।
আপনি জাহ্নবা যাঁরে অতি স্নেহ ভরে,
শিষ্য করি লয়ে যান আপনার ঘরে ।

তুমি ত প্রাকৃত নহ ইতরের প্রায়,
 শ্রীবংশীবদন তুমি করি অভিপ্রায় ।
 রামাই কহেন প্রভু কর কৃপাদান,
 অধম পামর আমি নাহি কোন জ্ঞান ।
 তোমার দাসের দাস হতে বাঞ্ছা করি,
 চৈতন্য-বল্লভ তুমি জগত-ঈশ্বরী ।
 শ্রীচৈতন্য দাস দৌহে প্রীতির কারণ,
 নানা রত্ন বস্ত্র দিয়া করিলা পূজন ।
 চন্দন-চর্চিত পুষ্প দিলা উপহার,
 গঙ্গাজল আনি দিল ভরিয়া ভৃঙ্গার ।
 রামাই পূজিলা তবে দৌহার চরণ,
 মিনতি করিয়া তবে করান ভোজন ।
 তাম্বুলাদি দিয়া কৈল বহুত স্তবন,
 দণ্ডবৎ করি করে আত্মসমর্পণ ।
 তবে সে চৈতন্যদাস সাধু মহাশয়,
 জাহ্নবীর পদে শচীদাসে সমর্পয় ।
 হরি নাম দিলা তাঁরে অতি সযতনে,
 তবে গুনাইলা ইষ্ট নাম হৃষ্টমনে ।
 রাধাকৃষ্ণ কামমন্ত্র সব গুনাইল,
 ঠাকুর রামের করে ধরি সমর্পিল ।
 চৈতন্যদাসেরে কৃপা করিয়া তখন,
 বিষ্ণুপ্রিয়া নিজালয়ে করিলা গমন ।
 জাহ্নবা কহিলা তবে চলহ রামাই,
 এখানে কি কাজ আর নিজ ঘরে যাই ।

রামাই কহিলা তবে শ্রীপদকমলে,
 বিকানু জন্মের মত রব পদতলে ।
 শূনি জাহ্নবীর মনে হর্ষ উপজিলা,
 চৈতন্যদাসের প্রতি কহিতে লাগিলা ।
 রামাই লইয়া গৃহে করিব গমন,
 গৃহকর্ম কর তুমি পুণ্য আয়োজন ।
 এ কথা শুনিয়া চৈতন্য দাসের মাথায়,
 বজ্রাঘাত পড়ে যেন, ধরণী লোটায় ।
 রামাই ধরিয়া পিতা কোলে করি তুলে,
 ধৈর্য্য হও ধৈর্য্য হও পুনঃ পুনঃ বলে ।
 ক্ষণেকে সম্বিত পাঞা করয়ে রোদন,
 কেন হেন কথা মোরে করালে শ্রবণ ।
 জাহ্নবা কহেন পুত্র মোরে সমর্পিয়া,
 বিষাদ ভাবিছ কেন, কি হইবে ভাবিয়া ।
 গুরু অশ্ব আদি যথা করি সম্প্রদান,
 তার তরে চিন্তা করা নহে সুবিধান ।
 আর এক কহি শুন ইহার দৃষ্টান্ত,
 নিজ কন্যা পালে কেহ তাবৎ পর্য্যন্ত ।
 যাবৎ নাহিক করে পাত্রে সম্প্রদান,
 দানমাত্রে গোত্রান্তর শাস্ত্রের প্রমাণ ।
 ইহা বুঝি কেন মিথ্যা করহ রোদন,
 এখন আমার, নহে তোমার নন্দন ।
 ছোট পুত্রে লয়ে গৃহে যাও মহামুখে,
 অকারণ ভাবি কেন দহ মনোহুখে ।

শুনিয়া চৈতন্যদাস প্রবোধ মানিলা,
 রামায়ের হাতে ধরি কহিতে লাগিলা ।
 তুমি মোর প্রাণধন নয়নের তারা,
 তুমি ছাড়ি গেলে আমি জীবন্তে মরা ।
 রামাই কহেন পিতা হেন কহ কেন ?
 তোমা না ছাড়িব আমি করি নিবেদন ।
 সদাই করহ পিতা কৃষ্ণের স্মরণ,
 কৃষ্ণসেবা কর আর সাধুর সেবন ।
 শচীর করহ যথাবিধি সুসংস্কার,
 সুশিক্ষিত করি, পিতা বিভা দিও তার ।
 আবার আসিব তব চরণ দর্শনে,
 এত বলি গেলা রাম জননী সদনে ।
 গলে বস্ত্র দিয়া যাচে মাতা সন্নিধানে,
 ওগো মা ! বিদায় দেহ শ্রীপাঠ গমনে ।
 চমকি উঠিলা মাতা বলে বাছাধন !
 তোরে না দেখিলে দেহে না রবে জীবন ।
 ও চাঁদ মুখানি বাপ ! তিল না দেখিলে,
 কতযুগ মনে হয় পরাণ বিকলে ।
 ইহা বলি গলে ধরি করয়ে রোদন,
 মধুর বচনে রাম করে সস্তাষণ ।
 শচীরে দিলেন তাঁর চরণে ফেলিয়া,
 ভাই ভাই বলি রাম নিলেন তুলিয়া ।
 কোলে করি গলা ধরি সোহাগ করিল,
 মাতৃ পিতৃ পদে পুনঃ পুনঃ প্রণমিল ।

কোলে করি চুম্বন করয়ে মাতা পিতা,
 বর্ণন না যায় মনে যত পায় ব্যথা ।
 জাহ্নবার পায়ে ধরি বলেন দম্পতি,
 রামাই সুন্দর মোর লয়ে যাও কতি ।
 দৌহাকার প্রাণধন রামাই কুমার,
 সমর্পণ কৈলু পাদপদ্মেতে তোমার ।
 পুনরপি পাই যেন দেখিতে বদন,
 এই কথা পুনঃ পুনঃ করি নিবেদন ।
 জাহ্নবা কহেন কিছু চিন্তা না করিহ,
 তোমারি নিকটে আছে এমতি জানিহ ।
 এত বলি সুখপালে কৈলা আরোহণ,
 হেন কালে আসিয়া ঘেরিল বন্ধুগণ ।
 কেহ বলে ওরে রাম ! কি তোর চরিত,
 পিতা মাতা ছাড়ি যাও এই কোন্ রীত ।
 পড়ুয়া আইল যার সঙ্গে সখ্যতাব,
 বিলাপ করিয়া কহে মনোগত ভাব ।
 এইরূপে আপ্ত অন্তরঙ্গ যত জন,
 যথাযোগ্য স্নেহ বাক্যে করে নিবারণ ।
 প্রণয় বাক্যেতে সবে কয়য়ে তোষণ,
 বন্ধুগণ পুনরায় না কহে বচন ।
 হেথা শ্রীজাহ্নবা দেবী না করি গমন,
 রামেরে কহেন কর শিবিকারোহণ ।
 সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি শিবিকা চড়িলা,
 গুরু আজ্ঞা বলবান হৃদে বিচারিলা ।

হরি হরি ধ্বনি করে সকল বৈষ্ণব,
 নানা বাজ সমাগমে হলো ঘোর রব ।
 বীণা বেণু করতাল বাজ নানা মত,
 খঞ্জনী মন্দিরা আদি বাজে যন্ত্র কত ।
 খুন্তী নিশান কত ঘণ্টায় খচিত,
 শুভ্রবর্ণ চামরেতে দিক্ আলোকিত ।
 হরষে বৈষ্ণবগণ নাচে হাসে গায়,
 দেখিবারে নগরের লোক সব ধায় ।
 বৈষ্ণবের তেজ যেন সূর্য্যের কিরণ,
 তুলসীর মাল্য শোভে কণ্ঠ-বিভূষণ ।
 নগরে নগরে চলে এক্রূপে সকলে,
 প্রেমে পুলকিত লোকে হরি হরি বলে ।
 প্রাম ছাড়াইয়া গড় প্রান্তে উত্তরিলা,
 তথাপি দর্শকগণ সঙ্গ না ছাড়িলা ।
 গঙ্গার সমীপে এক উত্তম আরাম,
 সেইখানে ইচ্ছা হলো করিতে বিশ্রাম ।
 হেল কালে আইলা তথা এক মহাজন,
 মহাধনী পরমপণ্ডিত বিচক্ষণ ।
 আগেতে পড়িলা রামায়ের পদতলে,
 জোড়হাত করি কিছু ধীরে ধীরে বলে ।
 মোরে কৃপা কর প্রভু করি নিবেদন,
 স্নান কর যদি, দ্রব্য করি আয়োজন ।
 অতি সুকোমল তনু হয়েছে মলিন,
 পথশ্রমে ক্লান্ত অতি বৈষ্ণব-প্রবীন ।

ভাল ভাল করি রাম করিলা গমন,
 জাহ্নবা সকাশে তাহা করে নিবেদন ।
 উভয়ের আজ্ঞা পেয়ে সেই সাধুবর,
 অনুরাগে আয়োজন করিল বিস্তর ।
 দধি দুগ্ধ ছানা কলা আম্র সুরসাল,
 ফল মূল নানাবিধ বিশাল কাঁঠাল ।
 নারিকেল শস্য আর মিষ্টান্ন মধুর,
 আর কদলীর পত্র আনিল প্রচুর ।
 তখন রামাই বলে করি গঙ্গাস্নান,
 সত্বরে আসিয়া সবে কর জলপান ।
 কাহার বেগার আদি ছিল যত জন,
 সবাকারে আজ্ঞা হৈল করিতে ভোজন ।
 প্রণমিয়া তবে রাম জাহ্নবা চরণে,
 প্রার্থনা করিলা স্নান পূজার কারণে ।
 ভাল ভাল বলি স্নানে কৈলা আগুসার,
 ঘাট ঘেরা হলো দিয়ে বস্ত্রের কাণ্ডার ।
 কৃতকৃত্য করি স্নান কৈলা সমাপন,
 সেবা পরিচর্যা কৈল দাস দাসীগণ ।
 শুষ্ক বাস পরি কৈলা তিলক ধারণ,
 যার যেই নিত্য কৃত্য কৈলা সমাপন ।
 দিব্যাসনে বসিলা করিতে জলপান,
 সামগ্রী অইল কত নহে পরিমাণ ।
 উত্তম সংস্কার করি আগেতে ধরিলা,
 জাহ্নবা গোস্বামী রাধাকৃষ্ণে সমপিলা ।

অনঙ্গ অমুজ কুঞ্জ নিত্য তাঁর স্থান,
 সেই অনুসারে রাধাকৃষ্ণ বিতুমান ।
 তাম্বুলাদি দিয়া কৈলা সেবা সমাপন,
 আজ্ঞা হৈল ভক্তগণে করিতে ভোজন ।
 অখণ্ড কদলীপত্রে চিঁড়া দধি দিলা,
 উষ্ণ দুগ্ধ দিয়া চিঁড়া আগে ভিজাইলা ।
 অধরামৃতের হেতু বৈষ্ণবের গণ,
 উদ্ধ হাতে রহে সবে না করে ভোজন ।
 জাহ্নবা গোসাত্তিঃ যবে করিলা ভোজন,
 ঠাকুর রামাই শেষ করিয়া গ্রহণ ।
 বৈষ্ণব সকলে তাহা করিলা বণ্টন,
 বসিলা ভোজনে সবে স্মরি জনার্দন ।
 নানা উপহার আর যত ফল মূল,
 শ্রীহস্ত পরশে সব বাড়িল অতুল ।
 ভোজন করয়ে সবে করি হরিধ্বনি,
 “দীয়তাং ভুঞ্জতাং” এই বাক্য মাত্র শুনি
 আকণ্ঠ পূরিয়া সবে করিলা ভোজন,
 সামগ্রী বাড়িল খায় সহস্রেক জন ।
 তাম্বুল চর্কণ সবে কৈল আনন্দেতে,
 সাজিল বৈষ্ণবগণ আপন সাজেতে ।
 ডাকাইয়া রামচন্দ্র সেই মহাজনে,
 অধর-অমৃত দিয়া বলেন বচনে ।
 তুমি আজ বিধিমতে বন্ধুভৃত্য কৈলে,
 সংকার করিয়া বড় সুখ উপজিলে ।

মহাজন বলে তুমিই সুখের সদন,
 তোমার ইচ্ছায় হয়, আমি কোন্ জন ।
 ঠাকুর কহেন তোমায় কি বলিব আর,
 বিকাইলু আজ শুদ্ধ ভক্তিতে তোমার ।
 আবার তোমার সঙ্গে হইবে মিলন,
 সম্প্রতি করিহে তব সঙ্গে আলিঙ্গন ।
 তেঁহ কহে মুঁই নহি আলিঙ্গন যোগ্য,
 চরণের ধূলি দেহ এইত সৌভাগ্য ।
 এত বলি কাঁদিয়া পড়িলা তাঁর পায়,
 দিলেন শ্রীপদ প্রভু তাহার মাথায় ।
 জাহ্নবার পদে সাধু করিল প্রণতি,
 জাহ্নবা কল্যাণ করি বৈষ্ণব সংহতি ।
 ভাগীরথী তীর দিয়া করিলা গমন,
 বৈষ্ণব সকলে করে নাম সংকীৰ্ত্তন ।
 জাহ্নবা গোসাত্তিঃ যবে আসেন নবদ্বীপে,
 প্রেরিলা সন্দেশ বিষ্ণু-প্রিয়ার সমীপে ।
 বীরচন্দ্র ভাবে মনে গেলা কতদিন,
 তথাপিও অনাগত জাহ্নবা প্রবীণ ।
 সমজ্জ হইয়া সঙ্গে লয়ে ভক্তগণ,
 জাহ্নবার স্থানে হেথা করিলা গমন ।
 এ দিকে জাহ্নবা আর ঠাকুর রামাই,
 সত্বর হইয়া চলে সঙ্গে কেহ নাই ।
 দিবা অবসান, পথ আছে বহুদূর,
 হেনকালে নিবেদন করেন ঠাকুর ।

আসিয়া মিলিত হোক বৈষ্ণব নিচয়,
 লভুন বিশ্বাম আর যাওয়া যুক্ত নয়।
 হেনকালে জয়ধ্বনি শুনি আচম্বিতে,
 হরি হরি ধ্বনিপূর্ণ হলো চারিভিতে।
 নিনদে গম্ভীর শিঙ্গা উড়িছে নিশান,
 দেখি শুনি রামচন্দ্র হৈলা আগুয়ান।
 বৈষ্ণবনিকর পথে করি দরশন,
 জিজ্ঞাসিলা কে তোমরা कह বিবরণ।
 বৈষ্ণব সকলে কয় শুন মহাশয়,
 নিত্যানন্দপ্রভুপুত্র বীরচন্দ্র হয়।
 তাঁহার সঙ্গেতে মোরা করেছি গমন,
 জাহ্নবা গোস্বামীবরে সন্ধান কারণ।
 হেনকালে উপনীত বীরচন্দ্র রায়,
 অগণ্য বৈষ্ণব যাঁর আগে পিছে ধায়।
 ছুঁ ছুঁ দোঁহা দেখা হইল নয়নে নয়নে,
 জিজ্ঞাসিলা বীরচন্দ্র মধুর বচনে।
 কি নাম কোথায় বাস কাহার নন্দন,
 कह দেখি সব তত্ত্ব ওহে যশোধন।
 ঠাকুর কহেন নবদ্বীপে মোর বাস,
 রামাই আমার নাম জাহ্নবার দাস।
 শুনিয়া শ্রীবীরচন্দ্র হাসিতে লাগিলা
 হেনকালে শ্রীজাহ্নবা উপনীত হৈলা।
 বীরচন্দ্র প্রণমিলা ধরণী লোটাই,
 আশীর্বাদ করি তাঁরে জাহ্নবা গোসাঞি

তোমা না দেখিয়া বাপ ! হয়েছি ব্যাকুলী,
 উঠ উঠ বাপধন ! গায়ে লাগে ধূলি।
 যার তরে নবদ্বীপে আমার গমন,
 এই সে রামাই, এর শুন বিবরণ।

তথাহি পদে।

গোলকে ভগবান কৃষ্ণঃ রাসলীলা যদুচ্ছয়া,
 স্বাস্ত্বেচ কৃতবানুধাং মুরলীং মুখ-পঙ্কজে ॥
 বৃন্দাবনে তদাক্ষয় ক্রীড়তে নরলীলয়া,
 মুরলীমিব সম্মোহাৎ প্রস্থাপ্য রাধিকাকরে ॥৭১

তথাচ

এবমেবং কৃতে নানা বিলাসাদৌ সমগ্রতঃ,
 প্রেয়াচ তদ্বশীভূত্বা নাপপারং স্তুর্লভং ॥
 শ্রীরাধিকা-মহাভাবং স্বমাধুর্যং বিলোক্য সঃ
 সমাক্ষয়-কলৌ ভাবী কৃষ্ণশ্চৈতত্বরূপকঃ ॥
 কৃষ্ণকরে স্থিতা নিত্য্য যাচ দূতী স্বয়ং তথা,
 শ্রীবংশীবদনো-নাম ভবিষ্যতি কলৌ যুগে ॥৭২

তথাহি গৌরগণ নিরূপণে।

শ্রীবংশীবদনানন্দঃ শ্রীচৈতন্য সমাজয়া,
 পুনঃ সমজনি শ্রীমান্ কথয়ামি ন সংশয়ঃ ॥৭৩
 গোলকে কেশব যবে রাসেতে বিহরে,
 শ্রীঅঙ্গে ধরিল রাই, মুরলী অধরে।
 নরাকারে বৃন্দাবনে আনি সব তাই,
 মোহে হারালেন বাঁশী, রাখিলেন রাই।
 রাধাঅনুগত হয়ে খেলিলেন কত,
 না পুরিল মনোসাধ অন্তরে আহত।

মুরলী-বিলাস

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিজ মাধুরিমা আর ভাব শ্রীরাধার,
লইয়া কলিতে কৃষ্ণ গৌর অবতার ।
কৃষ্ণের মুরলী যাহে মোহে জগজন,
কলিতে হইলা সেই শ্রীবংশাবদন ।
সেই শ্রীবদন, ধরি চৈতন্য আদেশ,
জনমিলা এবে আসি জানিহ বিশেষ ।
শুনিয়া শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী তখন,
ভাই, ভাই, বলি তাঁরে করে আলিঙ্গন ।
প্রেমাবেশে উভয়ের বহে অশ্রুধার,
নানা ভাবোদয়ে অঙ্গ কাঁপয়ে দৌহার ।
জাহ্নবা পরশে দুঁহ বাহ উপজিলা,
গদ গদ স্বরে দৌহে কহিতে লাগিলা ।
মিলিছু উভয়ে প্রভু ! তোমার কৃপায়,
চরনকমল দেহ দৌহার মাথায় ।
এত বলি ছুই ভাই পড়িলা চরণে,
শ্রীচরণ দিয়া মাথে বলেন বচনে ।
করে ধরি উভয়ের কর-কিশলয়,
আজ হতে হও দৌহে অভিন্ন হৃদয় ।

ইতি—শ্রীমুরলী বিলাসের
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ



জয় জয় শ্রীচৈতন্য জাহ্নবা চরণ,
জয় জয় বীরচন্দ্র মোর প্রাণধন ।

জয় জয় ভক্তবৃন্দ পতিত পাবন,
মো অধমে কর কৃপা বিতরণ ।
সে নিশা সকলে তথা করিলা নিবাস,
গ্রামের সকল লোক করয়ে উল্লাস ।
সেবার সামগ্রী কত আসিল তথায়,
বৈষ্ণব সকলে দিব্য বাসাঘর পাও ।
অতি পরিপাটি করি বস্ত্রের কাণ্ডার,
রচিল বৈষ্ণবগন অতি চমৎকার ।
জাহ্নবা রামাই আর বীরচন্দ্র রায়,
তাহাতে নিবসে মনোরঞ্জন কথায় ।
জাহ্নবা কহেন বাপু ! ব্যাকুলিত মনে,
নবদ্বীপে আসি যাই ইহার কারণে ।
বীরচন্দ্র কহেন, রাম বড় ভাগ্যবান,
যার প্রতি আপনি হলেন কৃপাবান ।
ঠাকুর রামাই কন, ইহা সত্য হয়,
মহতের এই রীত অনুথা না হয় ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমে ।
যেষাং সংস্মরণাং পুংসাং সত্ত্বশুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শ-পাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ১ ॥

জাহ্নবা গোসাঞি কৃপা করি আকিঞ্চনে,
মিলাইলা তোমা হেন মহতের সনে ।
এইরূপে প্রশংসা করয়ে দুঁহ দৌহা,
হেথা শ্রীজাহ্নবা গেলা পাকশালা যাঁহা ।

নানাবিধ দ্রব্য তথা হয় আয়োজন,
 জাহ্নবা করেন পাক বিবিধ ব্যঞ্জন ।
 অতি ত্রস্তে পাক কৈলা নানা উপাচার,
 মাংসাংশ শ্রীরাধাকৃষ্ণ কৈলা অঙ্গিকার ।
 আচমন তাম্বুলাদি কৈলা সমর্পণ,
 দুই ভাই আইলা তথা করিতে ভোজন ।
 বৈষ্ণব আসিলা সবে লভিতে প্রসাদ,
 আসিল কতেক লোক না গণি প্রসাদ ।
 জাহ্নবা আদেশে দৌহে বসিলা ভোজনে,
 বসিলা ব্রাহ্মণ আর বৈষ্ণব সজ্জনে ।
 আকর্ষণ পূরিয়া সবে করিলা ভোজন,
 প্রসাদ লইয়া যায় কত শত জন ।
 জাহ্নবা গোস্বামী কিছু কৈলা উপযোগ,
 প্রসাদ বাড়িল, খাব কত শত লোক ।
 পাকশালা হৈতে তবে আসিলেন শেষে,
 বঞ্চিলা সকলে নিশি নিজ নিজ বাসে ।
 পরম সুখেতে রাত্রি গেলা সেই খানে,
 সাজিল সকলে নিশাশেষ দরশনে ।
 শিঙ্গার শব্দ আর হরি হরি বোলে,
 গগন ভেদিল সেই ঘোর কোলাহলে ।
 এইরূপে খড়দহে সবে উত্তরিলা,
 উল্লাসে সকল লোক ধাইয়া আইলা ।

হরি হরি ধনি আর নাম সংকীর্তন,
 প্রেমাবেশে নৃত্য করে বৈষ্ণবের গণ ।
 পুলকিত সবলোক করিয়া শ্রবণ,
 মণ্ডলী করিয়া করে নামসংকীর্তন ।
 তিন সম্প্রদায়ে তিন আগে করে গান,
 তিনজনে কত সুখে নরযানে যান ।
 উপস্থিত হইলা নিজ মন্দির দ্বারেতে,
 উত্তরিল বীরচন্দ্র সবার আগেতে ।
 জাহ্নবারে করাইলা প্রভু আগুসার,
 প্রবেশ করিলা তেঁহ আপন আগার ।
 আজ্ঞা হলো রামায়ে আনিতে নিজস্থানে,
 বীরচন্দ্র রামচন্দ্র আইলা বিচুতমানে ।
 সাষ্টাঙ্গ প্রণাম আসি শ্রীপদে করিলা,
 আশীষ বচনে দ্বুহে জাহ্নবা তুষিলা ।
 রামাই করিলা বীরচন্দ্রে প্রণতি,
 কোলে ধরি সন্তাসিলা প্রভু মহামতি ।
 পরে বসুধার পাদপদ্মে প্রণমিলা,
 শ্রীবসুধা পুলকেতে কল্যাণ গাইলা ।
 গঙ্গাদেবী দেখি রামে হৈলা পুলকিত,
 জিজ্ঞাসয়ে শ্রীবসুধা আনন্দ বারতা ।
 কহ বাপু ! কহ সে কুশল সমাচার,
 শচী বিষ্ণুপ্রিয়া তব পিতা ও মাতার ।

যথানিতি । দেবাং সতাং সংস্করণাং চিস্তনাদেব সচ্চস্তুংক্ষণাং পুংসাং জীবমাত্রাণাং
 গৃহাঃ শুধ্যন্তি পবিত্রা ভবন্তি, তেযাং সাংক্ষাৎ দর্শনাদিভিঃ কিংপুনর্ভবতীতি কিংবক্তব্যমিতি ॥

নবদীপবাসী যত আত্ম-বন্ধুগণ,
 শান্তিপূরবাসী সীতা অদ্বৈতনন্দন।
 রামচন্দ্র শুনাইলা সকল কুশল,
 শুনিয়া বসুধা দেবী আনন্দে ভাসল।
 তারপরে রামচন্দ্র জাহ্নবা সদনে,
 কহিতে লাগিলা কিছু পুলকিত মনে।
 তব কৃপাবলে আমি দেখিহু সকল,
 এতদিনে হৈলা মোর পরম মঙ্গল।
 নিত্যানন্দ প্রভু পদ দেখিবারে সাধ,
 পুরিল না হতবিধি সাধিলেন বাদ।
 দেখিতে না পাইহু সেই চরণ-কমল,
 হা হা বিধি কি বলিব জনম বিফল।
 এই কথা কহি ছুখে কান্দেন ঠাকুর,
 দেখিয়া রিরহ সবা বাড়িল প্রচুর।
 বসুধা জাহ্নবা কান্দে হইয়া ব্যাকুল,
 গঙ্গাদেবী বীরচন্দ্র হইলা আকুল।
 প্রেমোৎকর্ষা যবহি বাড়িল সবাকার,
 আবিভূত হৈলা আসি পদ্মার কুমার।
 প্রচণ্ড তপন জিনি অঙ্গের কিরণ,
 কমলনয়ন-যুগ্ম সহস্র বদন।
 চরণকমলে নখকৌমুদিসঞ্চার,
 নীলবাস পরিধান গলে কুন্দ হার।
 শ্রবণে কুণ্ডল মরকত মণি তায়,
 মাথায় মুকুট শিখি-পুচ্ছ উড়ে বায়।

ভুবনমোহনরূপে ভুলিল নয়ন,
 সব ছুঃখ গেল ছুরে জুড়াল জীবন।
 বসুধা জাহ্নবা দূহে পড়িলা চরণে,
 দূহাকারে করিলেন প্রেম আলিঙ্গনে,
 গঙ্গা বীরচন্দ্রে ধরি করেন আহ্লাদ।
 চুম্বন করয়ে শিরে ধরি ছুটি হাত।
 রামাই পড়িলা প্রভুচরণ ধরিয়া,
 কৃপাকরি তুলিলেন কোলেতে করিয়া।
 শ্রীবংশীবদনপৌত্র বংশীর সমান,
 তোমারে দেখিয়া, স্পর্শি হয় বংশী জ্ঞান।
 প্রভুর শুনিয়া তবে বচন মাধুরী,
 রামচন্দ্র স্তুতি করে যোড় হস্ত করি।

তথাহি

প্রফুল্ল-কমলারুণ-দ্যুতিবিড়ম্বি-রম্যাধরং
 স্নতপ্তকনকোজ্জল-দ্যুতিসমাখ-নীলচ্ছদং।
 স্নকোমল-পদাজযুগ্ম-বিচরণ-সুভক্তাবলিঃ
 ভজে নিখিলমঙ্গলং প্রণত-সদ্ব পদ্মাস্ততং ॥২॥
 এই মত অষ্ট শ্লোকে করিলা স্তবন,
 প্রভু তবে কৃপা করি বলেন বচন।
 ওহে বাপু! ত্বর করি যাহ বৃন্দাবন,
 সর্ব সিদ্ধি হবে তব স্থির কর মন।
 এত বলি অন্তর্দ্বার হইল ধ্বংসায়,
 প্রভু না দেখিয়া সবে করে হায় হায়।
 প্রাণের বল্লভ মোর প্রভু কোথা গেলে,

এই কথা কহি বসু জাহ্নবা বিকলে ।
 বীরচন্দ্র কান্দে, গঙ্গা হইলা ব্যাকুল,
 ঠাকুর রামাই তথা কান্দিয়া আকুল ।
 এইরূপে কতক্ষণ কান্দেন সবাই,
 প্রবোধিলা সবে শেষে ঠাকুর রামাই ।
 সুস্থির হইলা সবে চিত্তে বোধ লয়ে,
 স্বপ্নপ্রায় কি দেখিলা কহিতে নারয়ে ।
 প্রোষিতভর্তৃতা যেন গোপ গোপীগন,
 বিরহ অর্গবে যৈছে পায় দরশন ।
 তৈছে নিত্যানন্দ প্রভু বিদ্যুৎসমান,
 দেখা দিয়া রাখিলেন সবাকার প্রাণ ।
 জগৎ ঈশ্বর প্রভু ভক্তের কারণ,
 স্বেচ্ছাময় বপু তাঁর প্রেম-প্রয়োজন ।
 তারপর সবাকার হইল বাহুজ্ঞান,
 দেহাভ্যাসে করেন বাহুকৃত জলপান ।
 সদাই হৃদয়ে স্ফুরে বিরহ বেদনা,
 বসুধা জাহ্নবা চিত্তে না পায় শাস্তনা ।
 মধ্যাহ্ন সময়ে পাক কৈলা সমাপন,
 মানসে করান নিতাই চৈতন্তে ভোজন ।
 তারপর দিলা বীরচন্দ্র রামায়েরে,
 যতেক বৈষ্ণব ছিল, দিলা সবাকারে ।
 এইরূপে দিবা গেল হৈল সন্ধ্যাকাল,
 লক্ষ লক্ষ জলে কত প্রদীপ রসাল ।
 গন্ধ মাল্য নানাবিধ ধূপাদি গন্ধেতে,

ভ্রমর ঝঙ্করে কত না পারি বর্ণিতে ।
 বিচিত্র নির্মাণ হর্ম্য গঠন সুন্দর,
 ধ্বজ পতাকাতে শোভে অতি মনোহর ।
 পারাবত কেলি করে বসিবা কুটীরে,
 ময়ূর ময়ূরী নাচে, কোকিল কুহরে ।
 গঙ্গার সমীপে স্থল অতি সুশোভন,
 দিব্য-ভূষাশ্বরে শোভে দাস দাসীগণ ।
 সহজে বৈকুণ্ঠ তাহে গঙ্গাসন্নিধান,
 তাহে নিত্যানন্দ প্রভু কৈলা অবস্থান ।
 সংক্ষেপে কহিহু এই শ্রীপাট বর্ণন,
 তারপর শুন কিছু করি নিবেদন ।
 ঠাকুর রামাই রহে জাহ্নবার স্থানে,
 প্রণতি করিলা তাঁরে দিবাঅবসানে ।
 বীরচন্দ্র জাহ্নবারে প্রণাম করিয়া,
 সভাতে বসিলা আসি গৃহ তেয়াগিয়া ।
 বিচিত্র আসনে বসি বীরচন্দ্র রায়,
 সেবকে সেবিছে, কেহ তাম্বুল যোগায় ।
 ঠাকুর রামাই হেথা জাহ্নবার কাছে,
 সাধ্যসাধনের তত্ত্ব সান্নুরাগে পুছে ।
 জোড় হাতে কহে রাম গদ গদ স্বরে,
 কৃপা করি কহ কিছু অধম পামরে ।
 জাহ্নবা কহেন বাপু তত্ত্ব সে বিরল,
 বিশ্রাম করহ আজি কহিব সকল ।
 যে আজ্ঞা বলিয়া রাম গেলেন সভাতে,

ক্ষণকাল পরে আসি বীরচন্দ্র সাতে ।
 আসিয়া ছুই ভাইএ করি জলপান,
 দিব্য পালঙ্কেতে দোহে সুখে নিদ্রা যান ।
 এইতো কহিলু খড়দহ আগমন,
 জাহ্নবা গোসাই পদ করিয়া স্মরণ ।
 জাহ্নবা রামাই পাদপদ্মে অভিলাষ,
 এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস ।
 ইতি—শ্রীমুরলী-বিলাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র,
 শ্রীবংশীবদন জয়, প্রভু বীরচন্দ্র ।
 রামচন্দ্র প্রভু বন্দ কবিয়া যতন,
 শ্রীচৈতন্যশক্তিধারী রূপসনাতন ।
 আমার প্রভুর প্রভু জাহ্নবা গোসাঞি,
 তাঁহার চরণ বিনা আর গতি নাই ।
 বৈষ্ণব গোসাঞি মোরে করহ করুণা,
 ওহে নাথ কর কৃপা না করিহ ঘৃণা ।
 আমি অজ্ঞ জীব মোর নাহি বুদ্ধি শুদ্ধি,
 কেমনে জানিব শুদ্ধ ভাবের ভকতি ।
 এহেন জীবের হয় কত মনে আশা,
 বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে প্রত্যাশা ।

এহত আশ্চর্য্য নয় কহংকৃপায়,
 শুদ্ধ জীব হয়ে সেহ হরিগুণ গায় ।

তথাহি ভাবার্থ দীপিকায়াং ।
 মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লজ্জয়তে গিরিং,
 যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবং ॥ ১ ॥

রজনী প্রভাত, পক্ষী ডাকিছে প্রচুর,
 গঙ্গার তরঙ্গে উন্মি অতি সুমধুর ।
 শুনি শয্যা ছাড়ি উঠি বসিলেন রাম,
 জাহ্নবা সমীপে গিয়া করেন প্রণাম ।
 বীরচন্দ্র প্রভু আসি হৈল দণ্ডবৎ,
 জাহ্নবা কহেন বাপু ! হও নিরাপদ ।
 তারপর প্রণমিলা মাতার চরণে,
 পুলকিত মনে দোহে চলে গঙ্গাস্নানে ।
 সঙ্গে সব দাসগণ চলিলা ধাইয়া,
 কূপ জলে, বাহ্যকৃত্য কৈলা দোহে গিয়া ।
 কৃতকৃত্য হয়ে দোহে গঙ্গায় নামিলা,
 যঙ্গার তরঙ্গ দেখি আনন্দে ভাসিলা ।
 কতক্ষণ ছুই ভাই গঙ্গার সলিলে,
 প্রেমানন্দে মত হয়ে ছুঁহে মিলি খেলে ।
 স্নানাদি আহ্নিক কৃত্য করি স্মাপন,
 তীরে উঠি পরে দোহে সুদোত বসন ।

স্বাহারা কৃপা মুককে (বোবাকে) বাক্পটু করিতে পারে, চলৎশক্তি রহিত পঙ্গুকেও
 পর্কত লজ্জন করাইতে পারে, সেই পরমানন্দ মাধব শ্রীকৃষ্ণকে আমি অভিবাদন করি । ১ ।

নবদীপ হইতে যবে ঠাকুর আইলা,
 পরিচর্যা হেতু সঙ্গে দুই ভৃত্য দিলা ।
 দুই ভৃত্য দুই ভাইএ করয়ে সেবন,
 শ্রামের মন্দিরে দৌহে করিলা গমন ।
 তিলক অর্পণ করি গন্ধ পুষ্প লঞা,
 জাহ্নবার কাছে লাইলা কৃতাঞ্জলি হঞা ।
 স্নান করি প্রভু নাম করয়ে স্মরণ,
 ক্ষণে বাহ্য উপজিল, কহেন তখন ।
 এস এস ওহে বাপু! বস দুইজনা,
 প্রচুর হয়েছে বেলা না পাও বেদনা ।
 জল পান কর কেন বাড়াও জঞ্জাল,
 কি পূজা করিবে বল অবোধ ছাওয়াল ।
 বীরচন্দ্র প্রভু কন, ছাওয়াল দেখিয়া,
 অবজ্ঞা করহ কেন দুঃখ পায় হিয়া ।
 গুরুপাদপদ্ম হয় সম্পদের সার,
 তাহার সেবন ধর্ম্য সর্বশাস্ত্র-পর ।
 শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবসেবা যতেক সাধন,
 গুরুর অধিক নহে শাস্ত্রের লিখন ।

তথাহি গুরুস্তোত্রে ।

তুলসীসেবা হরিহরভক্তিঃ, গঙ্গাসাগরসঙ্গম-
 মুক্তিঃ, কিমপরমধিকং কৃষ্ণে ভক্তিঃ ন
 গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ॥২॥

তুলসী দেবীর সেবা, শিবপূজা অথবা হরিতত্ত্বিও গুরু সেবার সমান নহে; গঙ্গাসাগর-
 সঙ্গমে স্নান ও প্রাণত্যাগ করিলেও জীব সদগতি লাভ করে বটে, কিন্তু তাহাও গুরু
 সেবার নিকট অতি তুচ্ছ । অধিক কি পুরুষার্থে শিরোমণি কৃষ্ণভক্তিও গুরুসেবা অপেক্ষা
 গুরুতর রহিতে পারে না । ॥

শ্লোক শুনি জাহ্নবার হইল আনন্দ,
 কহিতে লাগিলা কিছু করি পরবন্ধ ।
 ছাওয়াল হইয়া তব এত শিক্ষা জ্ঞান,
 স্নেহ করি কহি, কিছু না ভাবিহ আন ।
 এরূপ মধুর বাক্যে করি সন্তোষণ,
 তবে দৌহে করে হর্ষে চরণ পূজন ।
 গঙ্গাজল দিয়া আগে পদ ধোয়াইলা,
 সুগন্ধ চন্দন পুষ্প সব সমর্পিলা ।
 অষ্টাঙ্গপ্রণাম দৌহে করিলা চরণে,
 কল্যাণ করিলা মাতা সহাস বচনে ।
 জাহ্নবা গোঁসাই কিছু কৈলা জলপান,
 পাদোদক পিয়ে দৌহে, সে প্রসাদ পান ।
 কোতুক করিয়া কাড়াকাড়ি করি খান,
 দেখিয়া জাহ্নবা মাতা আনন্দেতে চান ।
 বসুধা আনিয়া দেন প্রচুর করিয়া,
 দৌহে বসি খান নানা কোতুক করিয়া ।
 তার পর দৌহে গিয়া কৈলা আচমন,
 তাম্বুল কপূর সহ করিলা চর্বন ।
 এইরূপে পূর্বাহ্ন গেল, মধ্যাহ্ন সময়,
 প্রসাদ পাইয়া দৌহে আলস্য ত্যজয় ।
 সায়াহ্নে করিলা নামকীর্তন-বিলাস,

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এইরূপ আনন্দে নিত্য শ্রীপাটেতে বাস ।
 তারপর শুন কহি শিক্ষার বিধান,
 বৈহুব গোসাঞি পাদপদ্ম করি ধ্যান ।
 ঠাকুর কহেন, মাগো ! করি নিবেদন,
 মনুষ্য শরীর এই নিশার স্বপন ।
 দিনে দিনে আয়ুক্ষয় সূর্যাস্ত উদয়ে,
 কালচক্রে গ্রাসে, যেন রাহু চন্দ্রে পেয়ে ।
 দিবস যামিনী আর প্রাতঃ সন্ধ্যাকাল,
 ক্রমে ক্রমে যায়, বড় বাড়ায় জঞ্জাল ।
 ইহার উপায় মোরে কহ বিবরিয়া,
 তাপত্রেয় জর জর করিতেছে হিয়া ।
 একথা বলিয়া রাম করয়ে রোদন,
 সঘর্ম্ম পুলক-অঙ্গ সজল-নয়ন ।
 দেখিয়া জাহ্নবা দেবী পুলকিত হৈলা,
 স্নেহের আবেশে তাঁরে কহিতে লাগিলা ।
 ওহে বাপু ! ধৈর্য্য ধর না কর বিষাদ,
 ছাওয়াল বয়সে তুমি ঘটালে প্রমাদ ।
 ঠাকুর বংশীর পৌত্র তাঁহারি সমান,
 তোমার দেহেতে কৃষ্ণ সদা অধিষ্ঠান ।

তবে যে করহ লোক শিক্ষার কারণে,
 তুমি না করিলে লোক জানিবে কেমনে ।
 শুন শুন কহি, করি দিক্-দরশন,
 বহু বিস্তারিত তত্ত্ব না যায় কহন ।
 গুরুর আশ্রয়ে হয় ভক্তি উদ্দীপনে,
 ইতরে না হয়, হয় পুণ্যবান জনে ।
 প্রাকৃত জীবের নাহি কৃষ্ণজ্ঞানলেশ,
 পুণ্যবান জনে ভজে দেবহৃষিকেশ ।
 ক্রমেতে করয়ে চৌষট্টি অঙ্গের ভজন,
 নব অঙ্গ পঞ্চ অঙ্গ ক্রমেতে যাজন ।
 এইরূপে হয় যবে কায় মনে নিষ্ঠা,
 প্রেমের তরঙ্গ বাড়ে হয় পরাকাষ্ঠা ।
 প্রেমানন্দ হৈতে হয় কৃষ্ণ তার বশ,
 কৃষ্ণ বশ হৈতে সেই পায় কৃষ্ণরস ।

তথাহি পত্নাবল্যাং ।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিতভবদ্বৈয়াসকিঃ
 কীর্তনে,
 প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদজি-ভজনে লক্ষ্মীঃ
 পৃথুঃ পূজনে ।
 অক্রুরস্বভিবন্দনে কপিপতিদাস্তেহথ
 সখ্যেহর্জুনঃ
 সর্বসাত্ত্ব-নিবেদনে বলিরভূৎ
 কৃষ্ণপ্তিরেষাং পরং ॥ ৩ ॥

(একান্তমনে নব অঙ্গ ভক্তির একাঙ্গ যাজন করিলেও কৃষ্ণপ্রাপ্তি অবশ্যস্বাবী) ভগবান
 শ্রীকৃষ্ণের গুণলীলা শ্রবণে রাজা পরীক্ষিত, তাঁহার গুণলীলা কথনে ব্যাসতনয় শুকদেব,
 অহুধ্যানে প্রহ্লাদ, পাদ-পদ্ম সেবনে লক্ষ্মী, পূজনে বেণ-রাজতনয় পৃথু, স্তুতিতে অক্রুর, দাস্তে
 হনুমান, সৌহার্দ্যে অর্জুন, ও আত্মসমর্পণে বিরোচনপুত্র বলি ; ইহার সকলেই ভক্তির
 এক এক অঙ্গ যাজন করিয়া সর্বস্বখের নিদানভূত ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন ।

এই ত কহিহু সাধন ভক্তির লক্ষণ,
এর মধ্যে আছে 'নানা সিদ্ধান্তের' গণ ।
শুনিয়া ঠাকুর রাম করি প্রণিপাত,
নিবেদন কৈলা কিছু করি যোড় হাত ।
আমিত ছাওয়াল, ভাল মন্দ নাহি জানি,
আপনার মত মোরে কহত আপনি ।
গুরু মতে শিষ্য ব্রতী, গুরু আজ্ঞা নানি,
গুরুর আজ্ঞায় আছে বিচার না জানি ।
ইহা বুঝি আজ্ঞা কর যাতে মোর হিত,
কৃপা করি অজ্ঞজনে বল নিজ রীত ।
এ কথা শুনিয়া তবে জাহ্নবা গোসাঞি,
কহিতে লাগিলা কিছু রাম-মুখ চাই ।
শুন শুন ওহে বাপু ! কহি নিজ মর্ম্ম,
অহৈতুকী অবৈদিকী উপাসনা ধর্ম্ম ।
হৈতুকী ভজন যত আত্মপ্রতিষ্ঠিত,
অহৈতুকী গন্ধহীম নিজেন্দ্রিয় প্রীত ।
ব্রহ্মজ্ঞানে যোগমার্গে কতেক ভজন,
আর নানামত আছে কে করে গণন ।

যত মত তত ভক্তি অনন্ত অপার,
অহৈতুকী ধর্ম্ম হয় সর্ব্ব ধর্ম্ম সার ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়ে ।

অহৈতুক্য-ব্যবহিতা যা ভক্তি পুরুষোত্তমে,
সালোক্য সার্থি সামিপ্য সাক্ষৈক্যমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহুন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥
অহৈতুকী বলি যারে নিষ্কাম ভজন,
সর্ব্বত্র না মিলে এই ধর্ম্ম সুলক্ষণ ।
যাতে নাহি গন্ধমাত্র সকাম বিলাস,
যার লবমাত্রে হয় প্রেমের উল্লাস ।
সেই সে নির্ম্মল ভক্তি বিশুদ্ধ ভজন,
নিজ সুখ নাহি, কৃষ্ণ-সুখে মাত্র মন ।
যতকর্ম্ম করে সেহ কৃষ্ণসুখ লাগি,
কৃষ্ণসুখে করে সব, নহে পুণ্যভাগী ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়ে ।

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধৈর্গরীয়সী,
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা ॥ ৫ ॥

কপিল দেব দেবহুতিকে কহিলেন, দেখ মা ! যে সকল ব্যক্তি পুরুষ-শ্রেষ্ঠ আমার
প্রতি কামনা পরিশূণ ও জ্ঞান কর্ম্মাদির সম্পর্ক বিরহিত ভক্তি করিয়া থাকে, তাহার
অন্য কামনার কথা দূরে থাকুক, আমার লোকে বাস, মৎসদৃশ ঐশ্বর্য্য, আমার সন্নিকটে
অবস্থান, 'মৎসদৃশ' রূপ, ও 'আমাতে' লয়প্রাপ্তির ও আশঙ্কা করেন না । আমার সেবনই
পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া তাহারই আকঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন । ৪ ।

পাপ্য পুণ্য শূন্য হলে প্রারব্ধের ক্ষয়,
 কৃষ্ণ-কৃপা-পাত্র তবে জানিহ নিশ্চয় ।
 নিত্য-সিদ্ধ সাধক আর প্রবর্ত সাধক,
 নিত্য-সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধায়ক ।
 কৃষ্ণসুখে গতায়াত করে সেইজন,
 কৃষ্ণ আজ্ঞা ধর্ম রক্ষা জীবের কারণ ।
 প্রবর্তক সাধক গুরু কৃষ্ণ কৃপা হৈতে,
 সকাম ছাড়িয়া ভজে, নিকামের মতে ।
 ভজিতে ভজিতে যবে পরিপক্ব হয়,
 দেহান্তরে কৃষ্ণ তারে কৃপা যে করয় ।
 তাহার অধীন কৃষ্ণ হৈতে নহে আন,
 কৃষ্ণ যারে কৃপা করেন সেই ভাগ্যবান ।
 প্রেমে বশ হয়ে হন তাহার অধীন,
 তাহার হৃদয় নাহি ছাড়ে রাত্রিদিন ।
 ঠাকুর কহেন নিত্য-সিদ্ধ কোন জন,
 কৃপা করি কহ মোরে তাহার লক্ষণ ।
 আমি অতি অজ্ঞ, নাহি জানি ভাল মন্দ,
 দয়া করি কহ মোরে যাক ভব-বন্ধ ।
 জাহ্নবা কহেন বাপু শুন মন দিয়া,
 কহিব নির্যাস তোর প্রেমাধীন হৈঞা ।

স্থায়ি-ভাব নাম পঞ্চ রসের অখ্যান,
 সেই পঞ্চগুণ রস কৃষ্ণ ভগবান ।
 শান্ত দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য মধুর,
 এই পঞ্চ রস হয় প্রেমের অঙ্কুর ।
 এই পঞ্চ রসে পঞ্চ ভক্তি অধিষ্ঠান,
 তায় অনুগত যত করিতেছি নাম ।
 শান্ত গুণে সনকাদি নিত্যসিদ্ধ যত,
 দাস্য গুণে সেবকগণ কহিব তা কত ।
 সখ্যে নিত্য সখা সে শ্রীদামাদি গোপাল,
 বাৎসল্যে যশোদা আদি নন্দ মহিপাল ।
 মধুরেতে গোপীগণে কৈলা নিরূপণ,
 এই পঞ্চ রস শ্রেষ্ঠ পরম কারণ ।
 শান্ত দাস্য বাৎসল্য মধুর আদি করি,
 শ্রীমতি রাধিকা সব রসের ভাণ্ডারী ।
 ধ্যান প্রাপ্তা গোপী আছে ব্রজের ভিতর,
 দাস্যে রক্ত পতাকা দি সেবক নিকর ।
 এসকল ভাব হয় রাধাঅনুগতা,
 আর কত আছে সবে রসে অনুমতা ।
 মুনিগণ সেবকগণ সখাগণ আর,
 মৈত্রেয়গণ কান্তাগণ ভাবগত সার ।

কপিল দেব কহিলেন, মা ! মদ্বিষয়িনী নিকামা ভক্তি মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; জঠরানল
 যেমন ভুক্ত অন্নকে পরিপাক করিয়া থাকে' সেইরূপ শুদ্ধা ভক্তিও জীবের স্বল্প শরীরকে
 জীর্ণ করিয়া থাকে ; সুতরাং মুক্তি কখনই শুদ্ধ ভক্তের সংশয় করিতে পারে না, সর্বদাই
 অনুগম্য করিয়া থাকে । ৫ ॥

যেই জন এই পঞ্চ ভাবাশ্রয় হয়,
 কৃষ্ণ তারে সেই ভাবে সন্তোষ করয় ।
 নিত্য-সিদ্ধা ললিতাদি অষ্ট সখীগণ,
 শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি মঞ্জরীর গণ ।
 শ্রীমতী রাধিকার তুল্যা নহে একজনা,
 কায় ব্যহ মাত্র কৃষ্ণসুখেতে সুমনা ।
 অনীশ্বর জ্ঞানশূন্য প্রেমাষিষ্ট মন,
 নিষ্কামা নিৰ্মলা কৃষ্ণ-সুখেতে মগন ।
 রতিভেদে জানি যার যেইমত ভাব,
 যে কথা শুনিলে হয় প্রেমানন্দ লাভ ।
 সাধারণী সমঞ্জসা সমর্থ্য এ তিন,
 ভাবোল্লাসা রতি কৃষ্ণ যাহার অধীন ।
 সাধারণী মথুরাতে কুজা সখীগণ,
 আত্মসুখে কৃষ্ণ ভজে এই ত কারণ ।
 সমঞ্জসা দ্বারকাতে মহিষী প্রভৃতি,
 উভয়তঃ সুখে বাধ্য সবার স্মৃতি ।
 গোকুলে গোপীকা বঞ্চে কৃষ্ণ সুখানন্দ.
 কৃষ্ণ প্রীতে কৃষ্ণ ভজে এই ত সম্বন্ধ ।
 অতএব তাহাদের সমর্থ্য রতি হয়,
 পুরী দ্বারাবতী হতে আধিক্যতা কয় ।
 যতসমা সমঞ্জসা যত সাধারণী,
 মধুসম সমর্থ্য সে প্রেমনিরোমণী ।
 সংক্ষেপে কহিহু এই সিদ্ধাদি আখ্যান,
 ইহার বিস্তার চিতে করো অনুমান ।

ঠাকুর কহেন কৃপা করি আগে কহ,
 ভাবোল্লাসা রতি কথা আমারে শুনাহ ।
 আমি অজ্ঞ নাহি জানি ইহার সম্বন্ধ,
 দয়া করি বল প্রভু না ভাবিহ আন ।
 জাহ্নবা কহেন বাপু ! শুন সাবধানে,
 ভাবোল্লাসা রতি মাত্র হয় বৃন্দাবনে ।
 বৃন্দাবন স্থান সে দেবের অগোচর,
 সবে মাত্র বিরাজিত কিশোরী-কিশোর ।
 শ্রীরূপমঞ্জরী করি অনঙ্গ মঞ্জরী,
 সেবানন্দে মগ্না সবে দিবা বিভাবরী ।
 ভাবোল্লাসা রতিমাত্র ইহা সবাকার,
 হুঁহু সুখে সুখী, কিছু নাহি জানে আর ।
 রাধা কৃষ্ণ সেবানন্দে সদা কাল হরে,
 আনন্দ সাগরে তাঁরা সদাই বিহরে ।
 সঞ্চারী ভাবানুরূপা কৃষ্ণে দিতে প্রীতি,
 অধিক প্রপুষ্ট করে ভাবোল্লাসা রতি ।
 শ্রীমতির সমা সবে দেহ ভেদ মাত্র,
 এক প্রাণ এক আত্মা সবে রাধা তন্ত্র ।
 সন্তোগের কালে হুঁহু আনণ্ড উল্লাস,
 রাধাঙ্গে পুলক ভাব সখাতে প্রকাশ ।
 যত সুখ পায় বৃষভানুর নন্দিনী,
 তার সপ্তগুণ সুখ আশ্বাদে সঙ্গিনী ।
 কোন ছলে কৃষ্ণ সঙ্গে সখীরে মিলায়,
 সে আনন্দ দেখি শুনি কোটি সুখ পায় ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এইত নিকাম প্রেম আস্বাদন করে,
 শুদ্ধ পরকীয়াভাবে সদাই বিহরে ।
 এই ত কহিলু ভাবোল্লাসার আখ্যান,
 “ন পারয়েহং” রাসে কহিলা ভগবান্ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে
 ন পারয়েহং নিরবচ্চসংযুজাং
 স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ ।
 যামাভজন্ দুর্জয়-গেহ-শৃঙ্খলাং
 সংশ্য তদ্বঃ প্রতি যাতু সাধুনা ॥ ৬ ॥

এতেক শুনিয়া রাম হৈলা প্রেমময়,
 অশ্রুধার! বহে নেত্রে পুলকাজ্জ হয় ।
 অষ্ট সাত্বিকভাবে হইলা অস্থির,
 ভূমিতে লোটায় ঘন কম্পয়ে শরীর ।
 জাহ্নবা দেবার মুখে না ক্ষুরে বচন,
 প্রভু ভূত্য প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন ।

কতক্ষণে শ্রীজাহ্নবা মনস্থির কৈলা,
 নেত্রাশ্রু মুছিয়া তারে কহিতে লাগিলা ।
 ধৈর্য্য হও ওহে বাপু ! শুন কহি মর্ম্ম,
 তোমাতে কহিলু এই গোপনীয় ধর্ম্ম ।
 সংক্ষেপে কহিলু এই, বিস্তার অপার,
 ভাবিতে ভাবিতে ক্ষুণ্ণ হইবে তোমার ।
 ঠাকুর কহেন তব আজ্ঞা বলবান্ ।
 অজ্ঞজন হইতে পারে পরম বিদ্বান্ ।
 কৃপা করি কহ, আমি পৃচ্ছিতে না জানি,
 আনন্দ উল্লাস শুনি অমৃতের বাণী ।
 নায়কাদি ভেদ মাতা কহিতে লাগিলা,
 শুনিয়া ঠাকুর প্রেমে গদ গদ হৈলা ।
 ধীর শান্ত আদি ধীর-ললিত পর্য্যন্ত,
 চতুর্বিধ নায়কের গুণ আত্মোপান্ত ।
 সকল কহিলা ক্রমে নায়িকা বিভেদ,

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলাগত গোপসুন্দরীদিগের বিশুদ্ধ প্রেম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিলেন,
 হে স্তম্ভুরীগণ ! তোমাদিগের এই অচুরাগপূর্ণ সধ্বক সর্ব্বতোভাবে দোষপরিশূত ; আমি
 দেবগণের পরমায়ু প্রাপ্ত হইলেও তোমাদিগের প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হইব না ; যে গৃহ-শৃঙ্খল-
 ছেদন করা নিতান্ত কঠিন, তোমরা তাহা অনায়াসেই সম্পূর্ণ ছেদন করিয়া আমার ভজনা
 করিতেছ, পিতা মাতা ভ্রাতা পতি প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা কর নাই, কিন্তু
 আমার মন অনেকের প্রেমে বদ্ধ, আমার নিষ্ঠামাত্র নাই ; সুতরাং তোমাদের সাধুকার্য্য স্থারাই
 তোমাদিগের সাধুকার্য্যের প্রতিশোধ হউক, প্রত্যুপকার করিয়া অঞ্চলী হই, এমত কোন
 উপায় দেখি না । ৬ ॥

ধীরাধীর পর্য্যন্ত তার গুণের প্রভেদ ।
 নায়িকাদি বিলাস কহিলা ক্রম করি,
 যে কথা শুনিলে বাড়ে আনন্দ-লহরী ।
 তারপর কহেন অষ্ট রসের সিদ্ধান্ত,
 অভিসারিকাদি স্বাধীনভর্তৃকা পর্য্যন্ত ।
 অষ্ট নায়িকা অষ্ট রসের প্রাধান্য,
 আট অষ্টে চৌষটি রস অগ্রগণ্য ।
 সংজ্ঞাভেদ নায়িকার ক্রমেতে কহিলা,
 শুনিয়া ঠাকুর মনে আনন্দ পাইলা ।
 অভিসারিকার রস শ্রীভাগবতমতে,
 গোপী আকর্ষিলা কৃষ্ণ মুরলীর গীতে ।
 ধ্বনি শুনি মত্তা সবে চলিলা ধাইয়া,
 পাইলা কৃষ্ণের সঙ্গ বৃন্দাবনে গিয়া ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।

লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোহত্যা অঙ্গন্ত্যঃ

কাশচলোচনে,

ব্যত্যস্ত-বস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ

কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥ ৭ ॥

বাসক সজ্জার ভেদ শুন মন দিয়া,
 কৃষ্ণপ্রীতে নানা উপচার যে করিয়া ।
 তপনছহিতাতীরে কমল-বেদীতে,
 বিচিত্র আসন নানাগন্ধ-সুবাসিতে ।
 কুন্দাদি কুসুম-বিকশিত চারিভিতে,
 সৌরভে ষট্পদগণ ফেরে হরষিতে ।
 যমুনাপুলিনে দীপ খদ্যোৎ-নিচয়,
 পুষ্পমালা-যুত-কুচ পূর্ণকুন্ত হয় ।
 উত্তরীয় বাস তাতে বিচিত্র আসনে,
 তত্পরি বসাইলা শ্রীনন্দ-নন্দনে ।
 এই ত কহিলু বাসক সজ্জার বিধান,
 মন দিয়া শুন ভাগবতের প্রমাণ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।

তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্ঝিষ্ঠ পুলিনংবিভু ।

বিকসৎকুন্দমন্দার-সুরভ্যানিল ষট্পদং ॥

তদর্শনান্ধাদ-বিধূত-হৃদ্রজো মনোরথাস্তং

শ্রুতয়ো যথা যযুঃ ।

স্বৈরুত্তরীর্যৈঃ কুচকুঙ্ক মাঞ্চিতৈরচীকপন্নাসন-

মান্নবান্ধবে ॥ ৮ ॥

কোন কোন গোপী চন্দনাদি দ্বারা অঙ্গ রাগ করিতেছিলেন, কেহ কেহ অঙ্গ মার্জন করিতেছিলেন, কেহ কেহ বা নয়নে অঞ্জন প্রদান করিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদ শ্রবণ মাত্র সমস্ত পরিত্যাগ-করিয়া ব্যাকুলচিত্তে ধাবমান হইলেন (ব্যাকুলতাবশতঃ) সমস্ত্রমে তাঁহাদিগের বস্ত্রাভরণ সকল বিস্তৃত ও বিপর্য্যস্ত হইল । ৭ ॥

সর্বব্যাপক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাস-ক্রীড়া সমুৎসুখ সেই সকল গোপীগণকে লইয়া যমুনা পুলিনে সমুপস্থিত হইলেন ; সেই পুলিনে প্রফুল্ল কুন্দ ও মন্দার পুষ্পের গন্ধে অগন্ধিত বায়ুসংযোগে ভ্রমরগণ চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়াছিল ; সেই মনোহর পুলিনে সমাগত হইয়া ও কৃষ্ণকে দর্শন

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীমুরলী-বিলাস

উৎকণ্ঠিতা রস এই কহি যে তোমারে,
সদাই উৎকণ্ঠ চিত্ত কান্তে মিলিবারে ।
সঙ্কেতে অন্তরধান কৃষ্ণে না পাইয়া,
বিলাপ করয়ে সদা উৎকণ্ঠ হইয়া ।
রাসে কৃষ্ণ অন্তর্দান, হইলা বিকল,
উৎকণ্ঠায় প্রলপয়ে হইয়া বিহ্বল ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।

হা নাথ ! রমণ ! প্রেষ্ঠ !

কাসি কাসি মহাভুজ !

দাস্তান্তে কুপণায়্য মে সখে !

দর্শয় সন্নিধিং ॥ ৯ ॥

বিপ্রলভ রস কহি শুন মন দিয়া,
নিজ মনোবৃত্তি কহে সখি সম্বোধিয়া ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।

মালত্যাশিবঃ কচ্ছিন্নমল্লিকে জাতি যুথিকে ।
শ্রীতিং বো জনয়ন্ যাভঃ করম্পর্শেন
মাধবঃ ॥ ১০ ॥

তারপর কহি শুন খণ্ডিতাদি রস,
রতি শ্রান্ত দেখি কৃষ্ণে নায়িকা বিবস ।
নখাঘাতে দস্তাঘাতে দৃঢ়পরিষদে,

মলিন হয়েছে অঙ্গ নেত্রালস ভঙ্গে ।

কৃষ্ণ হুঃখ দেখি ধনি গৌরবিনী হৈলা,

এই মর্ম্ম ভাগবতে ব্যাস বিবরিল ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণার্জকমানা মহাত্মনঃ ।

আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিত্বোহধিকং

ভূবি ॥ ১১ ॥

করিয়া গোপীসুন্দরীদিগের হৃদয়জরোগ এককালে দূরীভূত হইল । শ্রুতিগণ যেমন কণ্ঠ-
কাণ্ডাহুশীলনে পরম পুরুষের সাক্ষাৎ না পাইয়া জ্ঞানকাণ্ডের অহুশীবনে তাঁহার দর্শন লাভ
করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন, আজ গোপীরমণীগণও শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া পরম সুখে সুখী
হইয়াছিলেন, কোন প্রকার কামাহুবন্ধের লেশমাত্রও ছিল না, তাঁহারা সপ্রেমে কুচ-কুকুম-লিপ্ত
স্ব স্ব উত্তরীয় বসনে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত আসন রচনা করিলেন । ৮ ॥

রাসলীলাকালে ভগবানকে অন্তর্হিত দেখিয়া গোপীসুন্দরী বিলাপ করিতে লাগিলেন,
হা নাথ ! হা প্রিয়তম ! হা রমণ ! হে মহাবাহো ! তুমি কোথায় ? সখে ! তোমার এই
সুদীনা দাসীকে তোমার সান্নিধ্য প্রদর্শন কর । ৯ ॥

তখন কৃষ্ণালাপ-পরায়ণা গোপীগণ কহিতে লাগিলেন ; সখি মালতি ! অয়ি মল্লিকে !
হে জাতি ! রে যুথিকে ! তোমরা কি দেখিয়াছ ? আমাদের মাধব করম্পর্শে তোমাদিগকে
শ্রীত করিয়া কি এই দিকে গমন করিয়াছেন ? ১০ ॥

কলহান্তরিতা রস কহি যে তোমারে,
কৃষ্ণেরা বিচ্ছেদে ধনি ব্যাকুল অন্তরে ।
পূর্বে কৃষ্ণোপরি ঈর্ষা করিয়া অন্তরে,
অবনতমুখে রহে অতি মান ভরে ।
নতি স্তুতি কৈলা বহু ব্রজেন্দ্র কুমার,
তথাপি সদয় নহে অন্তর রাধার ।
হারিমানি তন্তুহিত হইলেন হরি,
ঠেকিয়া কান্দেন রাই হা হা কৃষ্ণ করি ।
পরে সে সকল কথা সখিরে কহিয়া,
বিষাদ করয়ে সব সখিতে মিলিয়া ।
কৃষ্ণ যশা লীলারঙ্গ গায় উৎকণ্ঠাতে,
কৃষ্ণাত্মিকা হৈলা ধনি প্রেম উনমাদে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।
তন্মনস্বাস্তদালাপান্তদ্বিচ্ছেদাস্তদাত্মিকাঃ ।
তদুগ্ধগানেব গায়ন্তো নাত্মাগারাগি
সম্বন্ধঃ ॥১২॥

পরে কহি শুন স্বাধীন ভর্তৃকাদি রস,
নায়ক নায়িকা হয়, উভয়ের বশ ।
অধীন হইয়া বেশ করয়ে রচনা,
অলকে তিলক দেয় হইয়া মগনা ॥

কেশ-প্রসাধন করে মালতী-মুকুলে,
চরণে যাবক রচে, অধর তাম্বুলে ।
নায়িকা করয়ে নায়কের বেশভূষা,
সহজেই রাজরতি কৃষ্ণভাবোন্মাসা ।
চূড়ার সাজনী ময়ূর পুচ্ছাবতংসন,
কপালে চন্দন অঙ্গে কুঙ্কুম লেপন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।
কেশ-প্রসাধনংহত্র কামিতাঃ কামিনা কৃতং,
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবং ॥১৩॥
প্রোষিত ভর্তৃকা কথা শুন দিয়া মন,
নায়ক করয়ে যবে প্রবাস গমন ।

বিয়োগে বিবশ চিত্ত অত্যন্ত বিকল,
মৃগাঙ্ক চন্দন মৃগমদ হলাহল !
ভ্রমর কোকিল শব্দ যেন বজ্রাঘাত,
নেত্রে বারিধারা বহে যেন বৃষ্টিপাত
কহা নাহি যায় যে প্রকার তার দশা,
সদাই উৎকণ্ঠচিত দর্শন লালসা ।
গোবিন্দ ! মাধব ! দামোদর ! বলি কান্দে,
অশক্ত হইল অঙ্গ স্থির নাহি বাঁধে ।
শ্রীকৃষ্ণের বিরহেতে রাধা-দুঃখ দেখি,
সঙ্গের সঙ্গিনীগণ হৈলা অতি দুঃখী ॥

এই রূপে রাসমণ্ডলে গোপীগণ সর্বনায়কশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বিশেষ সমান
লাভ করিয়া অত্যন্ত মানিনী হইলেন এবং আপনাদিগকে সকল রমণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া
জ্ঞান করিতে লাগিলেন । ১১ ॥

সেই সময়ে গোপবালাগণ কৃষ্ণমনা কৃষ্ণালাপপরায়ণা হইয়া তাঁহার গুণ-গান করিতে
করিতে আত্মবিস্মৃত হইলেন, গৃহস্মৃতিও তিরোহিত হইল । ১২ ॥

হে মখীগণ ! নিশ্চয়ই সেই কামী কৃষ্ণ এই স্থানে নিজ কামিনীর কেশসংস্কার করিয়াছেন ;
নিশ্চয়ই সেই কান্ত কামিনীর কেশ ভারকে চূড়াকারী করিবার নিমিত্ত এই স্থলে বসিয়া
ছিলেন । ১৩ ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তথাহি শ্রীমদ্ভগবতে দশমে ।
 এবং ক্রবাণা বিরহাতুরা ভৃশং
 ব্রজস্রিয়ঃ কৃষ্ণ-বিসক্ত-মানসাঃ ।
 বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুশ্ম সূক্ষরং
 গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধবেতি ॥১৪॥
 এই শ্লোক পড়ি মাত্র প্রেমাবিষ্ট হৈলা,
 বিরহ বেদনা দুঃখ অধিক বাড়িলা ।
 কম্পাশ্রু পুলক স্বেদ স্তম্ভ বৈবৰ্ণ্য,
 স্বরভঙ্গ হৈল মুখে না ক্ষুরে বচন ।
 দেখিয়া ঠাকুর তবে বিস্মিত হইলা,
 দেখিতে দেখিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা ।
 উঠ উঠ বলি মাতা ধরিয়া তুলিলা,
 ভাব সংগোপন করি কহিতে লাগিলা ।
 শুন শুন ওহে বাপু ! রামাই সুন্দর !
 তোমারে কহি যে কথা সর্ব তত্ত্বপর ।
 এই অষ্ট রস হয় রসের প্রধান,
 অষ্ট নায়িকা যাহে হৈলা মূর্তিমান ।
 আট আঠে চৌষটি ইহার বিস্তার,
 পশ্চাৎ জানিবে সব করিলে বিচার ।
 ঠাকুর কহেন মোর সন্দেহ যে মনে,
 বৃন্দাবন ছাড়ি কৃষ্ণ গেলেন কেমনে ।

এ বড় আশ্চর্য্য কৃষ্ণ এ সুখ ছাড়িয়া,
 কি কারণে গেলা গোপীগণে দুঃখ দিয়া ।
 এহেন পীরিতি তাহে নিতি নবলোহা,
 কেমনে ছাড়িলা সবে, কিসে ধরে দেহা ।
 নিজ প্রাণ প্রাণ নহে কৃষ্ণ সে পরাণ,
 কেমনে ধরিল দেহ কি এর প্রমাণ ।
 বুঝিতে নারিলু এ সকল অভিপ্রায়,
 বিজাতীয় প্রেম এই বুঝা নাহি যায় ।
 জিজ্ঞাসিতে নাহি জানি বুদ্ধি অতি মন্দ,
 কৃপা করি কহ যাক্ অন্তরের দন্দ ।
 এতেক শুনিয়া তবে জাহ্নবা গোসাঞি,
 কহিতে লাগিলা কিছু তাঁর মুখ চাই ।
 ব্রহ্মার প্রার্থনা মতে ভূভারহরণে,
 জন্মিলা ঈশ্বর বসুদেবের সদনে ।
 ভয়ে বসুদেব নন্দ-গৃহেতে রাখিলা,
 সেই চতুর্ভূজ রূপ দ্বিভুজে মিলিলা ।
 তথাহি যামলে ।
 বসুদেবে সমানীতে বাসুদেবখিলাত্ননি,
 লীনে নন্দসুতে রাজন ! যনে সৌদামিনী

যথা ॥১৫॥

যশোদার হৈলা অম্বিকা গোবিন্দ আখ্যান
 মিথুন জনমে ইহা শাস্ত্রেতে প্রমাণ ।

কৃষ্ণ কথা কহিতে কহিতে বিরহ-কাতরা ব্রজরমণীগণ, কৃষ্ণাশঙ্কমনা হইয়া লজ্জা পরিত্যাগ
 পূর্বক হা গোবিন্দ ! হা দামোদর ! হা মাধব ! বলিয়া সূক্ষরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥
 হে রাজন্ ! বসুদেব যখন আপন কৃষ্ণকে লইয়া নন্দগৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন মেঘমণ্ডল
 সৌদামিনীর গায় নন্দনন্দনে সেই সর্বভূতাত্মা বসুদেব নন্দন বিলীন হইলেন ॥ ১৫ ॥

বৃন্দাবন পরিভ্রম্য স কঠিনেব গচ্ছতি ॥১৭॥

যত্নসম্বৃত গোপেন কন্যেব তেদিত্তে,

নিত্য বৃন্দাবনে তথা রহে ব্রজনাথে ।

ভক্তেরে প্রকট অপ্রকট কহু নর,

বৃন্দাবনে কন্যানিধি সতত উদর ॥

তবে যে হইল গোপীর বিরহ বেদনা,

মন দিয়া শুন কহি তাহার লক্ষণা ।

রাগবস্ত্র হন কৃষ্ণ তাহাতে আত্মিকা,

সেই রাগাত্মিকা হন শ্রীমতী রাধিকা ।

এই ত কারণে রাগ বাড়ে অমূল্য,

লোক বেদ ছাড়ায় করে আত্মবিস্মরণ ।

মহাভাব স্বরূপ যে ত্রিগুণ-গরিমা,

উজ্জ্বল মধুর রস আশ্চর্যের সীমা ।

ভাবোল্লাস প্রেমোল্লাস রসোল্লাস আদি,

প্রেমের বৈচিত্রে যদি সদা উন্মাদি ।

সাক্ষাতে বিয়োগ সদা স্মৃতি হয় ধীরে,

মথুরা গমন কথা কহে কি তাঁহারে ।

সংক্ষেপে কহিহু বিয়োগ দশার লক্ষণ,

রাধিকামুগতা গোপী ঐ ত কারণ ।

ব্রজবাসীজন সবে রাগামুগা হয়,

তাহারি কারণে রাগ ত্রিগুণ বাতর ।

প্রাণের অধিক প্রাণ-কৃষ্ণ করি মানে,

তথাহি যামলে ।

নন্দপুত্রায় যশোদায় বিধুন সমভ্রাতৃ,

গোবিন্দাখ্যঃ পুমান্ গোপী রাধিকা

মথুরাংগতা ॥১৮॥

অধিকা নইয়া বহুদেব গেলা ঘরে,

বিভূক্তে মিলান চতুর্ভুজ কন্যেবরে ।

সেই ভগবান্ ব্রজে কৈলা বহু নীলা,

অমুর সংহার শৌর্য মাধুর্যাধি বেলা ।

ভূতার হরণ হেতু মথুরা গমন,

যত্ন ভগবান্ হেথা রহে সংগোপন ।

প্রকটে করেন নানা সুখ আশ্বাদন,

সে সব না দেখি সদা বিয়োগ-স্মরণ ।

বিচ্ছেদে ব্যাকুল চিত্ত নাহে সহরণ,

মহা হৃৎখারগবে রাই পড়িলা তখন ।

মূর্ছাগত হইলে, কৃষ্ণ হন সাক্ষাৎকার,

মরিতে না পায়, বাড়ে আনন্দ অপার ।

রসিক নাগর রস আশ্বাদন কাজে,

সদাই বিহরে কৃষ্ণ ভক্ত যদি মাঝে ।

বৃন্দাবন নাহি ছাড়ে ব্রজেন্দ্র-কুমার,

বাসুদেব গেলা তথা বসুদেবাগার ।

তথাহি যামলে ।

ককোহন্তো বহুসমুতো যঃ পূর্ণঃ

সৌহৃদ্যতঃপরঃ ।

নন্দপুত্রীয় যশোদায় গোবিন্দ ও অধিকা নামে সমজ উৎপন্ন হইয়াছিল ; তদ্বৎসো যামল অধিকা মথুরায় নীত হইলেন, এবং গোবিন্দ নন্দভবনেই রহিলেন ॥১৮॥

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণ সুখে নিজ সুখ দুঃখ নাহি গণে ।
শুনিয়া ব্রজের ভাব ঠাকুর রামাই,
প্রেমানন্দে গান প্রভু আনন্দ বাধাই ।
পুলকে পুরল অঙ্গ কদম্ব-কেশর,
নেত্রে বারিধারা বহে গদগদস্বর ।
জাহ্নবা গোস্থামী পাদপদ্মে অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস ।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের
যষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—: * * :—

জয় জয় গৌরচন্দ্র পরম দয়াল,
যাঁহার স্মরণে বাঞ্ছা পূরে সর্বকাল ।
তারপর শুন সবে হয়ে এক মন,
মুরলী-বিলাস এই কর্ণ রসায়ণ ।
কবিত্ব-লালিত্য নাহি জানি ভাল মতে,
তথাপি লালসা বাড়ে বর্ণনা করিতে ।
আমার হৃদয়ে কেবা লালসা বাড়ায়,
জানিতে না পারি এর করি কি উপায় ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুরু বৈষ্ণব গোসাঞি,
এই ত ভরসা বড় অন্য জানি নাই ।
তবে জিজ্ঞাসিলা রাম হইয়া প্রণত,
কৃপা করি কহ কিছু অদ্ভুত চরিত ।
সদৈশ্য বিনয় শুনি মধুরিমবাণী,
কহিতে লাগিলা সূর্য্যদাসের নন্দিনী ।
জগতব্যাপক এক স্বয়ং ভগবান্,
তাঁহার স্বরূপে বলরাম অধিষ্ঠান ।
তাঁহা হৈতে হৈল মহাবিষ্ণুর প্রকাশ,
সেই ত পুরুষ তিন রূপেতে বিলাস ।
পদ্মনাভ এক, ক্ষীরোদকশায়ী আন,
তাঁহা হৈতে অবতার করেন ভগবান্ ।
গুণ অবতার দশ অবতার গণ,
মহাস্তর অবতার কে করে গণন ।
শক্ত্যাবেশ অবতারে শক্তি সঞ্চারণ,
যুগ অবতার কৈলা পরম-কারণ ।
অসংখ্য যে অবতার নাহি পরিমাণ,
ইথে কত আছে ভাগবতের প্রমাণ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমে ।

অবতারাহসংখ্যেয়া হরেঃ সত্বনিধের্দ্বিজাঃ ।

যথাহবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃস্ব্যঃ সহস্রশঃ ॥১॥

যদ্বংশ-সমুত্ত বাসুদেব নামে যে কৃষ্ণ তিনিই মথুরা গমন করেন, পূর্ণ-স্বরূপ লীলা-
পুরুষোত্তম কখনই বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অতত্র গমন করেন না । ১৭ ॥

ঠাকুর কহেন কহ বিস্তার করিয়া,
 অবতার করিলেন কিসের লাগিয়া ।
 জাহ্নবা কহেন কৃষ্ণ পরমকরুণ,
 ভক্তে সুখ দেন করেন ধর্ম সংস্থাপন ।
 সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগাখ্যান,
 চারি যুগঅবতার করেন ভগবান্ ।
 সত্যে শুক্লবর্ণ ধরি ধ্যান ধর্ম্যাচরে,
 ত্রেতা যুগে রক্তবর্ণ দান যজ্ঞ করে ।
 দ্বাপরের ধর্ম সেবা পরিচর্যা আদি,
 কৃষ্ণবর্ণ ধরি হরি এ সব আশ্বাদি ।
 কলিযুগে পীতবর্ণ ধরি ভগবান্,
 নাম প্রবর্তন ধর্ম শাস্ত্রেতে প্রমাণ ।
 পরব্যোমনাথ হৈতে লীলার প্রকাশ,
 আপনি করয়ে রসকেলীর বিলাস ।
 করিলাম অবতারের দিগ্‌দরশন,
 রসিকশেখরলীলা শুন দিয়া মন ।
 রসিক নাগর কৃষ্ণ রসোজ্জ্বলভূপ,
 চিদানন্দ স্বেচ্ছাময় তাঁহার স্বরূপ ।
 আনন্দাংশে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপা রাধিকা,
 সর্বশ্রেষ্ঠা হন কৃষ্ণ-আনন্দ-দায়িকা ।
 কৃষ্ণ সুখ লাগি তেঁহ বহুমূর্তি হৈলা,
 স্বরূপাংশে কৈতবাদি তাহা আশ্বাদিলা ।

তথাহি বৃহদ্র্যোতনীয়ে ।
 দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরমবতা ।
 সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকাঙ্ক্ষিদায়িনী পরামা ।
 তদেকাত্মা ললিতাদি সখি অষ্ট জন,
 এক দেহ এক প্রাণ মঞ্জরীর গণ,
 অপর যতেক কৃষ্ণ প্রেয়সী আছর,
 এক এক অংশ কলা, রাধা হৈতে হয় ।
 কৃষ্ণ-স্বেচ্ছাময়ী রাধা কৃষ্ণ-সুখাবিষ্টা,
 অতএব জেন রাধা সকলের শ্রেষ্ঠা ।
 সম্পূর্ণ করেন কৃষ্ণ হৃদয় বাঞ্ছিত,
 নানা সেবা করে নানা ইষ্ট সমীহিত ।
 রসিকশেখর কৃষ্ণ রসাবিষ্ট মন,
 রসিকা নাগরী রাই করে আশ্বাদন ।
 রাধা বিনা কেহ কৃষ্ণে নারে আশ্বাদিত্তে,
 অতএব আশ্বাদিনী কহে শাস্ত্রমতে ।
 তথাহি বিষ্ণু পুরাণে ।
 শ্বাদিনী সন্ধিনী সখিত্বাখ্যোকা সর্বসংস্থিতো
 শ্বাদতাপকরী-মিশ্রা ত্রয়িনো গুণবজ্জিতো ॥
 একা শ্রীরাধিকা কৃষ্ণে আশ্বাদদায়িনী,
 কৃষ্ণেন্দ্রিয়গণ তহু মন আকর্ষিণী ।
 কৃষ্ণে সুখ দিতে রাধার আনন্দ উল্লাস,
 বহুমূর্তি ধরি কৃষ্ণে করাল বিলাস ।

হে দ্বিজগণ ! হ্রাস-বৃদ্ধি-বিরহিত জলাশয় হইতে যেমন শত শত ক্ষুদ্রনদী প্রকাশিত হয়,
 সত্বনিধি ভগবান হইতেও সেইরূপে অসংখ্য অবতার হইয়া থাকে । ১১

অপার অনন্ত রাধা-গুণবৃন্দ লীলা,
 শ্রীনন্দ-নন্দন যঁার প্রেমে হৈলা ভোলা ।
 ব্রজে নিত্য লীলা করেন রাধিকা লইয়া,
 কেহ তাহা নাহি জানে কহি বিবরিয়া ।
 ব্রহ্মা রুদ্র আদি করি যত দেবগণ,
 এ সবার অগোচর যে লীলাকরণ ।
 ঈশ্বর মহিমা জানে জগৎ উন্মত্ত,
 এ মধুর নরলীলার না জানে মহত্ত্ব ।
 মনুষ্যের লীলা জানে মনুষ্য আশ্রয়,
 সে প্রেম পিরীতি নবলেহা হৈতে হয় ।
 ব্রজেন্দ্র কুমার সেই গিরিবরধারী,
 কৃষ্ণপ্রাণাধিকা নিত্যা রাধিকা সুন্দরী ।
 এই দুই নায়ক নায়িকা সর্বশ্রেষ্ঠা,
 রসরাজ রসাতলা ইহাতে প্রকৃষ্টা ।
 দৌহাকার নবপ্রেম নিতি নব লেহা,
 ছুঁছ এক প্রাণ ছুঁছ মানি এক দেহা ।
 নিতি নবকৈশোর মূরতি দৌহাকার,
 নব অনুরাগে দৌহে করয়ে বিহার ।
 সদানন্দে মগ্ন সুখ দুঃখ নাহি জানে,
 কতকোটি কল্প যায় মুহূর্ত্ত না মানে ।
 শ্রীরাধা মধুরোজ্জ্বল-সুশ্লিষ্ট-বদনা,
 নানা ভাব বিভূষণে তরুণ-নয়না ।
 মুরলীবদনরস মুখাজে চুম্বিত,
 নানারাগ তালে অঙ্গ অতি সুললিত ।

মুরলীর রবে রাগ দ্বিগুণ বাড়ায়,
 নবীন নাগরীন্দ্রিয় চিতাঙ্গি ডুবায় ।
 অত্যন্ত সুষমা হৈমমণি চারিভিতে,
 মধ্যে মরকত মণি নেত্র উন্মাদিতে ।
 ঠাকুর কহেন যেই মধুরিম বাণী,
 কৃপা করি এ অধমে শুনাতে আপনি ।
 এই বস্তু প্রাপ্তি কথা কৃপা করি কহ,
 অচৈতন্য জনে তবে ঘুচয়ে সন্দেহ ।
 আশ্রয় বিষয় কথা বুঝিতে না পারি,
 অনুগ্রহ করি তাহা কহনু বিবরি ।
 ভূমি না জানালে আমি জানিব কেমনে,
 আমি কি বলিব নাথ ! তোমার চরণে ।
 তোমার প্রসাদলেশ অনুগ্রহ বিনে,
 তোমা নিজ প্রাপ্ত বস্তু কেহ নাহি জানে
 কোটি কল্প চিন্তে যদি অন্তর্ম না হঞা,
 তবু ত ইয়ত্তা নহে কহিলা ডাকিয়া ।
 পুলকে পূরিত শূনি অমিয় ভারতী,
 কহিত লাগিলা সূর্য্যদাসের সন্ততি ।
 এ রস মাধুর্যলীলা প্রাধান্য-নায়িকা,
 নায়িকা আশ্রয়ে মিলে প্রেম সর্বাধিক
 নায়িকা বিভেদ এর আছয়ে অনেক,
 রতিভেদে তারতম্য কহিলা প্রত্যেক ।
 সামঞ্জস্য অনুগত কেহ সাধারণী,
 সমর্থানুগত কেহ রতি ভেদে জানি ।

অপার অনন্ত রাধা-গুণবৃন্দ লীলা,
 শ্রীনন্দ-নন্দন যার প্রেমে হৈলা ভোলা ।
 ব্রজে নিত্য লীলা করেন রাধিকা লইয়া,
 কেহ তাহা নাহি জানে কহি বিবরিয়া ।
 ব্রহ্মা রুদ্র আদি করি যত দেবগণ,
 এ সবার অগোচর যে লীলাকরণ ।
 ঈশ্বর মহিমা জানে জগৎ উন্মত্ত,
 এ মধুর নরলীলার না জানে মহত্ত্ব ।
 মনুষ্যের লীলা জানে মনুষ্য আশ্রয়,
 সে প্রেম পিরীতি নবলেহা হৈতে হয় ।
 ব্রজেন্দ্র কুমার সেই গিরিবরধারী,
 কৃষ্ণপ্রাণাধিকা নিত্য রাধিকা সুন্দরী ।
 এই দুই নায়ক নায়িকা সর্বশ্রেষ্ঠা,
 রসরাজ রসাত্রয়া ইহাতে প্রকৃষ্টা ।
 দৌহাকার নবপ্রেম নিতি নব লেহা,
 ছুঁছ এক প্রাণ ছুঁছ মানি এক দেহা ।
 নিতি নবকৈশোর মুরতি দৌহাকার,
 নব অনুরাগে দৌহে করয়ে বিহার ।
 সদানন্দে মগ্ন সুখ দুঃখ নাহি জানে,
 কতকোটি কল্প যায় মুহূর্ত্ত না মানে ।
 শ্রীরাধা মধুরোজ্জল-সুস্মিত-বদনা,
 নানা ভাব বিভূষণে তরুণ-নয়না ।
 মুরলীবদনরঙ্গ মুখাজে চুম্বিত,
 নানারাগ তালে অঙ্গ অতি সুললিত ।

মুরলীর রবে রাগ দ্বিগুণ বাড়ায়,
 নবীন নাগরীন্দ্রিয় চিতাঙ্গি ডুবায় ।
 অত্যন্ত সুষমা হৈমমণি চারিভিতে,
 মধ্যে মরকত মণি নেত্র উন্মাদিতে ।
 ঠাকুর কহেন যেই মধুরিম বাণী,
 কৃপা করি এ অধমে শুনাতে আপনি ।
 এই বস্তু প্রাপ্তি কথা কৃপা করি কহ,
 অচৈতন্য জনে তবে ঘুচয়ে সন্দেহ ।
 আশ্রয় বিষয় কথা বুঝিতে না পারি,
 অনুগ্রহ করি তাহা কহনু বিবরি ।
 ভূমি না জানালে আমি জানিব কেমনে,
 আমি কি বলিব নাথ ! তোমার চরণে ।
 তোমার প্রসাদলেশ অনুগ্রহ বিনে,
 তোমা নিজ প্রাপ্ত বস্তু কেহ নাহি জানে ।
 কোটি কল্প চিন্তে যদি অন্তর্ম না হঞা,
 তবু ত ইয়ত্তা নহে কহিলা ডাকিয়া ।
 পুলকে পূরিত গুনি অমিয় ভারতী,
 কহিত লাগিলা সূর্য্যদাসের সন্ততি ।
 এ রস মাধুর্যলীলা প্রাধান্য-নায়িকা,
 নায়িকা আশ্রয়ে মিলে প্রেম সর্বাধিকা ।
 নায়িকা বিভেদ এর আছেয়ে অনেক,
 রতিভেদে তারতম্য কহিলা প্রত্যেক ।
 সামঞ্জস্য অনুগত কেহ সাধারণী,
 সমর্থানুগত কেহ রতি ভেদে জানি ।

পূর্বে কহিয়াছি ইহা প্রসঙ্গ পাইয়া,
এবে শুদ্ধরূপে কহি শুন মন দিয়া ।
এই নিত্য বস্তু প্রাপ্তি সবার তুল্যভ,
ভাবোল্লাস রতি যার তাহারে সুলভ ।
ভাবোল্লাস রতিশ্রেষ্ঠা বৃষভানুসূতা,
মঞ্জরীঅনঙ্গ রূপ, তাঁর অনুগতা ।
মঞ্জরী লবঙ্গ, রস, রতি, গুণা আদি,
বিলাস মঞ্জরী নিত্যানন্দার সাহ্লাদি ।
এ সবার ভাবোল্লাস রতির আশ্রয়,
এ হেতু এঁদের বেড়া নিতালীলা হয় ।
দৌহার অনঙ্গ রস উল্লাস বাড়াতে,
অনঙ্গ মঞ্জরী তত্ত্ব কহিলা নিশ্চিতে ।
দৌহাকার রূপোল্লাস পুষ্টির কারণ,
শ্রীরূপ মঞ্জরী তত্ত্ব হৈল প্রকটন ।
দৌহাকার নব অঙ্গ কিবা সুকোমল,
নব অঙ্গ হৈতে নব মঞ্জরী বিরল ।
হুঁহুগুণে শ্রীগুণ মঞ্জরী প্রকাশিত,
শ্রীরতি মঞ্জরী রতি হৈতে সমুদিত ।
শ্রীরস মঞ্জরী রস হৈতে সমুদ্রুত,
বিলাস মঞ্জরী বিলাস হৈতে উদ্ভূত ।
এরূপ জানিবে সব মঞ্জরীর গণ,

গুণাত্মিকাময়ী সবে প্রেমে নিমগন।
সেবা-পরায়ণা সবে দৌহো আহ্লাদিনী,
এ সবার প্রেমচেষ্ঠা কহিতে না জানি।
সমবেশা সমগুণা সমান পিরীতি,
সমবয়া রাধাকৃষ্ণে অকপট রতি ।
সবার আশ্রয়ে মিলে ব্রজেন্দ্র কুমার,
কহিনু নিশ্চিত এই প্রাপ্তির নির্দার ।
রাম কহে কিরূপ সে আশ্রয় উপার,
প্রত্যক্ষ শুনিলে মনে ঘুচে সব দার ।
শ্রীমতী কহেন তার শুনহ লক্ষণা,
কামবীজ গায়ত্রীতে হুঁহু উপাসনা ।
কামগায়ত্রীই হয় কৃষ্ণের স্বরূপ,
কামবীজ হয় বাপু ! রাধিকানুরূপ ।
কাম গায়ত্রীতে হয় রাধা উপাসনা,
অতএব কামানুগা তাহার লক্ষণা ।
কামবীজে উপাসয়ে আপনি শ্রীকৃষ্ণ,
উভয় সম্বন্ধে গুরু এ হেতু সতৃষ্ণ ।
হুঁহু রূপ গুণে দৌহে হয় সংকোভিত,
নিষ্ঠার স্বভাবে বাড়ে প্রেম অত্যদ্বিত ।
কামের সম্বন্ধে করি প্রেম নিরূপণ,
প্রেমের স্বভাবে আত্ম করায় বিস্মরণ ।

কব কহিলেন হে ভগবান্ ! তুমি সকলের আধারস্বরূপ, হ্লাদিনী সঙ্কিনী ও সঙ্কিনী এই
স্বরূপভূত মুখ্য শক্তিদ্বয় অব্যাভিচারে তোমাতে অবস্থিত আছে, কিন্তু তুমি গুণাতীত হওয়া
আহ্লাদকরী তাপকরী ও হ্লাদ-তাপকরী গুণময়ী শক্তি তোমাতে নাই । ৩ ॥

তথাহি তস্মৈ ।

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমং প্রথাং,
ইত্যুদ্বাদয়োপ্যেত্যং বাঙ্কন্তি ভগবৎ প্রিয়াঃ ॥

॥৪॥

প্রথা শব্দে কহে খ্যাতি মাত্র অনুবাদ,
ইহাতে কি আছে দোষ প্রেম মরিষাদ ?
তদ্ভাবেচ্ছাময়ী কামানুগা এক হয়,
তদ্ভাবেচ্ছা কামানুগা কভু ভিন্ন নয় ।
শুদ্ধ কৃষ্ণসুখে সুখী তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা,
রাধা কৃষ্ণ সুখ বাঞ্ছে তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা ।
তদ্ভাবে ভাবিত যে বিষয় গন্ধহীন,
নিশ্চয় কহিহু সেই আশ্রয়ের চিন্ ।
আশ্রয় বস্তুরে সদা গুরু করি মানে,
তাঁর সেবা-সুখে নিজ প্রেমানন্দ গণে ।
কৃষ্ণসুখ রসোল্লাস দ্বিগুণ বাড়ায়,
তাঁহার দর্শনে নেত্র হৃদয় জুড়ায় ।
সংক্ষেপে কহিহু এই আশ্রয়-প্রসঙ্গ,
আশ্রয় ও প্রেমাশ্রয় অতি অন্তরঙ্গ ।
রসাত্ময়া শ্রীরাধিকা তদ্ভাবে ভাবিত,
প্রেমাশ্রয়া সখীগণ দুঁহু সুখে প্রীত ।
ঠাকুর কহেন প্রভু করি নিবেদন,

পরকীয়া স্বকীয়ার কি হয় লক্ষণ ?
শ্রীরাধিকা স্বকীয়া কি পরকীয়া হয়,
নিশ্চয় শুনিলে মনে ঘুচয়ে সংশয় ।
এতেক শুনিয়া তবে বলেন জাহ্নবা,
এ অতি বিষম তত্ত্ব ইহা জানে কেবা ।
তবে যাহা জানি আমি কহি সংক্ষেপেতে,
শ্রীমতী রাধিকা রহে পরকীয়া মতে ।
শুদ্ধ পরকীয়া প্রেম অতি সুনির্মল,
কাম গন্ধ বিহীন আশ্রয় রসোল্লাস ।
স্বকীয়া হইলে সমঞ্জস হৈত রতি,
এ ভাব উল্লাস প্রেম তাহা পাই কতি ।
তবে যে কহিহু রাধা আহলাদিনী শক্তি,
তাহার বৃত্তান্ত শুনি স্থির কর যুক্তি ।
নিত্য বস্তু একই স্বরূপ, দুই ভেদ,
স্বেচ্ছাময়ী লীলা, রাধা-কৃষ্ণ পরতেক ॥
কিন্হা আত্মারাম রূপে করয়ে রমণ,
এই স্বেচ্ছাময়ী লীলা তাঁহার ঘটন ।
কিন্হা রাগোদ্দেশে কৃষ্ণ ভক্তানুকম্পনে,
নরদেহ ধরে নরবৎ আচরণে ।
এহ স্বেচ্ছাময় ভূতময় কভু নয়,
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার বিষয় ।

গোপরামাদিগের বিশুদ্ধ প্রেমই কাম নামে প্রসিদ্ধ, এই জতাই উদ্বাদি ভগবৎপ্রিয় ভক্তগণ
সেই প্রেমেরই আকাজক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।
অস্ত্যপি দেববপুষো মদনুগ্রহস্ত,
স্বচ্ছান্ময়স্ত নতু ভূতময়স্ত কোহপি ।
নেশে মহিষবসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষান্তবৈব কিমুতান্ন-সুখানুভূতেঃ ॥৫৫॥

স্বচ্ছান্ময় রূপ, সুখ-মাধুর্য্য-জড়িত,
বস্তু রসরাজরূপ অতি সুললিত ।
সেই রস প্রেম হয়, ভাব মহাভাব,
স্বচ্ছান্ময় রূপ কেলি বিলাসেই লাভ ।
রসের অম্বুধি তার উন্মির লহরী,
তাহার প্রাগলভ্য কিবা সম্বরিতে পারি ।
সেই রস উন্মাদে আহ্লাদিনীর প্রকাশ,
সেহ প্রেমরূপা এই কহিহু নির্যাস ।
স্বকীয়া কেমনে আমি কহিব রাধায়,
যাঁর প্রেমবিন্দুমাত্র নাহি স্বকীয়ায় ।
পানি-সংগ্রহণ বিধি নাহি দেখি শুনি,
কিন্তু নিকামের প্রেম তাঁহাতেই জানি ।

তবে কি কহিবে রাধা করে ব্যাভিচার,
মন দিয়া শুন কহি ইহার প্রচার ।
পরম পুরুষ এক রসরাজ মূর্তি,
অপর সকলে দেখ তাঁহার প্রকৃতি ।
যাঁর রূপ গুণে জগ করে আকর্ষণ,
অন্য কথা দূরে যাক হরে লক্ষ্মী-মন ।
ছোট বড় আদি করি যত পতিব্রতা,
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মহাদেবাদি বিধাতা ।
অনন্ত ফোটি ব্রহ্মাণ্ডে যত দেবগণ,
স্বাবর জঙ্গম আদি ঋষি অগণন ।
সবা মন অপহৃত নাম শ্রুত মাত্র,
এ সব প্রকৃতি কৃষ্ণ পুরুষ সুপাত্র ।
অতএব জগতের স্বামী সেই জন,
তাঁহার সেবন নিত্য ভক্তের লক্ষণ ।
এই তত্ত্ব ভালমতে জানেন কিশোরী,
শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিহরি ।
তাহার দৃষ্টান্ত বৃষভানুর মন্দিরে,
জন্মিয়া না পিয়ে স্তন চক্ষু নাহি মিলে ।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন্! আপনার এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান শ্রীমূর্তি হইতেই আমি
যথেষ্ট অনুগ্রহীত হইয়াছি এবং ভক্তগণ এই শ্রীমূর্তিই আপন আপন অভিলাষানুসারে আশ্বাদন
করিয়া থাকেন, স্তবরাং ইহা অতি সুখবোধ্য হইলেও ভূতময় নহে বলিয়া কাহারও এমন কি
আমারও স্বরূপতঃ অনুভবের বিষয় নহে, আপনার এই শ্রীমূর্তি হইতে যে সকল অবতার
আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে (সংযত অন্তঃকরণ দ্বারাও) যখন একটীরও মহিমা
কেহই স্বরূপে নিরূপণ করিতে পারেন না, তখন আশ্চর্যান্বিতবস্বরূপ সাক্ষাৎ আপনার মহিমা
নিরূপণ করা সকলের পক্ষেই সুদূর পরাহত ॥ ৫ ॥

নাহি দেখে নাহি বলে অণু রূপ নাম,
মা শুনয়ে অণ্ডের মহিমা গুণগ্রাম ।
এই ত তাঁহার নিষ্ঠা পরম নিগূঢ়,
এ তত্ত্ব জানিবে কোথা ইতর বিমূঢ় ।
শুদ্ধ পতিব্রতা ধর্ম তাহাতেই সীমা,
অণ্ডের কা কথা, কৃষ্ণ না জানে মহিমা ।
কি জাতীয় প্রেম চেষ্টা বুঝিতে মা পারি,
প্রেমে ঋণী হৈলা তাঁর আপনি শ্রীহরি ।
শুকঠিন তত্ত্ব ইহা কহিহু সংক্ষেপে,
পশ্চাৎ জানিবে সাধুসঙ্গের আলাপে ।
জাহ্নবা রামাই পাদপদ্মে অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস ।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের
সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—: * * :—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দরায়,
মোরে দয়া কর নাথ পড়ি তব পায় ।
ঠাকুর কহেন কিছু করি নিবেদন,
কৃপা করি কহ বৃন্দাবন বিবরণ ।

শ্রীবৃন্দাবনধামের কিরূপ মহিমা,
কতেক বিস্তার তার কতেক সুখমা ।
কি রূপে তাহাতে হয় লীলার বিস্তার,
কি রূপে নিব্বাহ লীলা কেমন প্রকার ।
দয়া করি কহ প্রভু এর তত্ত্ব কথা,
ছুটুক সন্দেহ মোর যাক্ ভবব্যথা ।
এতেক শুনিয়া কহে সূর্য্যদাসসুতা,
মন নিয়া শুন বাপু ! তাহার বারতা ।
কামরূপী বৃন্দাবন অনন্ত মহিমা,
সম্যক্ প্রকারে কেবা দিতে পারে সীমা ।
ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্রে নিরূপণ,
ছাদশ সংখ্যক বন তাতে সুশোভন ।
চিত্তামণিময়-গৃহ-নিকর শোভিত,
মানারত্নে রাধা-কল্পবৃক্ষ সুললিত ।
লক্ষ লক্ষ সুরভি আবৃত বৃন্দাবন,
সর্বভাবে পালন করয়ে সর্বক্ষণ ।
সহস্র সহস্র লক্ষ্মীগণে সেব্যমান,
যাহাতে বিরাজ করে পুরুষপ্রধান ।
সহজ গমন দেব নর্তকী সমান,
সহজ কথাতে জিনে গন্ধর্বের গান ।
ধাঁহা জল তাঁহা গঙ্গা পিষুষ অমিয়া,
শুগন্ধ অনিল বহে মন-মোহনিয়া ।
সহজহি বৃক্ষ কল্প বৃক্ষের সমান,
বার মাস পুষ্প ফল করে সবে দান ।

গাভীগণ ছুঁ দেয় এই কন্ম তার,
 কেহ কিছু নাহি মাগে ধনাদি ভাণ্ডার ।
 ষাদশ বনের নাম কহি শুন রাম,
 ভদ্র, শ্রী, ভাগীর, লোহ, মহাবন নাম ।
 খদির, কুমুদ, তাল, বহল কানন,
 মনোহর কাম্য, মধু, আর বৃন্দাবন ।
 কালিন্দী পশ্চিমে উপবন সাত হয়,
 পূর্ব পারে পঞ্চবন কহিহু নিশ্চয় ।
 এর মধ্যে যত কেলি কৈলা নন্দবালা,
 গোচারণ আদি নানা মাধুর্যের খেলা ।
 এর মধ্যে রাধাকৃষ্ণ শ্যামকৃষ্ণ শোভা,
 যাহার মাধুর্য রাধাকৃষ্ণ মনোলোভা ।

তথাহি পাদ্মে ।

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তুত্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা,
 মৰ্জগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ৬ ॥

যেন রাধা তেন কুণ্ড ইথে ভেদ নাই,
 যার অবগাহে রাধা সম প্রেম পাই ।
 গোবর্দ্ধন গিরি এর মধ্যে সুবিস্তৃত,
 যার কোলে রাধাকৃষ্ণ খেলে অবিরত ।
 গিরির মহিমা কিছু কহা নাহি যায়,
 নানামতে হয় রাধা কৃষ্ণের সহায় ।
 সুমিষ্ট শীতল জল সুগন্ধ মারুতে,

কন্দ মূল পানীফল পুষ্প সুবাসিতে ।
 এই উপহারে করে রাধাকৃষ্ণ সেবা,
 তাঁর কোলে গুণলীলা হয় রাত্রিদিবা ।
 আর এক গুণ হয় অতি শুদ্ধসত্ত্ব,
 গোবৃন্দ ও ব্রজবাসীগণ আছে যত ।
 এ সবার মনে সদা বিস্তারয়ে নীতি,
 এহেতু লিখয়ে শাস্ত্রে হরিদাস খ্যাতি ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।
 হস্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্ষ্য
 যদ্রাম-কৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শ-প্রমোদঃ ।
 মানং তনোতি সহ গো গণয়োস্তয়োৰ্যং,
 পানীয়-স্ববস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥ ২ ॥
 অতএব ধন্য ধন্য গোবর্দ্ধন গিরি,
 যাহার ধারণে নাম হৈল গিরিধারী ।
 যাঁরে কৃষ্ণ আহলাদিয়া মন্তকে ধরিলা,
 সেই ছলে ব্রজবাসীগণে রক্ষা কৈলা ।
 যমুনার গুণলীলা অনন্ত অপার,
 কে পারে বর্ণিতে বাপু ! মহিমা তাঁহার ।
 ধন্য ধন্য তপন ছহিতা চিদানন্দী,
 রাধাকৃষ্ণ প্রেমানন্দে বিলাসে সুরঙ্গি ।
 নানা রসোল্লাসোদ্ভবা সেবা কুতূহলী,
 রাধাকৃষ্ণ প্রতিদিন করে যাঁহে কেলী ।
 মুকুন্দ-বেণুর রবে ভগ্নবেগ যাঁর,

উন্মিটে চরণে দেয় কমলোপহার ।
 ধীর তীরে তীরে কৃষ্ণ গোধন চরায়,
 ধীর তীরে রাসলীলা করেন নটরায় ।
 রাধাকৃষ্ণ প্রেমজল হয়ে নিম্নগতা,
 গন্ধর্ব্ব কিন্নর দেবগণ-প্রপূজিতা ।
 চক্রদ্বীপ সন্নিহিত পর্ব্বত হইতে,
 সপ্তসিন্ধু ভেদি আইলা বৃন্দাবন পথে ।
 অতি মনোহর শোভা মহিমা অগণ্য,
 কি দিব তুলনা য়েঁহ বৃন্দাবনে ধন্য ।
 ঠাকুর কহেন যেই বৃন্দাবন পুরী,
 ইহাতে বিলাসে নিত্য কিশোর-কিশোরী ।
 এখন কোথায় কেহ দেখা নাহি পায়,
 শুদ্ধরূপে কহিলেই সন্দেহ যে যায় ।
 শ্রীমতী কহেন শুন কহি সবিশেষ,

মন দিয়া শুনিলেই পাইবে উদ্দেশ ।
 কলিযুগে পাপাশয় দেখি সাধুজন,
 নানারূপ ভক্তিশাস্ত্র কৈলা প্রবর্ত্তন ।
 সেই সব শাস্ত্রে হয় তত্ত্ব নিরূপণ,
 সে সব প্রত্যক্ষসিদ্ধ শ্রীমুখ-বচন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়ে ।
 অহমেবাসমেবাগ্রে নাত্মং যৎ সদসৎপরং,
 পশ্চাদহং যদেভচ্চ যো হবশিষ্যোত সোহস্ম্যহং ।
 ঋতে হর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চান্মনি ।
 তদ্বিত্তাদান্মনো মায়াম্ যথাভাসো যথা তমঃ ॥
 যথা মহাস্তি ভূতানি ভূতেষু চ্চাবচেদ্বহু ।
 প্রবিষ্টান্তপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহং ॥
 এতাবদেব জিজ্ঞাস্তুং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনান্ননঃ ।
 অদ্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎস্তাং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥

॥৩॥

ভগবান ব্রহ্মাকে কহিলেন, আমার যেক্রপ পরিমাণ, যেক্রপ সত্তা, যেক্রপ রূপ, যেক্রপ গুণ ও
 যেক্রপ কৰ্ম্ম আমার অহুগ্রহে তোমার সে সমুদায়ের স্বরূপ জ্ঞান হউক ।

সৃষ্টির পূর্বে কেবল আমিই ছিলাম ; কি স্থূল কি সূক্ষ্ম কোন পদার্থই ছিল না, এমন কি
 সৃষ্টির প্রধান কারণ প্রধানও সেই সময়ে অসম্ভাবে আমাতেই লীন হইয়াছিল । সৃষ্টির পর
 যাহা কিছু প্রত্যক্ষ হয়, সে সমুদায় আমিই । আবার প্রলয়কালে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে
 তাহাও আমিই । অতএব অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব প্রযুক্ত আমাকে পরিপূর্ণ বলিয়া জানিও ।

যেমন আকাশে দ্বিচন্দ্রাদি, বস্তুতঃ না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেই রূপ
 যে কোন শক্তি দ্বারা বস্তুর অসম্ভাবেও বস্তু বলিয়া বোধ হয় এবং যেমন অন্ধকার বাস্তবিক
 থাকিলেও প্রতীতি হয় না, সেইরূপ যে শক্তি দ্বারা বস্তু সত্ত্বেও বস্তু বলিয়া বোধ হয় না,
 তাহাই আমার নারা ।

কৃপা করি নারায়ণ কহিল। ব্রহ্মারে,
শ্লোকের মর্মার্থ এই শুন অতঃপরে।
অগ্র মধ্য পশ্চাতে নিশ্চয় সত্যমানি,
অবশেষে আমাতে আশ্রয় সব প্রাণী।
বেদে বলে নিগুঢ় অর্থ প্রতীত না হয়,
প্রতীত হইলে মোরে নিশ্চয় করায়।
সেই বিদ্যা মম মায়ায় ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া,
রাখিয়াছে ভূতগণে আচ্ছন্ন করিয়া।
ভূতের হৃদয়ে আমি আমাতে ভূতগণ,
প্রবিষ্টানুপ্রবিষ্ট এর এই ত কারণ।
তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর কাছে ছুই ভেদ হয়,
অন্য ব্যতিরেক যোগে তাহার নিশ্চয়।
আমি ত সর্বত্র সকলের পরিপোষ্টা,
সর্বভাবে ভজ মোরে করি পরাকার্তা।
তঁহ অগোচর তাঁহে কে পারে জানিতে,
আপনি জানানু শাস্ত্র গুরু সাধুমতে।
শাস্ত্র সাধু গুরু আজ্ঞা একভাবে জানি,
শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে তাঁরে সত্য করি মানি।

অন্য ব্যতিরেক ছুই অর্থ পরমার্থ,
অন্যার্থে প্রবৃতি মার্গেতে পরমার্থ।
ব্যতিরেকার্থ নিবৃতি মার্গেতে প্রবৃতি,
সংক্ষেপে কহিহু এই চতুঃশ্লোকবৃতি।
এই চারি শ্লোকে ব্যাস ভাগবৎ রচিলা,
প্রবৃতি নিবৃতি মার্গ তাহাতে লিখিলা।
ঠাকুর কহেন ইহা করিহু শ্রবণ,
কৃপা করি কহ, কিছু করি নিবেদন।
ব্রজলীলা অপ্রকটে নিজগণ লঞা,
কি কৰ্ম করিলা কৃষ্ণ কহ বিবরিয়া।
শ্রীরাধা ললিতা বিশাখাদি সখীগণ,
অনঙ্গমঞ্জরী রূপমঞ্জরীর গণ।
দ্বাদশ গোপাল যশোমতী নন্দরাজ,
কে কোথায় গেলা, পরে কৈলা কোন কাজ।
কৃষ্ণ বলরাম দৌহে কৈলা কোন্ লীলা,
সম্যক্ প্রকারে ব্রজে কৈলা কোন্ খেলা।
শ্রবণ করিয়া তাঁর মধুরিম বাণী,
হাসিয়া কহেন সূর্য্যদাসের নন্দিনী।

যেমন স্বপ্ন মহাভূত সকল সমুদায় ভৌতিক পদার্থেই প্রবিষ্ট বলিয়া বোধ হয় অথচ
স্থিতির পূর্বে কারণরূপে পৃথক্ থাকায় অপ্রবিষ্টও অহুভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ আমি কি
ভূত, কি ভৌতিক সকল পদার্থেই আছি অথচ কিছুতেই নাই।

যিনি আত্মতত্ত্ব জানিবার অভিলাষ করেন, তিনি ইহাই বিচার করিয়া স্থির করিবেন
যে, অন্য মুখে ও ব্যতিরেকমুখে চিন্তা করিয়া দেখিলে যাহা সর্বদাই সর্বত্র বিদ্যমান
বলিয়া নিরূপিত হয় তাহাই আত্মা ॥ ৩ ॥

বৃন্দাবনে নানাবিধ কৌতুকে বিলাস,
 মনের বাঞ্ছিতাস্বাদে রসের নির্যাস।
 শ্রীরাধিকা প্রেম চেষ্টা না পারি জানিতে,
 শোধিতে না পারি ঋণ কহিলা ভাগবতে।
 জগতমোহনরূপ, মাধুর্যের সার,
 এই দুই দেখি কৃষ্ণ হৈলা চমৎকার।
 ইহা ছাড়া শুন বলি তৃতীয় কারণ,
 গোপীভাবে সদাক্ষেপ করে আকর্ষণ।
 এই তিন রাধাকৃষ্ণ হৃদয়ে স্মুরিল,
 তিনে নব অমুরাগ দ্বিগুণ বাড়িল।
 এই তিন বস্তু কিসে আশ্বাদন হয়,
 এতেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ রাধিকা আশ্রয়।
 গৌরান্ধীর কান্তি অঙ্গে কৈলা আচ্ছাদন,
 আগে পাঠাইলা পিতা মাতা বন্ধুজন।
 গঙ্গার সমীপে নবদ্বীপ রম্যস্থান,
 তাহে অবতার আসি কৈলা ভগবান।
 যশোদা হইলা শচী, নন্দ জগন্নাথ,
 জনমিলা গৌরহরি ভক্তগণ সাথ।
 হারাই পণ্ডিত পিতা শ্রীপদ্মা জননী,
 ধীর গর্ভে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি।
 ষষ্ঠভানু রাজা আইলা পত্নীর সহিত,
 পুণ্ডরীক বিছানিধি জনিহ নিশ্চিত।
 জগন্নাথ শচীগৃহে জন্মিলা শ্রীহরি,
 পণ্ডিত শ্রীগদাধর রাধিকা সুন্দরী।

যাহার সেবায় রাধা লভিলা আনন্দ,
 এবে সে ললিতা হৈলা শ্রীজগদানন্দ।
 বিশাখানুগত ভবানন্দের কুমার,
 যার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য রসের বিচার
 সূচিত্রা হইলা বনমালী মহাশয়,
 চম্পক লতিকা এবে শ্রীরাঘব হয়।
 রঙ্গদেবী এবে হয় ভট্ট গদাধর,
 সুদেবী অনন্ত হৈলা আচার্য্য-প্রবর।
 তুঙ্গ বিছা শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী,
 ইন্দুরেখার হৈল কৃষ্ণদাস এই খ্যাতি।
 এই অষ্ট নারিকানুগত সব জন,
 অষ্ট সখী সঙ্গে সবে কৈলা আগমন।
 শ্রীরূপ মঞ্জরী এবে হৈলা শ্রীরূপ,
 সনাতন শ্রীলবঙ্গ মঞ্জরীস্বরূপ।
 শ্রীরাগ মঞ্জরী এবে ভট্ট রঘুনাথ,
 শ্রীরূপ মঞ্জরী তত্ত্ব দাস রঘুনাথ।
 বিলাসমঞ্জরী জীব, শ্রীগুণ মঞ্জরী,
 শ্রীগোপাল ভট্ট এবে কহিলা বিবরি।
 শ্রীদাম এখানে নাম অভিরাম গোপাল,
 সুদাম সুন্দরানন্দ-চরিত বিশাল।
 এবে ধনঞ্জয় ব্রজে বসুদাম ছিল,
 পণ্ডিত শ্রীগৌরীদাস সুবল হইল।
 পিপ্লাই কমলাকর ব্রজে মহাবল,
 উদ্ধারণ দত্ত রূপে সুবাহু জন্মিল।

মহাবাহু হইলা এবে পণ্ডিত মহেশ,
দাস শ্রীপুরুষোত্তম স্তোককৃষ্ণ শেষ ।
দাস শ্রীপরমেশ্বর অর্জুন হইল,
কৃষ্ণদাস রূপে এবে লবঙ্গ আইল ।
শ্রীমধুমঙ্গল এবে শ্রীধর ব্রাহ্মণ,
শ্রীসুবল হৈলা হলায়ুধ যশোধর ।
সবে সঙ্গে লয়ে সাধিবারে জগহিত,
অবতীর্ণ হৈলা প্রেম নামের সহিত ।
যুগধর্ম্য হয় কৃষ্ণ নাম প্রবর্তন,
অন্তর্মনা চেষ্টা প্রেম রস আশ্বাদন ।
সঙ্গে চতুর্ব্যূহ সব উপাঙ্গ দেবগণ,
পারিষদ লয়ে যাঞ্জে নাম সংকীর্তন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে ।
কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষা কৃষ্ণং সাজোপাস্ত্র-পার্বদং ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি স্মমেধসঃ ॥

ত্রিষাশব্দে কাস্তি কহে, অকৃষ্ণবর্ণ ধরি,
পারিষদ লয়ে নাম সংকীর্তনাচারী ।
সর্ব অবতারী সর্বদেবের আশ্রয়,
সর্বশক্তি সর্বৈশ্বর্য মাধুর্যাদিময় ।
সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হৈলা গোপীনাথচার্য্য,
মহাবিষ্ণুরূপ হৈলা অদ্বৈত আচার্য্য ।
বৃহস্পতি এবে সার্বভৌম বিশারদ,

শ্রীবাস পণ্ডিত হয় দেবর্ষি নারদ ।
দেবেন্দ্র হইলা গজপতি সমাখ্যান,
সংক্ষেপে কহিত এই জানিহ বিধান ।
ঠাকুর কহেন মনে সন্দেহ রহিলা, ।
অনঙ্গ-মঞ্জরী, বংশী কোথা প্রকটিলা ।
অতি সুমধুর তব শ্রীমুখবচন,
শ্রীকৃষ্ণ চরিত তাতে কর্ণ-রসায়ন ।
কেমন গৌরাঙ্গ রূপ কহ কৃপা করি,
আমি অভাগিয়া না দেখিছু গৌরহরি ।
হায় হায় বৃথা মোর হইল নয়ন,
নেত্র ভরি না দেখিছু কমল-চরণ ।
ইহা বলি প্রেমানন্দে কাঁদে শ্ৰীশ্রীমুখ,
দেখিয়া জাহ্নবা দেবী হইলা স্তম্ভিত ।
কতক্ষণ পরে রাম সুস্থির হইলা,
অষ্টাঙ্গ লুটায়ৈ দণ্ডবৎ প্রণমিলা ।
জাহ্নবা গোসাত্তি কৈলা কৃপাবলোকন,
কহিতে লাগিলা কিছু মধুর বচন ।
শুন শুন ওহে বাপু ! তুমি ভাগ্যবান,
সংক্ষেপে কহি যে রূপ নাহি পরিমাণ ।
প্রতপ্ত-পুরট-দ্যুতি গৌরাঙ্গ বরণ,
রবিছবি জিনি পাদপদ্ম সুশোভন ।
নির্বিশেষ মুখদ্যুতি কিরণ মণ্ডল,
দশন কিরণে মুখচন্দ্র ঝলমল ।

নিরূপম গৌররূপ লাবণ্যের সিন্ধু,
নির্বিশেষ যঁার নখহ্যতি নহে ইন্দু ।
যে দেখিলা গোরারূপ সেই তার সাক্ষী,
কহিলে প্রত্যয় কিসে তাঁহে না নিরখি ।
যঁার রূপ গুণ শাস্ত্রে নহে নিরূপণ,
সে রূপ চরম চক্ষে নহে বিলোকন ।
সাধুগণ প্রেমাঞ্জন-শোভিত লোচনে,
অচিন্ত্য মাধুর্যরূপ করে দরশনে ।
হৃদি মধ্যে-ভক্তিমান প্রকট দেখয়,
ভক্তি বিনা বেদ যোগ জ্ঞানে বেতনয় ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ।
প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-বিলোচনেন ।
সন্তঃ সর্দৈব হৃদয়ে হপি বিলোকয়ন্তি ॥
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্য-গুণস্বরূপং ।
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥
ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের
অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

নবম পরিচ্ছেদ

—: * * :—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ,
জয় জয় জাহ্নবা রামাই ভক্তবৃন্দ ।

পরে শ্রীজাহ্নবা দেবী অতি স্নেহভরে,
শ্রীবংশী-জনম কথা বলেন রামেরে ।
গুন গুন ওহে বাপু ! কহি বিবরণ,
নবদ্বীপে বাস ছকুচট্ট বিচক্ষণ ।
পরম বিদ্বান তিনি পরম উদার,
কৃষ্ণ বিনা মনোবাক্যে জানে নাহি আর ।
সেই ভাগ্যফলে বংশী তাঁহার ঘরেতে,
জনম লভিলা বাধাকৃষ্ণের আজ্ঞাতে ।
গৌরাজের সহ বাস সহ লীলা খেলা,
যঁারে লয়ে নাচিলেন করি কত ছলা ।
জন্মকালে যঁার দ্বারে নাচে গৌররায়,
ত্রিভঙ্গ হইয়া বংশী ডাকে উভরায় ।
গৌরাজ হৃদ্যরমাত্র বংশী সেই কালে,
গর্ভবাস হৈতে সুখে পড়ে ভূমিতলে ।
শুনিমাত্র গৌরচন্দ্র ত্রিভঙ্গ হইয়া,
পূর্বভাব ধরি নাচে ফিরিয়া ফিরিয়া ।
পড়িবার ছলে তথা আসি প্রতিদিন,
করে ধরি নাচে অঙ্গে স্মুরে প্রেম চিন্ ।
তাঁরে প্রভু আজ্ঞা দিলা সংসার করিতে,
অনেক যতনে কৈলা বিভা বিধিমতে ॥
আপনি গৌরাজ বসি তাঁর বিভা দিলা,
কে জানিতে পারে বল ঈশ্বরের লীলা ।
স্থাপন করেন ধর্ম অন্তরঙ্গ দ্বারে,
আপনি ত্যজিয়া ঘর অন্তে রাখে ঘরে ।

ভক্তিশ্রোত রক্ষা লাগি করেন যতন,
 না হইলে সংসারের কিবা প্রয়োজন ।
 তাহার পরের কথা শুনহ রামাই,
 বংশী-পুত্র হৈল দুই চৈতন্য নিতাই ।
 শ্রীগৌরাজ্ঞ অপ্রকট যবহি শুনিলা,
 শ্রীবংশীবদনানন্দ লীলা সম্বরিল।
 লীলা সম্বরণ কালে চৈতন্য-গেহিনী,
 চরণে ধরিয়া কাঁদে লোটায়ে ধরণী ।
 ঠাকুর কহেন মাগো কহ প্রয়োজন,
 বলিলেন হোন্ প্রভু আমার নন্দন ।
 প্রেমের অধীন করে স্বতন্ত্র আচার,
 এই এক মহাত্তের হয় ব্যবহার ।
 অঙ্গীকার কহিলেন ঠাকুর দয়াবান্,
 আর এক কথা কহি কর অবধান ।
 পূর্বের আমি তব মায়ে কৈনু আলিঙ্গন,
 কহিলাম হবে তব যুগল নন্দন ।
 প্রথমজ পুত্রে দিব অঙ্গীকার কৈলা,
 এই কারণেতে তুমি জনম লভিলা ।
 তুমি ত সামান্য নহ ইতরের মত,
 শ্রীবংশীবদন-সম সাধু-অনুমত ।
 শুনিয়া ঠাকুর রাম প্রেমাবিষ্ট হৈলা,
 সদৈন্য রোদন বাক্যে কহিতে লাগিলা ।
 আমি দীন হীন অন্ধ অধম পামর,

করজোড়ে কহি, মোরে করুণা বিস্তর ।
 কাঁহা ঘোর অন্ধ মূখ অতি ছরাচার,
 কাঁহা বংশী সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা অপার ।
 জাহ্নবা কহেন কর দৈন্য সম্বরণ,
 পুত্র শিষ্য সম-শক্তি কহিনু কারণ ।
 বংশীবদনের শক্তি তোমাতে বিধান,
 তাতে তুমি মোর শিষ্য আমার নান ।
 তোমার দ্বারায় হবে অনেক আনন্দ,
 জীবের উদ্ধার সাধু-সেবার নিরন্ধ ।
 বৃন্দাবন যাহ আর হেথা নাহি কাজ,
 মদনগোপাল দেখ রূপের সমাজ ।
 শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ গোবর্দ্ধন গিরি,
 শ্রীযমুনা রাধাকুণ্ড আর মধুপুরী ।
 এতেক শুনিয়া রাম কৈলা জোড় হাত,
 বলিতে লাগিলা কিছু করি প্রণিপাত ।
 আশ্চর্য্য শুনি যে তব শ্রীমুখবচন,
 পঙ্গুর কি শক্তি গিরি করিতে লঙ্ঘন ।
 কাঁহা বৃন্দাবন ধাম দেব-অগোচর,
 কাঁহা দীনহীন মুঁই অধম পামর ।
 কাঁহা সাধু সেবা সুখ আনন্দ-নহরী,
 কাঁহা কাক নিষফল ভক্ষণাধিকারী ।
 মোরে হেন আশ্রা কেন কর কৃপানুকে,
 দয়া করি পদ দেহ আমার মন্তকে ।

তব পাদপদ্মে দেবি ! যত হয় লাভ,
 বৃন্দাবন দরশনে নহে তত লাভ ।
 তবে যে কহিলা সাধু সেবার কারণ,
 কোটি সাধু-সেবা তব পদ দরশন ।
 জাহ্নবা কহেন বাপু ! ইহা সত্য হয়,
 গুরুপ্রতি শিষ্য রতি এমতি নিশ্চয় ।
 ঠাকুর কহেন প্রভু না করিহ চুরি,
 স্বরূপে কহিবে কোথা অনঙ্গ-মঞ্জরী ।
 সব তত্ত্ব কহিলেন না করি কপট,
 অনঙ্গ-মঞ্জরী কোথা হইলা প্রকট ।
 শ্রীমতী কহেন তিঁহ রাই সহোদরী,
 রাধিকা-বিলাস অঙ্গ অনঙ্গ-মঞ্জরী ।
 শ্রীসূর্য্যদাসের গৃহে তিঁহ জনমিল,
 জাহ্নবা বলিয়া নাম বিদিত হইল ।
 রেবতী বলিয়া নাম পূর্বে ছিল যাঁর,
 বসুধা বলিয়া নাম এবে হৈল তাঁর ।
 এতেক শুনিয়া রামে হৈলা প্রেমাবেশ,
 ধরিতে না পারে অঙ্গ সাত্বিকে আশ্লেষ ।
 স্তম্ভ কম্প পুলকাঙ্ক আদি স্বরভঙ্গ,
 দেখিয়া জাহ্নবা দেবী পুলকিত অঙ্গ ।
 কতক্ষণ পরে প্রভু সুস্থির হইলা,
 দৈন্য নির্বেদ স্তুতি করিতে লাগিলা ।
 আমার ভাগ্যের দেখি নাহি হয় সীমা,

অনঙ্গ-মঞ্জরী মোরে করিলা করুণা ।
 এমন দয়াল কেবা আছে ত্রিজগতে,
 বলিতে না পারি আমি তাহা বিধিমতে ।
 কাঁহা নিত্য লীলাময়ী অনঙ্গ-মঞ্জরী,
 কাঁহা অঙ্গ জীব মুখ' ধর্ম-অনাচারী ।
 কহিতে কহিতে কাঁদে লোটায়ে ধরনী,
 আশ্বাসিত করে সূর্য্যদাসের নন্দিনী ।
 ধৈর্য্য ধর ওহে বাপু ! না কর বিষাদ,
 আর এক পরিচয় করহ আশ্বাদ ।
 পূর্বেতে হইল তব রাগেতে উৎপত্তি,
 শ্রীরাগমঞ্জরী বলি হৈল তাহে খ্যাতি ।
 অথবা অনঙ্গ হৈতে রাগের উদয়,
 এই হেতু শ্রীরাগ-মঞ্জরী নাম হয় ।
 অনঙ্গ-অমুজ কুঞ্জে তুয়া নিত্য স্থিতি,
 সংক্ষেপে কহিহু তত্ত্ব তোমাতে সম্প্রতি ।
 ঠাকুর কহেন যদি হৈলে দয়াময়,
 তব আজ্ঞামতে যেন সব ক্ষুণ্ণি হয় ।
 জিজ্ঞাসিতে নাহি জানি কি হয় কর্তব্য,
 তোমার চরণ কায়মনে মানি সত্য ।
 চরণ ছুখানি যদি দেহ মোর মাতে,
 সব সিদ্ধি হয় প্রভু ! তব আজ্ঞামতে ।
 জাহ্নবা কহেন তোরে ক্ষুরক্ সকল,
 তোমাতে করুন্ দয়া প্রণত-বৎসল ।

এই মত কহিষি করিলা করুণা
যাযার শ্রবণে যায় ভবের ভাবনা ।
সংক্ষেপে কহিষু এই শিলাহুবিধান,
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব পাশপাশ করি ধ্যান ।
কিছু দিন এহে প্রভু রহি থড়াহে,
প্রভাতে করয়ে নিত্য গঙ্গা অবগাহে ।
গঙ্গাপূজা হৃদদীপ করি আহরণ,
প্রোমে ভাসি মহামুখে গুহরে চরণ ।
মাঘ মাস হৈতে তথা বৈশাখ পর্য্যন্ত,
ভাগবত অর্থ, ভক্তি শিখে আদ্যোপান্ত ।
লোক যাতায়াতে ঠাকুরের গিতা মাতা,
প্রতি দিন শুনে গুহ্র-মঙ্গল ব্যাখ্যা ।
হেথা প্রেমামানে সুখে রাহেন ঠাকুর,
জাহ্নবা গোমাত্রি স্নেহ করেন প্রচুর ।
ভক্তি তহু প্রেমতহু রসতহু সার,
সব শিখাইলা ভাগবতের বিচার ।
সে সব কহিতে পারে কাহার শরতি,
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পাপশক্ত মতি ।
তবে যে নিখিহু মূত্র কেনত শুনিহু,
তাহার বিশেষ বস্তুতহু না জানিহু ।
প্রভুসঙ্গে রাহে যেই বৈষ্ণব ঠাকুর,
তিহোঁ শুনাইলা বরা করিয়া প্রচুর ।
সে সব সিদ্ধান্ত কথা বুঝিতে নারিয়া,
সংক্ষেপেতে লিখিলাম বাহন্য ভাবিয়া ।

ক্রম হ্রস্ব বহু নহি জানি ভাবনা,
তথ্যগি নিখিহু, মোর লজ্জা নহি চিত্তে ।
সেই অপরাধ মোর কনিবে নাই,
যথা তথ্যমতে আমি নীনা-প্রাণ নাই ।
আমার ঠাকুর বনি না কর নন্দন,
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণলীলাবাদ হয় ।
অরপার স্তন সবে মম নিবেদন,
কিছু দিন পরে রান করেন চিত্তন ।
মহুদ্য জনম এই নিশির স্বপন,
বিধির নির্বন্ধ কিছু না জানি কারন ।
এত ভাবি উপস্থিত জাহ্নবীর স্থানে,
কহিতে লাগিলা কিছু মনোহরানে ।
দয়া করি স্তন মোর এক নিবেদন,
আজ্ঞা দেহ যাই সব মহাদত্ত মান ।
গৌড়দেশে আছে যত মহাত্তরান,
সবার করিব স্থান চরণ কর্শন ।
ফুলক মন্দেহ, নেত্র হৃদক মন্দেহ,
মহুদ্য জনম মোর যায় যে বিকল ।
এতক শুনিয়া তবে জাহ্নবা যৌগাই,
মধুর বচনে কহে স্তন্যে রামাই ।
কোথায় বাইবে বাপু ! যাও নিভ বাপু,
বিতা করি পূর্ণ কর মাতাপিতা আশ ।
তোমা লাগি তারা আহ চাতকের প্রায়,
নিবানিশি কানিতেহে মহামুখ পায় ।

ঠাকুর কহেন মোরে করি বিড়ম্বনা,
 ভুঞ্জাইতে চাহ এই সংসার যাতনা ।
 তোমার চরণে যেই আশ্রয় লভয়ে,
 সে কভু না বাঁধা যায় সংসার বিষয়ে ।
 কাঁহা প্রেম সুধাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ-ভজনা,
 কাঁহা মায়াবদ্ধ ছুঃখী-বিষয়বাসনা ।
 হেন আজ্ঞা মোরে নাহি করো কোনমতে ।
 ভজিব চরণ, যেন নহে অন্ত চিতে ।
 কায় মন বাক্য যেন তব পদে রয়,
 মিনতি করিয়া কহি শুন দয়াময় ।
 ইহা বলি ফুকরিয়া করয়ে রোদন,
 দেখিয়া জাহ্নবদেবী সজলনয়ন ।
 না কাঁদ না কাঁদ বাপু ! স্থির কর মন,
 তোরে কৃপা কৈলা দেখি কোন্ যশোধন ।
 যাও বাপু ! মিলিবারে মহান্তমণ্ডল,
 বীরচন্দ্রে ডাকি আন দিউক সম্বল ।
 চলিলা তখন রাম বীরের সাক্ষাতে,
 দেখি বসাইলা বীরচন্দ্র ধরি হাতে ।
 জাহ্নবা-আদেশ রাম জানাইলা তাঁরে,
 শুনিয়া শ্রীবীরচন্দ্র আইলা সহরে ।
 জাহ্নবা কহেন বাপু ! শুন দিয়া মন,
 রামাই করিতে যাবে ভক্তের মিলন ।
 ষাদশ গোপাল-স্থান মহান্ত-নিবাস,
 দেখিবে নয়নে মনে হৈল বড় আশ ।

সুন্দর শিবিকা দেহ সুসজ্জ করিয়া,
 দুই শিঙ্গা দেহ আগে যাবে বাজাইয়া ।
 দুই খুন্তি দেহ ঘণ্টাপতাকা সহিত,
 অপর সামগ্রী দেহ যা হয় বিহিত ।
 সঙ্গে যেন যায় সব বৈষ্ণবের গণ,
 নানাগুণ গান বাজে যেহ বিচক্ষণ ।
 এতেক শুনিয়া বীরচন্দ্র চুড়ামণি,
 কহিতে লাগিলা কিছু জোড় করি পাণি
 মোরে আজ্ঞা দেহ যাই দুই ভাই মিলি,
 জাহ্নবা কহেন বাপ ! কেমনে তা বলি ।
 কি হবে উভয়ে গেলে সেবার উপায়,
 তোমারে ছাড়িয়া দিতে চিত্ত নাহি হয় ।
 ইহা শুনি বীরচন্দ্র গেলেন বাহিরে,
 ছড়িদার দিয়া প্রভু ডাকেন সবারে ।
 যাত্রার উত্তোগ সব হৈলা অভিমত,
 উপযুক্ত মত কৈলা ভৃত্য নিয়োজিত ।
 জাহ্নবা সদনে গিয়া কহেন তখন,
 সকলি প্রস্তুত হৈল যাত্রার কারণ ।
 এতেক শুনিয়া রাম বিনয় বচনে,
 কহিতে লাগিলা বীরচন্দ্র যশোধনে ।
 এতেক আশ্পদে মোর নাহি প্রয়োজন,
 তব অনুগ্রহে পূর্ণ হইল ভুবন ।
 আশ্পদে মাৎস্য্য প্রভু ! আপনি হইবে,
 মহতানুগ্রহ প্রেম কাঁহা পাব তবে ।

হেন কৰ্ম তব যোগ্য নহে কদাচিত,
 ভুলাইছ মায়া দিয়া এ নয় বিহিত ।
 কহেন শ্রীবীর ভাই ! শুন কহি তোরে,
 কৃষ্ণানুখী হৈলে তারে মায়ায় কি করে,
 তাহার দৃষ্টান্ত দেখ রামানন্দ রায়,
 মহেশ্বর্য্য যুক্ত মহা বিষয়ীর প্রায় ।
 গুনিলা গৌরাঙ্গ তাঁর মুখে কৃষ্ণকথা,
 প্রশ্নোত্তর কৈলা কত এমন যোগ্যতা ।

প্রেমের লহরী বহে হৃদয়ে তাঁহার,
 রসের বিস্তার ঘেঁহ করিলা বিস্তার ।
 ঠাকুর কহেন তেঁহ সামান্য না হবে,
 পূর্বে ছিল! রাম রায় বিশাখার ভাবে ।
 এহেতু তাঁহারে প্রভু ! ক্ষুরে সব তত্ত্ব,
 আমি অন্ধ সহজেই মায়াতে প্রমত্ত ।
 বীরচন্দ্র কহেন সামান্য কেহ নয়,
 কৃষ্ণনিত্যদাস জীব বিভিন্মাংশে হয় ।
 ঠাকুর কহেন জীব ভুলে কেন তরে ?
 বীরচন্দ্র কহেন্ সে মায়ার প্রভাবে ।

সে মায়া কেমন তার কোথা উপাদান
 কাহারে বা ছাড়ে মায়া কি তার প্রমান ।
 বীর চন্দ্র কহেন, দৈবী মায়া গুণময়ী,
 যে জন ভজয়ে কৃষ্ণ সেই মায়াজয়ী ।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াম্ ।
 দৈবীহ্যেবা গুণময়ী মম মায়া ছরত্যয়া ।
 মামেব স্যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ।

। ১ ।

ঠাকুর কহেন সত্য কৃষ্ণমুখবাক্য,
 নিবেদন করি, তাঁর কৃপা হয় সত্য ।
 কৃষ্ণ যদি নিজগুণে করয়ে করুণা,
 তবে তাঁরে জানি, করে তাঁহার ভজনা ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।

তথাপিতে দেব পদাঘুজ্জ্বল-

প্রসাদলেশাহুগৃহীত এবহি,

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো

নচাত্ত একোহপি চিরং বিচিহ্ন ॥ ২ ॥

ভগবান্ কহিলেন, অর্জুন ! আমার এই অলৌকিকী ত্রিগুণ-ময়ী মায়া অতিক্রম
 করা অতীব দুষ্কর ; তবে যাহারা একাত্মচিন্তে আমারই শরণাগত হয়, তাহারাই এই মায়া
 অতিক্রম করিতে পারে ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেব ! যাহার প্রতি আপনার পাদপদ্মযুগলের কিঞ্চিন্নাত্র কৃপা হয়,
 সেই ব্যক্তিই আপনার অহুগ্রহে আপনার মযিমা স্বরূপে অবগত হইতে পারে ; অপর কেহ
 বহুকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্র ও যোগাভ্যাস দ্বারা বিচার ও অনুসন্ধান করিয়াও অবগত হইতে পারে না ।

॥ ২ ॥

বীরচন্দ্র কহেন ভাই এই সত্য হয়,
তঁার কৃপা সত্য মানি তাঁহারে ভজয় ।
কৃষ্ণ ভজে যেই জন সেই মায়াপার,
যে না ভজে সেই মুখ' দীন হীন ছার ।
বড় কুলে জন্ম বটে কৃষ্ণে নাহি রতি,
স্বধর্ম ত্যজয়ে তার হয় অধোগতি ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে ।
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৩ ॥

এই মত প্রশ্নোত্তর করে দৌহে মিলি,
কথানুপ্রসঙ্গে সেই রাত্রি কুতূহলি ।
শ্রীমতী কহেন বাপু ! শুনহ রামাই !
মোর আজ্ঞা রাখ বীরচন্দ্রের বড়াই ।
তাতে তুমি মোর শিষ্য জগতে বিদিত,
তোমা দেখি সবে যেন হয় মহা প্রীত ।
ঠাকুর কহেন, মায়া মোহ বলবান,
হেন জন কেবা আছে হয় সাবধান ।
সম্পদে মাৎস্য্য বাড়ে হয় ভক্তিহানি,

নিষ্কিঞ্চনে ধর্ম, সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি ।

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ।
নিষ্কিঞ্চনশ্চ ভগবদ্ভজনোন্মুখশ্চ
পারং পরং জিগমিষোর্বসাগরশ্চ ।
সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষ-ভক্ষণতোহপ্যসাধুঃ ॥ ৪ ॥

এ ছাড়া সম্পদ কিবা আছেয়ে জগতে,
নিষ্কিঞ্চন জন পূজ্য হয় বিধিমতে ।
শ্রীচরণেণু মোরে দেহ কৃপা করি,
এই ত মহতাম্পদ, সর্বত্রোতে তারি ।
জাহ্নবা কহেন পদ দিয়াছি তোমারে,
বীরচন্দ্র দিলা যাহা কর অঙ্গীকারে ।
কাল বুধবার, ভদ্রা তিথি যে হইবে,
প্রত্যুষ কালেতে তুমি গমন করিবে ।
যে আজ্ঞা বলিয়া রাম কৈলা অঙ্গীকার,
শ্রীবীরচন্দ্রের হৈল আনন্দ অপার ।
তারপর কৈলা দৌহে প্রসাদ গ্রহণ,
নিজ নিজ স্থানে দৌহে করিলা শয়ন ।

যাহা হইতে সমস্ত জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, যাহারা সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে না জানিয়া ভজনা না করে, অথবা জানিয়াও অবজ্ঞা করে, তাহারা সকলেই ভ্রষ্ট ও অধঃপতিত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

যিনি সম্পূর্ণ বিরাগী, ভগবদ্ভজনে তৎপর হইয়া সংসার সাগরের পরপার গমনে ইচ্ছা করেন ; তাহার পক্ষে বিষয়ীলোকের ও স্ত্রীলোকের সন্দর্শন বিষ-ভক্ষণ অপেক্ষাও অন্ময় কার্য্য ॥ ৪ ॥

জাহ্নবা রানাই পাশপায়ে অভিসার,
একাক্ষরিত গায় মুরলী-বিনাস ।

ইতি শ্রীমুরলী-বিনাসের
নবম পরিচ্ছেদ ।

দশম পরিচ্ছেদ ।

— ১০ —

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াদান,
নো অধমে কর প্রভু প্রেম-ভক্তি দান ।
এইরূপে রাত্রি গেল হইল প্রভাত,
জাহ্নবা চরণে রাম কৈলা প্রবিপাত ।
বীরচন্দ্র প্রভু উঠি আইলা সেই স্থানে,
প্রণাম করিলা আসি জাহ্নবা চরণে ।
ঠাকুর কহেন মোরে দেহ আজ্ঞাদান,
নিমিটয়া আসি যেন তুয়া সন্নিধান ।
রামের বচনে দেবী বীরে আজ্ঞা দিলা,
বীরচন্দ্র প্রভু আসি সভাতে বসিলা ।
মনোনীত মতে প্রভু সবে ডাকাইলা,
সিঙ্গদার কাহারি বেগারী সবে আইলা ।
আইলা বৈষ্ণবগণ সমজ্ঞা সহিত,
নানাবিধ যন্ত্রে শাস্ত্রে সবে সুপণ্ডিত ।

হুমিষ্ট বচনে প্রভু সবে সম্ভাদিলা,
যাইতে রামের সঙ্গে সবে আজ্ঞা দিলা ।
বিচিত্র শিবিকাযান সুদৃচ্ছ করিয়া,
নিযুক্ত করিলা প্রভু কাহারে ডাকিয়া ।
বনমালী কোঁজদারে কহিলা ডাকিয়া,
সকল-জানহ তুমি কি কহিব তুয়া ।
কহেন পরমেশ্বরে স্বস্তে হস্ত দিয়া,
তোমাতে যাইতে হৈল রানাই লইয়া ।
এ দিকে ঠাকুর রাম করি গঙ্গাস্নান,
গঙ্গা পুণ্ড দিয়া পূজে জাহ্নবা চরণ ।
আজ্ঞা লঞা গেল শ্যামসুন্দরমন্দিরে,
উত্থান করাঞা স্নান অর্চনাদি করে ।
বাল্যভোগ দিয়া প্রভু আরতি করিলা,
শঙ্খ ঘণ্টা কাশ্য করতালধ্বনি হৈলা ।
বীরচন্দ্র প্রভু তথা আইলা হেনকালে,
সাক্ষাৎ প্রণাম করেন শ্যাম পদতলে ।
শ্রীশ্যাম-সুন্দর সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন,
যীরে বীরচন্দ্র প্রভু করিলা স্থাপন ।
তারপর বীরচন্দ্র জাহ্নবা সাক্ষাতে,
কহিতে লাগিলা সব বিস্তারিত মতে ।
পরে গঙ্গাস্নান করি বীরচন্দ্র রায়,
শ্রীমতীর পাদোদক ধরিলা মাতার ।
পাদোদক পান করি করিলা ভোজন,
প্রসাদ লইয়া পায় বৈষ্ণবের গণ ।

জাহ্নবা বসুধা আর বীরচন্দ্র রায়,
 দেখিয়া রামাই হৈলা পুলকিত কায়।
 করজোড়ে কহে রাম আজ্ঞা কর মোরে,
 শ্রীচৈতন্য ভক্তগণে যাই দেখিবারে।
 এতেক শুনিয়া সবে সজল নয়ন,
 বসুধা কহেন কিছু অমিয় বচন।
 ওহে বাপু! কোথা যাবে কি কার্য লাগিয়া,
 সহজে লাগয়ে ছুঃখ তোমা না দেখিয়া।
 তোমার সহজ গুণ বচন মধুরে,
 তাহে শুদ্ধ ভক্তিভাবে সবা মন হরে।
 জাহ্নবা বলেন বাপু! কি বলিব তোরে,
 কি বলে বিদায় দিব, বোল নাহি ক্ষুরে।
 হরায় আসিহ, না রহিও বহুদিন,
 আমি হইয়াছি তুয়া ভক্তির অধীন।
 বীরচন্দ্র প্রভু কহে শুন ওহে ভাই,
 তোমাতে ছাড়িয়া দিতে চিন্তে ছুঃখ পাই।
 হরা করি আসিহ বিলম্বে নাহি কাজ,
 অপেক্ষা করিছে বসি বৈষ্ণব সমাজ।
 শুনিয়া ঠাকুর রাম গলে বস্ত্র দিয়া,
 পড়িলা চরণ তলে অষ্টাঙ্গ লুটায়।
 শ্রীমতী বসুধা তাঁর শিরে হাত ধরি,
 কহিলেন স্নেহবাক্যে আশীর্বাদ করি।

সদর আসিও বাছা! বিলম্ব না করি,
 সুস্থির না হব মোরা তোমা ধনে ছাড়ি।
 তারপর রামচন্দ্র জাহ্নবা চরণে,
 সাষ্টাঙ্গ লোটায়ে কহে গদগদবচনে।
 করুণাশ্রু জলে সিঞ্চে ঠাকুরের অঙ্গ,
 না ক্ষুরে বচন মুখে, হৈলা স্বরভঙ্গ।
 পুনরপি পড়িলা বীরচন্দ্রের চরণে,
 বীরচন্দ্র প্রভু কৈলা দৃঢ় আলিঙ্গনে।
 প্রেমের আবেশে পুনঃপুনঃ কোলাকুলী,
 দৌহার নয়নে বারি পড়য়ে উথলি।
 গঙ্গার সহিত স্নেহবাক্যে সম্ভাষিয়া,
 বাহিরে আইলা রাম সকলে নমিয়া।
 শ্যাম-সুন্দরের আগে জুড়ি ছুই হাত,
 আজ্ঞা মাগি রামচন্দ্র কৈলা প্রণিপাত।
 প্রদক্ষিণ করি তথা প্রণাম করিলা,
 বিদায় হইয়া সঙ্গীগণেতে মিলিলা।
 বিপুল শিঙ্গার শব্দে গগন ভেদিল,
 শব্দ শুনি লোক সব চমকিত হৈল।
 গ্রহণীয় বস্তু সব লয়ে জনে জনে,
 আজ্ঞা মাগি যাত্রা কৈল রামায়ের সনে।
 আজ্ঞা মাগি রামচন্দ্র দোলায় চড়িয়া,
 গমন করিলা নিজগণ সঙ্গে লঞা।

বাম দিকে বনমালী দাস চলি যায়,
 দুইদিকে ভৃত্য পাখা চামর চুলায়।
 আগেতে চলিল দুই খুন্তী একজোড়ে,
 সুবিচিত্র ধ্বজ দণ্ডে সুপতাকা উড়ে।
 নানা যন্ত্র বাজে হরিশ্রবণি কোলাহল,
 আনন্দে করয়ে সবে জয়জয় মঙ্গল।
 অন্তরঙ্গ জন লয়ে রাম মহামতি,
 দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলা সম্প্রতি।
 জগন্নাথ দরশন মনের কামনা,
 পুরী পরিক্রমায় পূর্ণ হইবে বাসনা।
 বিশেষ চৈতন্য প্রভু যথা কৈলা বাস,
 স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে যত নিজ দাস।
 সেই সব স্থান আমি করিব দর্শন,
 সফল হইবে মম তনু প্রাণ মন।
 নয়ন সফল হবে শ্রবণ মঙ্গল,
 দেখিব নয়ন ভরি চরণ-কমল।
 পথে যাইতে নানাবিধ দেখিব কৌতুক,
 কেমন সুন্দর লোক কেমন মূলুক।
 সবার আনন্দ হৈল একথা শুনিয়া,
 ঠাকুরে প্রশংসা সবে করেন বন্দিয়া।
 ঠাকুর কহেন চল সবে ত্বরান্বিত,
 পথবিজ্ঞ যেহ হয় আনহ ত্বরিত।
 শিবানন্দ সেন গোড়ভক্তগণে লঞা,
 জগন্নাথ গেলা পরিপোষণ করিয়া।

এই কথা শুনিয়াহি পূর্বের আচার
 হঠাৎ কেমনে যাব না করি বিচার
 অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ মহা তেজীয়া,
 নিত্যানন্দ প্রভু যাতে অতি বলবান
 হেন মহাজনগণ শিবানন্দে মিলে,
 শিবানন্দ না চলিলে কেহ নাহি চলে
 অতএব কি হইবে বলত উপায়,
 সাধী না হইলে পথে চলা নাহি যায়
 এই সব প্রসঙ্গেতে গঙ্গা ধারে ধার
 দক্ষিণ মুখেতে চলে পথ সুবিভার।
 পাণিহাটী গ্রামে আসি ক্রমে উপনীত
 রাঘব পণ্ডিত যথা হৈলা অবস্থিত।
 লোক মুখে শুনি প্রভু গেলা তাঁর দ্বারে
 শুনিয়া পণ্ডিতবর আইলা সহরে।
 তাঁহারে দেখিয়া রাম নামিলা ভূমেতে
 তিহ জিজ্ঞাসেন তাঁরে মধুর বাক্যেতে
 ওহে বাপু কিবা নাম, কাহার নন্দন,
 কোথা বা বসতি, কোথা করেছ গমন
 ঠাকুর কহেন মোর নাম নাম যে রামাই
 শ্রীবংশীবদন-পৌত্র নীলাচলে যাই।
 নবদ্বীপে বাস মম, জাহ্নবার দাস,
 শ্রীচৈতন্য ভক্ত সঙ্গে মিলিবারে আশ।
 শুনিয়া পণ্ডিত তাঁরে করিলেন কোলে
 দুই জন প্রেমাবেশে পড়িলা ভূতলে।

কতক্ষণে ছুইজনে হইলা সুস্থির,
 কুশল বারতা পুছে, নেত্রে বহে নীর।
 লোকলাজ ভয়ে তাঁরে লয়ে গেলা ঘর,
 কৃষ্ণসেবা দেখি হৈলা প্রফুল্ল অন্তর।
 সেই দিন থাকি তথা রাঘবের মুখে,
 শ্রীগৌরাজ গুণলীলা শুনে মহাসুখে।
 প্রাতঃকালে উঠি পুন করিলা গমন,
 পণ্ডিতের সঙ্গে কহি প্রণতি-বচন।
 ক্রমেতে চলিয়া সবে গঙ্গা পার হৈলা,
 সহর বাজার দেখি কোতুকে চলিলা।
 মধ্যাহ্ন সময়ে প্রভু লইয়া স্বগণ,
 উত্তরিল চতুর্দারে বিশ্রাম কারণ।
 গ্রাম প্রান্তে মনোহর স্থানেতে বসিলা,
 গ্রামের চৌধুরী আসি কহিতে লাগিলা।
 কোথা বা নিবাস প্রভু, কাহার কুমার,
 পরিচয় দেহ, গৃহে চলহ আমার।
 স্বগণ সহিত আজি করিব সেবন,
 বহুভাগ্যে পাইনু তুয়া পদ দরশন।
 ফৌজদার বলে বংশীবদন গোসাঞি,
 তাঁর পৌত্র, নাম হয় ঠাকুর রামাই।
 জাহ্নবা-পালিত ইনি নবদ্বীপে বাস,
 জগন্নাথ দরশনে মনে বড় আশ।
 এ কথা শুনিয়া তাঁর বাড়িল আনন্দ,
 অষ্টাঙ্গ লোটায় তেঁহ ধরি পদদ্বন্দ।

ঠাকুর কহেন আগে করিব রক্ষন,
 এই স্থানে রক্ষনের কর আয়োজন।
 এত বলি নিত্যকৃত্য করি সমাধান,
 সকলে মিলিয়া করে পাকের বিধান,
 চৌধুরীর আজ্ঞামাত্র সামগ্রী আনিলা,
 বস্ত্রের কাণ্ডার দিয়া পাক চড়াইলা।
 জাহ্নবা স্মরণ মাত্র পাকপূর্ণ হৈলা
 মানসে শ্রীমতী দ্বারে কৃষ্ণে সমর্পিলা।
 ডাকিলা বৈষ্ণবগণে করিতে ভোজন,
 ঠাকুর না খাইলে কেহ না করে গ্রহণ।
 পরিবেষ্টা নাহি কেহ বৈসহ সকলে,
 ক্ষতি কিছু নাহি হবে আগেতে বসিলে।
 প্রভুর নির্বন্ধে যত বৈষ্ণবের গণ,
 পরম আনন্দে মিলি করয়ে ভোজন।
 অবশেষে রামচন্দ্র করিলা সেবন,
 প্রসাদ বাড়িল খায় কত শত জন।
 কর্পূর তাম্বুলে প্রভু মুখশুদ্ধি করি,
 আলস্য ত্যজিতে যান শয্যার উপরি।
 করিতে লাগিলা ভৃত্য পাদ-সম্বাহন,
 সুখেতে শয়ন করে চৈতন্য-নন্দন।
 গ্রামের যতক লোক প্রসাদ লইয়া,
 নিজ নিজ ঘরে যায় পুলকিত হৈয়া।
 ঠাকুরের সহচর যতজন ছিল,
 আপন আপন স্থানে বিশ্রাম লভিল।

সন্ধ্যাতে আরম্ভ কৈলা সংকীৰ্ত্তনানন্দ,
 প্রবন্ধে করয়ে গান শুনি প্রেমানন্দ ।
 নগরে প্রবেশে সঙ্গে ধায় যত লোক,
 যেই দেখে শুনে তার যায় ছুঃখ শোক ।
 তাহাতে মধুর রস গান সুললিত,
 যে জন শুনয়ে তার মন বিমোহিত,
 কতক্ষণ গান করি নৃত্য আরম্ভিলা,
 অপরূপ নৃত্য ছাঁদে সবে বিমোহিলা ।
 নবীন যৌবন তাতে রূপের মাধুরী,
 যেই দেখে তার মনেদ্রিয় করে চুরি ।
 কি দেখিব কি শুনিব অতি সুললিত,
 অস্থির হইল সবে প্রেমে পুলকিত ।
 কেহ গড়াগড়ী যায় কেহ অচেতন,
 কেহ বা ফুকারি দৈন্যে করয়ে রোদন ।
 এইরূপে কতক্ষণ সুখে গুয়াইলা,
 চৌধুরী করজোড়ে কহিতে লাগিল ।
 ভোজন সামগ্রী কিছু আনি, আজ্ঞা হয়,
 মধ্যাহ্নেতে সেবা নাহি ভালমতে হয় ।
 প্রভু আজ্ঞা দিলা তারে কিছু আনিবারে,
 ক্ষীর সর ছানা ছুঙ্ক আনে ভারে ভারে ।
 প্রসাদ লইয়া সবে জলপান করি,
 সুখে নিদ্রা যান তথা লাগিয়া মশারি ।
 রাত্রিশেষে উঠি প্রভু ভৃঙ্গারের জলে,
 মুখ প্রক্ষালন করি বসিয়া বিরলে ।

করেন নিশ্চিত্তভাবে স্মরণ মনন,
 কতক্ষণ পরে ক্রমে উঠে সঙ্গীগণ ।
 পরমেশ্বর দাসে তথা আপনি ডাকিয়া
 কহেন বিবিধ কথা নিভৃতে বসিয়া ।
 সকলের মধ্যে তুমি হও সুপ্রবীণ,
 নিতান্তই আমি তব কথার অধীন ।
 নিত্যানন্দ প্রভু সখা মোর মান্যপাত্র,
 আমি কি মর্যাদা জানি সহজে অপাত্র ।
 বীরচন্দ্র প্রভু মোরে দিলা তোমা সনে,
 দেখাও সকল তুমি লয়ে সযতনে ।
 যাবৎ না আসি ফিরে শ্রীমতীর কাছে
 তাবৎ সকল ভার তোমারই আছে ।
 এ কথা শুনিয়া শ্রীপরমেশ্বর দাসে,
 কহিতে লাগিলা কিছু গদগদ ভাষে ।
 তুমিহ ঠাকুর পুত্র মহৎ সুজন,
 মোরে স্তুতি কর মুণ্ডি অতি অভাজন ।
 যেমন শ্রীবীরচন্দ্র তেমনিত হয়,
 আমা হতে যে হয় অন্যথা কভু নয় ।
 নিত্যানন্দ প্রভু যবে কৈলা অন্তর্দ্বান,
 বীরচন্দ্রে দেখি, তবে রেখেছি পরাণ ।
 কথায় কথায় ছুঁছ আনন্দ অপার,
 দৌহে কোলাকুলী দণ্ডবৎ নমস্কার ।
 সেই দিন দতে দৌহে কৃষ্ণকথা রঙ্গে,
 প্রেমে পূর্ণ হন নিতাই চৈতন্য প্রসঙ্গে

সন্ধ্যাতে আরম্ভ কৈলা সংকীৰ্ত্তনানন্দ,
 প্রবন্ধে করয়ে গান শুনি প্রেমানন্দ ।
 নগরে প্রবেশে সঙ্গে ধায় যত লোক,
 যেই দেখে শুনে তার যায় দুঃখ শোক ।
 তাহাতে মধুর রস গান শুল্ললিত,
 যে জন শুনয়ে তার মন বিমোহিত,
 কতক্ষণ গান করি নৃত্য আরম্ভিলা,
 অপরূপ নৃত্য ছাঁদে সবে বিমোহিলা ।
 নবীন যৌবন তাতে রূপের মাধুরী,
 যেই দেখে তার মনেদ্রিয় করে চুরি ।
 কি দেখিব কি শুনিব অতি শুল্ললিত,
 অস্থির হইল সবে প্রেমে পুলকিত ।
 কেহ গড়াগড়ী যায় কেহ অচেতন,
 কেহ বা ফুকারি দৈন্যে করয়ে রোদন ।
 এইরূপে কতক্ষণ সুখে গুয়াইলা,
 চৌধুরী করজোড়ে কহিতে লাগিল ।
 ভোজন সামগ্রী কিছু আনি, আজ্ঞা হয়,
 মধ্যাহ্নেতে সেবা নাহি ভালমতে হয় ।
 প্রভু আজ্ঞা দিলা তারে কিছু আনিবারে,
 ক্ষীর সর ছানা দুধ আনে ভারে ভারে ।
 প্রসাদ লইয়া সবে জলপান করি,
 সুখে নিজা যান তথা লাগিয়া মশারি ।
 রাত্রিশেষে উঠি প্রভু ভৃঙ্গারের জলে,
 মুখ প্রক্ষালন করি বসিয়া বিরলে ।

করেন নিশ্চিত্তভাবে স্মরণ মনন,
 কতক্ষণ পরে ক্রমে উঠে সঙ্গীগণ ।
 পরমেশ্বর দাসে তথা আপনি ডাকিয়া,
 কহেন বিবিধ কথা নিভৃতে বসিয়া ।
 সকলের মধ্যে তুমি হও সুপ্রবীণ,
 নিতান্তই আমি তব কথার অধীন ।
 নিত্যানন্দ প্রভু সখা মোর মান্যপাত্র,
 আমি কি মর্যাদা জানি সহজে অপাত্র ।
 বীরচন্দ্র প্রভু মোরে দিলা তোমা সনে,
 দেখাও সকল তুমি লয়ে সযতনে ।
 যাবৎ না আসি ফিরে শ্রীমতীর কাছে,
 তাবৎ সকল ভার তোমারই আছে ।
 এ কথা শুনিয়া শ্রীপরমেশ্বর দাসে,
 কহিতে লাগিলা কিছু গদগদ ভাষে ।
 তুমিহ ঠাকুর পুত্র মহৎ সৃজন,
 মোরে স্তুতি কর মুণ্ডি অতি অভাজন ।
 যেমন শ্রীবীরচন্দ্র তেমনিত হয়,
 আমা হতে যে হয় অন্যথা কভু নয় ।
 নিত্যানন্দ প্রভু যবে কৈলা অন্তর্দান,
 বীরচন্দ্রে দেখি, তবে রেখেছি পরাণ ।
 কথায় কথায় ছুঁছ আনন্দ অপার,
 দৌহে কোলাকুলী দণ্ডবৎ নমস্কার ।
 সেই দিন দতে দৌহে কৃষ্ণকথা রঙ্গে,
 প্রেমে পূর্ণ হনু নিতাই চৈতন্য প্রসঙ্গে ।

পরমেশ্বর দাস প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে,
 জগন্নাথক্ষেত্রে যাতায়াত কৈলা রঙ্গে ।
 জানিয়া ঠাকুর তাঁরে পুছে সমাদরে,
 দক্ষিণের পথ তাঁর নহে অগোচরে ।
 কথান্তে উঠিয়া প্রভু করিলেন স্নান,
 সকলেই নিত্যকৃত্য করিলা বিধান ।
 সাজ সাজ বলি ঘন পড়িল হাঁকার,
 সাজিল বৈষ্ণবসব দিয়া জয়কার ।
 একতোড়ে বাজে শিঙ্গা গগন জেদিয়া ।
 মহা কোলাহল হৈল সহর ভরিয়া ।
 বৈষ্ণবের অঙ্গকান্তি অতি নিরমল,
 সূর্য্যের কিরণে অঙ্গ করে ঝলমল ।
 সসজ্জ হইয়া সবে করিলা গমন,
 ঠাকুর করিলা নরযানে আরোহণ ।
 হেনকালে আইলা কৃষ্ণদাস চৌধুরী,
 বহুলোক সঙ্গে রহে দণ্ডবৎ পড়ি ।
 ঠাকুর করিলা তাঁরে আশীর্ব্বাদ দান,
 তিঁহ জোড় হাতে কহে প্রভু বিগ্ৰহমান ।
 সেবার কারণ কিছু আজ্ঞা হয় মোরে,
 ঠাকুর কহেন কিছু পাথেয়ের তরে ।
 সে পঞ্চবিংশতি মুদ্রা আগেতে ধরিলা,
 অষ্টাঙ্গ লোটায়ে শেষে প্রণাম করিলা ।
 চলিলা ঠাকুর সবে করিয়া কল্যাণ,
 এইরূপে গ্রামে গ্রামে বহুদূর যান ।

ক্রমে চলি চলি গেলা রেমুনা নিকটে,
 গ্রাম উপান্ত পার হৈলা ঘাটে ঘাটে ।
 যে গ্রাম মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হয়,
 সেই গ্রামে সেই রাত্রি সুখে বিলসয় ।
 দেখিবারে আসে লোক দেখি বিমোহিত,
 তাতে নানা নৃত্য গীত যন্ত্র সুললিত ।
 সে গ্রামের লোক নানাদ্রব্য ভেট দিয়া,
 বিবিধ শুশ্রূষা করে আহ্লাদ করিয়া ।
 এইরূপে রেমুনাতে হৈলা উপস্থিত,
 গোপীনাথ দেখিবারে মন উৎকণ্ঠিত ।
 শ্রীমন্দিরে গেলা সবে সন্ধ্যার সময়,
 আরতি দর্শন করি হৈলা প্রেমময় ।
 স্বগণ লইয়া বহু নৃত্য গীত কৈলা,
 সেবক আনিয়া মালা প্রসাদাদি দিলা ।
 গোপীনাথের পূর্ব্বকথা সকল শুনিলা,
 পুরীর লাগিয়া যৈছে ক্ষীর চুরি কৈলা ।
 পুরীরে গোপাল যৈছে দিলা দরশন,
 গোসাঞি করিলা যৈছে সেবা প্রকটন ।
 চৈতন্য গোসাঞি উক্ত এ সব বৃত্তান্ত,
 ঠাকুর শুনিলা একমনে আত্মোপাস্ত ।
 পুরী গোসাঞির অন্ত্যদশা শ্লোক পড়ি,
 প্রেমে পূর্ণ হৈলা প্রভু নেত্রে বহে বারি !
 তথাহি শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীকৃতভাবাবল্যাং ।
 অগ্নি দীন-দয়াদ্র নাথ ! মথুরানাথ ! কদাবলোকাসে,
 হৃদয়ং তদলোক-কাতরং দয়িত ! ভাম্যতি কিং করোম্যহং ।

পুরী গোসাঞির স্থান করি প্রদক্ষিণ,
অষ্টাঙ্গ লোটায় অঙ্গে স্কুরে প্রেমচিন্ ।
গোপীনাথে বন্দি তাঁর সেবকে মিলিয়া,
প্রভাতে চলিলা সবে হরষিত হৈয়া ।
কটক নিকটে এক গ্রাম মনোহর,
তাহাতে বসয়ে এক ধনী দ্বিজবর ।
শ্রীবংশীর শিষ্য তেঁহ পরিচয় পাঞা,
বহুত করিলা সেবা ভক্তিয়ুক্ত হঞা ।
কটকেতে গেলা প্রভু ক্রমে ক্রমে চলি,
দেখিবারে সাক্ষীগোপাল মনে কুতূহলী ।
গোগাল মন্দির পুছি করিলা গমন,
সাক্ষাৎ গোপাল সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন ।
দেখিয়া মুচ্ছিত হঞা পড়িলা ভূমেতে,
পরমেশ্বর দাস তাঁরে তুলে ধরি হাতে ।
স্থিরভাবে পুনরপি করয়ে দর্শন,
রূপের মাধুর্য কিছু না যায় বর্ণন ।
স্তুতি শ্লোক পড়ি কৈলা বহুত স্তবন,
মুখ-পদে নেত্রভঙ্গ কৈলা আরোপণ ।
নাসাবিধ ছন্দোবন্ধে প্রভু স্তুতি কৈলা,
পূজারী প্রসাদ দিয়া মালা গলে দিলা ।
মালা পেয়ে প্রেমানন্দে করয়ে নর্তন,
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ বাজায় বাজন ।
এইরূপে কতক্ষণ করি নৃত্য গান,
সেই রাত্রি সেই স্থানে কৈলা অবস্থান ।

গোপাল অধরামৃত সবে মিলি পাইলা,
গোপালের সেবা লাগি দ্রব্য কিছু দিলা ।
শুনিলেন গোপালের পূর্বের বৃত্তান্ত,
লালসা বাড়িল মনে শুনি আত্মঅন্ত ।
নিত্যানন্দ প্রভু উক্ত ছুই বিপ্রকথা,
যেছে গোপাল আসি সাক্ষী দিলা হেথা ।
সকল প্রসঙ্গ শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা,
আনন্দাশ্রু পুলক সব অঙ্গে প্রকটিলা ।
নানাবিধ প্রসঙ্গেতে রাত্রি গোড়াইলা,
গোপালে প্রণতি করি প্রভাতে চলিলা ।
আঠার নালায় চলি গেলা ক্রমে ক্রমে,
শ্রীমন্দির দেখিয়া বিভোর হৈলা প্রেমে ।
ভূমেতে উতরি করেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম,
বৈষ্ণব সকলে গান করে কৃষ্ণ নাম ।
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ কেহ করে নৃত্য,
যাত্রিক পথিক সব প্রেমেতে উন্মত্ত ।
এইরূপে নাচিতে গাইতে চলিগেলা,
নরেন্দ্রেতে গিয়া সবে উপনীত হৈলা ।
নরেন্দ্রের জল শিরে করিলা ধারণ,
পুরী শোভা দেখি হৈলা আনন্দিত মন ।
নারিকেল বন কত আশ্র কঁঠাল,
খর্জুর কদলী তাল উচ্চ উচ্চ শাল ।
বকুল কদম্ব কত চম্পক কানন,
অশোক কিংশুক কত দাড়িম্বের বন ।

নানাজাতি বৃক্ষ কত পুষ্পের উত্থান,
 নানাজাতি বিহঙ্গমে করিতেছে গান।
 অট্টালিকা কতশত চতুঃশালা ঘর,
 নানাচিত্র পর্তাকাতে দেখিতে সুন্দর।
 সহজে বৈকুণ্ঠ ধাম দেবের নিবাস,
 তাতে প্রভু জগন্নাথ করেন বিলাস।
 দেখিতে দেখিতে প্রভু পথে চলি যায়,
 ভক্তগণ আগে পিছে কৃষ্ণগুণ গায়।
 উপস্থিত হৈলা আসি সবে সিংহদ্বারে,
 অষ্টাঙ্গ লোটায়ে পড়ে ধরণী উপরে।
 ঠাকুরের হৈল দৈন্যভাবের উদয়,
 ক্ষণে স্তম্ভ ক্ষণে কম্প গদগদ প্রলয়।
 স্বরভঙ্গ হৈল মুখে না স্মুরে বচন,
 সঙ্গের বৈষ্ণবগণ করে সংকীৰ্ত্তন।
 মধ্যাহ্ন সময়ে যবে আরতি বাজিল,
 তবহি ঠাকুর কিছু সন্নিহ পাইল।
 জগন্নাথ সেবক যত আসি সন্নিধানে,
 কহেন চলহ জগবন্ধু দরশনে।
 ঠাকুর কহেন আগে করি গিয়া স্নান,
 তবে গিয়া দেখিব সে কমল বয়ান।
 স্নান করিবার তরে করিলা গমন,
 মহোদধি দেখি হৈলা প্রফুল্লিত মন।
 প্রণাম করিয়া জল মস্তকে ধরিলা,
 তবে নিজগণ লঞা জলেতে নামিলা।

কৌতুকে তরঙ্গে ভাসি ক্ষণে যায় দূরে,
 তরঙ্গ সহিত ক্ষণে লাগে আসি তীরে।
 এইরূপে কতক্ষণ জলকেলী করি,
 গমন করিলা সবে ধৌতবাস পরি।
 সিংহদ্বারে আসি মাত্র সবে দাঁড়াইলা,
 পাণ্ডাগণ আসি হাতে ধরি লয়া গেলা।
 দ্বার পার হঞা করি পাদপ্রক্ষালন,
 প্রদক্ষিণ করি কৈলা মন্দিরে গমন।
 গরুড়ের স্তম্ভ কাছে আসি দাঁড়াইলা,
 পাণ্ডাগণ উপরোধে নিকটে না গেলা।
 যে কিছু আছিল মুদ্রা পথের সম্বল,
 জগন্নাথ সম্মুখেতে ধরিলা সকল।
 নয়ন ভরিয়া দেখে কমললোচন,
 দেখিতে দেখিতে প্রভু আনন্দে মগন।
 দক্ষিণে শ্রীবলরাম সিতাম্বুজহ্যতি,
 বিকচ কমলনেত্র যেন মত্ত হাতী।
 মধ্যেতে সুভদ্রাদেবী নাহিক তুলনা,
 কমল-নয়নী পূর্ণচন্দ্র-নিভাননা।
 এ তিন মুরতি দেখি হৃদয়ে উল্লাস,
 দেখিতে দেখিতে হৈলা প্রেমের প্রকাশ।
 আনন্দাশ্রু বহে বক্ষে, পুলক সঞ্চার,
 জোড় হাতে রহে অঙ্গে সাত্ত্বিক বিকার।
 দণ্ডবৎ করিবারে যেন কৈলা মন,
 ভূমেতে পড়িলা প্রেমে হয়ে অচেতন।

পণ্ডিত গোসাঞি তথা কৈলা আগমন,
 দর্শন করিবারে কমল-লোচন।
 জগবন্ধু মুখ দেখি হইলা আনন্দ,
 ঠাকুরের প্রেম দেখি কহে মন্দ মন্দ।
 কোন্ জন প্রেমাবেশে ভূমিতে পড়িয়া,
 কাহার নন্দন ইনি কহ বিবরিয়া।
 দাস শ্রীপরমেশ্বর ছিলেন তথায়,
 পণ্ডিত গোসাঞি দেখি সানন্দ হৃদয়।
 দণ্ডবৎ কোলাকোলী নহে স্থানাভাবে,
 বাক্যে নতি স্তুতি করে অতি নতভাবে,
 ধূপ আরতি কালে আরতি বাজিল,
 ঠাকুর চেতন পেয়ে তবহি উঠিল।
 জয় জয় জগন্নাথ উচ্চ ধ্বনি হৈল,
 শঙ্খ ঘণ্টা কাংশ্য কত বাজিতে লাগিল।
 আইল সকল লোক দেখিতে ঈশ্বর,
 মহাভীড় হৈল দেখিবার নাহি স্থল।
 আরতি করিয়া জগবন্ধুর পূজারী,
 শ্রীমালা প্রসাদ রামে দিলা যত্ন করি।
 শ্রীমাল্য প্রসাদ পেয়ে আনন্দ অপার,
 বহু নতি স্তুতি করে দৈন্ত পরীহার।
 সে দিন হইল জগন্নাথে নিমন্ত্রণ,
 নিমন্ত্রণ শিরে ধরি বাহিরে গমন।
 পণ্ডিত গোসাঞি মালা প্রসাদ পাইয়া,
 নিজ বাসে চলি যান আনন্দিত হৈয়া।

সিংহদ্বারেতে রাম আসি দাঁড়াইলা,
 পণ্ডিত গোসাঞি কোথা পুছিতে লাগিলা
 পরমেশ্বর কহে প্রভু! রহ এইখানে,
 এখনি করিবে এই পথে আগমনে।
 ঠাকুর কহেন কোথা দেখা তোমা সনে,
 তেঁহ কহিলেন প্রভু-মন্দির প্রাঙ্গণে।
 মহাভীড় দেখি না করাহু পরিচয়,
 এখনি আসিবে হেথা শুন মহাশয়।
 বলিতে বলিতে হেনকালে গদাধর,
 সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলা সত্বর।
 ঐ দেখ বলি দাস ঠাকুরে জানালা,
 দেখিয়া ঠাকুর তবে সম্ভ্রমে উঠিলা।
 গোসাঞি কহেন তুমি কাহার নন্দন,
 পরিচয় দেহ শুনি সব বিবরণ।
 শ্রীবংশীবদন পৌত্র, জাহ্নবার দাস,
 তোমারে দেখিব মনে ছিল বড় আশ।
 বড় ভাগ্যফলে আমি পেলেম দর্শন,
 মোরে কৃপা কর নাথ! দিয়ে শ্রীচরণ।
 এত বলি পদে ধরি পড়িলা ভূমিতে,
 পণ্ডিত গোসাঞি তাঁরে তুলে ধরি হাতে।
 পুলকিত হইলেন তাঁরে কোলে করি,
 নয়নের নীরে অভিষেকে হৃদে ধরি।
 ক্ষণেকে সম্বিত পেয়ে কহেন গোসাঞি,
 ধন্য ধন্য ওহে বাপু! বলিহারী যাই।

জাহ্নবা তোমারে পূর্ণ কৃপা কৈলা জানি,
 তা না হলে হেন প্রেম কাঁহা পাইলে তুমি ।
 কিম্বা তুমি শ্রীবংশীবদন-শক্তিধর,
 বংশীরূপে অবতীর্ণ প্রেমের আকর ।
 ভাল হৈল এলে বাপু ! দেখিলাম তোমা,
 হৃদয় জুড়াল মোর দেখি তব প্রেমা ।
 কহ কহ গোড়ের কুশল সমাচার,
 গৌরাঙ্গ বিহীনে প্রাণ নাহি রহে আর ।
 কি দোষে আমারে প্রভু সঙ্গে নাহি লৈলা;
 এ কথা কহিতে যেন দ্রবীভূত হৈলা ।
 ঠাকুর ধরিয়া তাঁরে করিলা সুস্থির,
 কহিতে লাগিলা মুখ বচনে সুধীর ।
 শ্রীচৈতন্য প্রভু তব জগতে বিখ্যাত,
 একই স্বরূপ কিছু নাহি ভেদ তত্ত্ব ।
 ত্যজিয়া উদ্বেগ শুন গোড়ের কুশল,
 সকলেই শ্রীচৈতন্য বিরহে বিহ্বল ।
 শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভু সঙ্গ লৈল,
 কে কোথা আছয়ে, অন্য নাহিক সম্বল ।
 গোসাঞি কহেন অদ্বৈত কৈতবের গুরু,
 মান অভিমান বাঞ্ছা নাহি রাখে কারু ।
 নিত্যানন্দ বাউল না জানে ভালমন্দ,
 শ্রীবাস নর্তক কত জানে ছন্দোবন্ধ ।
 সবে মেলি নানারীতে নাচালা প্রভুরে,
 আনিল আপন সুখে লৈল বহু বরে ।

ঠাকুর কহেন প্রভু ! ইহা সত্য হয়,
 আপন প্রভুর কীর্তি বুঝা নাহি যায় ।
 গোপাঙ্গনাগণে ছাড়ি মধুপুরে বাস,
 মথুরা ছাড়িয়া পুরী দ্বারকা নিবাস ।
 সবার বিষণ্ণ মতি বুরয়ে নয়ন,
 হরি হরি কেন প্রভু করিলা এমন ।
 সে সকল ক্ষয় করি আইলা নবদ্বীপে,
 সন্ন্যাস করিলা সবে ফেলি ছুঃখকূপে ।
 ক্ষেত্র মধ্যে যে যে লীলা কৈলা গৌরহরি,
 দেখাহ শুনাহ মোরে সকল বিচারি ।
 গোসাঞি কহেন বাপু ! চল মোর বাস,
 ঠাকুর কহেন মহাপ্রসাদেতে আশ ।
 গোসাঞি আদেশে বহু প্রসাদ আইলা,
 সকলে মিলিয়া তবে গৃহেতে চলিলা ।
 তাঁহার গৃহেতে সেবা অতি সুশোভন,
 শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন ।
 দেখিয়া ঠাকুর বড় আনন্দিত হৈলা,
 সাষ্টাঙ্গ লোটায়ে তাঁরে দণ্ডবৎ কৈলা ।
 যথাযোগ্য সবা সনে কৈলা মেলামেলী,
 প্রসাদ পাইলা সবে হয়ে কুতূহলী ।
 সেই স্থানে বাসস্থলী নিশ্চয় করিলা
 দিব্য রম্যস্থান দেখি বিশ্রাম লভিলা ।
 জাহ্নবা রামাই পাদপদ্মে অভিলাষ,
 এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস ।
 ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের
 দশম পরিচ্ছেদ ।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

—ঃ ০ ঃ—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য প্রেমভক্তি দাতা,
 জয় জয় নিত্যানন্দ দীনহীন ত্রাতা ।
 অজ্ঞান অবিজ্ঞ অতি মন্দ ছুরাচার,
 এত দোষে দোষী তবু লিখি গুণ তাঁর ।
 পণ্ডিত গোসাঞি তথা নিজাসনে বসি,
 চৈতন্য বিয়োগে জাগি পোহায়েন নিশি ।
 কৃষ্ণনাম মুখে মাত্র করেন উচ্চার,
 কভু বা বিষাদে বহে নেত্রে জলধার ।
 এইরূপে সুখে দুঃখে গোঙায়েন কাল,
 জগন্নাথ দরশন বিহান্ বিকাল ।
 শ্রীকৃষ্ণ সেবেন্ অতি হরষিত মনে,
 দেখেন বিগ্রহে সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দনে ।
 তাঁহার চরিত কথা অতি সুললিত,
 আমি অজ্ঞ কি জানিব, সবে বিমোহিত ।
 আলস্য ত্যজিয়া রাম উঠিয়া বসিলা,
 কৃষ্ণ মনে ভাবি কিছু নিশ্চয় করিলা ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।

কিমলভ্যং ভগবতি প্রসরে শ্রীনিকেতনে,
 তথাপি তৎপর্য রাজন্ ! নহি বাঙ্কস্তি কিঞ্চন ।

॥ ১ ॥

যারে প্রভু কৃপা করেন কি অলভ্য তার,
 মনোবাঙ্ক্য পূর্ণ হয় স্মরণে যাঁহার ।
 শ্রীপুরুষোত্তমচন্দ্রে কৈলু দরশন,
 কোন ক্লেশ নাহি পথে সুখে আগমন ।
 গোপীনাথ গোপালু দেখিলু অনায়াসে,
 গোস্বামীর সঙ্গে দেখা হলো অনায়াসে ।
 পুরীতে আছে যত চৈতন্যের গণ,
 যে যে লীলা কৈলা প্রভু লয়ে ভক্তগণ ।
 পণ্ডিত গোসাঞি যদি দেখান্ সকল,
 তবে ত মানব জন্ম আমার সফল ।
 এতেক চিন্তিয়া মনে শয্যা তেয়াগিয়া,
 গোসাঞি সাক্ষাতে রাম দাঁড়াল আসিয়া ।
 তঁহ কহিলেন, কেন আইলে এতরাতে,
 ঠাকুর কহেন তব চরণ দেখিতে ।
 বসহ আসনে কহ কিবা প্রয়োজন,
 বসিয়া ঠাকুর তবে করে নিবেদন ।
 দেবীর অনুজ্ঞা মতে আইলু এই স্থানে,
 কিছুই বুঝিতে নারি ভজন সাধনে ।
 ভাগবত পড়াইয়া কহ তার অর্থ,
 আমি অজ্ঞ নাহি জানি ভক্তি পরমার্থ ।
 শ্রীচৈতন্য প্রভুলীলা যথা যেবা হয়,
 কৃপা করি সেই স্থান দেখাহ আমায় ।
 এই ক্ষেত্র মধ্যে আছে যত ভক্তগণ,
 মিলাহ সবায় প্রভু ! করি নিবেদন ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

এতেক শুনিয়া বলেন পণ্ডিত গোসাঞি,
 ধন্য ধন্য ওহে বাপু বলিহারি যাই।
 চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা তোমারে হয়েছে,
 দেখাব সকলে ইথে বিস্ময় কি আছে।
 এইরূপ প্রসঙ্গেতে রাত্রি পোহাইলা,
 নিত্যকৃত্য করিবারে দৌহে চলি গেলা।
 স্নান করি সমুদ্রেতে গেলা দরশনে,
 দরশন করিলা সেই কমল-লোচনে।
 দেখি প্রেমাবেশ হৈলা দৌহাকার মনে,
 দর্শন লালসে ভাব কৈলা সংগোপনে।
 গোসাঞি কহেন এই স্থানে শচীমুত,
 দরশন উৎকর্ষাতে হৈলা সমাগত।
 মুচ্ছাগত পড়ি রনু দ্বিতীয় প্রহর,
 হেথা হৈতে সার্বভৌম লইলা নিজ ঘর।
 এই সে গরুড়স্তুপ পার্শ্বে দাঁড়াইলা,
 এই গর্ত য়ার প্রেম অশ্রুতে ভরিলা।
 শুনি দেখি ঠাকুরের হৈলা প্রেমাবেশ,
 পড়িলা গোসাঞি-পদে আলুথালু কেশ।
 গোসাঞি কহেন বাপু! না হও চঞ্চল,
 নয়নে দেখহ পদ-মুখ নিরমল।
 এত বলি হাতে ধরি তুলি কৈলা কোলে,
 শৃঙ্গার আরতি দেখি বাহিরেতে চলে।
 প্রসাদের লাগি নিমন্ত্ৰণ পুনরায়,
 গোসাঞির আজ্ঞা লয়া কৈলা অঙ্গীকার।

সিংহ দ্বারের পার্শ্বে গর্ত এক হয়,
 যাতে পদ ধুইলা নিত্য শচীর তনয়।
 সেই গর্ত গোসাঞি দেখান ঠাকুরেরে,
 যাঁহা পদ ধুই যান প্রভুর মন্দিরে।
 সে গর্ত মৃত্তিকা লয়ে করিলা ভক্ষণ,
 মস্তকে ধরিতে হৈলা সজল-নয়ন।
 তথা হৈতে গেলা কাশীমিশ্রের নিবাস,
 সতত মিশ্রের চিত্তে বিরহ ছতাশ।
 গোসাঞি দেখিয়া কিছু হৈলা আনন্দ,
 নমস্কার করি কিছু কহেন মন্দমন্দ।
 তোমার সঙ্গিতে এহ হয় কোন্ জন,
 কোথা হৈতে আইলা হয় কাহার নন্দন?
 গোসাঞি কহেন বংশী-বদনের পৌত্র,
 নদীয়া-নিবাসী ইঁহ জাহ্নবার ছাত্র।
 খড়দহ হৈতে আইলা, সঙ্গ বহুজন,
 শ্রীজাহ্নবা পুত্রভাবে করিলা পালন।
 একথা শুনিয়া মিশ্র আনন্দিত হৈলা,
 বসিতে আসন দিয়া কহিতে লাগিলা।
 এস এস ওহে বাপু! বসহ আসনে,
 তুয়া মুখ দেখি ছুঁখ হৈল বিমোচনে।
 গোড়ের কুশল বল শুনি বাপধন!
 চৈতন্য বিহীনে সবে আছয়ে কেমন।
 আস্তে ব্যস্তে প্রভু তাঁরে কৈলা নমস্কার,
 হৃদে ধরি মিশ্র লভে আনন্দ অপার।

প্রেমাশ্রু সেচনে তাঁর ভাসালেন অঙ্গ,
 ক্ষণ পরে রামচন্দ্র করেন প্রসঙ্গ।
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনে সবে দুঃখ পায়,
 বিরহ বিহ্বল চিত্ত কহিব কি তায়।
 ধন্য তুমি তব গৃহে প্রভু কৈলা বাস,
 সতত দেখিলে গৌর-মুখেন্দু প্রকাশ।
 শ্রবণ নয়ন মন ইন্দ্রিয় সফল,
 প্রভুসঙ্গ লাভে তব আনন্দ অচল।
 কি ছার জনম মোর হৈল অকারণ,
 দেখিতে না পাইলাম অতুল চরণ।
 কোথা বা বসিলা প্রভু কোথা বা শুইলা,
 দেখাহ আমারে আজ না করিহ হেলা।
 নয়নে গলিত ধারা গদগদ বাণী,
 শুনিয়া মিশ্রের বাড়ে বিয়োগের খনী।
 ঠাকুরের হাতে ধরি মিশ্র মহাশয়,
 দেখান্ সে সব স্থান প্রভুর আলয়।
 হেথায় বসিলা প্রভু ভক্তগণ লয়ে,
 এখানে রহিলা প্রভু শয়ন করিয়ে।
 এই স্থান হৈতে ভাবে মূরছিত, পথে-
 বাহির হইয়া প্রভু পড়ে এই ভীতে।
 ক্ষত হৈল মুখনদ্য রুধির-শ্রবণ,
 প্রেমাবেশে এইখানে মুখ সংঘর্ষণ।
 ঠাকুর কহেন ইহা আশ্চর্য্য শুনিলা,
 মুখ-সংঘর্ষণ প্রভু কেন বা করিলা।

এ কোন্ ভাবের ভাব বুঝা নাহি যায়,
 হেন মহাভাব কথা কেই বা শুনায়।
 গোসাঞি কহেন ইহা লোকে শাস্ত্রে নাই
 সবে ব্যক্ত কৈলা প্রভু চৈতন্য গোসাঞি
 শুনিয়া ঠাকুর ভূমে পড়িয়া মুচ্ছিত,
 অতি সুকোমল তনু ধূলায় লুপ্তিত।
 দেখিয়া তাঁহার দৃশ্য হৈলা প্রেমাবেশ,
 দুইজনে ধরি তুলি আশ্বাসে বিশেষ।
 কহিলেন মিশ্র বাপু! ত্যজহ ব্যগ্রতা,
 নিশ্চয় করিলা কৃপা সূর্য্যদাস-সুতা।
 এ হেন অপূর্ব্ব প্রেম হৃদে স্কুরিয়াছে,
 চৈতন্য প্রভুতে রতি তোমার হয়েছে।
 ঠাকুর কহেন ব্যর্থ আমার জীবন,
 নয়নে না দেখিলাম অভয় চরণ।
 তোমরা তাঁহার সঙ্গে থাকি দিবারাতি,
 সেবিলে অশেষ রূপে সাধিলে যে প্রীতি।
 তোমাদের কৃপা বিনে কিছু না হইবে,
 প্রেম প্রাপ্তি নাহি হবে মায়া না ছুটিবে।
 এ কথা শুনিয়া তাঁরে বহু প্রশংসিলা,
 নিজালয়ে গিয়া লীলা সব শুনাইলা।
 সেদিন মিশ্রের গৃহে করি অবস্থান,
 প্রসাদ পাইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ।
 পণ্ডিত গোসাঞি গেলা আপনার বাসে,
 ঠাকুর রহিলা সেই রাত্রি মিশ্র পাশে।

তাঁর মুখে শ্রীচৈতন্য লীলাগুণ শুনি,
 উৎকর্ষা বাড়িল মনে জোড়করি পাণি ।
 কহেন কাতরে শুন মোর নিবেদন,
 গৌরঙ্গের ভক্ত সঙ্গে করাও মিলন ।
 চৈতন্য বিহীনে সবে আগল পাগল,
 তা সবারে দেখে করি নয়ন সফল ।
 মিশ্র কহিলেন বাপু ! সুস্থ কর মন,
 অনায়াসে হবে তব বাঞ্ছিত পূরণ ।
 দেখাও আমারে সে স্বরূপ রামানন্দ,
 বড় সাধ আছে মনে লভিব আনন্দ ।
 মিশ্র কহিলেন বাপু ! না পারি কহিতে,
 স্বরূপ গোস্বামী দেহ রাখিলা শোকেতে ।
 আছে বটে রামানন্দ নহে অন্তর্দ্বান,
 প্রভুর বিচ্ছেদে তাঁর দহিতেছে প্রাণ ।
 সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরহে বিহ্বল,
 শ্রীচৈতন্য ধ্যানে রহে ছাড়ি অন্নজল ।
 শ্রীপ্রতাপ রুদ্র মহারাজ চক্রবর্তী,
 বিষয় ছাড়িয়া ভাবে চৈতন্য মুরতি ।
 অপর যতেক ভক্ত চৈতন্য বিহীনে,
 অন্তর্দ্বান লীলা সবে কৈলা দিনে দিনে ।
 সবার বিষয় মতি বুরয়ে নয়ন,
 হরি হরি কেন প্রভু করিলা এমন ।
 গোপীনাথ শ্রীমন্দিরে প্রভু প্রবেশিলা,
 কোথাকারে গেলা পুন নাহি বাহিরিলা ।

বলিতে বলিতে মিশ্র পড়িলা ভূমেতে,
 দেখিয়া ঠাকুর ছুঃখে লাগিলা কাঁদিতে ।
 শ্রীগৌরঙ্গ আসি মিশ্রে দিলা দরশন,
 মিশ্র উঠি দেখে যেন শুভের স্বপন ।
 কোথা প্রভু কোথা প্রভু বলেন সঘনে,
 দশদিকে চাহে কভু নহে দরশনে ।
 এইমত নিজ ভক্তে মুচ্ছিত দেখিলে,
 প্রাণ রাখিবার তরে দেখা দেন ছলে ।
 প্রেমে মিলে বাহে নাহি পায় দরশন,
 এই লাগি মৌনব্রতে রহে কোনজন ।
 অন্তর্মনা হয়ে রহে জড় হেন প্রায়,
 গৌরঙ্গের পাদপদ্ম দেখয়ে হিয়ায় ।
 কদম্বকেশরঅঙ্গ পুলক-সিক্ত,
 সঘনে কাঁপয়ে অঙ্গ ভাব অপ্রমিত ।
 সে অতি অদ্ভুত ভাব বুঝা নাহি যায়,
 সেই সে বুদ্ধিতে পারে ভক্তকৃপা যায় ।
 এ সব প্রসঙ্গে তথা রাত্রি কাটাইলা,
 প্রভাতে সমুদ্রে আসি সুখে স্নান কৈলা ।
 পূর্ববৎ জগবন্ধু করি দরশন,
 প্রেমাবেশে অশ্রুনেত্র লোমহরষণ ।
 শ্রীমাল্য প্রসাদ লভি মিশ্র গৃহে আসি,
 প্রসাদ পাইলা নিজগণ সঙ্গে বসি ।
 আচমন করি তথা বিশ্রাম করিয়া,
 কহিতে লাগিলা কিছু মিশ্রে সম্বোধিয়া

মিশ্র মহাশয় ! তুমি বড় ভাগ্যবান,
 কায়-মনো-বাক্যে তব গৌরাজ্জ পরাণ ।
 এই কৃপা কর যাতে শুদ্ধা ভক্তি হয়,
 যাহাতে লভিতে পারি প্রেমের আশ্রয় ।
 আমারে দেখাহ গোপীনাথের চরণ,
 তোমার চরণে পড়ি করি নিবেদন ।
 মিশ্র কহিলেন বাপু ! ত্যজহ ব্যগ্রতা,
 তব মনোবাক্স পূর্ণ হইবে সর্বথা ।
 চলহ যাইব গোপীনাথ দরশনে,
 দেখিয়া জুড়াবে সেই বঙ্কিমনয়নে ।
 বলিতে বলিতে গোপীনাথে উপনীত,
 দেখিয়া কমলমুখ পুলকে পূরিত ।
 অশ্রুনেত্র, ধারাবহে অঙ্গ স্তম্ভপ্রায়,
 জাড্য বৈকল্য ঘন স্বেদ-বিন্দু তায় ।
 চৈতন্য বিয়োগ দশা, দর্শন আনন্দ,
 হরষ বিষাদে তথা লাগি গেলা দ্বন্দ্ব ।
 অধৈর্য্য হইয়া পড়ি ক্ষণে ধৈর্য্য হয়,
 দেখিয়া দর্শকগণ করে হায় হায় ।
 লোকের সংঘট আর ক্ষনপদরোলে,
 চকিত ভাবেতে উঠি তথা হৈতে চলে ।
 উদ্যান বিহার যথা কৈলা গোরারায়,
 তাঁহা ঘেয়ে প্রেমাবেশে গড়াগড়ী যায় ।
 তাঁহা হইতে গেলা দৌহে গুণ্ডিচাআলয়,
 তাঁহা যাই প্রভু লাগি বহু বিলপয় ।

গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলা শুনি মিশ্রমুখে,
 বহুত বিলাপ করে ধারা বহে চক্ষে ।
 তাঁহা হৈতে গেলা ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর,
 যাহা জলকেলী কৈলা গৌরনটবর ।
 সেই জলে স্নান করি নিজে ধন্য মানে,
 জলকেলী কথা সব মিশ্রমুখে শুনে ।
 সেই জল পান করি প্রেম উথলিলা,
 আপনা নিন্দিয়া বহু দৈন্য প্রকাশিলা ।
 তথা হইতে গেলা হরিদাসের সদন,
 প্রণাম করিয়া বহু করিলা রোদন ।
 অঙ্গনেতে গড়াগড়ী দিলা কতক্ষণ,
 শ্বেত সূক্ষ্ম রেণু অঙ্গে লাগে অগণন ।
 রেণু মাখি মণে হইল গৌর-পদ ধূলি,
 পুলকে পূরল অঙ্গ নাচে বাহু তুলি ।
 দাস ঠাকুরের লীলা শুনি মিশ্র মুখে,
 গৌর সহ প্রেম শুনি ভাসে মহাসুখে ।
 রূপ সনাতন ভট্ট যঘুনাথ দাস,
 প্রভু সঙ্গে ইহাদের যে জাতি বিলাস
 সে সকল কথা শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা,
 তাঁর আৰ্ত্তি দেখি মিশ্র বিস্তারি কহিলা
 ভক্তগণ লয়ে প্রভুর অপূর্ব বিলাস,
 শুনিয়া ঠাকুরে হৈল পুলক প্রকাশ ।
 ভাবেন মনেতে ব্রজে যাব কত দিনে,
 দেখা হবে কবে রূপ সনাতন সনে ।

রামানন্দ রায় সনে মিলিবার আশে,
জিজ্ঞাসেন কাশীনিশ্রে স্মধুর ভাষে।
বলুন আমারে কাঁহা রায় মহাশয়,
তাঁর বাসে চলি করাউন্ পরিচয়।
তবে মিশ্র লয়ে গেলা রায়ের সদন,
রায় বসি সদা ভাবেন্ চৈতন্য-চরণ।
হেনকালে কাশীমিশ্র হৈলা উপনীত,
মিশ্রে দেখি বাহনেত্রে চাহে চারিভিত।
বিরহে আকুল অঙ্গ নিতান্ত দুর্বল,
কভু কিছু ভক্ষণ করয়ে মাত্র জল।
রামাই দেখিয়া, মনে করিয়া চিন্তন,
বলেন বলহ মিশ্র এহ কোন্ জন?
মিশ্র কহিলেন বংশী-বদনের পৌত্র,
নদীয়া নগরবাসী উদার চরিত্র।
রামাই ইহাঁর নাম জাহ্নবানুগত,
পরম বৈষ্ণব রজস্তুমবিবর্জিত।
চৈতন্য চরণপদ্মে কায়মনে নিষ্ঠা
প্রভুর ভক্তের সঙ্গে মিলিবারে তৃষ্ণা।
জগন্নাথ আইলেন দর্শন আশায়
হেথায় আইলা মোরে করিয়া সহায়।
রায় কহিলেন বাপু! এস করি কোলে,
এত বলি কোলে করি সিঞ্জে অশ্রুজলে।
ঠাকুর কহেন কৃপা কর মহাশয়,
বহুদিনে পূর্ণ হৈল মনের আশয়।

তোমাতে চৈতন্য প্রভু সদা অধিষ্ঠান,
তোমার প্রেমের বশ গৌর ভগবান।
এতদিনে ধন্য হৈল আমার জীবন,
দয়া করি মোর মাতে দেহ শ্রীচরণ।
হরি! হরি! হেন বাক্য না কহিও মোরে,
একে শ্রেষ্ঠ তাহে প্রভুকৃপা যে তোমারে।
তোমার সৌন্দর্য্য দেখি হৃদয়ে উল্লাস,
সব হুঃখ গেলা দূরে আনন্দ প্রকাশ।
দৌহো প্রেমে গরগর নেত্রে জলধার,
বাহুমাত্র নাহি অঙ্গে পূলক সঞ্চার।
কতক্ষণ বৈ দৌহে সুস্থির হইলা,
রায়ের সম্মুখে রাম আসনে বসিলা।
মিশ্র বসিলেন তথায় অন্য আসনে,
সঙ্গীগণ বসিলেন যথাযোগ্য স্থানে।
জিজ্ঞাসেন রায় তবে গৌড়ের বারতা,
ঠাকুর কহেন আর কি কহিব কথা।
প্রভুর বিরহে যত গৌড়-ভক্তগণ,
অন্ন জল নাহি খান্ বিষণ্ণ-বদন।
আমি অজ্ঞ নাহি দেখি না যাই কোথায়,
সবে মাত্র শুনি লোক করে হায় হায়।
নীলাচল আইলাম প্রভু আজ্ঞা মাগি,
জগন্নাথ দেখিলাম জন্ম-ফলভাগী।
তাহা হৈতে ভাগ্য তব দেখিহু চরণ,
হৃদ্য ভ মানুষ জনমের প্রয়োজন।

তথাহি।—

অন্ধোঃ ফলং তাদৃশ-দর্শনং হি
তন্ময়াঃ ফলং তাদৃশ-গ-ত্র-সঙ্গঃ
জিহ্বা-ফলং তাদৃশ-কীর্তনং হি
স্বহৃৎ ভাগবতা হি লোকে ॥ ২ ॥

সাধু দরশন পরশন গুণকথা,
নেত্র জিহ্বা ইন্দ্রিয়াদি সফল সর্বথা।
ভক্তের হৃদয়ে প্রভু সদা অধিষ্ঠান,
মহতের কৃপা বিনা না হয় কল্যাণ।
মোরে কৃপা কর আমি অজ্ঞান পামর,
আশা করি আইলাম তোমার গোচর।
রার কহে কাহে তুমি কর দৈন্য উক্তি,
জাহ্নবা তোমারে দিলা নিজ প্রেম-ভক্তি।
অমিয় হৃৎ প্রেম তোমাতে সঞ্চার,
কি হেতু আপনা মনে করহ ধিক্কার।
কিন্বা এই প্রেমানন্দ স্বাভাবিক হয়,
জীব-অভিমাণে সদা আপনা নিন্দয়।
জীব নিত্য দাস তেঁই সেবানন্দে মন,
কৃষ্ণানুধি জলে সদা ইন্দ্রিয় মার্জন।
সেই শুদ্ধ ভক্তি যার হৃদয়ে গছিল,
সালোক্যাদি মুক্তিপদ তার তুচ্ছ হৈল।
ঠাকুর কহেন মুক্তি না করি গ্রহণ,
সেবানন্দ মাগে জীব কিসের কারণ।

রায় কহিলেন বাপু! প্রেম স্বহৃৎ ভ,
কোটি মুক্তি ফলে তার না মিলয়ে লব।
তথাহি পাশ্বে।

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ
স্বহৃৎ ভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহা মূনে।
৩।

শুনিয়া রামের মহা প্রেম উথলিল,
স্তম্ভ কম্প হর্ষ, অশ্রু নয়ন ভরিল।
আনন্দ দেখিয়া রায়ে প্রেমের সঞ্চার,
বহুবিধ প্রশংসয়ে তাঁরে বারবার।
রায়ের প্রযত্নে তথা প্রসাদ ভোজন,
ভোজনান্তে কাশা মিশ্র করিলা গমন।
সেই রাত্রি রামচন্দ্র রহিলা সেখানে,
কৃষ্ণ কথা রায়মুখে শুনে কায় মনে।
ভক্তির নিদ্বান্ত প্রেম-তত্ত্ব নিরূপণ,
বিবিধ বিলাস নিত্য ভক্তি সংস্থাপন।
যে সকল কথা মহাপ্রভুরে কহিলা।
ঠাকুরের ভক্তি দেখি সব শুনাইলা।
প্রাতঃকালে উঠি পূর্ববৎ আচরণ,
মহোদধি জ্ঞান জগবন্ধু দরশন।
দিনে পরিক্রমা সব ভক্তগণ সঙ্গে,
শ্রীগৌরাজ লীলা দেখি প্রেম-চিহ্ন অঙ্গে।
রাতে রায় পাশে বসি কৃষ্ণ-কথাস্বাদ,
শুদ্ধ ভক্তি দেখি সবে করয়ে আহ্লাদ।

সবার আহ্লাদে ভক্তি অধিক বাড়য়,
যথাযোগ্য প্রীতি স্নেহ গৌরব প্রণয়।
এইরূপে কিছুদিন সহি লীলাচলে,
ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথা কহে কুতূহলে।
যত্নপিও অপ্রকটে ভক্তগণ হুঃখী,
তথাপিও লীলাগুণ গানে সবে সুখী।
বিলাস-বিবর্ত পদ শুনি রায় মুখে,
তার অর্থ জিজ্ঞাসেন প্রেমের পুলকে।
ঠাকুর কহেন কৃপা করি কহ শুনি,
কহিতে লাগিল রায় তাঁর ভক্তি জানি।

তথাহি পদং।

পহিলিহি রাগ নয়ন ভঙ্গভেল,
অহুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
না মো রমণ না হাম রমণী,
হুঁহ মন মনোভব পেশল জানি।
এ সখি! মো সব প্রেমকো কহানি,
কাহুঠামে কহবি বিচুরল জানি।
না খোজল দূতী না খোজল আন,
হুঁহকো মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ।
অব মোহ বিরাগ তুঁহ ভেলি দূতী,
সুপুরুষ প্রেম কো ঐছন রীতি।

রায় কহিলেন বাপু! শুনহ তাৎপর্য,
পহিল রাগের কথা পরম আশ্চর্য।

বাল্য পৌগণ্ড গিয়ে কৈশোরে প্রবেশ,
তাহাতে হইলা রাগোৎপত্তি নির্বিশেষ।
যখন হইল সেই রাগের অঙ্গুর,
চিত্রপট দেখি তখি নয়ন-ভঙ্গুর।
অহুদিন বাড়ে তার অবধি না হয়,
তাহে মুরলীর ধনি হইল সহায়।
সখী সম্বোধিয়া রাই! কহে এই কথা,
কাহুঠামে প্রিয় সখি! কহ গিয়া তথা।
প্রথম রাগেতে হৈলা নয়ন ভঙ্গুর,
দিনে দিনে বাড়ি প্রেম হইল অতুল।
রমণ রমণী ভাব কিছু নাই মনে,
মনোভব হুঁহ মন পিশিল তখনে।
প্রিয়সখি! সেই সব প্রেম-বিবরণী,
কহিও, সে কাহু আজ ভুলিল আপনি।
দূতী না খুঁজিহু, অণু জনে না ডাকিহু,
পঞ্চবাণে একমাত্র মধ্যস্থ করিহু।
এখন সে রাগ কোথা? তুমি হলে দূতী,
সুপুরুষ সুপ্রেমের এই রূপ রীতি।
শুনিয়া ঠাকুর রাম প্রেমে ঢল ঢল,
সাত্ত্বিক ভাবেতে অঙ্গ হৈল চঞ্চল।
রায়ের গভীর বাণী অতি সুমধুর,
শ্রবণ জুড়ায় সব ব্যথা যায় দূর।
পুন জিজ্ঞাসেন সাধ্য বস্তু কিসে পায়,
পুলকিত মনে রায় তাঁহারে বুঝায়।

৯০

সখী অমুগত এই ব্রজের ভজন,
অন্ত কোন মতে নহে শুন দিয়া মন ।
সখীগণ হইলেন রাধা স্বপ্রকাশ,
এই হেতু উভয়ের করে ভাবোন্মাস ।
সুখের বিভূতি রাধাকৃষ্ণের বাড়ায়,
দৌহার আনন্দে, সখী ইন্দ্রিয় জুড়ায় ।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ।
বিভুরপি স্বরূপ স্বপ্রকাশোপি ভাবঃ,
ক্ষণমপি নহি রাধাকৃষ্ণয়োৰ্য ঋতে স্বাঃ ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিহ্নিত্বতীবিশেষঃ,
শ্রয়তি ন পদমাশাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ । ৪ ॥
কৃষ্ণের মিলন সখী না করে প্রত্যাশা,
রাধাকৃষ্ণে মিলাইয়া দেখা মাত্র আশা ।
যে সুখ-সাগরে গোপী আপনা পাসরে,
সে সুখের কেহ নাহি সীমা দিতে পারে ।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ।

সখ্যাঃ শ্রীরাধিকায়াঃ ব্রজকুমুদবিধোজাদিনী

সারাংশঃ প্রেমবল্লভাঃ কিশদয়-দল-পুষ্পাদি-

সিজ্ঞায়াম্ কৃষ্ণলীলামৃত-রস-নিচয়ৈ

জাতোন্মাসাঃ স্বসেকাচ্ছতগুণমধিকং সন্তি
যন্তমুচিত্রং ॥ ৫ ॥

শুনিয়া রামের নেত্রে বহে প্রেমজল,
কদম্ব-কেশর অঙ্গ অতি সুকোমল ।
রায়েচর চরণ ধরি করয়ে রোদন,
রায়েচর পুলক অঙ্গ, বুরয়ে নয়ন ।
বিশাখার চিত্তবৃত্তি রায়েতে ফুরণ,
প্রেমের তরঙ্গ তাতে বহে অমুক্ষণ ।

রাধাকৃষ্ণের চিত্তস্থ প্রতিমূর্তিস্বরূপা ললিতাদি সখীগণ ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের সেই অপরূপ
রতি সুখের স্বাচ্ছন্দ্য-বিলাসের ভাব পরিপুষ্ট হইতে পারে না ; সখীগণ না হইলে কখনই রাধা-
কৃষ্ণের মহাভাব ও মাধুর্য্য পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না ; সুতরাং কোন্ রসজ্ঞ ব্যক্তি সখী-পদাশ্রয়
না করিয়া থাকিতে পারে ? ॥ ৪ ॥

ললিতাদি সখী ও শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরী প্রভৃতি মঞ্জরী সকল ব্রজকুমুদ-চন্দ্র নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের
হ্লাদিনী শক্তির সারাংশ ; তাঁহারা সর্বদাই শ্রীমতী রাধিকার সদৃশ, তাঁহারা হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা
রাধারূপ প্রেমলতার নবীন-পল্লব ও পুষ্প সদৃশ, সুতরাং যখন কৃষ্ণলীলারূপ অমৃত রসে রাধালতা
অভিযুক্ত ও উল্লসিত হয়, তখন রাধালতার পত্র-পুষ্প-স্বরূপা সখীগণ আপনাদিগের অভিগেচন
অপেক্ষাও যে রাধালতার মূল সেচনে শতগুণ আসন্দ অমুভব করিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে । ৫ ॥

সখী অনুগত এই ব্রজের ভজন,
অন্য কোন মতে নহে শুন দিয়া মন ।
সখীগণ হইলেন রাধা স্বপ্রকাশ,
এই হেতু উভয়ের করে ভাবোন্মাস ।
সুখের বিভূতি রাধাকৃষ্ণের বাড়ায়,
দৌহার আনন্দে, সখী ইন্দ্রিয় জুড়ায় ।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ।
বিভুরপি স্মধরূপ স্বপ্রকাশোপি ভাবঃ,
ক্ষণমপি নহি রাধাকৃষ্ণয়োৰ্য্য ঋতে স্বাঃ ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিহ্নভূতীবিশেষঃ,
শ্রয়তি ন পদমাশাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ । ৪ ॥
কৃষ্ণের মিলন সখী না করে প্রত্যাশা,
রাধাকৃষ্ণে মিলাইয়া দেখা মাত্র আশা ।
যে সুখ-সাগরে গোপী আপনা পাসরে,
সে সুখের কেহ নাহি সীমা দিতে পারে ।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ।
সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়াঃ ব্রজকুমুদ-চন্দ্র-নন্দ-নন্দন-প্রভৃতিঃ

সারাংশঃ প্রেমবদন্ত্যাঃ কিশদ-নন্দ-প্রভৃতিঃ

সিন্ধুয়াং কৃষ্ণলীলামৃত-রস-নির্ভর-প্রভৃতিঃ

জাতোন্মাসাঃ স্বসেকাচ্ছতগুণবিকাশ-প্রভৃতিঃ

শুনিয়া রামের নেত্রে বহে প্রেমজল,
কদম্ব-কেশর অঙ্গ অতি সুকোমল ।
রায়ের চরণ ধরি করয়ে রোন,
রায়ের পুলক অঙ্গ, ঝুরয়ে নয়ন ।
বিশাখার চিত্তবৃত্তি রায়েতে সুবল,
প্রেমের তরঙ্গ তাতে বহে অমূল্যল ।

রাধাকৃষ্ণের চিত্তস্থ প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপা ললিতাদি সখীগণ ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের সেই স্ব-
রতি সুখের স্বাচ্ছন্দ্য-বিলাসের ভাব পরিপুষ্ট হইতে পারে না ; সখীগণ না হইলে কখনই রাধা-
কৃষ্ণের মহাভাব ও মাধুর্য্য পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না ; সুতরাং কোন্ রসজ্ঞ ব্যক্তি সখী-গণ-
না করিয়া থাকিতে পারে ? ॥ ৪ ॥

ললিতাদি সখী ও শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরী প্রভৃতি মঞ্জরী সকল ব্রজকুমুদ-চন্দ্র নন্দ-নন্দন-প্রভৃতি
হ্লাদিনী শক্তির সারাংশ ; তাঁহারা সর্ব্বথাই শ্রীমতী রাধিকার সদৃশ, তাঁহারা হ্লাদিনী শক্তির
রাধারূপ প্রেমলতার নবীন-পদ্ম ও পুষ্প সদৃশ, সুতরাং যখন কৃষ্ণলীলারূপ অমৃত রসে রাধার
অভিষিক্ত ও উল্লসিত হয়, তখন রাধালতার পত্র-পুষ্প-স্বরূপা সখীগণ আপনাদিগের অতি
অপেক্ষাও যে রাধালতার মূল সেচনে শতগুণ আসন্দ অনুভব করিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে । ৫ ॥

সখী যখন এই প্রকার ভজন,
কর কোন মত নহে তন দিয়া মন ।
সখী হইলেন রাধা বপ্রকাশ,
এই যে ভক্তের করে ভাবোন্মাস ।
কৃষ্ণ বিহুতি রাধাকৃষ্ণের বাড়ায়,
কৈশর আনন্দে, সখী ইন্দ্রিয় জুড়ায় ।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ।
বিদ্রুপিত হুৎকরণ বপ্রকাশোপি ভাবঃ,
কন্যাপি নহি রাধাকৃষ্ণার্থো ধ্যতে স্বাঃ ।
প্রমত্তি বদপুষ্টিং চিহ্নিত্বীতিবিশেষঃ,
স্বতি ন গন্যমাং কঃ সখীনাং বদস্তঃ । ৪ ॥
কৃষ্ণের মিলন সখী না করে প্রত্যাশা,
রাধাকৃষ্ণে মিলাইয়া দেখা মাত্র আশা ।
যে মুখ-বাগরে গোপা আপনা পাসরে,
সে মুখের কেহ নাহি সীমা দিতে পারে ।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ।

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়ঃ ব্রজকুমুদবিধোহ্লাদিনী

নাম শব্দেঃ,

সারাংশঃ প্রেমবল্লভ্যঃ কিশলয়-দল-পুষ্পাদি-

তুল্য্যঃ স্বতুল্য্যঃ ।

সিদ্ধায়াং কৃষ্ণলীলামৃত-রস-নিচয়ৈ রুচ্যমন্ত্য্য-

মমুখ্য্যং,

জাতোন্মাসাঃ স্বসেকাচ্ছতগুণমধিকং সন্তি

বস্তুমচিত্রং ॥ ৫ ॥

গুনিয়া রামের নেত্রে বহে প্রেমজল,
কদম্ব-কেশর অঙ্গ অতি সুকোমল ।
রায়ের চরণ ধরি করয়ে রোদন,
রায়ের পুলক অঙ্গ, বুঝয়ে নয়ন ।
বিশাখার চিত্তবৃত্তি রায়েতে ক্ষুরণ,
প্রেমের তরঙ্গ তাতে বহে অনুক্ষণ ।

রাধাকৃষ্ণের চিত্তস্থ প্রতিকৃতিস্বরূপা ললিতাদি সখীগণ ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের সেই অপূর্ণ
রতি মুখের স্বাক্ষর-বিনাসের ভাব পরিপূর্ণ হইতে পারে না ; সখীগণ না হইলে কখনই রাধা-
কৃষ্ণের মহাভাব ও মাধুর্য্য পরিবর্তিত হইতে পারে না ; সুতরাং কোন্ রসজ্ঞ ব্যক্তি সখী-পদাশ্রয়
না করিয়া থাকিতে পারে ? ॥ ৪ ॥

ললিতাদি সখী ও শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরী প্রভৃতি মঞ্জরী সকল ব্রজকুমুদ-চন্দ্র নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের
হ্লাদিনী শক্তির নারাংশ ; তাঁহারা সর্বথাই শ্রীমতী রাধিকার সদৃশ, তাঁহারা হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা
রাধারূপ প্রেমভক্তার নবীন-পুষ্প ও পুষ্প সদৃশ, সুতরাং যখন কৃষ্ণলীলারূপ অমৃত রসে রাধালতা
বিভিক্ত ও উল্লসিত হয়, তখন রাধালতার পত্র-পুষ্প-স্বরূপা সখীগণ আপনাদিগের অভিসেচন
পেঁকাও যে রাধালতার মূল সেচনে শতগুণ আমন্দ অনুভব করিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে । ৫ ॥

ঠাকুরে করিয়া কোলে সিঞ্চে প্রেমজলে,
সঙ্গে বচনে কত আহ্লাদন করে ।
রায় কহে যদি বাপু ! যাহ বৃন্দাবন,
রূপ সনাতন সঙ্গে করিহ মিলন ।
স্বরূপ গোসাত্তি সঙ্গে না হলো মিলন,
সেহ ভাগ্যবান পাইলা প্রভুর চরণ ।
নিজ কড়চায় কৈলা জাহ্নবার শুভ,
তাহা লিখি লহ পাবে সব অশুভ ।
স্বরূপ কড়চা রাম লিখিয়া লইলা,
পড়িতে পড়িতে প্রেমে পুলকিত হৈলা ।
তথাহি ।

রাধিকানুপূর্বমজ্ঞানজন্মমঞ্জরী,
কুঙ্কুমাক্ষর্যপদ্মনিন্দিদেহবল্লরী ।
শেষ-নিত্যবাস-ফুল্পদ-গন্ধলোভিনী,
শস্ত্রনোভু ময্যধীশ সূর্য্যদাস-নন্দিনী । ৬ ॥
এরূপ অষ্টক পড়ি প্রেমার্গবে ভাসে,
বহুবিধ দৈন্ত্য বাক্য কহে রায় পাশে ।
রায় কহিলেন বাপু ! শুন তথ্য কথা,
আমারে গৌরব দিয়া দৈন্ত্য কর বৃথা ।
অনঙ্গ মঞ্জরী সেই সূর্য্যদাস সূতা,
তোমারে করিলা কৃপা জানিয়া সর্ব্বথা ।
শ্রীরাধিকা সমা সেই অনঙ্গ মঞ্জরী,
এক দেহ এক প্রাণ বিলাস-নাগরী ।

তাহার চরণে তুমি আশ্রয় লইলে,
মো হতে ছল্লভ প্রেম তুমি ত পাইলে ।
তাতে তুমি বংশী-বদনের শক্তিধর,
তোমার অতুল প্রেম ব্রহ্মা অগোচর ।
তোমার তুলনা বাপু ! রহুক তোমায়,
তব আগমন পূত করিতে আমায় ।
এত বলি কোলে করি সিঞ্চে প্রেমজলে ।
সুবর্ণ সোহাগা যেন এক ঠাই মিলে ।
এইরূপে রায় পাশে কৃষ্ণগুণ কথা,
শুনিয়া ঘুচিল সব হৃদয়ের ব্যথা ।
গদাধর স্থানে ভাগবত অধ্যয়ন,
ভক্তির সিদ্ধান্ত আর তত্ত্ব নিরূপণ ।
বিমল আনন্দ তথা বর্ষা চারি মাস,
ভক্তগণ সঙ্গে সদা কৃষ্ণ কথোল্লাস ।
রথযাত্রা আদি লীলা দেখি কুতূহলে,
সবা আজ্ঞা মাগি যান গৌড়দেশে চলে ।
জাহ্নবা রামাই পাদপদ্মে অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস ।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের
একাদশ পরিচ্ছেদ ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

—ঃ ০ :—

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাময়,
জয় জয় নিত্যানন্দ সদয় হৃদয় ।

জয় জয় ভক্ত বৃন্দ করুণাসাগর,
নিজাভীষ্ট গুণগাই দেহ এই বর ।
শরৎ আইল গেল বর্ষার সঞ্চার,
শুকাইল মহী, রাজপথ সুবিস্তার ।
সঙ্গীগণে ব্যস্ত দেখি রামাই সুন্দর,
চলিতে করিলা ইচ্ছা আপনার ঘর ।
যথাযোগ্য ভক্তগণে করিয়া সন্তোষ,
আজ্ঞা মাগিবারে গেলা জগন্নাথ পাশ ।
দর্শন করিয়া বহু করিলা স্তবন,
মনের উদ্বেগে বহু করিলা রোদন ।
দণ্ডবৎ করি পরিক্রমা সপ্তবার,
সমুখেতে দাঁড়াইলা করি যোড়কর ।
জগন্নাথ শ্রীঅঙ্গের মালা খসি পড়ে,
সেই মালা পাণ্ডা লয়ে তাঁর শিরে ধরে ।
প্রসাদ লভিয়া তাঁর প্রেম উথলিল,
অষ্টাঙ্গে লোটায়ে বহু প্রণাম করিল ।
জগবন্ধু পরিধেয় বস্ত্র পুরাতন,
পূজারী ঠাকুর শিরে করিলা বেষ্টন ।
চন্দন কড়ার ডোর লইলা মাগিয়া,
করেন স্বদেশ যাত্রা অনুমতি লঞা ।
পণ্ডিত গোসাঞি স্থানে হইয়া বিদায়,
প্রণাম করিলা বহু গোপীনাথ পায় ।
পদব্রজে চলি যান পুরীর ভিতরে,
নন্দের বৈষ্ণব গায় জয় জয় স্বরে ।

মৃদঙ্গ কাঁঝরি বাজে হরি নাম গায়,
আগে পাছে সকল বৈষ্ণবগণ ধায় ।
শিঙ্গার গভীরা শব্দে ভেদিল গগন,
পতাকা নিশান খুস্তি দেখিতে শোভন ।
আঠার নালার পারে চড়ি নরযানে,
রামাই চলিল অতি বিষম-বদনে ।
কটকে যাইতে সাক্ষী গোপাল দেখিয়া,
প্রসাদ পাইলা সবে আনন্দিত হঞা ।
ক্ষীরচোরা গোপীনাথে করি দরশন,
প্রসাদের ক্ষীর সবে করিলা ভক্ষণ ।
যাঁহা যান্ সেখানেতে সেই সব লোক,
পূর্ববৎ সেবা করি করয়ে সন্তোষ ।
এই রূপে চলি চলি আইলা নবদ্বীপে,
লোক সব ধাই আইলা তাঁহারে দেখিতে
কেহ বলে কে এ, কোথা হইতে আইলা,
যে চিনিল সেই তাঁর নিকটে আসিলা ।
সঙ্গীগণে পাঠাইয়া আপনার ঘরে,
আপনি চলিলা বিষ্ণুপ্রিয়ার মন্দিরে ।
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে তাঁরে প্রণাম করিলা,
শ্রীমতী ঈশ্বরী তাঁরে আশীর্বাদ দিলা ।
বিবিধ প্রসাদ রাম দিলা তাঁর হাতে,
প্রসাদ লইলা তিহ পরম আহ্লাদে ।
শ্রীচৈতন্য দাস যবে একথা শুনিলা,
কোথায় রামাই মোর বলিয়া ধাইলা ।

ঠাকুরের মাতা শুনি পরম উল্লাস,
যেন মৃতদেহে প্রাণ হইলা প্রকাশ ।
শ্রীশচীনন্দন শুনি ধাইয়া আইলা,
রামাএর কাছে শচী আসি দাঁড়াইলা ।
পিতাকে দেখিয়া রাম অষ্টাঙ্গ লোটাম্বে,
প্রণাম করিলা, পিতা কোলে করি তুলে,
শ্রীশচীনন্দন ভাই পড়ি ভূমিতলে,
প্রণাম করিলা, প্রেম আনন্দ বিহ্বলে ।
শ্রীচৈতন্য দাস স্নেহে না ছাড়ে ঠাকুরে,
চাঁদমুখে চুম্বন করয়ে বারে বারে ।
নয়নে নয়ন দিয়া প্রাণ হেন বাসে,
স্নেহ অশ্রুধারে দৌহাকার অঙ্গ ভাসে ।
হেন কালে আশু অন্তরঙ্গ গ্রামবাসী,
যথাযোগ্য মিলিলা সবারে হাসি হাসি ।
তার পর ঘরে গিয়া প্রণমিলা মায়-
বাছা বাছা বলি মাতা ধরিলা হিয়ায় ।
বয়ানে বয়ান দিয়া করয়ে চুম্বন,
আনন্দাশ্রুজলে পুন্ড্র করিলা সিঞ্চন ।
মায়ে প্রবোধিয়া রাম বসিলা আসনে,
মঙ্গীগণে পিতারে মিলান্ জনে জনে ।
সবারে সম্মান করি দিলা বাসস্থান,
পরম আদরে সবে দিলা অন্নপান ।
নানা উপাহারে করি বিবিধ ব্যঞ্জন,
স্নেহে পুন্ড্রেরে মাতা করিলা ভোজন ।

ভোজন করিয়া আসি বসিয়া সভায়,
খড়দহে চারিজন বৈষ্ণবে পাঠায় ।
মহাপ্রসাদের ডালি বিচিত্র আসন,
যাহা পেয়ে বীরচন্দ্র আনন্দ মগন ।
ঠাকুরের পিতা মাতা পুন্ড্রের মিলনে,
মহামহোৎসব করেন নিজ নিকেতন ।
নিত্য নিত্য মহোৎসব ব্রাহ্মণ ভোজন,
বৈষ্ণব ভোজন সদা নাম সংকীৰ্ত্তন +
জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্বাদি নিতি আসে যায়,
যথাযোগ্য মিলে কত সুখ পায় তায় ।
নিত্য নিত্য চলি যান্ বিষ্ণু-প্রিয়া ধাম,
প্রেমাবেশে করে তাঁর পদেতে প্রণাম ।
কৃষ্ণলীলা গুণবৃন্দ শুনে তাঁর মুখে,
দেহ প্রেমার্গবে ডুবে ভাসে সেই সুখে ।
জগন্নাথক্ষেত্রে যত প্রভু কৈলা লীলা,
ক্রমেতে ঠাকুর তাহা বিবরি কহিলা ।
শুনিয়া ঈশ্বরী-মনে প্রেম বাড়ে দূন,
সেই সুখ আশ্বাদিতে পুছে পুনঃপুন ।
বিস্তারি সে সব লীলা কহেন ঠাকুর,
শুনিতে শুনিতে প্রেম বাড়য়ে প্রচুর ।
এইরূপে নিত্য নিত্য প্রেম আশ্বাদন,
আমি অজ্ঞ কি জানি তা করিব বর্ণন ।
শ্রীবাস মুরারি গুপ্ত মুকন্দাদি সনে,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলা বাড়ে কায়মনে ।

পিতা মাতা সাধ বড় পুত্রবিভা দিতে,
 ইহার উত্তোগ সবে লাগিলা করিতে ।
 ঠাকুরের রূপে আর পাণ্ডিত্যের গুণে,
 যেই দেখে তার আকর্ষণে তনু মনে ।
 সংবংশে জনম যার যোগ্যকর্তা হয়,
 তাঁরা সবে কন্যা দিতে করয়ে আশয় ।
 মধ্যস্থ লোকের দ্বারে পিতাকে বুঝায়,
 পিতা মাতা শুনি তাহা বড় সুখ পায় ।
 এইরূপে কতলোক করয়ে যতন,
 শুনিয়া ঠাকুর তাহা করয়ে চিস্তন ।
 পাছে মোর বিষয়-নিগড় পড়ে পায়,
 কি উপায়ে ঘুচে ইহা হৈল মোরে দায় ।
 চৈতন্য গোসাঞি মোরে করহ রক্ষণ,
 বিষম সংসারে যেন না করে বন্ধন ।
 ইহা মনে করি রাম কহেন পিতারে,
 শ্রীপাটেতে যাই পিতা আজ্ঞা দেও মোরে ।
 পিতা কহে কেন বাপু ! কহ হেন বাণী,
 তবযোগ্য নহে কথা বিজ্ঞ-নিরোমণি !
 বৃদ্ধ পিতা মাতা ছাড়ি কোথা তুগি যাবে,
 সংসারে থাকিলে বাপু ! সর্বধর্ম পাবে ।
 নবীন বয়স তাতে অতি সুকুমার,
 ব্রিহাহ করহ লভি আনন্দ অপার ।
 শুনিয়া ঠাকুর হাসি কহিতে লালিলা,
 হেন আজ্ঞা কেন পিতঃ ! আমারে করিলা ।

বিষম সংসার-ভোগ বিধি বিড়ম্বন,
 বিজ্ঞজন হয়ে তবু হারায় চেতন ।
 দারুন ঈশ্বর মায়ায় জগৎমোহিত,
 কি করিব কোথা যাব না জানি বিহিত ।

তথাহি শিববাক্যং ।

প্রভাতে মলমূত্রাভ্যাং মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসয়া,
 রাত্রৌ মদন-নিদ্রাভ্যাং কথং সিদ্ধিবরাননে !

॥ ১ ॥

এইরূপ অচেতনে দিবানিশি যায়,
 ইহা নাহি জানে জীব করে কি উপায় ।
 শ্রীগুরুচরণপদ্মে আশ্রয় লইয়া,
 কর্মসুদ্রে ফেরে অজ্ঞ, তাঁরে না জানিয়া
 নিদানে কোথায় যাবে কে রাখিবে তারে,
 অষ্টাদশ নরকে সে মরে ফিরে ঘুরে ।
 বিষয়ে আবিষ্ট কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বিহীন,
 অতএব বৃদ্ধ সর্বত্যাগী উদাসীন ।
 সংসারে থাকিলে যদি কৃষ্ণ-ভক্তি হয়,
 তবে কেন বর্ণাশ্রমে উত্তমে ছাড়য় ।
 সর্বোপাধি বিনিমুক্ত তৎপর হইলে,
 সর্বেন্দ্রিয়ে সেবে কৃষ্ণ-ভক্তি তারে বলে ।

তথাহি নারদ পন্তরাভ্রে ।

সর্বোপাধি বিনির্মূলকং তৎপরত্বেন নির্মলং,
হৃদীকেশ হৃদীকেশ-সেবনং ভক্তিকৃতমা ॥ ২ ॥

এমন নির্মল ভক্তি অশ্মে কি উপায়,
কি করিতে আইলাম কাল বয়ে যায় ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়ে
আমুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যমস্তঞ্চ য্মসৌ,
তস্তর্ভে যৎকণোণীত উত্তম-শ্লোক-বার্তয়া ॥ ৩ ॥
এতেক শুনিয়া চৈতন্যদাস প্রেমাবেশে,
পুল্লে কোলে করি কান্দে অশ্রুজলে ভাসে ।
ধন্য ধন্য ওহে বাপু ! তোমার জন্ম,
এমন বিশিষ্ট জ্ঞান তেমাতে স্মরণ ।
তোমা হতে মোর জন্ম ধন্য যে হইল,
মোর হেন জ্ঞান বাপু ! কেননা জন্মিল ।
“পঞ্চাশোদ্ধং বনং ব্রজেৎ” এই শাস্ত্রে কয়
ইহা না কহিয়া কেন কহ বিপর্যয় ।

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ মিলয়ে সংসারে,
এমন সংসার মিথ্যা হইল তোমারে ।
ঠাকুর কহেন পিতা করি নিবেদন,
প্রবৃ্ত্তি নিবৃ্ত্তি মার্গ ছইত ভজন ।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ হয়,
আমার ব্রজের ভক্তির্ অর্ধ সেহ নয় ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে: যঠে ।

নারায়ণ-পরাঃ সর্বো ন কুতশ্চন বিভ্রাতি ।
স্বর্গোপবর্গনরকেদপি তুল্যার্থ-দর্শিনঃ ॥ ৪ ॥,
“পঞ্চাশোদ্ধং বনং ব্রজেৎ” তবে যে কহিবে
বৃদ্ধ জন ইহাতে না প্রত্যয় করিবে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবত দশমে ।

মৃত্যুর্জন্মবতাং রাজমু ! দেহেন সহ জায়তে;
অন্তবাক-শতান্তে দ্বা মৃত্যুর্বেপ্রাণিনাং ঋকঃ
॥ ৫ ॥

অতএব যত দেখ অনিত্য সংসার,
তোমার অগেতে বলা ধৃষ্টতা আমার ।

একান্তভাবে সর্বেদ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়াধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অভিনায শূন্য, জ্ঞানকর্মাদিবিরহিত
(নিগুঢ়) সেবনকেই ভক্তি কহে । ২ ।

শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, হে স্তত ! দিনমণি উদয় ও অস্ত হইয়া মনুষ্যের পরমায়ু ক্ষয়
করিতেছেন, কেবল মহোচ্চ হরি কথায় যাহার দিনাতিপাত হইতেছে, তাহারই পরমায়ু বৃদ্ধা
ক্ষয় হইতেছে না । ৩ ।

মহাদেব পার্শ্বতীকে কহিলেন, প্রিয়ে ! যাহারা নারায়ণ পরায়ণ, তাহারা কোথাও ভয়
পায় না, তাহারা স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকেও তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকে । ৪ ।

বহুদেব কংসকে কহিলেন, রাজন্ ! যখন জন্ম হইয়াছে তখনই মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে,
সাজই হউক আর শত বৎসর পরেই হউক প্রাণীগণের মৃত্যু অবশ্যস্বাবী । ৫ ।

পুত্র-পিণ্ড প্রয়োজন এইশাস্ত্রে কয়,
কিন্তু এর মধ্যে আছে নিগূঢ় রহস্য ।
বিষুপদে পিণ্ড দিলে, স্বর্গ কিম্বা মুক্ত,
সেহ শ্লাঘ্য করি নাহি মানে কৃষ্ণ ভক্ত ।
“দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি” শ্রীমুখ বচন,
তাহাও কেননা পিতা করহ স্মরণ ।
যে কুলে বৈষ্ণব জন্মি লভে ভক্তিতত্ত্ব,
সে কুলের পিতৃলোক সবে করে নৃত্য ।

তথাহি পাশ্বে ।

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বল্লভরা মা বসন্তীচ ধরা,
স্বর্গেহপি নৃত্যন্তি পিতরোপি তেযাং
যেষাং কুলে বৈষ্ণব নাম লোকঃ ॥ ৬ ॥
এ হতে সৌভাগ্য কিরা আছয়ে সংসারে ।
এ হেতু পণ্ডিত সদা কৃষ্ণে ভক্তি করে ।
গুনিয়া চৈতন্যদাস মহা প্রেমভরে,
ধারা বহে নেত্রে অঙ্গ ধরিবারে নারে ।
সাধু পুত্র ! সাধু পুত্র ! বলি করে কোলে,
তোমা পুত্র লভিলাম বহু পুণ্য ফলে ।
রামাই কহেন পিতঃ ! হেন কহ কেন,
তুমি শ্রেষ্ঠ, আমি তব শত্ৰুবধারণ ।
মোরে আজ্ঞা দেহ করি শ্রীকৃষ্ণ ভজন,
কৃষ্ণের ভজন নিত্য জীবের কারণ ।

ইহা ছাড়ি অন্য কথা নহে যেন মনে,
এই নিবেদন পিতঃ ! করি শ্রীচরণে ।
শ্রীমতী জাহ্নবা মোরে করিলা করুণা,
তাহার চরণে থাকি এ মোর বাসনা ।
স্বচ্ছতাতে আজ্ঞা কর ‘যাও তাঁর পাশ,’
কপটতা কৈলে মোর হবে সর্বনাশ ।
তোমার কৃপায় ভজি কৃষ্ণের চরণ,
সংসার বাসনা যেন না করে বন্ধন ।
কিছু না বলয়ে পিতা ভাসে প্রেমজলে,
প্রাণের পুতলী বলি ধরে নিজ কোলে ।
পিতা সম্ভাষিয়া গেলা মাতা সন্নিধান,
মাতার চরণ ধরি প্রণতি বিধান ।
গুণাধিক্যে মাতা পিতা স্নেহ সুবিস্তার,
প্রৌঢ়াদি কৈশোর জ্ঞান পুত্রে নাহি তাঁর
সদাই দেখয়ে পুত্রে অতি শিশু প্রায়,
সেই ভাবে নিজ পুত্রে ধরয়ে হিয়ায় ।
চুষন করয়ে কত মুখাজ ধরিয়া,
ঠাকুর কহেন কিছু মাতাকে হাসিয়া ।
শ্রীমতীর আজ্ঞা লয়ে যাঞা লীলাচল,
দেখিলাম জগবন্ধু চরণ কমল ।
ভক্তগণ সঙ্গে রহিলাম চতুর্দাস,
তথা হৈতে আইলাম মাতা ! তব পাশ ।

অনেক জনতা সঙ্গে বৈষ্ণবাঙ্গিণ,
নিজবাসে যাইতে সব উৎকণ্ঠিত মন ।
আজ্ঞা কর, যাই মাতা ! এবে খড়দহ,
সাক্ষাৎ করিব প্রভু বীরচন্দ্র সহ ।
যত দেখ সরঞ্জাম সকলি তাঁহার,
তাঁরে সমর্পণ এবে করি পুনর্ব্বার ।
এমন সময়ে পিতা আইলা সেই স্থানে,
কহিলা সকল কথা পত্নী সন্নিধানে ।
কিছু না বলিতে পারে রহে মোন ধরি,
পুনর্ব্বার কহে কিছু পিতৃ-পদ ধরি ।
ওগো পিতা কেন তুমি হও অসন্তোষ,
বুঝ দেখি আমি না করি কিছু দোষ ।
তুমি সমর্পিলে মোরে যাঁহার চরণে,
তাঁহার চরণ ছাড়ি রহিব কেমনে ।
তঁহ মোর কর্ত্তা হর্ত্তা ভর্ত্তা পিতা মাতা,
তাঁহার চরণ ছাড়ি রহি বল কোথা ।
যদি বা রহিতে চাহি, তাঁর কৃপাবলে—
আকর্ষয়ে তনু মন বহুরূপী ছলে ।
তাঁর কৃপা গুণ হয় অতি সুবিস্তৃত,
মায়ার তরঙ্গ হৈতে করিল স্থগিত ।
যত কিছু বল পিতা মায়ার প্রবন্ধ,
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন বিনা সকলই দ্বন্দ্ব ।
মোরে হেন আজ্ঞা কর, ভজ কৃষ্ণ-পায়,
শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনা বৃথা কাল যায় ।

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ।

জীবনং কৃষ্ণভক্ত্য বরং পঞ্চ দিনানিচ,
ন চ কল্পগহস্রাণি ভক্তিহীনস্ত কেশবে ॥ ৭ ॥

অতএব ভজি কৃষ্ণচরণারবিন্দে,
মনুষ্য শরীর এই সদা আছে ধন্দে ।
শুনিয়া হইল পিতা মাতার বিস্ময়,
বিষয়ে নিবৃত্ত পুত্র জানিল নিশ্চয় ।
পিতা মাতা কহে পুত্র, না রহিবে ঘরে,
নিশ্চয় জানিহু বাপু ! কৃষ্ণ কৃপা তোরে ।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত মাতার হইল উদয়,
সেই কথা চিন্তি মাতা বোধ মানি রয় ।
শ্রীচৈতন্য দাসে তাহা কহে সংগোপনে,
শুনিয়া চৈতন্য হৈলা আনন্দিত মনে ।
চৈতন্য গোসাঞি আজ্ঞা আছে পূর্ব্ব হৈতে,
সাধুসেবা ভক্তিধর্ম্ম প্রকাশ করিতে ।
রামাই স্বরূপে এবে বিহরে অবনী,
হেন জন মায়া ধন্দে কভু নহে ঋণী ।
ইহা জানি পিতা মাতা সন্তুষ্ট হইলা,
সকরুণ বাক্যে কিছু কহিতে লাগিলা ।
তুমি ধন্য পুত্র ! মোরা তোমার সম্বন্ধে—
অনায়াসে তরি যেন ইহ ভববন্ধে ।
আর এক কথা বলি শুন বাছাধন !
আমা দোহাকারে নাহি হও বিস্মরণ ।

তোমা হেন পুত্র বহু তপেতে জন্মিল,
কিন্তু মনোবাঞ্ছা বাপ ! পূর্ণ না হইল ।
ঠাকুর কহেন পিতা ! না কর সন্তাপ,
কৃষ্ণপদে কর সদা প্রণয়-বিলাপ ।
শচীর বিবাহ দিয়া করহ পালন,
কৃষ্ণসেবা কর কৃষ্ণনাম সংকীৰ্ত্তন ।
এত বলি যাত্রা কৈলা করিয়া প্রণাম,
মায়ে অসন্তোষ দেখি করিলা বিরাম ।
উত্তম করিয়া মাতা করিলা রন্ধন,
সন্নেহ যতনে সবে করিলা ভোজন ।
আচমন করি সবে নিজ বাসা গিয়া,
বিশ্রাম করয়ে সবে আনন্দিত হিয়া ।
সন্ধ্যা কালে আরম্ভিলা নাম সংকীৰ্ত্তন,
শুনিয়া সকল লোক আনন্দে মগন ।
সংকীৰ্ত্তন অন্তে গেলা ঈশ্বরী-দর্শনে,
ভক্তিভাবে কৈলা তাঁর চরণ বন্দনে ।
কতক্ষণ কৈলা প্রশ্ন উত্তর আনন্দে,
পুনঃপুন রাম ঈশ্বরীর পদবন্দে ।
ঠাকুর কহেন প্রভু ! করি নিবেদন,
শ্রীপাটে যাইতে কল্য করেছি মনন ।
বহুবিধ দ্রব্য সঙ্গে আছয়ে আমার,
বীরচন্দ্র প্রভু অগ্রে সঁপি পুনর্ব্বার ।
জগন্নাথ দেখিলাম, প্রভু-ভক্তগণ,
গোড় ভক্তগণ সনে করিব মিলন ।

তব আশীর্ব্বাদে মোয় হবে সর্ব্বসিদ্ধি,
তব কৃপাবলে মুক্তি পাব প্রেমভক্তি ।
ঈশ্বরী কহেন বাপু ! তুমি ভাগ্যবান ।
নিশ্চয় তোমারে কৃপা কৈলা ভগবান ।
মহা মোহনিগড় নারিল পরশিতে,
অতএব তব জন্ম ধন্য এ জগতে ।
শুনিয়া ঠাকুর রাম দণ্ডবৎ হৈলা,
ঠাকুরাণী শ্রীচরণ তাঁর মাথে দিল ।
বিদায় হইয়া আইলা আপন আশ্রয়,
সেই রাত্রি গৃহে রহি প্রভাতে চলয় ।
স্মরণ মনন অন্তে লয়ে নিজগণ,
শান্তিপূর পথে প্রভু করিলা গমন ।
শিঙ্গার শব্দ আর উচ্চ সংকীৰ্ত্তন,
শুনিয়া সবার হৈল বিষণ্ণ বদন ।
কেহ বলে কোথা পুন করয়ে গমন,
মাতা পিতা গৃহ ছাড়ি এ কোন্ কারণ ।
কুলবধূগণ কহে কৈশোর বয়সে,
সংসার না করি এহ যাবে কোন্ দেশে ।
কেহ বলে বুঝিয়া দেখেছ বারেবার,
বিষয়-বাসনা নাহি করে অঙ্গীকার ।
শিষ্ট শিষ্ট জন কহে এহ সাধুজন,
কৃষ্ণ-নিত্যদাস, কেবা বান্ধে এর মন ।
যার যেই মনে হয় সেই তাহা কহে,
কান্দিতে কান্দিতে প্রভু ! প্রবোধয়ে তাহে

ক্রমে আসি উপনীত শান্তিপুর ধারে,
 শত শত লোক তথা আসে দেখিবারে ।
 নাম সংকীৰ্ত্তন করে বৈষ্ণব-সমাজ,
 শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ গৌর দ্বিজরাজ ।
 এই তিন নামে গায় নাচে মত্ত হয়ে,
 প্রেমানন্দোভাসে লোক দেখিয়ে গুনিয়ে ।
 লোক পাঠাইয়া জানাইল অন্তঃপুরে,
 সীতা ঠাকুরাণী পুত্রে কহেন সত্বরে ।
 আদর করিয়া গৃহে আনহ রামাই,
 আজ্ঞাতে অচ্যুতানন্দ আইলা তাঁর ঠাই ।
 তাঁরে দেখি রামচন্দ্র আনন্দ অন্তরে,
 বাহু পসারিয়া দৌহে কোলাকুলী করে ।
 সবে হরি হরি বলে পুলকিত অঙ্গ,
 দৌহার নয়নে বহে প্রেমের তরঙ্গ ।
 ভাব সংগোপিয়া চলে হাতে ধরাধরি,
 অন্তঃপুরে গেলা রাম নিজগণ এড়ি ।
 সীতা ঠাকুরাণী পদে প্রণাম করিয়া,
 অষ্টাঙ্গ প্রণমে অঙ্গ ভূমিতে লুটায় ।
 বহুবিধ নতি স্তুতি দেখি গন্যাতা,
 আশীর্ব্বাদ করি কত করেন মমতা ।
 উঠ ! উঠ ! কর বাপু ! দৈন্য সম্বরণ,
 তব দৈন্য গুনি মোর হৃদি বিদীরণ ।
 কোথা হৈতে আইলে বল কুশল বারতা,
 কেমন আছেন বল, তব পিতা মাতা ।

বিষ্ণুপ্রিয়া কেমনে আছেন প্রাণ ধরি,
 এ বড় সন্তাপ বাপু ! সহিতে না পারি ।
 ভাল হৈল এলে বাপু ! দেখিহু তোমারে,
 আমার যতেক ছুঃখ কি বলিব কারে ।
 ঠাকুর কহেন মাতা করি নিবেদন,
 শ্রীজাহ্নবা পদে পিতা কৈলা সমর্পণ ।
 তদবধি খড়দহে রহি কিছু দিন,
 জগবন্ধু দরশনে গেলাম দক্ষিণ ।
 মুক্তি অভাগীয়া না দেখিহু গৌরচন্দ্র,
 বড় সাধ মিলিবারে সঙ্গে ভক্তগণ !
 পুরীক্ষেত্রে দেখিলাম পণ্ডিত গোসাঞি,
 তঁহ মোরে কৃপা করি দিলা পদে ঠাই ।
 কাশী মিশ্র আদি করি রামানন্দ রায়,
 তাঁদের গুণের কথা কহা নাহি যায় ।
 আমি অঙ্গ মোরে সবে করিলা করুণা,
 এ মুখে কি দিব প্রভু ! তাঁদের তুলনা ।
 গৌরান্দ্র বিচ্ছেদে সবা প্রাণমাত্র শেষ,
 পুরবাসীজন সবা হিয়া ভরি ক্লেশ ।
 চতুর্মাস রহি, আসি নবদ্বীপধাম,
 মাতা পিতা উপরোধে তথা রহিলাম ।
 ভী ঈশ্বরীজীর চরা দেখিয়া,
 ধড়ে প্রাণ নাহি রহে যায় বাহিরিয়া ।
 সবার বিয়োগ দশা কেহ সুখী নয়,
 উদ্ধবোক্ত পূর্জলীলা-শ্লোকমত হয় ।

তথাহি পদ্মাবল্যাং ।

শীর্ণা গোকুলমণ্ডলী পশুকুলঃ শম্পানি ন কন্দতে,
মূকাঃ কোকিলপংক্তয়ঃ শিথিকুলং ন ব্যাকুলং নৃত্যতি ।
সর্বৈ তদ্বিরহানলেন বিধুরাঃ গোবিন্দদৈত্যাং গত্যাঃ,
কিঞ্চেকা যমুনা কুরঙ্গনয়না-নেত্রাধুভি বর্জিতে ॥ ৮ ॥

শুনি সীতা ঠাকুরাণী হইলা বিকল,
বিরহ ব্যাকুল-নেত্রে বহে অশ্রুজল ।
জাহ্নবা রামাই পাদপদ্মে অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস ।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

—ঃ ০ :—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়,
জয় জয় নিত্যানন্দ সদয় হৃদয় ।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত করুণা সাগর,
নিজাভিষ্ট গুণ গাই এই দেহ বর ।
আমার প্রভুর প্রভু জাহ্নবা গোসাত্তি,
তাহার করুণা বিনা আর গতি নাই ।
পরে নিবেদন করি শুন ভক্তগণ,
সীতা ঠাকুরাণী দশা না যায় বর্ণন ।
অদ্বৈত চন্দ্রের কথা কহেন অনুক্ষণ,
এইরূপ শোকার্ণবে সবে নিমগন ।

অদ্বৈত দয়ালু বড় ভক্তের জীবন,
আচম্বতে সবা মনে ভাব উদ্দীপন ।
ঠাকুরাণী উৎকণ্ঠিত দেখিতে চরণ,
অচ্যুতানন্দের হৈল সজল-নয়ন ।
দাস দাসী আপ্ত অন্তরঙ্গ যত জন,
সবার বিয়োগ দশা না যায় বর্ণন ।
দেখিয়া ঠাকুর হৈলা অবসন্নপ্রায়,
শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র পদ হৃদয়ে ধেয়ায় ।
আক্ষেপ করয়ে কত আপনা নিন্দিয়া,
আবিভূত হৈলা প্রভু হৃদয় জানিয়া ।
আজানু-লম্বিত ভুজ সুললিত অঙ্গ,
সহজ গমন যেন প্রমত্ত মাতঙ্গ ।
চরণ-কমলে অলি মধু লোভে ধায়,
নখমণি বালচন্দ্র সম শোভে তায় ।
রম্ভা কদলী নি জাহ্ন সুশোভন,
কটিতে সুশোভিত পট্টের বসন ।
বিকচ কমল নাভি গভীর সুন্দর,
কস্তুরী-বিলিপ্ত হৃদি দিব্য মাল্যধর ।
সিংহ-গ্রীবা-সম গ্রীবা পুষ্পহার তাতে,
যেন সুরধনী ধারা নামে শৈল হতে ।
অধর রাতুল মুখ কিরণ-মণ্ডল,
মন্দ হাস্যে দর্শন-মুকুতা ঝলমল ।
চৌরস কপালে চারু চন্দনের ফোঁটা,
টাঁচর চিকুর দীর্ঘ জিনি মেঘঘটা ।

হৃদয় গর্জনে ব্রহ্ম-অণু ফাটি যায়,
 হা করি ! হা কৃষ্ণ ! বলি সদা নাম গায় ।
 ভক্ত অবতার প্রভু স্বয়ং সদাশিব,
 আপনি প্রকট হৈলা উদ্ধারিতে জীব ।
 হেন প্রভু তথা আসি হৈলা অধিষ্ঠান,
 দেখিয়া সবার যেন দেহে আইলা প্রাণ ।
 দেখি সীতা ঠাকুরাণী প্রফুল্ল-বদন,
 স্বাভাবিক প্রেম তাঁর উপজে তখন ।
 অচ্যুতানন্দের অতি আনন্দ উল্লাস,
 ধাইয়া চলিলা তঁহ শ্রীচরণ পাশ ।
 এইরূপে পরিজনে আসিয়া ঘেরিল,
 প্রেমাবেশে সবে তাঁর চরণে পড়িল ।
 সবার মস্তকে পদ ধরিলা গোসাঞি,
 কিছু দূরে দাঁড়াইয়া দেখয়ে রামাই ।
 পুত্রে কোলে করি প্রভু করিলা চুষন,
 রামচন্দ্রে পুনঃপুন করি নিরীক্ষণ ।
 নিকটে ডাকেন হস্ত করিয়া লাড়ন,
 ঠাকুর পড়িয়া ভূমে করেন লুণ্ঠন ।
 পরম দয়ালু প্রভু সীতা-প্রাণ-নাথ,
 নিকটে যাইয়া তাঁর শিরে ধরি হাত ।
 ঠাকুরের মন বুঝি পদ দিলা শিরে,
 সন্মোহ-বচনে প্রভু কহেন তাঁহারে ।
 উঠ উঠ ! কর বাপু ! দৈন্য সম্বরণ,
 তোমারে দেখিতে আজ হেথা আগমন ।

দ্বরা করি যাহ বাপু ! সে ব্রজভুবন,
 সর্বসিদ্ধি হবে তব বাঞ্ছিত-পুরণ ।
 এতেক গুনিয়া রাম নতি স্তুতি করি,
 অনেক রোদন কৈল প্রভু পদ ধরি ।
 জয় জয় জগত মঙ্গল ভক্ত প্রাণ,
 তব করুণায় হয় জীবের কল্যাণ ।
 জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জগত ঈশ্বর,
 তোমার প্রসাদে জীব অজর অমর ।
 জয় জয় দয়াময় শান্তিপূর নাথ,
 মো অধমে কর প্রভু কৃপাদৃষ্টিপাত ।
 জয় জয় শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত-স্বরূপ,
 জয় জয় বিশ্বনাথ ভক্তজন ভূপ ।
 জয় জয় নিত্যানন্দ প্রাণ-নির্বিশেষ,
 মোরে দয়া কর নাথ জগত মহেশ ।
 এই মত স্তুতি বহু করিতে করিতে,
 অন্তর্দ্বান কৈলা প্রভু দেখিতে দেখিতে ।
 সবে হাহাকার করি করয়ে রোদন,
 হা নাথ ! হা নাথ ! বলি ডাকে ঘনেঘন ।
 সবে ব্যগ্র দেখি রাম স্থির করি মন,
 মধুর বচনে সবে করেন তোষণ ।
 তুমি কি জাননা মাগো তাঁহার চরিত,
 এই এক লীলা তাঁর জগতে বিদিত ।

তথাহি উত্তর চরিত নাটকে ।
বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুণি কুহ্মাদপি,
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমীশ্বরং ॥ ১ ॥

তুমি সর্বতত্ত্বজ্ঞাতা জগত জননী,
আদ্যা শক্তি রূপা সদাশিবের ঘরণী ।
এতেক শুনিয়া ধৈর্য্য হৈলা ঠাকুরাণী,
নবে হৈলা সুস্থ শুনি মৃহ মৃহ বাণী ।
ঠাকুরাণী কহেন্ বাপু ! তুমি ভাগ্যবান্,
তোমার কল্যাণে সব জুড়াল পরাণ ।
স্বপ্নে বারেবার দেখি প্রভুর স্বরূপ,
প্রত্যক্ষে কভু না দেখি হেন অপরূপ ।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি প্রভু-নিজগণ,
ঠাকুরে সকলে কৈলা বহু প্রশংসন ।
সকলে মিলিয়া তাঁরে করিলা আদর,
জ্ঞান পূজা নিত্যকৃত্য কৈলা অতঃপর ।
জগন্মাতা সীতা কৈলা উত্তম রক্ষন,
শ্রীঅচ্যুতানন্দ কৈলা কৃষ্ণে সমর্পন ।
সকল বৈষ্ণবগণ প্রসাদ লভিয়া,
মহানন্দে পান্ সবে আকণ্ঠ পুরিয়া ।
অচ্যুতের ভক্তগণ সহ, রাম মিলি,
ভোজন করিলা সবে হয়ে কুতূহলী ।

তাম্বূল চর্ব্বন করি করিলা বিশ্রাম,
সন্ধ্যাতে মৃদঙ্গ লয়ে করে হরিনাম ।
এই ত কহিলু শান্তিপুুর আগমন,
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যৈছে দিলা দরশন ।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়,
বিশ্বাস করিয়া শুন ত্যজি উপেক্ষায় ।
সমাদরে শান্তিপুুরে রহি দশদিন,
ঠাকুরাণী মুখে শুনি তত্ত্ব সমীচীন ।
সঙ্গীগণে উৎকণ্ঠিত দেখি যশোধন,
অনুমতি মাগিলেন করিতে গমন ।
প্রভাতকালেতে রাম সুযাত্রা করিয়া,
সীতা ঠাকুরাণী পদে প্রণমিলা গিয়া ।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ কৈলা প্রেম আলিঙ্গন,
একে একে সম্ভাষিলা সবারে তখন ।
সবার নিকটে প্রভু কৃষ্ণ-ভক্তি চান্,
সকলের আজ্ঞা লয়ে করিলা পয়ান ।
তথা হৈতে চলি গেল অম্বিকা নগর,
যথা বিরাজিত গৌর নিতাই সুন্দর ।
শ্রীগৌরদাসের কথা না যায় বর্ণন,
যবহি করিলা প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ ।
পণ্ডিতের মনে মনে উৎকণ্ঠা বাড়িলা,
প্রেমভরে নিতাই চৈতন্য নিরমিলা ।

মহাভাষ্যদিগের মনের ভাব কে জানিতে পারে ? কারণ তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি কখন
বজ্র অপেক্ষাও কঠিন, কখন বা কুহ্মম অপেক্ষাও কোমল বলিয়া লক্ষিত হয় । ১ ॥

বিগ্রহ স্বরূপে সদা করয়ে পীরিতি,
 দর্শন সেবন সুখে কাটে দিবা রাত্তি ।
 শেষ লীলাকালে দৌহে আইলা তাঁর ঘরে,
 সচল বিগ্রহ দেখি আনন্দ অন্তরে ।
 ছুঁ পদ ধৌত করি মস্তকে ধরিলি,
 নানাবিধ উপচারে পাক আরন্তিলি ।
 প্রভু-প্রিয় ব্যঞ্জনাদি জানি ভালমত,
 উত্তম সংস্কার করি রাখিলেন কত ।
 অখণ্ড কদলীপত্রে চারি ভোগ সাজি,
 ভাণ্ডে দিলা ব্যঞ্জনাদি ক্ষীর সুপ ভাজি ।
 চারি পাঠ পাতি ক্রমে জলপাত্র দিলা,
 যতেক সৌষ্ঠব আছে সকলি করিলা ।
 চারি মূর্তি বসি সুখে জোজন করয়ে,
 পণ্ডিত ঠাকুর দেখি আনন্দে ভাসয়ে ।
 আচমন করাইয়া তাম্বুল অর্পণ,
 পুষ্পমালা দিয়া কৈলা কুঙ্কমলেপন ।
 প্রদক্ষিণ করি প্রেমে নৃত্য আরন্তিলি,
 পূর্ব প্রেমানন্দ তাঁর উদয় হইলা ।
 কম্পাশ্রু পুলক হর্ষ দেখি গোরারায়,
 পরম সন্তুষ্ট হয়ে বর যাচে তাঁয় ।
 বাহ্যস্থিতি নাহি তাঁর না শুনে বচন,
 প্রভু ধরি কেলা তাঁরে প্রেম আলিঙ্গন ।
 চরণে পড়িয়া তিঁহ গড়াগন্নি গায়,
 নিত্যানন্দ প্রভু ধরি উঠাইলা তাঁয় ।

শান্ত করাইয়া তাঁরে কহেন ঈশ্বর,
 ছুঁ না ভাবিহ কভু মাগি লহ বর ।
 পণ্ডিত বলেন বরে নাহি প্রয়োজন,
 তোমা দৌহা পদ যেন করিহে সেবন ।
 এই ছুঁ জগজন-মোহন মুরতি,
 নেত্র ভরি দেখি যেন যায় দিবা রাত্তি ।
 প্রভু কহিলেন চারি মূর্তি বিত্তমান,
 স্বেচ্ছামত ছুঁ মূর্তি রাখ সন্নিধান ।
 পণ্ডিত কহেন তুমি দক্ষিণে নিতাই,
 হেথায় বৈসহ প্রভু ! বলিহারী যাই ।
 মধুর মধুর হাসি রহিলা ছুঁ ভাই,
 আর ছুঁ মূর্তি চলি গেলা অন্য ঠাই ।
 সেই হতে ছুঁ ভাই পণ্ডিত সদনে,
 সেবা অঙ্গীকার করি রহেন্ প্রীতমনে ।
 এ হেন পণ্ডিত দ্বারে রাম উত্তরিলি,
 শুনিয়া পণ্ডিতবর বাহিরে আইলা ।
 ঠাকুর রামাণ্ডি দেখি প্রণমিলা তাঁরে,
 পণ্ডিত হইয়া ব্যগ্র ধরি কোলে করে ।
 দৌহে কোলাকুলী নেত্রে বহে অশ্রুধার,
 দৌহার অঙ্গেতে হৈল পুলক সঞ্চার ।
 হাতে ধরি লয়ে গেলা মন্দির ভিতর,
 যথা বিরাজিত নিত্যানন্দ বিশ্বন্তর ।
 মুরতি দেখিয়া প্রভু মুচ্ছিত হইলা,
 স্বেদ কম্প আদি অঙ্গে প্রকাশ পাইলা ।

দেখিয়া পণ্ডিত অতি বিস্মিত হইয়া,
 জিজ্ঞাসা করেন সঙ্গীগণে সম্বোধিয়া ।
 পরিচয় পেয়ে বলেন আশ্চর্য্যত নয়,
 জাহ্নবার কৃপা যাঁহা তাঁহা কি বিস্ময় ।
 তাতে ইনি শ্রীবদনানন্দ শক্তিদর,
 সকল সম্ভব এঁতে নহে অন্য পর ।
 এত বলি ধরি লন্ কোলে উঠাইয়া,
 আশ্বাস বচনে তাঁরে সুস্থির করিয়া ।
 কহেন দেখহ বাপু ! শ্রীগৌর নিতাই,
 কোটীচন্দ্রকান্তি সমুদিল এক ঠাঁই ।
 ঠাকুর কহেন মোরে করহ করুণা,
 এ মাধুর্য্য যেন হয় হৃদয়ে ধারণা ।
 প্রাকৃত নয়ন মনে নহে আশ্বাদন,
 অতএব কৃপা কর আমি অচেতন ।
 পণ্ডিত কহেন ধন্য ধন্য তব ভাব,
 যার হয় সে না মানে প্রেমের স্বভাব ।
 এত বলি হাতে ধরি বসাইলা গিয়া,
 প্রসাদাদি দিলা তারে যতন করিয়া ।
 সকল বৈষ্ণব ক্রমে করিলা ভোজন,
 সন্ধ্যাতে আরতি আর নৃত্য সংকীৰ্ত্তন ।
 তাঁর নৃত্যগীতে সব মন বিমোহিলা,
 পণ্ডিত ঠাকুর শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ।
 ভোগের সময় রাম আসি অন্য স্থানে,
 নিতাই চৈতন্য কথা ভক্তমুখে শুনে ।

পণ্ডিত সেবার কার্য্য সারি রাত্রে বসি,
 রাম সহ প্রশ্নোত্তরে পোহালেন নিশি ।
 এইরূপে দুই তিন দিবস রহিয়া,
 চলিলা রামাই চাঁদ পুলকিত হইয়া ।
 চলিগেলা অভিরাম গোপাল দেখিতে,
 গোপালের পূর্ব্বকথা শুনিতে শুনিতে ।
 দাস শ্রীপরমেশ্বর কহিতে লাগিলা,
 সকলেই একমনে শুনে তাঁর লীলা ।
 দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণলীলা কালে,
 শ্রীদাম কৃষ্ণের সঙ্গে লুকাচুরি খেলে ।
 খেলিতে খেলিতে কৃষ্ণলীলা অন্যন্তরে,
 তদবধি রহে তিঁহ পর্ব্বত কন্দরে ।
 ইহ কলিযুগে প্রভু গৌরাজ হইলা,
 নিত্যানন্দ হৈয়া রাম প্রভুরে মিলিলা ।
 পরিচয় পেয়ে সবে করেন অন্বেষণ,
 শ্রীগৌরাজ বিবরিলা শ্রীদাম কারণ ।
 নিত্যানন্দ প্রভু মন্ত সিংহের গমনে,
 শ্রীদালে খুঁজিতে যান্ গিরিগোবর্দ্ধনে ।
 ডাকিতে ডাকিতে উত্তরিলেন শ্রীদাম,
 কে ডাকে ? উত্তর তাঁরে দিলা বলরাম ।
 বলাইর নাম শুনি আইলা চলিয়া,
 কহিতে লাগিলা কিছু নিতাইয়ে দেখিয়া ।
 কোথা হৈতে আইলি তুই, কিবা তোর নাম ?
 হাসিয়া কহেন প্রভু আমি বলরাম ।

শ্রীদাম কহেন মোরে কহ প্রবন্ধিয়া,
 নিতাই কহেন দেখি মোরে ধরসিয়া ।
 হাতে তালি দিয়া চলে নিত্যানন্দ রায়,
 শ্রীদাম ঠাকুর পাছে পাছে চলি যায় ।
 রিতে না পারে নিতাই দ্রুতগতি যায়,
 শ্রীদাম দৌড়িয়া তাঁর ধরা নাহি পায় ।
 এক দৌড়ে চলি আইলা গোড়ভুবনে,
 শ্রীদাম পশ্চাৎ চলি আইলা তাঁর সনে ।
 গোড় দেশে আসি প্রভু তাঁরে ধরা দিলা,
 শ্রীদাম ঠাকুর তাঁরে কহিতে লাগিলা ।
 দাদাত বটিস্ কিস্ত হেন দশা কেন ?
 জানই কে কোথা গেলা বলহ এখন ।
 নিত্যানন্দ প্রভু তাঁরে কহিলা সকল
 শ্রীদাম ঠাকুর শুনি হাসে খল খল ।
 আমি নাহি যাব তথা তাহারে আনিবে,
 আমি আইলাম হেথা তাহারে কহিবে ।
 নিতাই চলিয়া গেলা শ্রীদাম রহিলা,
 তারপর শুন সবে তাঁর এক লীলা ।
 শ্রীমতি মালিনী খেলে শিশুর সংহতি,
 তাঁরে দেখি চিনি ডাকি লইলা স্মৃতি ।
 তিঁহ পাছে চলি যান্ আগেতে শ্রীদাম,
 নদী পার হৈয়া আইলা খানাকুল গ্রাম ।
 নদীর তরঙ্গে কেহ পার হৈতে নারে,
 অন্যরাসে পায়ে চলি যান্ পরপারে ।

এ হেন তরঙ্গে যেহ পায়ে চলি যায়,
 এহত মনুষ্য নয় কোন দেব হয় ।
 মালিনী সহিত আসি কদম্বের তলে,
 তিন দিন রহে তবু কিছু নাহি বলে ।
 গ্রামের সকল লোক চরণে পড়িলা,
 শ্রীদাম সদয় হয়ে কহিতে লাগিলা ।
 মহোৎসব কর তবে করিব ভোজন,
 শুনি সব লোক করে দ্রব্য আহরণ ।
 মালিনী করেন পাক বিবিধ ব্যঞ্জন,
 ব্রাহ্মণ সজ্জন সবে কৈলা নিমন্ত্ৰণ ।
 শ্রীদাম আবেশে ডাকে কানাই বলাই,
 ঘুরা করি আয়, যে যে হবি মোর ভাই ।
 এক ডাক, দুই ডাক, তিন ডাক পেয়ে,
 নিতাই চৈতন্য দুই ভাই আইলা ধৈয়ে ।
 দ্বাদশ গোপাল উপগোপাল সহিত,
 শ্রীদাম নিকটে আসি হৈলা উপনীত ।
 দেখিয়া শ্রীদাম সবে ভাসে মহাসুখে,
 ষোলসাতের কাষ্ঠ বেণু ধরিলেন মুখে ।
 ত্রিভঙ্গ হৈয়া নৃত্য আরম্ভ করিলা,
 তাঁর নৃত্য পদাঘাতে মেদিনী কাঁপিলা ।
 সগণ সহিতে প্রভু দেখেন্ দাঁড়াইয়া,
 শ্রীদাম ঠাকুর নাচে আবিষ্ট হইয়া ।
 এইরূপে কতক্ষণ করেন নর্তন,
 শ্রীমালিনী দেবি হেথা করেন রন্ধন ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গলে বস্ত্র দিয়া আসি হস্ত পনারিলা,
 ষোলসাপ্তের সেই বংশী তাঁর হাতে দিলা ।
 শ্রীদাম প্রভুকে চিনি দণ্ডবৎ কৈলা,
 প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কোলেতে করিলা ।
 প্রভু তাঁর বক্ষ সম তিঁহ বহু দীর্ঘ,
 হস্তের যতনে তিঁহ তাঁরে কৈলা খর্ব ।
 শ্রীদাম কহেন তুমি আমারে ছাড়িয়া,
 হেথা যে এসেছ মোরে বঞ্চনা করিয়া ।
 নিতাইর পায়ে ধরে দাদা দাদা বলি,
 নিত্যানন্দ প্রভু তাঁরে লন্ কোলে তুলি ।
 কালীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ,
 কোলাকুলী করি সবে আনন্দে মগন ।
 সর্বলোকে বলে হেন নাহি দেখি কভু,
 কোথা হৈতে উপনীত হৈলা মহাপ্রভু ।
 যবন ছহিতা বলি মালিনী মানিনু,
 এহ কোন দেব কন্যা প্রত্যক্ষে দেখিনু ।
 কোথা হৈতে আইলা এহ দেবের মণ্ডলী,
 বিপ্রগণ রহে সবে হয়ে কৃতাজলি ।
 নিমন্ত্ৰণ না মানিয়া কৈলু অপরাধ,
 বহুভাগ্য থাকে যদি পাইব প্রসাদ ।
 দর্শন প্রভাবে সবা মন ভুলি গেলা,
 হেথা নিত্যানন্দ প্রভু কহিতে লাগিলা ।
 হেদেরে রাখাল আমা সবারে ডাকিয়া,
 কিবা নৃত্য করিতেছ আনন্দে মাতিয়া ।

ক্ষুধায় কাতর আগে খেতে দেহ মোরে,
 এখনি বুঝাব তোরে, জাননা কি মোরে
 মালিনীকে ডাকি কহেন, হয়েছে রন্ধন ।
 মালিনী কহেন সবে করাহ ভোজন ।
 নিতাই চৈতন্য হাতে ধরিয়া শ্রীদাম,
 পাকশালে লয়ে পূর্ণ কৈলা মনস্কাম ।
 স্বগণ সহিত প্রভু করিলা ভোজন,
 তখন বসিলা যত ব্রাহ্মণ সজ্জন ।
 যে আইলা, তাঁরে দিলা নাহিক বিচার,
 দাঁও দাঁও খাও খাও বলে বারবার ।
 কত জনে খাওয়াইলা সংখ্যা নাহি তার,
 অনাথ দরিদ্রে লয়ে গেলা ভারে ভার ।
 দেখিয়া সন্তুষ্ট প্রভু তাঁহারে ডাকিয়া,
 অভিরাম গোপাল নাম দিলেন হাসিয়া ।
 প্রেমাবেশে নৃত্য হরিধ্বনি ছলছল,
 নাচে ভক্তগণ, পাষণ্ডীরা চমৎকার ।
 শুনিয়া ঠাকুর অভিরামের চরিত,
 পুলকে পুরিল অঙ্গ ভাব অপ্রমিত ।
 শুনিতে শুনিতে সেই গোপাল চরিত,
 খানাকুলে রামচন্দ্র হৈলা উপস্থিত ।
 শিঙ্গার শব্দ শুনি হরি সংকীৰ্ত্তন,
 গোপাল পাঠালা লোক বুঝিতে কারণ ।
 শ্রীবংশীবদন পৌল রামাই আইলা,
 এ কথা শুনিয়া প্রভু পুলকিত হৈলা ।

আসিয়া ঠাকুর তাঁর পদে প্রণমিলা,
 উঠিয়া গোপাল তাঁরে কোলেতে করিলা ।
 চাপড় মারিয়া পৃষ্ঠে ধরি তাঁর হাতে,
 বলে ধরি বসাইলা আপনার সাথে ।
 ঠাকুর সदैন্দ্ৰ বাক্যে করেন শ্রবণ,
 কম্পস্বেদ ভরে অঙ্গে সজল-নয়ন ।
 ঠাকুরের প্রেম দেখি গোপালে আনন্দ,
 ক্রীহন্ত বুলায় পৃষ্ঠে হাসে মন্দ মন্দ ।
 সে কালে পরমেশ্বর দাস আসি তথা,
 গোপাল চরণ পদে নোয়াইল মাথা ।
 তাঁহারে দেখিয়া গোপাল হৈলা হরষিত,
 তুমি কোথা হৈতে হেথা হৈলে উপনীত ?
 কেমন আছহ কহ সব সমাচার,
 কেমন আছেন বীরচন্দ্র সুকুমার ?
 তিঁহ কহিলেন, আমি না জানি বিশেষ,
 রামাইর সঙ্গে আমি ফিরি দেশে দেশ ।
 রামের বৃত্তান্ত জানাইলা তাঁর আগে,
 শুনিয়া গোপাল কহে প্রেম অনুরাগে ।
 জানিহু জানিহু আমি সব পরিচয়,
 জাহ্নবার কৃপা যাঁহা তাঁহা কি বিস্ময় ?
 এত বলি প্রসাদাদি করাল ভোজন,
 প্রসাদ পাইয়া সবে আনন্দে মগন ।
 শঙ্ক্যতে আরতি হরিনাম সংকীর্তন,
 প্রেমাবেশে নৃত্য ছন্দে গয়জন ।

এইরূপে তথা রহি দিন দুই চারি,
 বিদায় মাগিলা তাঁর পদে নমস্করি ।
 তার পর শ্রীখণ্ডেতে নরহরি সনে,
 মিলিলা ঠাকুর অতি আনন্দিত মনে ।
 পরিচয় পেয়ে সুখী শ্রীরঘুনন্দন,
 মিলিলা ঠাকুর সহ পুলকিত মন ।
 তোমার দর্শন এই মোর ভাগ্যোদয়,
 মোরে অজ্ঞ দেখি দয়া কর মহাশয় ।
 বহুবিধ নতি স্তুতি করি সমাদর,
 রামাই ঠাকুরে দিলা দিব্য বাসাঘর ।
 যথাযোগ্য মতে করি রন্ধন ভোজন,
 শঙ্ক্যতে আরতি হরিনাম সংকীর্তন ।
 রাত্রে বসি প্রেমানন্দে ইষ্টগোষ্ঠি করি,
 গৌরাজ্ঞ কথায় উঠে প্রেমের লহরী ।
 প্রেমের তরঙ্গে নানা ভাব অঙ্গে দেখি,
 সরকার নরহরি হৈলা মহা সুখী ।
 দিন দুই রহি তথা করিলা গমন,
 ক্রমেতে মিলিলা যত গৌড় ভক্তগণ ।
 সবার নিবাসে গিয়া মহা ভক্তি করি,
 যথাযোগ্য দণ্ডবৎ প্রণাম আচরি ।
 কোথাও প্রসাদ মিলে কোথা বা রন্ধন,
 যেখানে যেমন সেই মত আচরণ ।
 অসংখ্য ভক্তের গণ নাহি নিরূপণ,
 তার সংখ্যা কে করিবে নাহি হেন জন ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

কেহ কোন দেশে রহে দূর সুনিকট,
সেই সেই দেশে যান তাঁহার নিকট ।
সকলেই পুলকিত প্রেম ভক্তি গুণে,
তাতে বংশী-শক্তিধর বলিয়া সম্মানে ।
জাহ্নবার পুত্রসম বলি সবে পূজে,
সুমধুর ভাবে তিঁহ সবা চিত্ত রঞ্জে ।
লীলাচল হৈতে গৃহে কার্তিকে আইলা,
দুই মাস গোড় দেশে ভ্রমণ করিলা ।
মাঘ মাসে খড়দহে পুনঃ আগমন,
ইহার বিস্তার আর না যায় বর্ণন ।
রামাঞ্জির পাদপদ্ম করি অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস ।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

—ঃ ০ :—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পাদপদ্ম,
জয় জয় নিত্যানন্দ কৃষ্ণ-ভক্তিসদ্ব ।
জয় জয়াদ্বৈত প্রভু ভক্ত অবতার,
জয় জয় ভক্তগণ পরম উদার ।
মোরে দয়া কর নাথ ! ঠাকুর রামাই,
অধমে তারিতে প্রভু ! আর কেহ নাই ।

কুমতি কুতর্ক ভণ্ড রহিল পড়িয়া,
কৃপা করি গলে বান্ধি লও উদ্ধারিয়া ।
অতঃপর শুন সবে করি নিবেদন,
বৈষ্ণব গোসাঞি পদ করিয়া স্মরণ ।
ঠাকুর আইলা যদি ক্রমে খড়দহে,
গ্রামবাসী ভাসে সবে আনন্দ প্রবাহে ।
বীরচন্দ্র প্রভু শুনি মহা পুলকিত,
বসুধা জাহ্নবা মাতা হৈলা আনন্দিত ।
বীরচন্দ্র প্রভু তবে বাহির হইলা,
হেনকালে রামচন্দ্র আসি উত্তরিলা ।
দণ্ডবৎ করিতেই তুলি হাতে ধরি,
পুলকে পূরিত হৈলা তাঁরে কোলে করি ।
অনুমতি লয়ে যান জাহ্নবার স্থানে,
গদগদ ভাবে তাঁর পড়েন চরণে ।
বসুধার পাদপদ্ম করিয়া বন্দন,
সুভদ্রা বধূকে বন্দি আনন্দিত মন ।
গঙ্গা ঠাকুরাণী বলি কহি মিষ্ট বাত,
জাহ্নবার কাছে আইলা করি জোড় হাত ।
এ দিকে বৈষ্ণব বীরচন্দ্রে প্রণমিয়া,
আপন আপন বাসে গেলেন চলিয়া ।
বনমালী ফৌজদার যতেক সামগ্রী,
আনিয়া প্রভুর আগে একে একে ধরি ।
তালিকা করিয়া সব প্রণামে যোগায়,
শিরোপা বান্ধিলা প্রভু তাঁহার মাথায় ।

অনুজ্ঞা মাগিয়া তিঁহ গেলা নিজ বাসে,
বিদায় করিলা সবে সুমধুর ভাসে ।
পরে অন্তঃপুরে প্রভু করিলা গমন,
রামাই জাহ্নবা পাশে দাঁড়ায়ে তখন ।
বীরচন্দ্রে দেখি পঞ্চশত মুদ্রা লৈয়া,
তাঁহার অগ্রেতে রাম দিলেন ধরিয়া ।
প্রভু বলে এত মুদ্রা পাইলে কোথায় ?
ঠাকুর কহেন সব তোমার কৃপায় ।
শত মুদ্রা দিহু মাতা পিতা সন্নিধানে,
একশত দিপাম শ্রীমতি বিচ্যমানে ।
জগন্নাথ আগে কিছু দিহু সেবা লাগি,
অনায়াসে পাইলাম কোথাও না মাগি ।
এতেক বলিয়া গেলা শ্যাম দরশনে,
দণ্ডবৎ প্রণামাদি করি শ্রীতমনে ।
ক্ষীর ভোগ লাগি তথা পঞ্চ মুদ্রা দিলা,
শ্রীমাল্য প্রসাদ লভি বিদায় হইলা ।
মধ্যাহ্ন সময়ে ভোগ আরতি বাজিল,
প্রসাদ পাইতে লোক সকল আইল ।
বীরচন্দ্র সনে রাম করিলা গমন,
প্রসাদ লইয়া দৌহে করিলা ভোজন ।
বিশ্রামান্তে কথাতুরে দিবা অবশেষ,
জাহ্নবা সদনে দৌহে করিলা প্রবেশ ।
সন্ধ্যাকালে দণ্ডবৎ করিয়া দেবীরে,
আরতি দর্শন লাগি আইলা মন্দিরে ।

শঙ্খ ঘণ্টা বাজে কত কাংক্ষ্য করতাল,
চতুর্দিকে বাজে কত মৃদঙ্গ বিশাল ।
চারিদিকে জ্বলে কত রসাল প্রদীপ,
অগুরু চন্দন পুষ্প গন্ধে আমোদিত ।
মোহন-মুরলী শ্যাম ত্রিভঙ্গ ললিত,
মুখাজ্জ কিরণ যেন চন্দ্র সমুদিত ।
বাম দিকে প্রেযময়ী রাধা সুশোভিত,
নবঘন পাশে যেন চন্দ্র সমুদিত ।
চড়ার টাননী আর নেত্রের ছলনা,
দেখিয়া ঝামরে আঁখি কি দিব তুলনা ।
আরতি গায়েন সবে গৌরী রাগ তানে,
ঠাকুর সহিত প্রভু দাঁড়াইয়া শুনে ।
প্রভু আজ্ঞা কৈলা তাঁরে করিতে কীর্তন,
ঠাকুর করেন গান কর্ণ রসায়ন ।
যুগল-কিশোর প্রেমপূর্ণ পদাবলী,
সুমধুর সুর তাল সুরাগিণী মিলি ।
শুনিয়া প্রভুর তথি প্রেম উথলিল,
স্বৈদ কম্প অশ্রুনেত্র পুলকে পুরিল ।
অস্থির হইয়া ভূমে গড়াগড়ি যায়,
সাত্ত্বিক সঞ্চারি ভাব অঙ্গে উপজয় ।
আজানু-লব্ধিত ভুজ স্বর্ণ স্তম্ভ জিনি,
মধুর মুরতি সর্বজন বিমোহিনী !
ধূলিতে ধূসর অঙ্গ সঘন ছঙ্কার,
দেখিয়া সবার মেত্রে বহে অশ্রুধার ।

কেহ ধরিবারে নারে ঠাকুর দেখিলা,
 রসান্তর গানে তাঁর বাহু প্রকাশিলা ।
 হুঙ্কার গর্জন করি উঠি সিংহ প্রায়,
 হরি বলে নাচিলেন, অবনী কম্পয় ।
 সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ বীর যুবরাজ,
 নিরুপম রূপগুণ অলৌকিক কাজ ।
 এইরূপে কতক্ষণ কীর্তন বিলাস,
 কহিহু সংক্ষেপে সব না হয় প্রকাশ ।
 ভোগের সময় হৈল রাখি সংকীর্তন,
 জাহ্নবা গোসাঞি স্থানে করিলা গমন ।
 দণ্ডবৎ করি দৌহে বসিলা আসনে,
 জিজ্ঞাসেন তীর্থ যাত্রা আদি দরশনে ।
 বসুধা জাহ্নবা গঙ্গা সুভদ্রাদি মেলি,
 সকলে বসিয়া শুনে হয়ে কুতূহলী ।
 ঠাকুর কহেন শুন করি নিবেদন,
 এখান হইতে যবে করিহু গমন ।
 রাখব পণ্ডিতে পাণিহাটিতে বন্দিয়া,
 ক্রমে চলি চলি রেমুনাতে উত্তরিল্য ।
 ক্ষীরচোরা নাম হৈল যাঁহার কারণ,
 ভক্ত মুখে শুনিলাম তাঁর বিবরণ ।
 গোপীনাথে দেখি ক্ষীর প্রসাদ পাইয়া,
 সেই রাত্রি রহি প্রাতে গেলেম চলিয়া ।
 সাক্ষী গোপালের স্থানে হৈলা উপনীত,
 দর্শনাদি ক্রিয়া সব হৈল বিধিমত ।

গোপালের পূর্ব কথা শুনি ভক্ত মুখে,
 জগন্নাথ ক্ষেত্রে চলি যাইহু মহাস্থখে ।
 প্রবেশ করিহু গিয়া পুরীর ভিতর,
 দর্শন হইল জগবন্ধু হলধর ।
 পণ্ডিত গোসাঞি সঙ্গে তথা হৈল দেখা,
 বহু কৃপা কৈলা তিঁহ দিয়া কত শিক্ষা ।
 কানীমিশ্র আদি যত আছে ভক্তগণ,
 সচ্ছন্দে করিহু সব চরণ দর্শন ।
 তোমার সম্মানে মোরে কৈলা বহু দয়া,
 তব প্রসাদেতে সবে দিলা পদ ছায়া ।
 বিশেষ করিলা দয়া রায় মহাশয়,
 তাঁহার মহিমা প্রভু লোকবেদ্য নয় ।
 মোরে অজ্ঞ দেখি কত করিয়া করুণা,
 নিজ গুণে শুনাইলা ভক্তির লক্ষণা ।
 চতুর্মাস রহি এঁছে তাঁদের নিকটে,
 অশেষ বিশেষে মোরে রাখিলা সঙ্কটে ।
 শ্রীগৌরাঙ্গ যেখানে যে করিলেন লীলা,
 দয়া করি সে সকল স্থান দেখাইলা ।
 যদিও ভক্তগণ হয় মহাত্মাখী,
 তথাপিও প্রভু লীলা গুণগানে সুখী ।
 জন্মযাত্রা রথযাত্রা আদি পর্বকালে,
 ভক্ত সঙ্গে মিলি দেখিলাম কুতূহলে ।
 সবে আজ্ঞা কৈলা মোরে যেতে বৃন্দাবন,
 হয়েছে দেখিতে সাধ রূপ সনাতন ।

এই আশা করি মনে বিদায় মাগিয়া,
 গোড় দেশে আসিলাম সকলে ত্যজিয়া ।
 নবদ্বীপে পিতা মাতা কৈলু দরশন,
 বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী আর যত ভক্তগণ ।
 বহু কষ্টে মাতা পিতা অনুমতি লঞা,
 শান্তিপুর আইলাম সকলে বন্দিয়া ।
 তথা দেখিলাম সীতা অদ্বৈত নন্দন,
 তাঁহাদের প্রেমাবেশে প্রভু দরশন ।
 বিহ্যতের প্রায় প্রভু দরশন দিলা,
 পদধূলি দিয়া প্রভু মোরে আজ্ঞা কৈলা ।
 ত্বর করি যাহ বাপু ! সে ব্রজ ভুবন,
 এত বলি প্রভু মোর হৈলা অদর্শন ।
 প্রভুর বিচ্ছেদে সীতা মাতা দুঃখ দেখি,
 শান্তিপুর বাসী সবে হৈলা মহা দুঃখী ।
 তথা রহি দশ দিন সবা আজ্ঞা লয়া,
 ক্রমে ক্রমে অশ্বিকাতে উপস্থিত গিয়া ।
 তারপর ক্রমে যাইলু গোপাল সমীপে,
 গোড়বাসী ভক্তগণে মিলি এই রূপে ।
 সবাই দয়াল তাঁরা মোরে কৈলা দয়া,
 তোমার সম্বন্ধে সবে দিলা পদ ছায়া ।
 শুনি বীরচন্দ্র প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈয়া,
 প্রেমাবেশে কাঁদেন ঠাকুরে কোলে লৈয়া ।
 প্রভু কহিলেন ধন্য তব আগমন,
 নয়নে দেখিলে তুমি কমল-লোচন ।

ততোধিক ভাগ্য কৃষ্ণভক্তের দর্শন,
 ততোধিক ভাগ্য কৃষ্ণভক্ত আলিঙ্গন ।
 ততোধিক ভাগ্য রাধাকৃষ্ণ লীলাস্বাদ,
 ততোধিক ভাগ্য পাদপদ্মে অনুরাগ ।
 ততোধিক ভাগ্য যদি প্রেম উপজয়,
 ততোধিক ভাগ্য যঁার কৃষ্ণ বর্শ হয় ।
 অতএব ভাগ্যবন্ত তুমি এ সংসারে,
 সেহ ধন্য হয় তুমি কৃপা কর যারে ।
 বীরচন্দ্র প্রভু যদি এতেক কহিলা,
 শুনিয়া ঠাকুরে দৈন্যভাব উপজিলা ।
 পড়িলা তাঁহার পদে ধরণী লোটায়,
 বীরচন্দ্র লৈলা তাঁরে কোলে উঠাইয়া ।
 দুইজনে গলাগলি করয়ে রোদন,
 দেখিয়া সবার হৈল মজল-নয়ন ।
 দৌহে মনস্থির করি বসিলা আসনে,
 বসুধা জাহ্নবা কহেন্ মধুর-বচনে ।
 বহুরাত্রি হৈল এবে করহ ভোজন,
 ঐছে যাও কর নিজ শয্যাতে শয়ন ।
 এই রূপে দুই চারি দিবস রহিলা,
 বীরচন্দ্র প্রভু সঙ্গে কৈলা কত খেলা ।
 পরে নিবেদন করি শুন ভক্তগণ,
 প্রভু মোর যৈছে কৈলা ব্রজেতে গমন ।
 ঠাকুর কহেন তবে জাহ্নবার স্থানে,
 আজ্ঞা কর যাই মুঁই ব্রজ দরশনে ।

সবে আজ্ঞা কৈলা মোরে যেতে বৃন্দাবন,
কিন্তু তব আজ্ঞা বিনা না হয় গমন ।
শুনিয়া জাহ্নবা দেবী কহেন বচন,
মোর মনে হয় বাপু ! যাই বৃন্দাবন ।
বীরচন্দ্র সম্মত না হলে যেতে নারি,
কেমনে যাইব বল কি উপায় করি ।
ঠাকুর কহেন, দাদা প্রভুকেত কই,
তঁাহার সম্মতি যেন তেন যেচে লই ।
এই কথা কহি রাম অতি সংগোপনে,
প্রণাম করিয়া গেলা আরতি দর্শনে ।
আরতি দর্শন করি সংকীর্ণন কৈলা,
ভোগের সময় জাহ্নবার স্থানে আইলা ।
প্রসঙ্গ ক্রমেতে মাতা কহেন প্রভুরে,
একবাক্য বলি যদি সায় দেহ মোরে ?
বীরচন্দ্র কহিলেন, কিবা আজ্ঞা মোরে ?
তব অনুমতি মাতা ! অন্যথা কে করে ?
জাহ্নবা কহেন বাপু ! হেন লয় মনে,
একবার দেখে আসি সে ব্রজ ভুবনে ।
ত্বরায় আসিব না রহিব চিরকাল,
প্রকট হইলা শুনি মদন গোপাল ।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ দেখি ইচ্ছা হয়,
তোমার সম্মতি বিনে যাওয়া নাহি যায় ।
শুনি বীরচন্দ্র প্রভু হেঁট কৈলা মাথা,
ছল ছল ছনয়ন মুখে নাহি কথা ।

জাহ্নবা কহেন শুন মোর বাপধন !
একথা শুনিতে কেন হৈলো অন্যমন ।
মনুষ্য শরীর বাপু ! নিশির স্বপন,
পরে কি হইবে তাহা না জানি কখন ।
বৃন্দাবন দরশন না হয় শুলভ,
বৃন্দাবন প্রাপ্তি কথা সে অতি দুর্লভ ।
সবলোক গতায়াত করে বৃন্দাবনে,
ইহাতে বা কেন তুমি কর ভয় মনে ।
এত শুনি বীরচন্দ্র কহেন চিন্তিয়া,
আমি বৃন্দাবনে যাব তোমারে লইয়া ।
তুমি কার সঙ্গে যাবে হেন কেবা আছে,
মনে ভাবি পথে তব দুঃখ হয় পাছে ।
জাহ্নবা কহেন তুমি কেমনে যাইবে,
তুমি গেলে খড়দহ-গৃহ শূন্য হবে ।
শ্রীশ্যাম সুন্দর সেবা কেমনে চলিবে,
এ সকল জনে অন্তর্জল কেবা দিবে ?
তবে যে কহিবে সঙ্গে যাবে কোন্ জন,
তোমার সমান এই চৈতন্যনন্দন ।
ইহারে সঁপিয়া দেহ যাবে মোর সঙ্গে,
কোন মতে কেহ নাহি করিবে ভ্রান্তি ।
আর এক জন আছে জগতে 'বিদিত,
উদ্ধারণ দত্ত, তাঁহে আনহ ত্বরিত ।
পূর্বে প্রভু সঙ্গে তিঁহ সর্বতীর্থে গেলা,
তিঁহ সঙ্গে লয়ে যেতে না করিবে হেলা ।

প্রভু বলিলেন তব ইচ্ছা বলবান্,
 অগ্ৰথা করিতে কেবা পারে এ বিধান ।
 যা করাও তাই করি নাহি মতান্তর,
 আমি কি বলিব মাগো তোমার গোচর ।
 জাহ্নবা কহেন বাপু ! ধীর চূড়ামণি,
 তোমার পরশে হৈলা পবিত্র অবনী ।
 লোকের নিস্তার হেতু জনম তোমার,
 ইহা বুঝি কার্য্য কর যাহাতে সুসার ।
 এই মত নানাবিধ মধুর বচনে,
 অধিক হৈল রাতি বলেন যতনে ।
 ভোজন করিয়া দৌহে করহ শয়ন,
 প্রভাতে উঠিয়া সব কর আয়োজন ।
 ভোজনান্তে দৌহে সুখে করিলা শয়ন,
 প্রভাতে উঠিয়া গেলা দেবীর সদন ।
 জাহ্নবা কহেন বাপু ! শুন দিয়া মন,
 উদ্ধারণ দত্তে হেথা ডাকহ এখন ।
 সত্বর হইয়া মোরে করহ বিদায়,
 বিলম্বেতে কার্য্যহানি জানিহ নিশ্চয় ।
 মাঘে গেলে বৈশাখে পাইব বৃন্দাবন,
 জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়েতে হবে ছরন্ত তপন ।
 অতএব আজ কাল ভিতরে যাইব,
 বিলম্ব হইলে কার্য্য অতি অশূলভ ।
 যে আজ্ঞা বলিয়া প্রভু বাহিরে আইলা,
 উদ্ধারণে আনিবারে লোক পাঠাইলা ।

শুনিয়া বসুধা মাতা সব বিবরণ,
 জাহ্নবারে রাখিবারে করেন যতন ।
 জাহ্নবা কহেন দিদি ! বাধা নাহি দেহ,
 গঙ্গা বীরচন্দ্রে লয়ে সুখেতে থাকহ ।
 তুমিত ঈশ্বরী হেন পুত্র যে তোমার,
 তুমি ভাগ্যবতী তব কিবা অশুসার ।
 ব্যাকুল হয়েছে মন আজ্ঞা কর মোরে,
 এতেক যতন কেন, মোরে রাখিবারে ।
 একাগ্রতা দেখি সবে স্তুতিত হৈলা,
 কথানুপ্রসঙ্গে দেবী সবে প্রবোধিলা ।
 হেথা প্রভু বীরচন্দ্র ডাকি উদ্ধারণে,
 সকল বৃত্তান্ত তাঁরে কহিলা যতনে ।
 উদ্ধারণ দত্ত শুনি আনন্দিত মন,
 বীরচন্দ্র প্রভু তবে করিলা গমন ।
 জাহ্নবা সমীপে গিয়া সব জানাইলা,
 শুনিয়া জাহ্নবা মাতা পুলকিত হৈলা ।
 জাহ্নবা কহেন বাপু ! তুমিত সুভক্ত,
 নরযানে ব্রজধামে যাওয়া নহে যুক্ত ।
 বীরচন্দ্র কহিলেন, পদব্রজে যাবে,
 পথশ্রম পাবে আর মোরে লজ্জা হবে ।
 মহাপাল সজ্জা করি যদি আজ্ঞা হয়,
 পথে যেতে চাহি কিছু পথের সঞ্চয় ।
 অনুমতি মত প্রভু কৈলা আয়োজন,
 স্নান ভোজনাদি কার্য্য করি সমাপন ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

যার যে বেতন তারে দিলা সংখ্যা করি,
প্রয়োজন মত দ্রব্য দিলেন সবারি ।
সন্ধ্যা আরতি দেখি বীরচন্দ্র রায়,
জাহ্নবা সকাশে উপস্থিত পুনরায় ।
প্রণামাদি করি প্রভু বসি তাঁর কাছে,
আপন কর্তব্য কিছু ধীরে ধীরে পুছে ।
জাহ্নবা কহেন তুমি বৃদ্ধ শিরোমণি,
কি আর বলিব বাপু ! তাহা নাহি জানি ।
তুমি ত সাক্ষাৎ হও অনন্তাবতার,
তোমার দর্শনে সব জীবের নিস্তার ।
তবে কিছু বলি বাপু ! শুন দিয়া মন,
জীবে দয়া ভক্তে রক্ষা পাষণ্ড দলন ।
স্মরণ মনন আর প্রতিজ্ঞা পালন,
নির্বন্ধ ভজন অপরাধ বিসর্জুন ।
যথাশক্তি দান, ব্রত, সত্য সংরক্ষণ,
যুক্তাহার বিহারাদি নিয়ম যাজন ।
অজ্ঞ-অপরাধ ক্ষমা লোভ-বিসর্জুন,
পরনিন্দা ত্যাগ আর মর্যাদা-রক্ষণ ।
ভক্তিশাস্ত্র আলাপন সদা সাধুসঙ্গ,
স্বপ্নেও না হয় যেন দুষ্টজন সঙ্গ ।

মোর অনুগত হও এইত কারণ,
স্মরণ করিলে পাবে মোর দরশন ।
গোড় ভুবনে তুমি কর ঠাকুরালী,
তোমার চরিত যেন ঘোষে সর্বকালি ।
তোমার সংক্ষেপে আছে বৈষ্ণব সকল,
জীবে দয়া ছাড়ি করে অতি বিড়ম্বন ।
ইহা বুঝি সাবধান হইবে আপনে,
সংক্ষেপে কহিহু এই জানিহ কারণে ।
এতেক শুনিয়া বীর চন্দ্র চুড়ামণি,
কহিতে লাগিলা তবে জোড় করি পাণি ।
তোমার করুণা বিনা কিছু নাহি হয়,
তোমার শ্রীপাদ যেন মম হৃদে রয় ।
তুমি মোর চিত্তে যৈছে করিবে স্মরণ,
তৈছে স্মৃতি হবে নাহি স্বতন্ত্র কারণ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে ।
নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়ন্তবেশ !
ব্রহ্মায়ুসাহপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ ।
যোহন্তর্কহিস্তমুভূতামশুভং বিধু-
নাচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ১ ॥
যদিও অযোগ্য আমি না জানি বিশেষ,
তব কৃপাবলে তত্ত্ব করায় উদ্দেশ ।

হে ঈশ ! পরতত্ত্ব ব্যক্তিগণ ব্রহ্মার গায় পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াও তোমার উপকারার্থে
প্রত্যাশ করিতে সমর্থ হন না, তাহার কারণে উপকার চিন্তা করিয়া মনে মনে অতুল আশা
অনুভব করেন ; উপকারের কথা কি বলিব ? তুমি অন্তর্যামীরূপে জীবের আভ্যন্তরীণ ও গুরুত্বপূর্ণ
বাহ্য বিষয়াভিলাষকে নিরাকৃত করিয়া নিজস্বরূপ প্রদর্শন করিতেছ ॥ ১ ॥

যা করাও তাই করি নহি ত স্বতন্ত্র,
 তুমি যন্ত্রী হও মাগো ! আমি তব যন্ত্র ।
 এই মত বহুবিধ স্তব স্তুতি কৈলা,
 গুনিয়া জাহ্নবা মাতা সন্তুষ্ট হইলা ।
 এইরূপ প্রসঙ্গেতে প্রায় রাত্রি শেষ,
 আলস্য ত্যজিতে মাতা করিলা আদেশ ।
 প্রাতঃকালে শ্রীজাহ্নবা উঠিয়া বসিলা,
 বীরচন্দ্র রামচন্দ্রে তবে জাগাইলা ।
 উঠিয়া বীরচন্দ্র প্রভু মুখ প্রক্ষালিয়া,
 প্রণাম করিয়া মায়ে বাহিরে আসিয়া—
 নিযুক্ত করিলা সবে যাত্রার কারণ,
 প্রভু আজ্ঞামাত্র সব হৈল আয়োজন ।
 হেথা শ্রীজাহ্নবা দেবী প্রাতঃস্নান করি,
 শ্যামের মন্দিরে যান্ ক্ষৌমবাস পরি ।
 গঙ্গা স্নান নিত্য কৃত্য করিয়া ত্বরায়,
 ঠাকুর দেবীরে পুষ্প চন্দন যোগায় ।
 সযত্নে করিলা দেবী সেবা সমাপন,
 চন্দন তুলসী পদে করিতে অর্পণ ।
 সজল হইল নেত্র বিচলিত মন,
 নতি স্তুতি করি কত করেন ক্রন্দন ।
 মনস্থির করি মাতা কৈলা পরিক্রমা,
 তাঁহার ভক্তির আমি কি করিব সীমা ।
 চরণ অমৃত পিয়া কৈলা জলপান,
 বীরচন্দ্র প্রভু সব কৈলা সমাধান ।

জাহ্নবা কহেন বাপু ! বিলম্বে কি কাজ,
 শুভক্ষণে যাত্রা করি না করহ ব্যাজ ।
 বসুধা কহেন্ কর মনে যেই লয়,
 আমাদের প্রতি তব দয়া নাহি হয় ।
 কাঁদেন শ্রীগঙ্গা দেবী চরণে ধরিয়া,
 কাঁদেন সুভদ্রা বধু মন গুমরিয়া ।
 বসুধা কান্দেন নেত্রে বহে অশ্রুজল,
 বীরচন্দ্র প্রভু হৈলা নিতান্ত বিকল ।
 দাস দাসী যতজন করে হাহাকার,
 দেখিয়া জাহ্নবা দেবী করেন বিচার ।
 সংসার বিষম মায়া পরিজন ফাঁসে,
 বিষম সঙ্কটে আজ এড়াইব কিসে ।
 স্মরণ করেন শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ,
 বলেন বসুধা আগে করি জোড় হাত ।
 তুমি বাধা দিলে দিদি ! না হয় গমন,
 তব অনুগ্রহে হবে ব্রজ দরশন ।
 গঙ্গা দেবী হাতে ধরি উঠাইলা কোলে,
 অশ্রু মুছাইলা তাঁর আপন অঞ্চলে ।
 সুভদ্রা দেবীরে লয়ে কোলের ভিতরে,
 কহেন না কাঁদ মাগো ! আসিব সহরে
 বসুধার হাতে ধরি করেন কাকুতি,
 তোমার প্রসাদে সে দেখিব ব্রজপতি
 এত বলি পদ ধুলি লয়ে নিজ মাতে,
 সন্তোষ করিলা তাঁরে বচন অমৃতে ।

বীরচন্দ্র প্রভু মুখ চুম্বন করিলা,
মস্তক আশ্রয় করি আশীর্ব্বাদ দিলা ।
এইরূপে সবে মাতা করি সম্ভাষণ,
গোবিন্দ চরণ হৃদে করিলা স্মরণ ।
তখন রামাই সবা পদধূলি লৈলা,
যথাযোগ্য সবা স্থানে বিদায় লভিলা ।
নিশ্চয় জানিলা যবে করিবে গমন,
তখন নিষেধ বাক্যে কিবা প্রয়োজন ।
ইহা বুঝি বীরচন্দ্র কোলেতে লইয়া,
কহিতে লাগিলা কিছু কাতর হইয়া ।
তুমি মহাভাগ্যবান্ যাবে প্রভু সনে,
যেমন যে সেবা হয় করো কায়মনে ।
উদ্ধারণ দত্তে আনি কহে সেই স্থানে,
যাইছেন প্রভু আজ তোমা দৌহা সনে ।
সকল প্রকারে তোমা লাগে সব দায়,
ভাবি পথে যেতে পাছে কোন বিঘ্ন হয় ।
এই বড় ভয় মনে হয় যে আমার,
সাবধানে যাবে পথে ভরসা তোমার ।
দত্ত কহিলেন প্রভু ! ভরসা ভগবান্
কিছু চিন্তা নাই, হবে সকলই কল্যাণ ।
এত বলি কোলাকুলী করি পরস্পর,
বিদায় হইয়া যাত্রা কৈলা অতঃপর ।
জাহ্নবা গোসাঞি হেথা সবা সম্বোধিয়া,
শুভক্ষণে যাত্রা কৈলা জয় জয় দিয়া ।

এই ত কহিহু ব্রজ গমন উদ্যোগ,
ইহার শ্রবণে ঘুচে ভব-শোক রোগ ।
জাহ্নবা রামাঞি পাদপদ্মে অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস ।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

—ঃ ০ :—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শচীসুত,
জয় নিত্যানন্দাঙ্গিত কৃপাশুণ্যুত ।
জয় জয় বৃন্দাবন মদন গোপাল,
জয় জয় ভক্তগণ পরম দয়াল ।
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ,
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ।
অতঃপর শুন সবে মোর নিবেদন,
শ্রীজাহ্নবা কৈলা যৈছে ব্রজেতে গমন ।
মহাপাল যোগাইলা যতক কাহার,
সাজ সাজ বলি ঘন পড়িল হাঁকার ।
দোলাতে চড়িলা তবে জাহ্নবা গোসাঞি,
দল বল সঙ্গে লয়ে চলেন রামাই ।
হেথা অন্তঃপুরে উঠে ক্রন্দনের রোল,
শ্রীমতি সুভদ্রা গঙ্গা বিরহে বিহ্বল ।

দাস দাসী আপ্ত অন্তরঙ্গ যতজন,
 সবার বিয়োগ দশা না যায় বর্ণন ।
 সহর আইলা সবে গঙ্গা সন্নিধান,
 বীরচন্দ্র প্রভু আসি হৈলা আগুয়ান ।
 জাহ্নবা কহেন কেন আইলে হেথায়,
 ঘরে গিয়া সাবধান করহ মাতায় ।
 বীরচন্দ্র কহেন রাজপত্নী লেখাইয়া,
 তব সঙ্গে দিয়া তবে আসিব ফিরিয়া ।
 রাজপথ ধরি চল বাহিরে বাহিরে,
 আমি লেখাইতে পত্নী যাইব সহরে ।
 জাহ্নবা কহেন চল যাইবে কেমনে,
 চৌপাল আনুক আগে কাহারের গণে ।
 আজ্ঞা মাত্র তথা আনি চৌপাল যোগায়,
 বৈষ্ণবের গণ খুন্তি শিক্ষা লয়ে ধায় ।
 এইরূপে রাজপথে ক্রমে চলি যান,
 গোড় সহরে গিয়া কৈলা অবস্থান ।
 রাজপাত্র দ্বারে পত্নী করিয়া লিখন,
 উদ্ধারণ দত্ত হস্তে কৈলা সমর্পণ ।
 খরচ যতেক লাগে যাইতে আসিতে,
 তাহা বাঁধি দিলা প্রভু রামাএর হাতে ।
 সেই রাত্রি তথা রহি উঠিয়া প্রভাতে,
 বিদায় করিলা সবে, চলে রাজপথে ।
 আপনি বিদায় হৈলা অনেক যতনে,
 সে সব বিয়োগ দশা না যায় বর্ণনে ।

রাজপত্র সঙ্গে চলে রাজ ছড়িদার,
 যেখানে সঙ্কট পথ তথা করে পার ।
 এইরূপে চলি চলি গয়াধামে আইলা,
 গদাধর দেখিবারে দত্তেরে কহিলা ।
 ফল্গুতীর্থে স্নান করি দরশনে গেলা,
 গদাধর দেখিবারে আবিষ্ট হইলা ।
 আগে উদ্ধারণ দত্ত পশ্চাতে রামাই,
 তার মধ্যে চলি যান জাহ্নবা গোসাঞি ।
 বিষ্ণুপাদপদ্ম দেখি প্রণাম করিয়া,
 নিরীকৃত কৈলা কিছু সেবার লাগিয়া ।
 তিন দিন রহি তথা কৈলা দরশন,
 প্রচুর সামগ্রী তথা করিলা অর্পণ ।
 তীর্থের বৃত্তান্ত তথা করিয়া শ্রবণ,
 উত্তমরূপেতে প্রভু করিলা রক্ষণ ।
 কৃষ্ণে ভোগ দিলা মাতা আনন্দ করিয়া,
 প্রসাদ পাইল সবে উদর পূরিয়া ।
 উদ্ধারণ কহিলেন, করি নিবেদন,
 কোন্ পথে আজ্ঞা হয় করিব গমন ।
 জাহ্নবা কহেন চল ভাল হয় যাতে,
 ঠাকুর কহেন চল, অযোধ্যার পথে ।
 এই যুক্তি করি সবে প্রভাতে উঠিয়া,
 চলিলা সকলে গদাধরে প্রণমিয়া ।
 কতেক দিনেতে উত্তরিলা কাশীপুরে,
 পুছি পুছি গেলা চন্দ্রশেখরের ঘরে ।

শ্রীচন্দ্রশেখর মহা আদর করিলা,
জাহ্নবা দেবীরে নিজ অন্তঃপুরে লইলা ।
ঠাকুর রামের সনে নাহি পরিচয়,
তাঁর পরিচয় দিলা দত্ত মহাশয় ।
পরিচয় পেয়ে তাঁরে করিলেন কোলে,
ভাবাবিষ্ট হয়ে রাম পড়ে পদতলে ।
তাঁহার ভকতি আর ভাবাবেশ-চিহ্ন,
দেখি কোলে করি কহে বাপু ! তুমি ধন্য ।
শ্রীচন্দ্রশেখর তবে সেবার লাগিয়া,
সামগ্রী দিলেন তথি প্রচুর করিয়া ।
পাক করি শ্রীজাহ্নবা কৃষ্ণে সমর্পিলা,
যে যেখানে ছিলা সবে প্রসাদ পাইলা ।
শ্রীচন্দ্রশেখর পুত্র পরিবার সনে,
প্রসাদ পাইলা সবে না করি রন্ধনে ।
জাহ্নবা আইলা শুনি প্রভু-ভক্তগণ,
উপস্থিত হৈলা সবে আচার্য্য-ভবন ।
তাঁহাদের সঙ্গে নাহি কারো পরিচয়,
পরিচয় করালেন দত্ত মহাশয় ।
ঠাকুরের সঙ্গে কোলাকুলী নমস্কার,
ঠাকুর করিলা যথাযোগ্য ব্যবহার ।
ত্রিরাত্রি তথায় প্রভু কৈলা অবস্থান,
রাত্রি দিন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য গুণগান ।
কাশী হৈতে যাত্রা করি প্রয়াগে আইলা,
মাধব দর্শনে সবে আনন্দ লভিলা !

শ্রীচৈতন্য কৃপাবলে বৈষ্ণব সকলে,
কৃষ্ণ কথা বিনে অন্য কথা নাহি বলে ।
তথা হৈতে অনুমতি লইয়া সবার,
অযোধ্যার পথে দেবা কৈলা আগুসার ।
কতদিনে উত্তরিলা অযোধ্যা ভুবনে,
যাঁহা নিত্য বিরাজিত শ্রীরাম লক্ষ্মণে ।
আনন্দিত মনে করি সরযুতে স্নান,
কৃতকৃত্য হয়ে তথা কৈলা জলপান ।
গোধূম চূর্ণের রুটি দালী বহুতর,
ঘৃত রাশি দিয়া করি অতি মনোহর ।
সযতনে রাধা কৃষ্ণে করি সমর্পণ,
মহাসুখে সবে মিলি করেন ভোজন ।
পরিতুষ্ট মনে তথা রহি দিন চারি,
পরিক্রমা করিলেন অযোধ্যা নগরী ।
রাজপাট দেখিলেন আর জন্মস্থান,
কৌশল্যা মাতার ঘর বিচিত্র দালান ।
কৈকেয়ী সুমিত্রা গৃহ ক্রমেতে দেখিয়া,
সীতার মন্দিরে সবে প্রবেশিলা গিয়া ।
তথা হৈতে গেলা চলি বশিষ্ঠ আশ্রয়,
তাহা দেখি বিদ্বাকুণ্ডে করিলা বিজয় ।
তথা হৈতে যজ্ঞকুণ্ডে করিলা গমন,
একে একে সব স্থান করিলা দর্শন ।
যাঁহা যান্ তাঁহা সবে জিজ্ঞাসে বৃত্তান্ত,
জাহ্নবা গোসাঞি সব কহেন্ আত্মোপাস্ত ।

তথা হৈতে গেলা চলি অশোক আরাম,
 সীতা লয়ে যথা কেলি করেন শ্রীরাম ।
 অতি অপরূপ সেই বনের মাধুরী,
 তাহার মহিমা কিছু বর্ণিতে না পারি ।
 মণিময় বেদী বাঁধা প্রতি তরুতলে,
 সীতা লয়ে রাম যথা খেলে কুতূহলে ।
 বসন্ত সময়ে বহে মলয় পবন,
 ভ্রমর ঝঙ্কারে সদা কোকিলের স্বন ।
 হেরিয়া বনের শোভা জাহ্নবা কহিলো,
 এ উদ্যানে রাম সীতা করেছেন লীলা ।
 নিতি নব কিশোর মূর্তি দৌহাকার,
 সুরত-লম্পট রাম করেন বিহার ।
 গোরোচনাগৌরী সীতা অতি সুকুমারী,
 নব জলধর রাম সুরত-বিহারী ।
 নবীন জলদে যেন বিজলীর দ'ম,
 ঐছন সুষমা কোটি কাম মূরছান ।
 সফরী সলিলে যেন তিলে না উপেখি,
 পরাগ থাকিতে জলে সদা মাখামাখী ।
 তিলেক বিচ্ছেদ নাই নিতি নবলেহ,
 ছুঁছ এক প্রাণ ছুঁছ মানে এক দেহ ।
 রসের উল্লাসে উনমত্ত ছুঁই জনা,
 রসোপচারিকা সখী সেবা পরায়ণা ।
 এতেক শুনিয়া কহে ঠাকুর রামাই,
 আশ্চর্য্য শুনি যে ইহা কভু শুনি নাই ।

শ্রীরাম ভরত আর সুমিত্রা-নন্দন,
 এ চারি মূর্তির কহ স্বরূপ কখন ।
 সীতার স্বরূপ কিবা বিলাস কিরূপ,
 বিস্তারিয়া কহ কথা অতি অপরূপ ।
 জাহ্নবা কহেন বাপু ! শুন দিয়া মন,
 সংক্ষেপে কহি যে কিছু অপূর্ব ঘটন ।
 স্বয়ং অবতার সেই কৌশল্যা নন্দন,
 চারি মূর্তি ধরি কৈলা ভূভার হরণ ।
 স্বয়ং বাসুদেব রাম সর্ব গুণধাম,
 লক্ষ্মণ রূপেতে সঙ্কর্ষণ অধিষ্ঠান ।
 প্রহ্লাদ ভরত রূপে হইলা উদয়,
 অনিরুদ্ধ শত্রুঘ্নেতে হৈলা লীলাময়,
 বৈকুণ্ঠ নিবাসী নিত্য ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ,
 কমলা-সেবিত পদ মহিমা অগণ্য ।
 স্বয়ং লক্ষ্মীরূপা সীতা হ্লাদিনী স্বরূপা,
 পরম সৌন্দর্য্য কৃষ্ণ আনন্দ-দায়িকা ।
 রসপুষ্টি করিবারে বহুমূর্তি হৈলা,
 বিলাসিনী হৈয়া রামচন্দ্রে সুখ দিলা ।
 ঠাকুর কহেন, রামলীলা শুনি যত,
 সীতাহরণাদি কার্য্য অতি সুব্যক্ত ।
 জাহ্নবা কহেন এত প্রকট বিহার,
 অপ্রকট লীলা যত তার নাহি পার ।
 যা জানিলা মুনিগণ, তাহাই লিখিলা ।
 অপ্রকট লীলাপুঞ্জ অন্ত না পাইলা ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জানিয়া নিশ্চয় কভু বুঝিতে নারিলা,
অপ্রকট বিহারাদি উদ্দেশে লিখিলা ।
ভক্ত কৃপা বিনা ইহা স্ফুর্তি নাহি হয়,
শুনিলে বুঝিতে পারে না ঘুচে সংশয় ।
একামাত্র হনুমান করে আশ্বাদন,
না জানিলা ব্রহ্মা আদি ইহার মরম ।
এত শুনি ভাবাবিষ্ট হইলা রামাই,
কহিলেন বিস্তারিয়া জাহ্নবা গোসাত্তি ।
শ্রীরামচন্দ্রের রাস-বিলাস-বিস্তার,
অনেক কহিলা তার নাহি পারাপার ।
এইরূপে চারিদিন করি অবস্থান,
রুটি ভোগ দিলা সরযুর জলপান ।
পঞ্চম দিবসে করি সরযুতে স্নান,
মথুরার পথে সবে করিলা পয়ান ।
কত দিনে চলি চলি মথুরা আইলা,
মথুরার শোভা দেখি আনন্দে ভাসিলা ।
পথশ্রম পাসরিলা উল্লসিত মন,
দেখিয়া সবার হৈল প্রফুল্ল-বদন ।
বিচিত্র নির্মাণ স্থান বিচিত্র আবাস,
নানা জাতি পক্ষী করে সুমধুর ভাস ।
নানাজাতি বৃক্ষগণ দেখিতে সুঠাম,
নানা পুষ্প ফলে কত শোভিত উদ্যান ।
কতেক কহিব শোভা না যায় বর্ণন,
যাঁহা নিত্য সন্নিহিত শ্রীমধুসূদন ।

অপূর্ব সলিল তাতে প্রফুল্ল-কমল,
নানা পক্ষী কোলাহল সুধাসম জন ।
সেই জলে স্নান পান সকলে করিলা,
নানা উপহারে কৃষ্ণে ভোগ যোগাইলা ।
বিশ্রাম লভিয়া সবে দূর কৈলা শ্রম,
ঠাকুর কহেন কিছু করি নিবেদন ।
শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস জন্মস্থান মধুপুর,
বসুদেবালয় ইহা হৈতে, কতদূর ।
সবে মেলি চল যাই দর্শন করিতে,
রাত্রি হৈলে নিবসিব সেসব স্থানেতে ।
উদ্ধারণ কহে বাসা নির্ণয় করিয়া,
পশ্চাতে বেড়ান্ সবে দর্শন করিয়া ।
ঠাকুর কহেন বাসা হবে কোন স্থানে,
উদ্ধারণ কহে তাহা কর নিরূপণে ।
তিঁহ কহিলেন মথুরাতে সনাতন,
রহেন শুনেছি কোন ব্রাহ্মণ সদন ।
শুনিয়া সকলে হৈলা আনন্দিত মনে,
উদ্ধারণ দত্ত গেলা তাঁর অঘেষণে ।
খুঁজিতে শুনিলো তিঁহ বৃন্দাবনে গেলা,
দ্বাদশ আদিত্য তীর্থে আশ্রম করিলা ।
মাথুর বৈষ্ণব সনে আছে পরিচয়,
জাহ্নবা গমন বার্তা সবে নিবেদয় ।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দিত মন,
দত্তের সহিত আইলা করিতে দর্শন ।

দত্ত জানাইলা আসি জাহুবার স্থানে,
 আইলা বৈষ্ণবগণ তব দরশনে ।
 দণ্ডবৎ কৈলা সবে দেবী জাহুবারে,
 পরিচয় জিজ্ঞাসেন পরম আদরে ।
 উদ্ধারণ দত্ত সবা পরিচয় দিলা,
 শুনিয়া জাহুবা মাতা আনন্দ পাইলা ।
 ঠাকুরের পরিচয় দত্ত জানাইলা,
 শুনিয়া বৈষ্ণবগণ প্রণাম করিলা ।
 সবা সনে কোলাকুলী করিলা রামাই,
 কহেন বৈষ্ণবগণ ভাগ্য সীমা নাই ।
 ঠাকুর কহেন সবে হও সাধুজন,
 বন্দনীয় নহি আমি অতি অভাজন ।
 তাঁহারা কহেন তুমি মহৎ সন্ততি,
 তোমারে না ভক্তি হৈলে হবে কোন্ গতি ।
 পরম্পর নতি স্তুতি করি বহুতর,
 রূপ-সনাতন বার্তা পুছেন তৎপর ।
 সকলেই কহে বৃন্দাবনে ছুই ভাই,
 ভট্টযুগ জীব সনে থাকেন্ সদাই ।
 তাঁদের বৃত্তান্ত শুনি সূর্য্যদাস-সুতা,
 দেখিবার তরে মনে বাড়িল ব্যগ্রতা ।
 বৃন্দাবন প্রসঙ্গেতে রাত্রি পোহাইলা,
 দেবীরে বৈষ্ণব নিজবাসে লয়ে গেলা ।

জাহুবা বলেন হেথা রব দিন চারি,
 পরিক্রমা করিয়া দেখিব মধুপুরী ।
 এত বলি ঠাকুরাণী কৈলা প্রাতঃস্নান,
 পরিক্রমা করিবারে করিলা প্রয়ান ।
 কৃষ্ণ জন্ম স্থানে গেলা করিতে দর্শন,
 যেখানেতে চতুর্ভূজ হৈলা নারায়ণ ।
 আগে উদ্ধারণ দত্ত মধ্যেতে শ্রীমতী,
 পশ্চাতে রামাই চলে ভাবাবিষ্ট মতি ।
 অনেক রৈষ্ণব সঙ্গে আগে পিছে ধায়,
 লীলাস্থলী যে যা জানে সকলি দেখায় ।
 কৃষ্ণজন্ম স্থানে গিয়া করিলা প্রণাম,
 প্রেমাবেশে হৃদে স্মৃতি হৈলা ভগবান ।
 শ্রীমতী ইঙ্গিতে রাম পড়ে জন্ম লীলা,
 শুনিয়া শ্রীমতি-তনু মন আলুলিলা ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং

চতুর্ভূজং শঙ্খগদাচ্যুদাযুধং ।

শ্রীবৎসলক্ষ্যং গল-শোভিকৌস্তভং

পীতাম্ববং সান্দ্র-পয়োদ-সৌভগং ॥ ১ ॥

এইরূপ শ্লোক শুনি হৈলা প্রেমাবেশ,
 ঠাকুর পড়িলা ভূমে আলুথালু কেশ ।
 শ্রীমতীর পাদপদ্ম-রেণুতে লোটায়,
 স্তম্ভ কম্প পুলকাক্ষ অঙ্গে উপজয় ।

(মহাভাগ বসুদেব) শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভূজ কমল-নয়ন শ্রীবৎসালক্ষ্যত কৌস্তভ-
 গাতিত পীতাম্বরধারী ঘনমেঘ স্নন্দর সেই অলৌকিক বালককে (দর্শন করিলেন) ।

শ্রীশ্রীমুরলী-বিলাস

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

প্রেমাবেশে সবে মিলি করে হরিশ্বনি,
কৃষ্ণ নাম বিনা অশ্রু নাম নাহি শুনি ।
এইরূপে কতক্ষণ করিয়া দর্শন,
তথা হৈতে রঙ্গভূমে করিলা গমন ।
যাঁহা মল্ল যুদ্ধ কৈলা কৃষ্ণ বলরাম,
যাঁহা বহুবিধ লোক দেখিলা ভগবান্ ।
যে মঞ্চে চড়িয়া কংস কোতুক দেখিলা,
চানুর মুষ্টিক যুদ্ধ অপরূপ লীলা ।
নন্দরাজ লয়ে যত গোপ গোপীগণ,
বশুদেব মহামতি লইয়া স্বগণ ।
নিজ নিজ মঞ্চে বসি দেখে যুদ্ধরঙ্গ,
সেই স্থান দেখি বাড়ে প্রেমের তরঙ্গ ।
জাহ্নবা কহেন্ রাম ! পড় দেখি শ্লোক,
পড়েন রামাই শ্লোক শুনে সব লোক !

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।

মল্লানামশনি নৃণাং নরবরঃ শ্রীণাং শ্রো মূর্তিমান্,
গোপানাং স্বজনোহস্তাং ক্ষিত্তিভূতাং শাস্ত্রাবপিত্রোঃ
শিশুঃ ।

মৃত্যুভোজপতেবিরাড়বিহ্বাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং,
বৃক্ষীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গগতঃ সাগ্রজঃ ॥ ২ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অগ্রজের সহিত কংসের রঙ্গস্থলে প্রবেশ করেন, তখন তত্রস্থ মল্লগণ তাঁহাকে স্কন্ধাশ্রিত অশনির স্থায় দর্শন করিল ; এবং সাধারণ মহামুগ্ধগণ অন্দর পুরুষ বলিয়া, রমণীগণ মূর্তিমান কন্দর্প বলিয়া, গোপগণ পরমাত্মীয় বলিয়া, ছুট রাজচতুর্গ শাসনকর্তা বলিয়া, পিতা মাতা শিশু সন্তান বলিয়া, নিতান্ত মুগ্ধগণ সামান্ত বালক বলিয়া, যোগিগণ পরমতত্ত্ব বলিয়া যাদবগণ পরদেবতা বলিয়া ও কংস সাক্ষাৎ কৃতান্ত বলিয়া অবগত হইলেন ।

শ্লোক শুনি উদ্ধারণ প্রেমে মত্ত হৈলা,
পূর্বের সখ্যতা ভাব হ্রাদ উপজিলা ।
বাহু তুলি ডাকে কাঁহা কানাই বলাই,
মুখবাত্ত করে কত হাতে দেয় তাই ।
কভু বা ভূমেতে পড়ে নেত্রে জলধার,
দেখিয়া জাহ্নবা মনে আনন্দ অপার ।
পরে কংস বধ স্থান করি দর্শন,
উদ্ধারণ কহে কংস বধ বিবরণ ।
মঞ্চ হৈতে কংশে কেশে ধরি মধুপতি,
আকর্ষিতে প্রাণ ছাড়ি লভে দিব্যগতি ।
চতুর্ভূজ মূর্তি ধরি বৈকুণ্ঠে চলিলা,
দয়াল কৃষ্ণের হয় এই এক লীলা ।
কাঁহা গোব্রাহ্মণদ্রোহী কালনেমি মুঢ়,
বৈকুণ্ঠ-নিবাসী কাঁহা চতুর্ভূজ শূর ।
এমন দয়াল কেবা আছে ত্রিজগতে,
দোষ দূর হয় তাঁর চরণ কৃপাতে ।
অকামে সকামে যদি সদাই ধেয়ায়,
গাঢ় অনুরাগে সেই কৃষ্ণপদ পায় ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়ে ।
অকামঃ সৰ্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ
তীব্রেন ভক্তিয়োগেন যজেত পুরুষং পরং ॥৩॥
ঠাকুর কহেন কৃষ্ণ পরম দয়াল,
অচ্যুতাব ছাড়ি ভজে মদন গোপাল ।
তার হৃদে প্রবেশিয়া ছরিত নাশিয়া,
সদ্বোধ উদয় করে ভক্তি জন্মাইয়া ।
ভয়ে নিরন্তর তাঁরে করিলা চিন্তন,
সেই ত হইলা তার মুক্তির কারণ ।
কামে ক্রোধে ভয়ে স্নেহে ভজে যেই জন,
একতা সৌহৃদ্যে ঘেষে পায় সেইজন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেবচ,
নিত্যং হরৌ বিদধতো যাস্তি তন্ময়তাংহিতে ॥৪॥
শুনি আনন্দিত হৈলা জাহ্নবা গোসাঞি,
নানা লীলা দেখি শুনি আনন্দ বাধাই ।
এইরূপে চারি দিন পরিক্রমা করি,
দেখিলেন আনন্দেতে মথুরা নগরী ।
শুনিলেন বৃন্দাবনে রূপ সনাতন,
জাহ্নবা গোসাঞি আইলা মথুরা ভুবন ।

শুনি পুলকিত হৈলা গোসাঞি সকল,
তাঁহারে লইতে তবে লোক পাঠাইল ।
শ্রীজীবকে কহিলেন তাঁরে আনিবারে,
হৃষ্টমনে জীব চলে যমুনা কিনারে ।
গোসাঞি প্রেরিত লোক গিয়া মধুপুরে,
দণ্ডবৎ করি কহিলেন জোড় করে ।
তব আগমন শুনি রূপ সনাতন,
উৎকণ্ঠিত হৈলা সবে দেখিতে চরণ ।
পশ্চাতে আছেন মোর শ্রীজীব গোসাঞি
শুনি আনন্দিত হৈলা ঠাকুর রামাই ।
উদ্ধারণ দত্ত কহে বিলম্বে কি কাজ,
চলুন সত্বর যাই সবে ব্রজমাঝ ।
এ কথা শুনিয়া সূর্য্যদাসের নন্দিনী,
বৃন্দাবন চলে, বহে প্রেম সুরধুনী ।
ক্ষণ বৃন্দাবন ছাড়া নহে তাঁর মন,
তথাপি দ্বিগুণ প্রেমে করে আকর্ষণ ।
প্রকুল্লিত হৈল অঙ্গ কদম্ব আকার,
মুখে মন্দ হাসি নেত্রে বহে জলধার ।
পাদপদ্ম সুকোমল কেমনে চলিবা,
তথাপিও নরযানে ব্রজে না যাইবা ।

(শুকদেব পরীক্ষিতকে কহিলেন মহারাজ,) কোনরূপ কামনা থাকুক আর নাই থাকুক
আর মোক্ষ কামনাই থাকুক স্ববুদ্ধি ব্যক্তি জ্ঞান কর্মাদি-বিরহিত ভক্তি সহকারে সেই পরম
পুরুষের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন । ৩ ।

(শুকদেব কহিলেন) যাহারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিয়ত কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ,
ঐক্য, ও সৌহৃদ্য সংস্থাপন করে, তাহারা তন্ময়তা প্রাপ্ত হয় । ৪ ।

ব্রজের আচার হয় অতি দৈন্যময়,
তাহা ছাড়ি মাৎসর্য্যেতে বড় বিদ্ব হয় ।
এই মনে ভাবি মাতা করেন গমন,
আগে পিছে চলিলা বৈষ্ণব কতজন ।
আগে উদ্ধারণ দত্ত পশ্চাতে রামাই,
তঁার মধ্যে চলি যান্ জাহ্নবা গোসাঞি ।
হরিশ্ৰবনি করে সবে হয়ে হরষিত,
যমুনা কিনারে সবে হৈলা উপনীত ।
বিশ্রাম ঘাটেতে গিয়া সবে দাঁড়াইলা,
বিরাম ঘাটের কথা শুনিতে লাগিলা ।
উদ্ধারণ দত্ত কহে শুন বিবরণ,
অক্রুর দেখিলা এই হ্রদে নারায়ণ ।
কৃষ্ণ লয়ে তঁহ আসিলেন মথুরাতে,
বিশ্রাম করিলা এই খানে যত্ননাথে ।
জাহ্নবা কহেন স্নান কর এইখানে,
তবে ত যাইবে সবে সুখে বৃন্দাবনে ।
এতেক শুনিয়া সবে মহা কুতূহলে,
স্নান পূজা কৈলা সেই যমুনার জলে ।
উৎকণ্ঠা বাড়িল মনে যেতে বৃন্দাবন,
এদিকে শ্রীজীব তথা কৈলা আগমন ।
শ্রীজীব গোস্বামী দেখি দত্ত মহাশয়,
শ্রীমতি সমীপে দেন্ তাঁর পরিচয় ।
শ্রীজীব গোসাঞি যবে সম্মুখে আইলা,
এস এস বলি মাতা আদর করিলা ।

জাহ্নবার পদে জীব কৈলা নতি স্তুতি,
প্রেমে গদগদ দেবী দেখিয়া ভকতি ।
কহেন্ কেন বা তুমি এলে কষ্ট পায়,
জীব কহে হুঃখ গেল চরণ দেখিয়া ।
বহু জন্ম ফলে তব চরণ-দর্শন,
সফল হইল আজি মনুষ্য জন্ম ।
জাহ্নবা কহেন তোমারাই ভাগ্যবান্,
তোমাদের কৈলা কৃপা গৌর ভগবান্ ।
রামেরে দেখিয়া জীব পুছিতে লাগিলা,
শ্রীজাহ্নবা দেবী তাঁর পরিচয় দিলা ।
পরিচয় পেয়ে জীব হৈলা দণ্ডবৎ,
প্রতি নতি করি বলেন্ তুমি যে মহৎ ।
কোলাকুলী করি দৌহে করয়ে রোদন,
শ্রীজীব কহিলা বহু সঁদৈন্ত বচন ।
উদ্ধারণ দত্ত সনে কোলাকুলী কৈলা,
সাধুর সংসর্গে তথি প্রেম উপজিলা ।
শ্রীজীব কহেন বিলম্বেতে কাজ নাই,
পাছে হুঃখ পেয়ে হেথা আসেন্ গোসাঞি ।
জাহ্নবা কহেন বাপু! আগে চল তুমি,
শ্রীজীব চলিলা আগে তাঁর আজ্ঞা মানি ।
সকলে চলিয়া যায় হরিশ্ৰবনি দিয়া,
কতক্ষণে উত্তরিলা বৃন্দাবনে গিয়া ।
যমুনার জল হয় শ্যামল চিকণ,
দেখিয়া জাহ্নবা মনে কৃষ্ণ উদ্দীপন ।

পূর্বের ভাব তাঁর হৃদয়ে স্মুরিলা,
সময় বুঝিয়ে তাহা সম্বরণ কৈলা ।
এই রূপে চলি গেলা ভাবাবিষ্ট মনে,
উপনীত হৈলা গিয়া শ্রীরূপ সদনে ।
এইত কহিহু বৃন্দাবনেতে গমন,
শ্রবণ করিলে ভরে প্রেমানন্দে মন ।
জাহ্নবা রামাই পাদপদ্মে অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস ।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

—ঃ ০ :—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ কৃষ্ণ বলরাম,
জয়দ্বৈত গোপেশ্বর দেহ ভক্তিদান ।
জয় জয় বৃন্দাবন মদন গোপাল,
জয় জয় ভক্তবৃন্দ পরম দয়াল ।
প্রত্যহ আসেন্ সবে শ্রীরূপে ভেটিতে,
সে দিন আইলা সবে জাহ্নবা দেখিতে ।
সবে আসি শ্রীমতীকে করিলা প্রণাম,
তিঁহ শুদ্ধভাবে সবে করিলা সম্মান ।
উদ্ধারণ দত্ত সহ আছে পরিচয়,
গোসাঞি সকল তাঁর সঙ্গেতে মিলয় ।

ঠাকুরে দেখিয়া সবে চাহে পরিচয়,
উদ্ধারণ বিবরিলা তাঁহার বিষয় ।
পরিচয় পায়া সবে গেলা তাঁর কাছে,
পূর্ব হতে তাঁর চিত্ত প্রেমে ভরি আছে ।
গুরুর সাক্ষাতে প্রেম রহে সম্বরিয়া,
কখন কি আজ্ঞা হয় সেবার লাগিয়া ।
দণ্ডবৎ হৈলা যবে শ্রীরূপ গোসাঞি,
দণ্ডবৎ পড়ে ভূমে ঠাকুর রামাই ।
বৃন্দাবন যবে তিঁহ প্রবেশ করিলা,
ব্রজরেণু মাখিবারে মনে সাধ হৈলা ।
আজ্ঞা সেবা লাগি ছিলা সম্বরণ করি,
অবসর পেয়ে বাড়ে প্রেমের লহরী ।
গোসাঞি বিহ্বল হৈলা তাঁর ভাব দেখি,
নবপ্রেম অনুরাগে হৈলা মাখামাখি ।
গড়াগড়ি যায় তিঁহ নেত্রে অশ্রুধার,
কম্প স্বেদ স্বরভঙ্গ পুলক সঞ্চার ।
দেখিয়া সবার নেত্রে বহে অশ্রুজল,
শ্রীমতী জাহ্নবা হৈলা আনন্দে বিহ্বল ।
কতক্ষণে স্থির হৈলা করি কৃতাঞ্জলি,
কহেন শ্রীরূপ মোরে দাও পদধূলী ।
আছহ তোমরা সবে করি প্রণিপাত,
পদধূলী দাও মোরে লহ নিজ সাত ।
বহুদূর হৈতে মুঞি আইহু বড় আশে,
মোরে দয়া করি এবে রাখ নিজপাশে ।

নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রিয় ভক্তগণ,
 মোরে দয়া কর সব পতিত পাবন ।
 তোমা সব কৃপা বিহু ব্রজ নাহি পাই,
 ব্রজে সঁপিলেন তোমা চৈতন্য গোসাঞি ।
 প্রভু অনুরাগে রূপ ! ছাড়িলে বিষয়,
 অকিঞ্চন হৈয়া কৈলে ব্রজের আশ্রয় ।
 প্রভু তব হৃদে অষ্ট শক্তি সঞ্চারিলা,
 কবিকর্ণপুর মুখে তাহা যে শুনিলা ।
 প্রিয়ভক্ত বলি প্রভু জানি যে তোমারে,
 প্রিয় স্বরূপ তেঁই লিখে কর্ণপুরে ।
 প্রভুর দয়িত যেই তাঁহারি স্বরূপ,
 প্রেমের স্বরূপ রস বিলাসের কূপ ।
 সেই জাতি বলি প্রভু তোমারে জানিলা,
 নিজ অনুরূপ বলি নিশ্চয় করিলা ।
 তোমার দ্বারায় ভক্তি-শাস্ত্র প্রবর্তিলা,
 প্রভু একরূপে তেঁই গ্রন্থেতে লিখিলা ।

তত্র শব্দে কহে শ্রীরাধা ঠাকুরাণী,
 তাঁর অনুরূপ বলি তাহাতে বাখানি ।
 স্ব শব্দে কহেন প্রভু আপন বিলাস,
 স্ববিলাস এই হেতু কহিলা নির্ধাস ।
 এই অষ্টরূপ শক্তি কৈলা সঞ্চারণ,
 ইহার প্রমাণ কর্ণপুরের বচন ।

তথাহি শ্রীচন্দ্রোদয় নাটকে ।
 প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাতিরূপে,
 নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততানরূপে স্ববিলাসরূপে । *
 এতেক শুনিয়া তবে শ্রীরূপ গোসাঞি,
 কহিতে লাগিলা কিছু রাম-মুখ চাই ।
 শুন শুন মহাশয় করি নিবেদন,
 আপনার সাধুগুণে করি প্রশংসন ।
 শ্রীবংশী-বদন হন বংশী-অবতার,
 নিতাই চৈতন্য নামে দুই পুত্র তাঁর ।
 চৈতন্যের পুত্ররূপে বংশীর আবেশে,
 জনম লভিলে তুমি কহি নির্বিশেষে ।

* প্রভু চৈতন্যদেব যে রূপ গোস্বামীতে মহাভাব-পর্যাপ্তি, শ্রীরাধার মহৌদার্য্য মহিমার সীমা, রাধারূপযৌবন হেলা-লীলাদির পর্যাপ্তি, শ্রীকৃষ্ণগুণ-লীলা চরিত্রলাবণ্যাদির সীমা, নিজ ধর্মাচরণ মুদ্রাদির পরিপাক, ধর্মাধর্ম্ম কর্তব্যাকর্তব্যের পরিপাক, রাধিকালীলা-বিলাস-মাধুরী, কৃষ্ণ-বিলাসের পরিপাক, প্রভৃতি অষ্টবিধ শক্তির বিস্তার করিয়াছিলেন ।

এই শ্লোকের অন্ততম টীকাকার উল্লিখিত অষ্ট প্রকার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু পূজ্যপাদ গ্রন্থকার শ্রীশ্রীরাজবল্লভ গোস্বামি প্রভু নিজ গ্রন্থ লিখিত পদ্যানুবাদে শ্লোকের প্রকৃত অর্থ রক্ষা করিয়া ‘তত্র শব্দে কহে শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী’ এইরূপ লেখায় নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, কোন গ্রন্থে “ততানরূপে” এই স্থলে “তত্রানুরূপে” এইরূপ পাঠ আছে ।

মূঞি তাঁরে দেখিয়াছি ভক্তগণ সঙ্গে,
 প্রভু সঙ্গে ভাসিতেন্ প্রেমের তরঙ্গে ।
 সেই সুলক্ষণ সব দেখি যে তোমাতে,
 তুমি সেই বস্তু, অন্য নাহি লয় চিতে ।
 তাতে তুমি অনুগত হইলে যাহার,
 অমৃত মহিমা কেবা জানিবে তোমার ।
 মোরে অনুগ্রহ কর হই তব দাস,
 প্রভু পরিকর তুমি করি তব আশ ।
 সনাতন গোসাঞি আসি দণ্ডবৎ হৈলা,
 শশব্যস্তে রামচন্দ্র তারে প্রণমিলা ।
 দৌহে কোলাকুলী করি সঘনে রোদন,
 পুনঃ পুনঃ নতি স্তুতি প্রণয় বচন ।
 এই মত ভট্টযুগ সহ আলিঙ্গন,
 পুলকাক্ষ কম্প স্বেদ সর্দৈন্ত বচন ।
 শ্রীদাস গোসাঞি আর শ্রীজীব গোসাঞি,
 দৌহার সঙ্গেতে মিলি আনন্দ বাধাই ।
 কত যে আনন্দ হৈল বর্ণিতে না পারি,
 সংক্ষেপে লিখিহু গ্রন্থ বাছল্যকে ডরি ।
 মোরে প্রভু দয়া করি যাহা শুনাইলা,
 তাহার কিঞ্চিৎ মূঞি গ্রন্থেতে লিখিলা ।
 তারপর শুন সবে করি নিবেদন,
 জাহ্নবা কহেন শুন রূপ সনাতন ।
 আমারে দেখাও আগে গোবিন্দ চরণ,
 তবে ত করিব আমি পাক আয়োজন ।

রূপ সনাতন কহে যে আজ্ঞা তোমার,
 গোবিন্দ মন্দিরে তবে হন আশ্রয় ।
 গোবিন্দ মন্দিরে গেলা করিতে দর্শন,
 শ্রীজীব করেন তথা পাক আয়োজন ।
 শ্রীমতীর সঙ্গে সবে গমন করিলা,
 শ্রীগোবিন্দ সন্নিধানে উপনীত হৈলা ।
 দেখিয়া সাক্ষাৎ সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন,
 অপরূপ মধুরিমা কোটীন্দু-বদন ।
 দণ্ডবৎ কৈলা সবে ভূমেতে লুটিয়া,
 সবাই রহিলা অগ্রে কৃতাজলি হৈয়া ।
 কোটিকাম-কলা-নিধি মন্থথ মন্থথ,
 কুলবধু সতী ভুলে ছাড়ি আর্য্যপথ ।
 দেখিয়া জাহ্নবা দেবী পরম উল্লাস,
 স্বাভাবিক প্রেমচিত্তে হইলা প্রকাশ ।
 মন্দ মৃদু হাসি মূখে নয়ন তরঙ্গ,
 চন্দ্রেতে চকোর যেন পদ্মে লুক্কভঙ্গ ।
 পুলক কদম্ব-অঙ্গে কম্প উপজয়,
 কলার বালুড়ী যেন পবনে দোলায় ।
 ধীরার স্বভাবে প্রেম করে সম্বরণ,
 গোবিন্দ প্রফুল্ল দেখি জাহ্নবা বদন ।
 অতি সুমাধুর্য্য দেখি রূপ সনাতন,
 দৌহে মনে মনে তাহা করে নির্দারণ ।
 শ্রীমতী পশ্চাতে থাকি ঠাকুর রামাই,
 সে প্রেম সাগরে তঁহ মগন তথাই ।

সবে প্রেমাষিষ্ট হৈলা তাঁর প্রেম দেখি,
কৃষ্ণ দরশনে যথা রাধা চন্দ্র-মুখী ।
সেই উদ্দীপনে ভাব জন্মিল সবার,
তাহা নিরূপণ করি কি শক্তি আমার,
এইরূপে কতক্ষণ ভাব সংগোপিয়া,
বাহিরে আইলা শ্রীগোবিন্দে প্রণমিয়া ।
গোসাঞি সকল চলি আইলা তাঁর সাতে,
উপনীত হৈলা আসি শ্রীরূপকুটীতে ।
পদ ধুই দিলা সবে করিয়ে যতন,
পাকশালে গিয়া দেবী করিলা রন্ধন ।
ডাল রুটী শাক অন্ন বিবিধ প্রকার,
খিৰসা খিরানী ভাজা ব্যঞ্জন অপার ।
আয়োজন করি দিলা ঠাকুর রামাই,
অবিলম্বে পাক কৈলা জাহ্নবা গোসাঞি
শ্রীরাধাগোবিন্দে তবে করিলা ভোজন,
আচমন দিয়া কৈলা তাম্বুল অর্পণ ।
শ্রীরূপে কহেন তবে শ্রীমতি জাহ্নবা,
সকলে মিলিয়া বৈস প্রসাদ পাইবা ।
শ্রীরূপ কহেন তুমি কর উপযোগ,
আমরা পশ্চাতে পাব তব শেষভোগ ।
জাহ্নবা কহেন আগে দিয়া তোমা সবে,
পশ্চাতে পাইলে আমি সুখী হই তবে ।
সনাতন কহে তুয়া আজ্ঞা বলবানু,
যাতে তব সুখ হয় সেই ত প্রমাণ ।

বসিলা সকলে তবে প্রসাদ পাইতে,
রামাই লাগিলা পরিবেশন করিতে ।
শ্রীরূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ,
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ।
লোকনাথ গোসাঞি শ্রীভুগর্ভ গোসাঞি ।
যাদব আচার্য্য আর গোবিন্দ গোসাঞি ।
উদ্ধব দাস আর শ্রীমাধব গোপাল,
নারায়ণ গোবিন্দ ভকত সুরসাল ।
চিরঞ্জীব গোসাঞি আর বাণীকৃষ্ণদাস,
পুণ্ডরীক ঈশান বালক হরিদাস ।
এ সকল মুখ্য ভক্ত কত লব নাম,
সবা লয়ে বসি সুখে মহাপ্রসাদ পান ।
সুধা-বিনিন্দিত পাক করিলা শ্রীমতী,
প্রচুর করিয়া দেন রামাই স্মৃতি ।
অক্ষয় অব্যয় হয় পাকের ভাণ্ডার,
সুস্বাদ পাইয়ে মাগে যে ইচ্ছা যাঁহার ।
আকণ্ঠ পূরিয়া সবে করিলা ভোজন,
হরিধ্বনি করি সবে কৈলা আচমন ।
দেখিতে আইলা যত ব্রজবাসী জন,
সমাদরে করাইলা সবারে ভোজন ।
পশ্চাতে আপনি কিছু গ্রহণ করিলা,
অক্ষয় ভাণ্ডার তেঁই বহুত রহিলা ।
প্রসাদ পাইয়া কৈল যমুনাতে স্নান,
ঠাকুর রামাই সেবা কৈলা সমাধান ।

১১২
 দ্বাহুবা গোসাঞি গিয়া বসিলা আসনে,
 সেখানে মণ্ডলী করি বসি সব জনে ।
 শ্রীরূপ কহেন তবে শুনহে রামাই,
 কিছু অবশেষ যেন তোমা হতে পাই ।
 রামাই যে কালে গেলা প্রসাদ পাইতে,
 কিছু অবশেষ দিলা শ্রীরূপের হাতে ।
 সংগোপনে মাগি কেহ করিলা ভক্ষণ,
 হেথা শ্রীরামাই করি প্রসাদ গ্রহণ ।
 যমুনাতে গিয়া কৈলা সুখাবগাহন,
 শুষ্ক বস্ত্র পরি আইলা সবা বিচরমান্ ।
 প্রতিদিন ভাগবত করেন শ্রবণ,
 রঘুনাথ দাস তাহা করে অধ্যয়ন ।
 সে দিন শ্রীমতী আগে অনুমতি লইলা,
 নানা রাগ তাল মানে পড়িতে লাগিলা ।
 আনন্দ অমুখি রস কৃষ্ণলীলাস্বাদ,
 শুনিতে কহিতে সবে হয় উনমাদ ।
 শ্লোক ব্যাখ্যা জনে জনে করেন সবাই,
 জ্ঞান ভক্তি অর্থে তথা কম কেহ নাই ।
 শ্রীরূপ কহেন শুন ঠাকুর রামাই,
 তুমি কিছু কহ যদি মহা সুখ পাই ।
 ঠাকুর কহেন মুঞি তোমা সবা আগে,
 কি কহিব, শুনিতেই বড় ভাল লাগে ।
 সকলে কহেন, শুন তোমার বদনে,
 কহেন ঠাকুর সবা করিয়া বন্দনে ।

শ্রবণ কীর্তন এই শ্লোকের ব্যাখ্যান,
 মণ্ডম স্কন্ধের কথা প্রহ্লাদ আখ্যান ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে মণ্ডনে ।
 শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ শ্রবণংপাদ সেবনং
 অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমায়-নিবেদনং ।

এই শ্লোক পড়িলেন শ্রীভট্ট গোসাঞি,
 শ্লোক ব্যাখ্যা করিলেন ঠাকুর রামাই ।
 প্রবর্ত সাধক সিদ্ধ করিয়া যোজন,
 জ্ঞান যোগ ভক্তি অর্থে কৈলা সংঘটন ।
 শুনিয়া পাইল সুখ গোসাঞি সকল,
 সবাকার নেত্রে তবে বহে অশ্রুজল ।
 এই মতে কতক্ষণ আনন্দ উল্লাস,
 কহিতে শুনিতে হয় প্রেমের প্রকাশ ।
 পরম আনন্দে তবে হৈল সন্ধ্যাকাল,
 নিজ নিজ স্থানে যেতে সকলে চঞ্চল ।
 আরতি করিতে গেলা গোবিন্দ মন্দিরে,
 আরতি করেন অতি আনন্দ অন্তরে ।
 শঙ্খ ঘণ্টা বাজে সুমঙ্গল পদক গাই,
 জয় জয় করে সবে আনন্দ বাধাই ।
 গোবিন্দ মুখারবিন্দ কোটিন্দু কিরণ,
 যেই দেখে তার মন করে আকর্ষণ ।
 বৃন্দাবন নানা বৃক্ষ লতাতেবেষ্টিত,
 নানাপক্ষী অলিকুল করয়ে সঙ্গীত ।

গাভীর হৃদয় বৃষগণের গর্জন,
নব বৎস বত শত করে আশ্ফালন ।
গোধূলি গগন ভেদি করে অন্ধকার,
শিঙ্গা বাঁশী বাজে কত রাখাল হাঁকার ।
রসাল প্রদীপ কত জ্বলে ঘরে ঘরে,
ধূপ মাল্য গন্ধামোদে বৃন্দাবন ভরে ।
গাভীর দোহন শব্দ শুনিতে মধুর,
নানা রাগ তালে গায় গায়ক চতুর ।
কি দিব তুলনা তার নাহিক সুষমা,
ব্রহ্মা শিব জনস্তাদি না পান্ মহিমা ।
শ্রীমতি জাহ্নবা তবে গোবিন্দের প্রতি,
এক দৃষ্টে দাঁড়াইয়া কৈলা কত স্তুতি ।
ঠাকুর রামাই আর শ্রীরূপ গোসাঞি,
প্রেমানন্দে ভাসে সুখ ওর নাহি পাই ।
গোবিন্দ সাক্ষাতে যৈছে রাখা সমা সখী,
ঐছন সুষমা ভঙ্গি তাহাতে নিরখি ।
এই মতে কতক্ষণ কৈলা দরশন,
রঘুনাথ ভট্ট গোসাঞি পূজারী তখন ।
সেবা সাজ হৈল পুনঃ আরতি বাজিলা,
জাহ্নবা দেবীরে লঞা বাসায় আসিলা ।
নিজবাসে আসি রূপ কৃষ্ণ কথা রসে,
গোড়াইলা সুখে রাত্রি বসি তাঁর পাশে ।
প্রাতঃকালে করি সবে যমুনাতে স্নান,
প্রাতঃকৃত্য সমাপিয়া করিলা বিশ্রাম ।

এইরূপে দুই চারি দিবস রহিলা,
একদিন সনাতন কহিতে লাগিলা ।
আমার কুটিতে দেবি ! দাও পদধূলি,
মদনগোপালে দেখ হয়ে কুতূহলী ।
শুনিয়া জাহ্নবা কহেন মধুর বচনে,
তোমাদোহে দিলা প্রভু এই বৃন্দাবনে ।
যাঁহা রাখ তাঁহা রহি নাহি মতান্তর,
আমি কি বলিব বল তোমার গোচর !
পরিক্রমা করি বৃন্দাবন লীলা শুনি,
তোমার প্রসাদে হবে সব সিদ্ধি জানি ।
সনাতন কহে শুনি আশ্চর্য্য কাহিনী,
মোরে লুকাইছ তব পূর্বকথা জানি ।
হাসিয়া শ্রীমতী ঠাঠি করিলা গমন,
দ্বাদশ আদিত্যে লঞা গেলা সনাতন ।
রূপে নিমন্ত্ৰণ কৈলা স্বর্গণ সহিতে,
শ্রীমতীকে লইয়া গেলা গোপাল সাক্ষাতে ।
মদনগোপাল দেখি জাহ্নবা রামাই,
আনন্দে ভাসিলা তথি প্রেম সীমা নাই ।
ত্রিভঙ্গ সুন্দর অঙ্গ নবঘনহ্যতি,
ধীরললিত শ্যাম মোহন মুরতি ।
পূর্ণ-চন্দ্র জিনি মুখ কমল নয়ন,
ভুরু কামধনু জিনি তেড়ছ সন্ধান ।
ইন্দ্র নীল মণি পটু প্রশস্ত হৃদয়,
বনমালা সকৌস্তভ তাহে বিরাজয় ।

করিবরকর জিনি বাহর বলন,
 কটিতটে পীতধটি অতি সুশোভন ।
 পদাযুজে শোভে নখ চন্দ্রের মালিকা,
 করনখ-চন্দ্র বেড়ি শোভে মুরলিকা ।
 ময়ূর শিখণ্ডী উড়ে চূড়ার উপর ।
 দেখিয়া মদন ভুলে রূপের আকর,
 এহেন মাধুর্য্য দেখি যত সুখ হৈল,
 সেই তার সাক্ষী অন্য কিছু না মিলিল ।
 মনের সানন্দে দেবী করিলা রন্ধন,
 ঠাকুর করিলা সব পাক আয়োজন ।
 নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি কৈলা উপহার,
 শাক সূপ ভাজী রুটি বিবিধ প্রকার ।
 পাক সমাপিয়া কৈলা গোপালে অর্পণ,
 মহাসুখে দেব দেব করিলা ভোজন ।
 আচমন দিয়া মাতা তাম্বুল অর্পিলা,
 মদনগোপাল তাহে সুখাবিষ্ট হৈলা ।
 ভক্ত সনাতন তাহা জানিলা অন্তরে,
 কৃষ্ণসুখ মর্ষ্য কেবা জানিবারে পারে ।
 নিমন্ত্রণে আসিলেন গোসাঞি মণ্ডলী,
 রামাই প্রসাদ দেন্ হয়ে কুতূহলী ।
 যাঁর যেই রুচি তাহা মাগিয়া লইয়া,
 প্রসাদ পাইলা সবে আকণ্ঠ পূরিয়া ।
 জাহ্নবা গোসাঞি শেষে ভোজন করিলা,
 তাঁর অবশেষপাত্র রামাই পাইলা ।

এই রূপে দিবা গেল হৈল সন্ধ্যাকাল,
 শ্রীমতী আরতি কৈলা মদন গোপাল ।
 কাংশ্য ঘণ্টা বাজে কত মৃদঙ্গ ঝাঁঝরী,
 রসাল প্রদীপ কত জ্বলে সারি সারি !
 ধূপ দীপ পুষ্প মালা গন্ধে আমোদিতা,
 ভ্রমর ঝঙ্করী মধু মদেতে মাতিলা ।
 কোকিল পঞ্চমে গায় ময়ূরের রব,
 কর্ণ রসায়ন, করে প্রেম সঘনুব ।
 মন্থ মন্থ রূপ ব্রজেন্দ্র নন্দন,
 নেত্রভঙ্গে গোপাগণে করে বিমোহন ।
 পিতাম্বর পরিধান সুচারু বদন,
 সিংহগ্রীবা মহামত্ত কমল-লোচন ।
 প্রদীপ কিরণে মুখ করে ঝলমল,
 মুরলী অধরে যেন বিদ্যুৎ চঞ্চল ।
 মন্দ হাসি ভঙ্গি করি নয়ন দোলায়,
 দেখিয়া জাহ্নবা মন তনু আগে ধায় ।
 নতি স্তুতি করি বহু বাহিরে আইলা,
 পূজারী আসিয়া সবে মালা সমর্পিলা ।
 বসিলা সকলে মেলি মদন গোপালে,
 প্রসঙ্গ ক্রমেতে সবে কত কথা বলে ।
 রামাই কহেন্ কিছু করি নিবেদন,
 লক্ষ্য তাঁর শ্রীজাহ্নবা রূপ সনাতন ।
 এ এক সন্দেহ মনে শুন মহাশয়,
 নিশ্চয় করিয়া কহ ঘুচুক সংশয় ।

মদন গোপাল শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ,
 কেবা প্রকাশিয়া তিনে, করিলা সনাথ ।
 সনাতন কহে আদি অন্ত নাহি জানি,
 মথুরাতে বিপ্রগৃহ হতে এঁরে আনি ।
 ভিকার কারণ মুঞি করিয়ে ভ্রমণ,
 আচম্বিতে বিপ্রগৃহে পাইলু দরশন ।
 হরিল আমার মন গোপাল পলকে,
 সেই বিপ্র কৃপা করি দিলেন আনাকে ।
 আইলা গোপাল হেথা মোরে কৃপা করি,
 ফুল ফল জলে আমি সেবা সমাচরি ।
 রূপ কহে এঁছে মুঞি পাইলু যমুনাতে,
 মোরে প্রত্যামেশ কৈলা কতক রাত্রিতে ।
 গোপীনাথ খেলে কত বালক সহিত,
 রঘুনাথ চিনে তাঁরে করিলা বিকিত ।
 এই ত কহিলু আর না জানি বিশেষ,
 অজ্ঞজীব কি জানিব কৃষ্ণের উদ্দেশ ।
 এতেক বলিয়া তবে রূপ সনাতন,
 জাহ্নবা গোসাঞি পদে করি সম্বোধন ।
 শ্রীরূপ কহেন দেবি ! ইহার উদ্দেশ,
 তোমা বিনে কেহ নাহি জানে সবিশেষ
 পূর্ব ব্রজলীলা কথা সব তুমি জান,
 সেই দেহে এই দেহে কুড়ু নহে ভিন ।
 জাহ্নবা কহেন তুমি জান সর্বতত্ত্ব,
 তথানি গুনিতে চাহ এই ত মহত্ত্ব ।

শুন কহি ব্রজলীলা অপ্রকটকালে,
 কৃষ্ণের বিচ্ছেদে রাধা ব্যাকুল অধরে ।
 নবম দশায় যবে হইলা বিগুণ,
 দেখি বখীগণে দুঃখ বাড়য়ে দ্বিগুণ ।
 নবম অন্তরে পাছে দশম উদয়,
 এই ভলে সখীগণ উপায় সৃজয় ।
 কৃষ্ণমূর্তি নিরমিলা শেষে সবে মিলি,
 মুরতি দেখিয়ে গোপী মনে কুতূহলী ।
 সেই মূর্তি রাধিকাকে সাক্ষাৎ দেখায়,
 দরশন মাত্র তাঁর উল্লসিত কায় ।
 বিলাসে লালসা নাই দরশনে আশা,
 এহেতু দর্শমে উপজয় ভবোন্মাদা ।
 কৃষ্ণের স্বেচ্ছাতে মূর্তি ভক্তে সুখ দিতে,
 নিষ্কাম ভক্তেতে করে কাম আরোপিতে,
 সেই মূর্তি লয়ে রাধা মিলি গোপীগণে,
 যমুনার কূলে লীলা করে সঙ্গোপনে ।
 সেইত গোবিন্দ দেব ইথে নাহি আন,
 সেই সেবা প্রকাশিলে তুমি ভাগ্যবান ।
 তোমা দোহা গুণে কৃপা কৈলা গৌরবার,
 এই সেবা প্রকাশিলা দোহার দ্বারায় ।
 শুনি দোহাকার মনে আনন্দ বাড়িল
 গদগদ স্বরে কত স্তুতি বাদ কৈল ।
 তোমা হৈতে জানিলাম গোবিন্দ মহত্ত্ব,
 কৃপা করি কই শুনি গোপাল চরিত ।

জাহ্নবা কহেন কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে,
মহৈশ্বর্যযুক্ত লীলা কত মত করে ।
একদিন কুরুক্ষেত্র যেতে বৃন্দাবনে,—
দেখিবারে মাতা কৈলা ব্রজবাসীগণে ।
গোপ গোপী সখা সখী মাতা পিতা গণে,
মুখের অবধি মধুময় বৃন্দাবনে ।
ভ্রমর ঝঙ্করে, করে কোকিলেতে গান,
সখাগণ খেলে খেলা প্রেমে আগুয়ান ।
গোপাল মুরতি আরোপিয়া তাঁর সনে,
দিবা নিশি খেলে খেলা আনন্দিত মনে !
হেন কালে কৃষ্ণচন্দ্র গেলা সেইখানে,
তাঁরে দেখি সভয় হইলা সব জনে ।
কহিলেন কেন ভাই ! না চিন এখন,
সেই প্রাণ সখা আমি ব্রজেন্দ্র নন্দন ।
শ্রীদামাদি কহে সেই সখা গোপবেশ,
তোমাতে ত দেখি যেন ক্ষত্রিয় আবেশ ।
যদি আমা সখা বট, রথ হৈতে আসি,
ভোজন করিব এস, সবে মিলি বসি ।
মনে মনে হাসি কৃষ্ণ আসি সবা মাঝে,
গোপবেশ ধরি সবা মাঝেতে বিরাজে ।
হুই মূর্ত্তি সবা সঙ্গ করয়ে বিলাস,
কিছু ভিন্ন ভেদ নাই স্বরূপ প্রাকাশ ।
কতক্ষণ বৈ কৃষ্ণ করিলা গমন,
বাহ্যস্মৃতি নাই কারো খেলা মাত্র মন ।

দেখিয়া ব্রজের ভাব কৃষ্ণ চমৎকার,
আপনা নিন্দিয়া কৃষ্ণ করে হাহাকার ।
ভাবসিদ্ধ ব্রজবাসী নিগূঢ় ভজন,
হেন প্রেম আশ্বাদিতে বিধি বিড়ম্বন ।
মদন গোপাল মূর্ত্তি সঙ্গতে খেলায়,
অন্যান্য বিলাস লীলা তাহে নাহি ভায় ।
সেই ত গোপাল সেবা করিলে প্রকাশ,
সংক্ষেপ কারিয়া এই করিহু নির্যাস ।
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা রূপ সনাতন,
পুনঃ পুনঃ বন্দিলেন জাহ্নবা চরণ ।
শুনিয়া রামাই প্রেমে প্রফুল্ল হইয়া,
প্রণাম করয়ে ভূমে অষ্টাঙ্গ লোটায়া ।
তারপর কহে সেই রূপ সনাতন,
কৃপা করি কহ গোপীনাথ বিবরণ ।
জাহ্নবা কহেন বৃন্দাবনে ব্রজনাথ,
ক্ষণকাল নাহি ছাড়ে ব্রজবাসী সাথ ।
কভু পিতাকাতা সনে কভু গোপীসনে,
কভু সখা সনে কভু ব্রজবাসী সনে ।
যার যবে উৎকণ্ঠা বাড়ে দেখিবারে,
সুকায মাধুর্য্যরূপ দেখিবার তরে ।
ভক্তে সুখ দিতে বিলসয়ে বৃন্দাবনে,
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে ।
আপন ইচ্ছাতে হৈলা বিগ্রহ স্বরূপ,
সচল অচল ভেদে ভক্ত অনুরূপ ।

ইহার দৃষ্টান্ত পূর্বের মাধবেন্দ্র পুরী,
 মাগিয়া গোপাল তাঁর সেবা অঙ্গীকরী !
 এই সব প্রসঙ্গেতে রাত্রি পোহাইলা,
 স্নান করিবারে সবে সবে যমুনা চলিলা ।
 স্নান করি আসি সবে নিজ নিজ স্থানে,
 নিত্যকৃত্য সমাপন কৈলা একমনে ।
 এইরূপে দুই চারি দিবস রহিলা,
 পরিক্রমা করি সবে আনন্দিত হৈলা ।
 মদন গোপাল শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ,
 ইহাদের পূর্বকথা যে করে আশ্বাদ ।
 প্রতিমা তটস্থ বুদ্ধি নাহি হয় তাঁর,
 কৃষ্ণের স্বরূপ জ্ঞানে হয় অধিকার ।
 এ সব প্রসঙ্গ শুনি প্রভুর মুখেতে,
 সংক্ষেপে লিখি যে কিছু আপন বুদ্ধিতে ।
 এতে অপরাধ মোর না লইবে ভাই !
 যেন তেন রূপে মাত্র কৃষ্ণলীলা গাই ।
 অবজ্ঞা না কর সবে আমার কাথায়,
 যাহা শুনি তাহা লিখি নাহি মোর দায় ।
 তায় পর শুন সবে মোর নিবেদন,
 শ্রীরাধারমণ কুঞ্জে প্রভুর গমন ।
 শ্রীগোপাল ভট্ট আসি প্রণাম করিলা,
 সমাদরে শ্রীমতীকে লইয়া চলিলা ।
 নিজবাসে আনি তাঁর পদ ধুয়াইলা,
 শিরে ধরি সেই জল সৌভাগ্য মানিলা ।

প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলা,
 পূর্বাবস্থা তাঁর মনে উদয় হইলা ।

তথাহি—

রাধা-ব্রজেন্দ্রাস্বজ-পাদপঙ্কজচ্ছটা-মরালীকুন্ত-চন্দ্রবিকাঃ
 সমন্তগোপী-জনরাগ পঞ্জরীং অনঙ্গপূর্বং প্রণামনি মঞ্জরীং ।

এইরূপ অষ্ট শ্লোকে করেন স্তবন,
 তাহার নিগূঢ় অর্থ না যায় বর্ণন ।
 নানা উপচারে তথা পাক করাইলা,
 গোসাঞি সকলে নিমন্ত্রণ করি আইলা ।
 পাক করি শ্রীরাধারমণে সমর্পিয়া,
 সেবা সমাপন কৈলা তান্দুলাদি দিয়া ।
 প্রসাদাদি পাইলা তবে গোসাঞি সকলে,
 জাহ্নবা করিলা সেবা বসিয়ে বিরলে ।
 শ্রীগোপাল ভট্ট আর ঠাকুর রামাই,
 শেষপাত্র বাঁটি লয়ে ভুঞ্জে সেই ঠাই ।
 শ্রীমতী জাহ্নবা করি যমুনাতে স্নান,
 সন্ধ্যাকালে প্রণমিলা শ্রীরাধারমণ ।
 পরিক্রমা করিবারে গোবিন্দ গোপাল,
 কতেক আনন্দে দেবী চলিলা তৎকাল ।
 ক্রমেতে গোসাঞি সব করিলা সেবন,
 সে সব বিস্তার কথা না যায় বর্ণন ।
 যাহা নিমন্ত্রণ হয় তাহা মহোৎসব,
 তাহা কৃষ্ণ কথাস্বাদ প্রেম অনুভব ।

ধীর সমীর বংশীবট আর বিশ্রামাদি,
 সর্বত্র গমন রাধা কৃষ্ণলীলা স্বাদী ।
 এই রূপে পরিক্রমা করি বৃন্দাবন,
 কভু কোন্ বনে কৃষ্ণ লীলা আশ্বাদন ।
 রূপ সনাতন সঙ্গে ভট্ট রঘুনাথ,
 শ্রীগোপাল ভট্ট সঙ্গে দাস রঘুনাথ ।
 পূর্বের যেন রাধিকার সঙ্গে সখীগণ
 সেই ভাব সবাকার হৈল উদ্দীপন ।
 যাবট বর্ষান নন্দীশ্বর মহাবন,
 রাধাকুণ্ড মণি সরোবর গোবর্দ্ধন
 খদীর বহলা লোহ কুমুদ ভাণ্ডীর,
 তালবন আদি করি কালিন্দীর তীর ।
 তই রূপে পরিক্রমা কৈলা বনে বনে,
 সংক্ষেপে কহিহু অজ্ঞ না দেখি নয়নে ।
 মোর প্রাণপতি সেই ঠাকুর রামাই,
 তাঁর মুখে শুনি লিখি মোর দোষ নাই ।
 অনন্ত অপার বৃন্দাবন পরিক্রমা,
 মুণ্ডি-ছার কি বা তাহা করিব বর্ণনা ।
 শুন শুন বন্ধুগণ মোর নিবেদন,
 জাহ্নবা রামাই লয়ে ভ্রমে বৃন্দাবন ।
 সবে মাত্র কাম্যবনে না কৈলা গমন,
 ঠাকুর রামাই তবে করে নিবেদন ।
 কত দিনে কাম্যবনে করিবে বিজয়,
 কাম্যবনে দেখ গোপীনাথ দেবালয় ।

হুই তিন মাস হৈল করি দরশন,
 কতদিনে পরিক্রমা হবে বৃন্দাবন ?
 জাহ্নবা কহেন্ কি করিব নিরূপণ,
 অনন্ত অপার কাম্যরূপ বৃন্দাবন ।
 এক দিম্ব কহেন্ শ্রীজাহ্নবা গোসাঞি,
 মন্দহাসি রূপ সনাতন মুখ চাই ।
 কাম্যবনে যাব গোপীনাথ দরশনে ।
 তোমরা না গেলে আমি যাইব কেমনে !
 তোমা সবা হৈতে মোর সুখে দিন যায়,
 মদন গোপাল দেখি শ্রীগোবিন্দ রায় ।
 বৃন্দাবন দরশন কৈলু একে একে,
 তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি তিন লোকে ।
 শ্রীগৌরান্ধ পূর্ণ কৃপা তোমাতে নিশ্চয়,
 এক মুখে তুঁহু গুণ কহা নাহি যায় ।
 চল বাপু ! কাম্যবনে দেখ গোপীনাথ,
 জনম সফল হউক স্বকর্ম নিপাত ।
 রূপ সনাতন কহে প্রভাতে উঠিয়ে,
 সবে মিলি হাব কাম্যবন পথ দিয়ে ।
 ভাল ভাল বলি আসি গোবিন্দ মন্দিরে,
 বিবিধ প্রসঙ্গে কৃষ্ণকথাতে বিহরে ।
 প্রভাতে উঠিয়ে সবে প্রাতঃস্নান করি,
 কাম্যবনে যাত্রা কৈলা বলি হরি হরি ।
 শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ,
 শ্রীগোপাল ভট্ট আদি ভক্তগণ সাথ ।

সবে মিলি চলি চলি আইলা কাম্যবন,
 গোপীনাথ শ্রীমন্দিরে করিলা গমন ।
 ভোগ নাহি লাগে মাত্র পূজার সময়,
 মাধব আচার্য্য দেখি আনন্দ হৃদয় ।
 সমাদরে করি তেঁহ চরণ বন্দন,
 যথাযোগ্য সবাকারে দিলেন আসন ।
 শৃঙ্গার আরতি কালে আরতি বাজিলা,
 দ্বার হতে শ্রীজাহ্নবা দর্শন করিলা ।
 স্তব স্তুতি কৈলা সবে দেখি গোপীনাথ,
 প্রেমাবেশে পুনঃ পুনঃ কৈলা প্রণিপাত,
 জাহ্নবা কহেন মুখিও আপমার হাতে,
 পাক করি ভোগ লাগাব গোপীনাথ,
 এত শুনি পাক আয়োজন করি দিলা,
 অবিলম্বে নানাবিধ রন্ধন করিলা ।
 ভোগ লাগাইলা দৈন্য সন্মুখে বচনে,
 গোপীনাথ দেব প্রীতে কৈলা আশ্বাদনে ।
 জলপান করাইয়া দিলা আচমন,
 যতনে গোস্বামী সবে করিলা ভোজন ।
 শেষে কিছুমাত্রে দেবী করিলা ভোজন,
 অবশেষ পাত্র রাম করিলা গ্রহণ ।
 দিবা অবশেষ সন্ধ্যা আসি উপস্থিত,
 ভ্রমর কোকিলে গান করে সুললিত ।
 নানা পক্ষী কলরব শুনিতে মধুর,
 নানা পুষ্প গন্ধামোদে ভরে ব্রজপুং ।

নানা বর্ণ গাভি সব হাস্য রবে টায়,
 ঋতুমতী গাভী লাগি বৃষ-বৃদ্ধ তায় ।
 জলদে বিজরী যেন বেড়িল সুন্দর,
 নীলমণি বেড়ে যেন চন্দ্র সুধাকর ।
 প্রদক্ষিণ করি দেবী সন্মুখে দাঁড়িলা,
 মল্লিকা মালতী মালা গলে পরাইলা ।
 মন্দির বাহিরে তবে আসিবার কালে,
 আকর্ষিলা গোপীনাথ ধরিয়া অঞ্চলে ।
 বসনে ধরিতে তিনি উলসি চাহিলা,
 হাসি গোপীনাথ নিজ নিকটে লইলা ।
 এই ত কহিলু গোপীনাথ দরশন,
 শ্রীমতীর কৈলা যৈছে বস্ত্র আকর্ষণ ।
 শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যেবা শুনে এই লীলা,
 কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে তাঁরে মিলে ভবভেলা ।
 জাহ্নবা রামাই পাদপদ্মে অভিলাষ,
 এ রাজবল্লভ গায় সুরলী-বিলাস ।

ইতি শ্রীমুরলী বিলাসের
 ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদদ্বয়,
 যাহার শ্রবণে প্রেমভক্তি লভ্য হয় ।

জয় জয় নিত্যানন্দ দয়ার সাগর,
 জয় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু জগত ঈশ্বর ।
 জয়জয় ভক্তবৃন্দ কর মোরে দয়া,
 নিজগুণে মো অধমে দেহ পদছায়া ।
 মুক্তি অতি মুঢ়মতি সদা অচেতন'
 তথাপি লিলিখু যৈছে মরিখু শ্রবণ ।
 আজ্ঞা বলে লিখি গ্রন্থ করিয়া যোজনা,
 যা লেখায় তাই লিখি না করি ভাবনা ।
 নানা গ্রন্থ বিরচিলা মহা মহাজন,
 এ সব প্রসঙ্গ কেহ না কৈলা বর্ণন ।
 প্রভুযুখে শুনি বড় লালসা বাড়িল,
 ভক্ত গণে জানাইতে মনে সাধ হৈল ।
 তার পর শুন সবে হৈয়া একমন,
 জাহ্নবা লইলা গোপীনাথের শরণ ।
 দেখিয়া সকল লোক হৈলা চমৎকার,
 ঠাকুর রামাই দেখি করে হাহাকার ।
 গোসাঞি সকলে দেখি প্রেমাবিষ্ট হৈলা,
 বিস্মিত হইয়া রাম করিতে লাগিলা ।
 হে রূপ হে সনাতন ! ভট্ট রঘুনাথ !
 কি আশ্চর্য্য কৰ্ম্ম আজ কৈলা গোপীনাথ ।
 মোর প্রভু লৈলা কেন আপন আসনে,
 বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণে ।
 শ্রীরূপ কহেন আজও তুমি না জানিলে,
 অথবা নিগূঢ় কথা জানি ছাপাইলে ।

সূর্য্যদাসসুতা এই অনঙ্গমঞ্জরী,
 কৃষ্ণ নিত্য-প্রিয়া বৃন্দাবন অধিকারী ।
 এত বলি প্রেমাবেশে শ্রীরূপ গোসাঞি,
 অষ্টক পড়িলা শ্রীজাহ্নবা পদ চাই ।

তথাহি ।—

রাধিকাহুপূৰ্ব্বমহাজ্ঞানঙ্গমঞ্জরী
 কুঙ্কুমাক্তস্বর্ণপদ্মনিন্দি-দেহবল্লরী ।
 শেষ-নিত্যবাসফুল্পপদ্মগন্ধলোভিনী
 শন্তনোভু মযাধীশ সূর্য্যদাসনন্দিনী ॥১॥

এই রূপ অষ্টশ্লোকে করিলা স্তবন,
 ইহার নিগূঢ় অর্থ না হয় বর্ণন ।
 গোসাঞির মনোবৃত্তি না পারি বুঝিতে,
 শুনি মাত্র লিখি কিছু মা হয় নিশ্চিতে ।
 রাধিকা অনুজা পূর্ব্ব অনঙ্গ মঞ্জরী,
 কুঙ্কুম বিলিপ্ত যেন স্বর্ণ পদ্ম হেরি ।
 সে পদ্ম নিন্দিয়া দেহ বল্লরীর ছটা,
 বিজলী ঝাপিল নীলবস্ত্র ঘনঘটা ।
 সহজে পদ্মিনী পদ্মগন্ধে মধুকরী,
 লুক্রমতি পাদপদ্মে ফিরয়ে ঝঙ্করি ।
 এই সূর্য্যদাস সুতা মোর অধীশ্বরী,
 মোরে কৃপা দৃষ্টি দেহ প্রেম সুবিস্তারি ।
 তপ্ত শাতকুন্ত জিনি ঘাঁর অঙ্গ শোভা,
 চন্দন পঙ্কজ জিনি অঙ্গের সৌরভা ।

নীলমেঘ-স্নিগ্ধকাস্তি জিনি পটুবাস,
 হেন শ্রীজাহ্নবা পাদপদ্ম অভিলাষ ।
 অবধৌত চন্দ্র হৃদি কুমুদ রূপিনী,
 সদাই প্রফুল্ল সদা বিমল হাসিনী ।
 সর্বদেব পূজ্য জি'হ জাহ্নবা সুন্দরী,
 মোরে অনুগ্রহ কর কহি করজুড়ি ।
 কোটীন্দু পূজিত যাঁর শ্রীমুখ মণ্ডল,
 বিশ্ব ওষ্ঠ মন্দহাস্য দন্ত মুক্তাফল ।
 নিশ্বাসে মুকুতা দোলে কত শোভা তায়,
 অয়ি কৃপাময়ি ! নিত্য বন্দি তব পায় ।
 হেম সরোরুহ জিনি চরণ কমল,
 চন্দ্র বিশ্ব জিনি নখ কিরণ মণ্ডল ।
 রত্নের নূপুর তাতে যাবকের রেখা,
 হেন পাদপদ্ম হৃদে পাই যেন দেখা ।
 গোপজাতি গোধন সেবিত বৃন্দাবনে,
 গোপভক্ত বেষ্টিত গোপীনাথ দর্শনে,
 শ্রীরাধিকা গোপীনাথ দেব মনোমোহি,
 হেন শ্রীজাহ্নবা পাদ পদ্ম ভরসহি ।
 স্থূল দীর্ঘ খগপুষ্প চন্দ্র গোরোচনা,
 চিহ্নেতে শোভিত অঙ্গ নাহিক তুলনা ।
 তাহে নানা ভাব অলঙ্কার সুশোভিনী,
 মোরে দয়া কর গোপীনাথ বিমোহনী ।
 ধীরদ-গমগী কাম-মোহন মোহিনী,
 নিতম্বে লম্বিত যাঁর সুবর্ণ-কিঙ্কিনী,

দরশনে বিশ্বনাথ হৃদয় হারিণী,
 মোরে দয়া কর সূর্য্য দাসের নন্দিনী ।
 যেই ইহা পড়ে শুনে চিত্ত মগ্ন করি,
 গোপীভাব গত হয় গোপ দেহ ধরি ।
 নিত্য দেহে নিত্য নিত্য কৃষ্ণ-সেবা পায়,
 নিত্যসিদ্ধ সঙ্গে বৈসে নহে অত্থায় ।
 এই অভিপ্রায় মোর মনেতে স্মুরিল,
 অথবা আপন মনে প্রলাপ কহিল ।
 ইথে দোষ না লইবে শ্রীরূপ গোসাঞি,
 অজ্ঞের বচনে বিজ্ঞ দোষ লয় নাই ।
 তবে যে কহিবে অজ্ঞ কেন প্রলপয়,
 সে বা কি করিবে প্রভু গুণে আকর্ষয় ।
 অথবা লিখে এ অজ্ঞ নিল'জ্জ হইয়া,
 দোষদর্শী নহে সাধু নিশ্চয় জানিয়া ।
 শ্রীরূপ গোসাঞি যদি নতি স্তুতি কৈলা,
 তারপর সনাতন কহিতে লাগিলা ।
 অয়ি ! শ্রীজাহ্নবাদেবি কর মোরে দয়া,
 মোর আশা হয় নিতে তুয়া পদছায়া ।
 হা দেবি ! করুণাময়ি শ্রীকৃষ্ণবল্লভা,
 কৃপা করি মম হৃদে দেহ পদপ্রভা ।
 অনঙ্গমঞ্জরী পূর্বের সূর্য্যদাস সূতা,
 অপরাধ ক্ষমা করি কর অনুগতা ।
 ইহা বলি পুনঃ পুনঃ করয়ে প্রণতি,
 অশ্রুধারা বহে নেত্রে প্রেমোল্লাসা মতি ।

প্রেমাবেশে করে তাঁর তত্ত্ব নিরূপণ,
সেবাসন্ধান পটলে দেখ সর্বজন ।

তথাহি ।—

গুরুরূপা মহান্নিকা হ্লাদিন্যাঙ্গবিভাগিনী,
অনঙ্গনামধা দেবী মঞ্জরী পরিকীর্তিতা ॥ ২ ॥
এই মত গোসাঞি তাঁরে বহু স্তুতি কৈলা,
সদৈশ্য প্রণতি, অঙ্গে পুলক ভরিলা ।
রঘুনাথ দাস গোসাঞি করিলা শ্রবণ,
তাহা অজ্ঞ জীব কাঁহা করে নিরূপণ ।
শ্রীজীব শ্রীরঘুনাথ ভট্ট মহাশয়,
লোকনাথ সাদবাদি যত ভক্তচয় ।
সবে স্তুতি নতি ভক্তি কৈলা প্রেমাবেশে,
অশ্রুজলে ঠাকুরের বক্ষ যায় ভেমে ।
ভূমে গড়ি যায় অঙ্গ না যায় ধরণ,
প্রার্থনা করয়ে সবে ধরিয়া চরণ ।
শান্ত হও, শান্ত হও বলে বার বার,
সবাকার নেত্রে বারি বহে গঙ্গাধার ।
মন্দির বেড়িয়া সবে করে প্রদক্ষিণ,
প্রেমাবিষ্ট হৈলা সব বালক প্রবীণ ।
ব্রজবাসীগণ আইলা আশ্চর্য্য শুনিয়া,
সবে চমৎকার হৈলা প্রত্যক্ষ দেখিয়া ।

সবে কহে একি গোপীনথেগ চরিত,
বিজ্ঞজন কহে কৃষ্ণের হয় এই রীত ।
যুবতী-রমণ হরি মুরলী-বদন,
লক্ষ্মী আদিগণ জিহ্বা কৈলা আকর্ষণ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।
কস্তাহুভাবোহস্ত ন দেব ! বিদ্রহে
তবাস্মি রেণুস্পর্শাধিকারঃ ।
যদ্বাঙ্ক্যা শ্রীললনাচরন্তপো
বিহায় কামান্ সূচিরং ধ্বতরতা ॥ ৩ ॥

বুঝি ইনি হন গোপীনাথ প্রণয়িনী,
না হইলে হেন ভাগ্য কাহারও না শুনি ।
এই রূপ নানা মতে কেহ কিছু কয়,
সবে প্রদক্ষিণ করি প্রেমানন্দ হয় ।
শ্রীরূপাদি মেলি সবে রামায়ে ধরিয়া,
সুস্থ করাইলা তাঁরে নানা মত কঞা ।
এই রূপে রাত্রি গেল প্রভাত হইল,
আনন্দে সকলে মেলি উৎসব করিল ।
দধি দুধ ক্ষীর মিষ্ট অন্ন শিখরিণী,
বিবিধ ব্যঞ্জন কুটী কহিতে না জানি ।
ভোগ লাগাইয়া সবে করিলা ভোজন,
সন্ধ্যা কালে সবে কৈলা আরতি দর্শন ।

হে দেব ! তোমার এই চরণ-রেণু স্পর্শে কার অধিকার আছে জানি না, তোমার পদরজ
প্রত্যাশায় লক্ষ্মী দেবীও ব্রত ধারণ করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত তপস্থা করিয়াছেন ॥৩॥

এই রূপে সাত দিন মহা মহোৎসব,
নানা ভোগ লাগে ভক্তে আনন্দ উৎসব ।
রূপ সনাতন কুঞ্জে আসিবার দিন,
ঠাকুর রামাই প্রতি বলেন বচন ।
পরম আনন্দে তুমি রহ এই স্থানে,
কভু গিয়া আমা সবা দিবে দরশনে ।
কভু মোরা গোপীনাথে দর্শন করিব,
তোমা সনে প্রেমানন্দে কভু বা রহিব ।
এত বলি গলাগলি প্রেম আলিঙ্গন,
বিচ্ছেদ বিচ্ছিন্ন মনে করিলা গমন ।
সবার বিচ্ছেদে রাম হইলা কাতর,
অশ্রুপাত কণ্ঠরোধ গদগদ স্বর ।
সম্বিত পাইয়া চিত্তে করিলা বিচার,
কিরূপে বীরচন্দ্রে পাঠাব সমাচার ।
উদ্ধারণ দত্তে কহে করিয়া বিনয়,
বীরচন্দ্র পাশে শীঘ্র বাহ মহাশয় ।
সবে দেশে যান্ যদি তবে ভাল হয়,
আমি ত যাব না দেশে কহিহু নিশ্চয় ।
উদ্ধারণ কহে আমি তোমারে এড়িয়া,
কেমনে যাইব দেশে কহ কি বুঝিয়া ।
শ্রীমতী রহিলা ব্রজে তুমিও রহিলা,
কি লইয়া যাব দেশে কি কথা বলিলা ।
ঠাকুর কহেন তুমি নাহি গেলে দেশে,
বীরচন্দ্র প্রভু আছেন চিত্ত অসন্তোষে ।

কাহারি বেগারি সব কেমনে যাইবে,
সমাচার নাহি দিলে তোমারে স্মরিবে ।
তোমারে প্রধান করি প্রেরণ করিলা,
বরষ অতীত কিছু তত্ত্ব না পাইলা ।
এত শুনি উদ্ধারণ কৈলা অঙ্গীকার,
দেশে যাত্রা করিলেন করি হাহাকার ।
ব্রজের সামগ্রী সব লইলা যত্ন করি,
শ্রীমতী প্রসাদ বস্তু নিলেন আহরি ।
নিজ গণে সঙ্গে লয়ে করিলা গমন,
ঠাকুরের গলে ধরি করিলা রোদন ।
কত দিনে উত্তরিল পাট খড়দহে,
সব লোকে ধেয়ে আসি কত কথা কহে ।
শুনিয়া আইল ধেয়ে প্রভু বীরচন্দ্র,
উদ্ধারণ দত্ত মিলি কহে মন্দ মন্দ ।
কি বলিব তব আগে কহা নাহি যায়,
শ্রীমতী রহিল, ব্রজে না আসি হেথায় ।
প্রভু কহিলেন কেন কি এর কারণ,
উদ্ধারণ কহিলেন শুন বিবরণ ।
গয়া বারাণসী পথে অযোধ্যাদি দিয়া
কতদিনে মথুরাতে উত্তরিল গিয়া ।
চারি দিন রহি তথা কৈলা পরিক্রমা,
কতক আনন্দ তার কে করিবে সীমা ।
ব্রজেহতে রূপ সনাতন লোক আইলা,
বিশ্রাম ঘাটেতে আসি শ্রীজীব মিলিলা ।

সমাদরে লয়ে গেলা শ্রীরূপ সদন,
শ্রীমতীর কৈলা রূপ চরণ বন্দন ।
সনাতন আদি ভট্টযুগ রঘুনাথ,
মিলিবারে আইলা সবে শ্রীমতীর সাথ ।
রামায়ের পরিচয় পাঞা সবে মেলি,
পরম আনন্দে কৈলা সবে কোলাকুলি ।
শ্রীগোবিন্দ দরশনে কত সুখ তায়,
এক মুখে সে আনন্দ কথা নাহি যায় ।
শ্রীমতী করিলা পাক নানা উপহার,
প্রসাদ পাইলা সবে যে ইচ্ছা যাহার ।
তথা হৈতে সনাতন নিজালয়ে লঞা,
বসিতে আসন দিলা পদ ধুয়াইয়া ।
মদন গোপাল দেখি ভুবন মোহন,
কত সুখ পাইলা তাঁহা না যায় বর্ণন ।
তথা হৈতে শ্রীগোপাল ভট্টের আবাসে,
গেলেন শ্রীমতী দেবী পরম হরষে ।
নিত্য পরিক্রমা কৃষ্ণ কথা আলাপন,
নিত্য মহা মহোৎসব প্রেমাবিষ্ট মন ।
এইরূপে যত সব গোসাত্তি আশ্রমে;
ছুই চারি মাস রহি ভ্রমি বৃন্দাবনে ।
ভাদ্রে বন যাত্রা দেখি সঙ্গে নিজগণ,
পরিক্রমা কৈলা সব বিনা কাম্যবন ।
বিগত কান্তিকী পৌর্ণমাসীর দিবসে,
গোপীনাথ গৃহে গেলা দর্শন মানসে ।

নানা উপহার করি ভোগ লাগাইলা,
সকল বৈষ্ণবগণে প্রসাদাদি দিলা ।
সন্ধ্যাতে আরতি কালে প্রভু গোপীনাথ ।
নিজাসনে বসাইলা ধরি তাঁর হাত ।
বাহিরে আমরা সবে করি দরশন
নিত্যে গত হইলা এই কহিনু কারণ ।
এত শুনি বীর-চন্দ্র মুর্ছিত হইয়া,
পড়িলা অবনিতলে ধূলায় লুটায় ।
শ্রীমতী বসুধা গঙ্গা শুনিয়া একথা,
ভূমে গড়ি যায় অঙ্গ নাহি তুলে মাথা ।
মহা হুঃখে সবে করে রোদন অপার,
সে হুঃখ বর্ণিতে আছে কি শক্তি আমার ।
সংক্ষেপে লিখিনু কথা বিস্তার অপার,
এতের বাহুল্য ভয়ে না কৈলা বিস্তার ।
বিরহ ব্যাকুল চিত্ত সবাই বিকল,
অধোমুখে রহে সব নেত্রে বহে জল ।
কতক্ষণ পরে প্রভু বীরচন্দ্র রায়
ধৈর্য্য ধরি সবাকারে করিলা বিদায় ।
সদাই বিষণ্ণ-মতি করেন রোদন,
যথাকালে নাহি করে স্নানাদি ভোজন ।
বিরলে থাকেন্ যবে করেন্ রোদন,
সর্বদৈন্য নির্বেদে বহু করে প্রলপন ।
আহা হা শ্রীমতী অঙ্গ পামর দেখিয়া,
বৃন্দাবনে গেলা তঁহ মোরে উপেক্ষিয়া ।

তথাহি ।—

বন্দেঃ তব পাদপদ্মমূলং মংগ্ৰাণদেহাস্পদং
 সত্যং ক্রমি কৃপাময়ি ! তদপরং তুচ্ছং ত্রিলোক্যাস্পদং ।
 শ্রীল শ্রীচরণাবিলম্ব মধুপো মন্মানসং নেচ্ছতি,
 হা মাতঃ ! করুণালয়ে তবপদে দাস্তং কদা যাস্যতি ॥৪॥

এই মত বহুবিধ প্রলাপ কহিলা,
 শ্রীমতী সুভদ্রা দেবী স্বাক্ষরে লিখিলা ।
 অনঙ্গ কদম্বাবলী শুভ সংজ্ঞা যাঁর,
 শুনিয়া মধুর প্রেম তত্ত্বের ভাণ্ডার ।
 এক শত শ্লোকে বস্তু তত্ত্ব নিরূপণ,
 অজ্ঞ জীব তাহা কাঁহা করে নির্দ্বারণ ।
 সংক্ষেপ করিয়া কহি মন বুঝাইয়া,
 অবজ্ঞা না করি সবে শুন মন দিয়া ।
 বীরচন্দ্র প্রভু স্বয়ং নিত্যানন্দ বিভূ,
 ইহাতে অন্যথা মনে না করিও কভু ।
 বন্দে মহেশ্বরী দেবী চরণ সম্পদ,
 বিক্রয় করিহু যাঁহে প্রাণদেহাস্পদ ।
 বৈকুণ্ঠাদি পদ না ভায় পুরুষার্থ,
 চরণ কমলে মন মধু পানে মত্ত ।
 হা কদা করুণাময়ি ! দেখিব সে শোভা,
 মোর মনেস্ত্রির দাস্যরসে অতি লোভা ।
 অগণ্য গুণের সিদ্ধি মহিমা অপার,
 নিত্যরূপা নিত্যোদ্ভবা দেহ নিত্যাকার ।
 প্রেমরূপা রসরূপা আনন্দ স্বরূপা,
 ত্রিগুণ বর্জিত কৃষ্ণ সুখে সমুৎসুকা ।

বসন্তে কেতক কান্তি জিনি গোরোচনা,
 ইন্দীবর বাসরুচি অত্যন্ত সুমমা ।
 বিশ্বফল জিনি ওষ্ঠ দশন মাধুরি,
 অরুণে ঢাকিল মেন চরেন্দ্র লহরি ।
 হরিণী-নয়ন ভৃঙ্গ চঞ্চল বিমল,
 ভুরু কাম ধনু ভালে অরুণ উজ্জ্বল ।
 সুচারু কুন্তলভার চম্পকের দামে,
 পরিমলে লুরু অলিগণ মুরছনে ।
 বক্ষ আচ্ছাদিত নীলবাস ঘন ঘটা,
 মেঘে আচ্ছাদিল যৈছে দ্বিজরাজ ছটা ।
 করিকর স্বর্ণ দণ্ড বাহুর বলনা,
 নানা মণি চিত্র শোভা না যায় বর্ণনা ।
 সুবর্ণ মুদ্রিকা শোভে অঙ্গ নিবেশিত,
 তাহে নখ চন্দ্র-শোভা অতি বিস্তারিত ।
 কটিতটে সুবর্ণ-কিঙ্কিণী চারু বেড়া,
 তাহে পীত বাস শোভে বিচিত্র ঘাগড়া ।
 চরণ কমলে বঙ্করাজ পদাঙ্গদ,
 যার ধ্বনি শুনি ভৃঙ্গ মাগয়ে আশ্পদ ।
 বিচিত্র যাবকে সুশোভিত শ্রীচরণ,
 কোকনদ ভ্রমে ভ্রমে সদা অলিগণ ।
 হাহা কবে দেখিব সে চরণ মাধুরি,
 উপেখিয়া ছাড়ি গেলা প্রাণের ঈশ্বরী ।
 আমার ছন্দ্যতি দেখি করিলা উপেক্ষা,
 মোর কোন গতি মোরে কে করিবে রক্ষা ।

তব চরণারবিন্দে নাহি অনুরাগ,
কোন্ গতি হবে মোর বিষম বিপাক ।
অতি দৈন্য ভাবে শেষে হইল প্রেমোন্মাদ,
প্রলপিয়া নিত্যবস্তু করেন আশ্বাদ ।
রাধাকৃষ্ণ ছুঁহ রস বিলাস লীলায়,
তোমা বিনা অন্যজনে কভু নাহি ভায় ।
দৌহাকার রাগোৎপত্তি ভাব মহাভাব
তুমি তার মূল, তোমা হতে অনুরাগ ।
রাধাসহ একেন্দ্রিয় একই স্বরূপ,
কিছু ভেদ নাহি রস বিলাসের কূপ ।
আহ্লাদিনী শক্তি মহাভাবের স্বরূপা,
কৃষ্ণানন্দময়ি রাধা প্রেম অনুরূপা ।
রাগানুগা রাগাত্মিকা ব্রজবাসী জনা ।
তাসবার রাগোৎপত্তি তোমার ঘটনা ।
তুমি রাধা তুমি কৃষ্ণ তুমি সখীগণ,
তোমা বিনা রাগোৎপত্তি নহে কদাচন ।
সব বিচারিয়া মনে করিহু নির্দ্বার,
তোমার চরণ পদ আশ্রয়ের সার ।
তুমি সে নিগূঢ় বস্তু কেহ নাহি জানে,
যে জানে সে কায় মনে তোমাকেই মানে ।
প্রধান মঞ্জরী বস্তু নিত্যসমুদ্ভবা,
তোমা অনুগত বিনা নাহি মিলে সেবা ।
মোরে কেন অনুগ্রহ না হৈল তোমার,
তোমা বিনা ত্রিজগতে কে আছে আমার ।

এই রূপে প্রভু কত করিলা রোদন,
এ অজ্ঞের মুখে সব না হয় বর্ণন ।
অনঙ্গ কদম্বাবলি গ্রন্থ অনুসারে,
মুরলী-বিলাস মধ্যে করিহু বিস্তারে ।
অর্থের সঙ্গতি নাই ভাবের সন্ধান,
আমি অজ্ঞ জীব, কি করিব অনুমান ।
ইথে দোষ না লইবে বীরচন্দ্র প্রভু,
তোমার দাসের ভৃত্য সম নহি কভু ।
তোমার, তোমার বৈ অন্য কারো নহি,
পাদ পদ্মে বিকাইহু কর মোরে সহি ।
শ্রীজাহ্নবা রামপাদপদ্ম করি আশ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস ।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কৃপাসিকু,
জয় জয় নিত্যানন্দ পতিতের বন্ধু ।
জয় জয়াদ্বৈত চন্দ্র ভক্তগণ প্রাণ,
মো অধমে কর প্রভু প্রেমভক্তি দান ।

জয় জয় শ্রীবাসাদি যুগল চরণ,
 জয়রূপ সনাতন গৌরপ্রেমিগণ ।
 জয় শ্রীজাহ্নবা দেবী জয় প্রাণেশ্বর,
 প্রেমভক্তি দেহ মোরে এই মাগি বর ।
 তার পর মন দিয়া শুন সবে ভাই,
 ব্রজেতে যে রূপে রন্ ঠাকুর রামাই ।
 উদ্ধারণ দত্তে পাঠাইয়া গৌড় দেশে,
 কাম্যবনে রহিলেন বিষাদ হরষে ।
 কায় মন বাক্যে নাহি বাহ্য অহুরাগ,
 কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত মাগে চরণ পরাগ ।
 ত্রিসন্ধ্যা যমুনা স্নান নামলীলা গান,
 এই রূপে নিত্য দিবা রাত্রি নাহি জ্ঞান ।
 অষ্টকাল সেবা আর আরতি দর্শন,
 গোপীনাথ সেবা মহা-প্রসাদ-ভক্ষণ ।
 কভু রূপ সনাতন-সঙ্গে দরশন,
 সেই রাত্রি তাঁহা কৃষ্ণ কথা আলাপন ।
 এই রূপ বৃন্দাবনে রহে কত দিন,
 সদা প্রেমানন্দ অঙ্গে পুলকাদি চিন্ ।
 একদিন রাত্রি যোগে দেখিলা স্বপন,
 শ্রীমতী জাহ্নবা আসি কহেন্ বচন ।
 যাও বাপু ! ত্বরা করি গৌড় ভুবনেতে,
 কৃষ্ণের পীরিতি হয় বৈষ্ণব সেবাতে ।
 এই কার্য্য কর যদি চাহ মোর প্রীত,
 এই কার্য্যে বিধিমতে হবে তব হিত ।

স্বপন দেখিতে তাঁর হইল জাগরণ,
 প্রেমাবেশে কান্দি উঠে করয়ে চিন্তন ।
 ইঁহা রাখিবার ইচ্ছা নাহিক প্রভুর,
 কোন্ অপরাধে আমা পাঠাবেন্ দূর ।
 ইহা ভাবি রোদন করিলা বহুতর,
 সদাই বিরস মন কাতর অন্তর ।
 এই রূপ রাত্রি দিন সুখে দুঃখে যায়,
 পুনঃ রাত্রি হইল শেষে নিদ্রা উপজয় ।
 পুনঃ আসি শ্রীজাহ্নবা স্বপনেতে কন্,
 মোর কথা না শুনিলে ওরে বাছাধন ।
 তদ্ভাগত রূপে কহে করিয়া বিনয়,
 আমা হতে সাধু সেবা কতু নাহি হয় ।
 নিগ্রহ করিবে মোরে এই ত কারণ
 তাহা শুনি শ্রীজাহ্নবা কহেন বচন ।
 নিগ্রহ না হয় মোর যাতে হয় প্রীত,
 কহিন্ নিশ্চয় এই জানিহ বিহিত ।
 আর এক কথা কহি শুন দিয়া মন,
 পূরব বৃত্তান্ত তব না হয় স্মরণ ।
 শ্রীবংশীবদনানন্দ অপ্রকট কালে,
 চৈতন্য দাসের পত্নী কান্দে পদতলে ।
 বর মাগ বলি বংশী কহিলা তাঁহারে,
 মোর পুত্র হও, এই বর দেহ মোরে ।
 সাধু সেবা করিবারে ছিল তাঁর মনে,
 এই হেতু পুনঃ জন্ম বধূর বচনে ।

আপনি জান না। তুমি আপনার কথা,
মোর আজ্ঞা রাখ শীঘ্র চলি যাও তথা ।
বিগ্রহ স্বরূপ আর বৈষ্ণব স্বরূপ,
ছ'ছ সেবা হইতে কৃষ্ণ প্রেম সমুদ্ভূত ।
অনুসঙ্গে নাম সংকীৰ্ত্তন প্রেমোদয়,
অন্যথা না কর বাপু কহিছ নিশ্চয় ।
এতেক শুনিয়া তাঁর হৈলা জাগরণ,
হা হা কার করি চিত্তে করয়ে চিন্তন ।
কাঁহা বা শ্রীমূর্তি সেবা কোথা পাব ধন,
সামগ্রী নহিলে কিসে হইবে সেবন ।
এত চিন্তি অসন্তোষে দিন গোড়াইলা,
স্বকার্য সাধিয়া শেষে শয়ন করিলা ।
অলস আবেশে যবে হইলা নিদ্রাগত,
কৃষ্ণ বলরাম আসি হইলা উদ্ভূত ।

নবীন-নীরদ-দ্যুতি পীতবস্ত্রধারি,
ময়ুর চন্দ্রিকা শিরে জগ-মনোহারি ।
চরণে নূপুর গুঞ্জা মালা সুশোভিত,
বলয়া বিশাল কটি কিঙ্কিণী-রঞ্জিত ।
রূপের তুলনা নাহি ব্রহ্মাণ্ডে উপমা,
কে পারে বর্ণিতে আছে দৌহার সুষমা ।
সিতামুজ জিনি কান্তি রোহিণী-তনুজ,
পরিধান নীলাম্বর মন্ত মহাভুজ ।
জাম্বনদ সুবর্ণ অঙ্গদ পাদাঙ্গদ,
ময়ুর চন্দ্রিকা শিরে গুঞ্জাদি সম্পাদ ।

বাঁকুয়া পাঁচনি হাতে শিঙ্গা সুগঠন,
ছুহরূপ হেরি ভুলে মন্থ মদন ।
হেন রূপ রাশি আসি ঠাকুর শিথানে,
মন্দ হাসি কহে কিছু মধুর বচনে ।
হেদেরে রামাই তুমি বংশী অবতার,
মন দিয়া শুন কহি বচন আমার ।
তোর স্থানে আইলাম আমরা ছুভাই,
আমা দৌহা সেবা কর গোড়দেশে যাই ।
মধুর গম্ভীর ব্যাক্য অমৃত লহরি,
শ্রবণ পরশে প্রেম সমুদ্র সন্তরি ।
নয়ন হইতে বহে অশ্রুর তরঙ্গ,
কদম্ব কেশর জিনি পুলকিত অঙ্গ ।
জড় প্রায় হয়ে রহে না ক্ষুরে বচন,
কতক্ষণ পরে তবে হইল জাগরণ ।
হাহাকার করিয়া করয়ে মনস্তাপ,
রোদন করিয়া কত করিলা বিলাপ ।
মনে ভাবিলেন আজ্ঞা পালনের কাজে,
নিশ্চয় যাইতে মোরা হৈল গোড় মাঝে,
সম্মিত পাইয়া গেলা যমুনায় স্নানে,
বাহ্যকৃত্য করি কৈলা জলাবগাহনে ।
ছই মূর্তি ভাসি আসে যমুনার জলে,
শ্বেত শ্যাম মূর্তি জলে করে ঝলমলে ।
দ্রুত গতি ধরিলেন হয়ে হরষিত,
অশ্রুধারা বহে নেত্রে সুখ অপ্রমিত ।

গোপীনাথ শ্রীমন্দিরে লইলা আনন্দে,
 দেখিয়া ঠাকুর সব ভক্তগণে বন্দে ।
 আসন করিয়া তাঁহে বসিলা ঠাকুর,
 পুষ্প গন্ধ মালা দিয়া সেবিলা প্রচুর ।
 ভোগ লাগাইলা গোপীনাথের রন্ধনে,
 আরতি করিয়া আত্মা কৈলা সমর্পণে ।
 অষ্টাঙ্গ লোটায় ঘন গড়াগড়ি যায়,
 নানা ভাব উথলিল পুলকিত কায় ।
 কতক্ষণ পরে রাম হইলা সুস্থির,
 প্রসাদ পাইলা তবে সুমতি সুধীর !
 সবে কহে ধন্য ধন্য তুমি মহাশয়,
 তোমার মহিমা লোকে কহনে না যায় ।
 সাক্ষাৎ স্বপনে যঁারে শ্রীমতীর দয়া,
 কৃষ্ণ বলরাম যঁারে সদয় হইয়া ।
 সেবা অঙ্গীকার কৈলা যঁার প্রেমগুণে,
 আশ্চর্য্য হইল লোক চরিত্র শ্রবণে ।
 স্তুতি শুনি উঠিয়া চলিলা মহাশয়,
 শ্রীরূপ নিকটে গেলা গোবিন্দ আশ্রয় ।
 পরস্পর প্রণাম আলিঙ্গন কোলাকুলি,
 গোবিন্দ মন্দিরে গেলা দৌহে কুতূহলী ।
 আরতি দর্শন করি বসিলা সেখানে,
 ঠাকুর রামাই কিছু করে নিবেদনে ।
 পুনঃ পুনঃ আজ্ঞা হৈল যেতে গোড় দেশে,
 কৃষ্ণ বলরাম আজ্ঞা পূর্ণ কৈল শেষে ।

যমুনাতে পাইলু ছুই মোহন মুরতি,
 মোর মনে ছিল ব্রজে করিতে বসতি ।
 তোমা সবা সঙ্গে থাকিতে যে ছিল সাধ,
 আমি কি করিব কর্ম্ম করিল বিবাদ ।
 সেবা লাগি মো অধমে কৈলা অনুমতি,
 আজ্ঞা না পালিলে পাছে হয় অধোগতি ।
 শ্রীরূপ কহেন তুমি মহা ভাগ্যবান,
 কৃপা করি সেবা কার্য্যে কৈলা আজ্ঞাদান ।
 গুরু আজ্ঞা অন্যথা করিতে কেবা পারে,
 শাস্ত্র আজ্ঞা হয় ইথে কি আছে বিচারে ।
 ঐছন আমারে আজ্ঞা কৈলা গৌরহরি,
 সঙ্গ না রাখিলা, পাঠাইলা ব্রজপুরি ।
 যা করায় তাই করি, নহি স্বতন্তর,
 আমি কি করিব ইচ্ছা যে তাঁর অন্তর ।
 শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবসেবা পরম দুর্লভ,
 সালোক্যাদি মুক্তি যার নহে একলব ।
 এত বলি নিজকৃত শ্লোক পাঠ কৈলা,
 শুনিয়া ঠাকুর চিত্তে সন্তোষ লভিলা ।

তথাহি—

সেবাসাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্তহি ।
 তস্তাবলিপ্স্থনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥১৥
 সাধকরূপে সেবা আর সিদ্ধরূপে সেবা,

সেবা বিনা বস্তুতত্ত্ব আর আছে কিবা ।
 ঠাকুর কহেন কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবন,
 শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবা হয় বা কেমন ।
 শ্রীরূপ কহেন তাহা তুমি কিনা জান,
 তথাপিও কহি তাহা মনদিয়া শুন ।
 প্রবৃত্ত সাধক নিত্য সিদ্ধ যে সাধক,
 প্রবৃত্ত সাধক বৈষ্ণব সেবাতে যোজক ।
 সিদ্ধদেহ বিনা নহে কৃষ্ণের সেবন,
 সাধক করয়ে সিদ্ধ দেহানুসরণ ।
 তটস্থ দেহের সূক্ষ্ম তটস্থ ছুই ভেদ,
 প্রবৃত্ত সাধক তৈছে দ্বিবিধ বিভেদ ।
 আজ্ঞা সেবা সুখানন্দ সিদ্ধানুসারিণী,
 প্রবৃত্ত সাধক সিদ্ধ যোগাযোগ মানি ।
 ব্রজলোক অনুসারি ভজন বিরল,
 নিজাভীষ্ট দেহ চিন্তা করয়ে সফল ।
 যথা অবস্থিত দেহে ভক্ত্যঙ্গ সাধন,
 শ্রীগুরু বিগ্রহ আর বৈষ্ণব সেবন ।
 এই সেবা হইতে হয় রসের উদয়,
 সংক্ষেপে কহিলু ইহা জানিহ নিশ্চয় ।
 অহৈতুকী প্রেম শুনি যাবে লোভ হয়,
 শক্যকর্ম অহৈতুক মত আচরয় ।
 এই মত প্রসঙ্গেতে রাত্রি পোহাইলা,
 ঠাকুর উঠিয়া প্রাতে আদেশ মাগিলা ।
 শ্রীরূপ কহেন আমি বৃদ্ধ জরাতুর,

অনিত্য শরীর মোর জীবন, ভঙ্গুর ।
 যতক্ষণ সাধু সঙ্গে করি আলাপন,
 ততক্ষণ শ্লাঘ্য মানি জন্ম তনু মন ।
 ঠাকুর কহেন ধন্য তোমার ভজনে,
 তিন লাক ধন্য ঘাঁর বাস বৃন্দাবনে,
 পৃথিবী হইল ধন্য বৃন্দাবন যাতে,
 প্রাকৃত শরীরী যত আছেয়ে ইহাতে ।
 যথাযোগ্য দেহ পাইয়া কৃষ্ণপদ পায়,
 ভূমি নিত্যসিদ্ধ, তোমার কিবা অন্যথায় ।
 হায় হায় হেন পদ নাহি দিলা মোরে,
 অভাগ্যের সীমা নাই কি বলিব কারে ।
 শ্রীরূপ কহেন নিষ্ঠা তোমার ভজন,
 যথায় থাকহ তব সেই বৃন্দাবন ।
 পরস্পর এই কথা প্রেম আলিঙ্গন,
 রঘুনাথ ভট্ট আর ব্রজবাসীগণ ।
 জনে জনে অনুমতি করিয়া প্রার্থন,
 বিদায় হইয়া রাম করিলা গমন ।
 সনাতন গোসাঞি সনে আসিয়া মিলিলা,
 প্রেমাবেশে পরস্পর দণ্ডবৎ হৈলা ।
 আপন মনের কথা কহিলা ঠাকুর,
 যে কথা শুনিতে বাড়ে প্রেমের অঙ্গুর ।
 শুনিয়া গোসাঞি তাঁরে কৈলা বহু স্তুতি ।
 যে কথা শুনিলে ঘুচে অজ্ঞান কুমতি ।
 মদনগোপাল দেখি সেই রাত্রি রহি,

মনোবৃত্তি কথা ছুঁছ দৌহে করে সহি ।
 ঠাকুর কহেন আজ্ঞা সেবা নিজ ধর্ম,
 সেবা কোন্ ধর্ম তার গুঢ় কিবা মর্ম ।
 এ ধর্মের ধর্মী কেবা জানি কাহা হতে,
 বিবরিয়া কহ তাহা, জানহ নিশ্চিত ।
 সনাতন কহে সেবা পরিচর্যা ধর্ম ।
 পরিচর্যা অর্থ শুন কহি তার মর্ম ।
 পরিশদে সর্ব ভাবে, চর্যা শব্দে পূজা,
 সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণ ভজে এ অর্থ জানিবা ।
 ভজ ধাতুর অর্থ কহে সেবা সুনিশ্চয়,
 কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য অন্যথা না হয় ।
 এ ধর্মের ধর্মী কেবা আছে কোন্ জনা'
 একা শ্রীরাধিকা তাহে করি যে যোজনা ।
 কৃষ্ণসুখ বিনে অন্য নাহি তাঁর মনে,
 সর্বভাবে কৃষ্ণসেবা করে আরাধনে ।
 আরাধনা করি পূজে দেহেন্দ্রিয় দিয়া,
 রাধিকাদি ধন্যা তেঁই কৃষ্ণে আরাধিয়া ।

তথাহি স্তবমালায়াং ।

উপেত্য পথি স্তবমুরলী-ততিভিরাভিরভ্যর্চিতং
 স্মিতাস্কুর-করধিতৈনটদপাদভঙ্গীশতৈঃ ।
 স্তনস্তবক-সঞ্চরনয়ন-চঞ্চরিকাঞ্চলং,
 ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবং ॥২॥
 কৃষ্ণ আরাধন কার্য্য নিতি নিতি য়াঁর,
 এ হেতু রাধিকা নাম লেখে গ্রন্থকার ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।
 অনয়ারাধিতো নুনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ,
 যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ শ্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥৩॥
 তাঁর অনুরূপা সূর্য্যদাসের নন্দিনী,
 অনঙ্গ মঞ্জরী পূর্বে রাধিকা ভগিনী ।
 রাধিকা বিলাস মূর্তি একেন্দ্রিয় সমা,
 সূমাধুর্য্য কৃষ্ণময়ী হয় তাঁর প্রেমা ।
 য়াঁর সাধুগুণে কৃষ্ণ লইলা আকর্ষিয়া,
 নিত্য লীলা সেবা করে দেহেন্দ্রিয় দিয়া ।
 ইহাকেই কহি সেবা মিত্য ব্যবহার,
 এ অর্থ বুঝিতে শক্তি ত্রিজগতে কার ।

বন হইতে ব্রজাভিমুখে প্রত্যাগমন কালে পথ মধ্যে ব্রজসুন্দরীগণ ঈষৎ হাস্য, লোমাঞ্চ ও
 নানাপ্রকার অপাঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা য়াঁহার অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন এবং গোপীদিগের স্তনরূপ
 পুষ্পগুচ্ছে য়াঁহার নয়ন ভুঙ্গ সতৃষ্ণ ভাবে অবস্থিতি করে, আমি সেই ভগবান কেশবকে ভজনা করি।২।
 গোপীগণ কহিলেন, নিশ্চয়ই সেই রমণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিয়াছিলেন, সেই
 কারণেই শ্রীগোবিন্দ আগাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে নির্জনে আনয়ন করিয়াছেন।৩।

বলি নিজকৃত গ্রন্থ তাঁরে দিলা,
রসামৃতোজ্জল যাতে কৃষ্ণলীলা ।
কহেন মোরে করহ করুণা,
সঙ্গে চিত্ত যেন রহে, এ ভাবনা ।
আজ্ঞা বলে যাই সে গোড় ভুবনে,
কালে পাই যেন এই বৃন্দাবনে ।
কথা কহিয়া তবে তাঁরে প্রণমিলা,
মাতন প্রণমিয়া কহিতে লাগিলা ।
মি যেই স্থানে রহ সেই বৃন্দাবন,
হা সাধু সেবা রাধাকৃষ্ণের ভজন ।
হায়ে সদয় গুরু কৃষ্ণ বলরাম,
কি অলভ্য আছে অন্য পরিণাম ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।

কিমদন্ত্যং ভগবতি প্রসঙ্গে শ্রীনিকেতনে,
তথাপি তৎপর্য্য রাজন্ নহি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন ॥৪॥

নিনিয়া ঠাকুর দৈন্ত্য বিনয় করিয়া,
রাধাকৃষ্ণ তাঁরে গেলা পুলকাজ হঞা ।
শ্রীদাস গোসাঞি দেখি প্রেমানন্দ মন,
হঁহ দৌহা প্রণমিয়া কৈলা আলিঙ্গন ।
রাধাকৃষ্ণে স্নান করি বসি সেই স্থানে,
আপন বৃত্তান্ত সব কৈলা নিবেদনে ।
যথেষ্ট যে করিলা আজ্ঞা জাহ্নবা গোসাঞি
বৈছে কৃপা কৈলা তাঁরে কানাই বলাই ।

শুনি রঘুনাথ দাসেহইলা প্রেমাবেশ,
ঠাকুর কহেন তাঁরে অশেষ বিশেষ ।
মুঞি সে অযোগ্য, নহি সেবা অধিকারী,
তথাপি করিলে কৃপা কি করিতে পারি ।
গোসাঞি কহেন তাঁর ইচ্ছাই এ হয়,
অজ্ঞ জনে কি জানিবে তাঁহার আশয় ।
অথবা সমর্থ জানি নিযুক্ত করয়,
সেই কার্য্য বৃষ্টিবারেকার সাধ্য হয় ।
সেবা যোগ্য হও তুমি তোমা সম্মিথানে,
কৃষ্ণ বলরাম আসি হৈলা অধিষ্ঠানে ।
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবা বহু ভাগ্যে মিলে,
প্রেম উপজয় ভবক্ষয় অবহেলে ।
শ্রদ্ধাচারী সন্ন্যাসীর যতেক আশ্রম,
সেবা বিনে যত ধর্ম্ম সব অকারণ ।
হেন শুদ্ধ ধর্ম্মে তোমা করিলা দীক্ষিত,
তুমি ভাগ্যবান হও জগতে পূজিত ।
নানানুপ্রসঙ্গে সেই রাত্রি গোড়াইলা,
বিদায় হইয়া প্রাতে গমন করিলা ।
শ্রীগোপাল ভট্টাশ্রমে আসি মহাশয়,
প্রেমাবেশে মিলিলেন সদয় হৃদয় ।
প্রেম আলিঙ্গন দৌহে দৌহা নাহি ছাড়ে,
অশ্রুধারা বহে নেত্রে গদ গদ স্বরে ।
কতক্ষণে সুস্থ হঞা ছুই মহাশয়,
বসি সেই স্থানে প্রেমানন্দে বিলসয় ।

আপন বৃত্তান্ত রাম তাঁরে শুনাইলা,
 সব কহি শেষে দুঃখে বিদায় মাগিলা ।
 শুনি ভট্ট তাঁরে বহু কৈলা প্রশংসন,
 অধোমুখে রহে রাম হইয়া বিমন ।
 এই রূপে জনে জনে জিজ্ঞাসা করিলা,
 কাতর অন্তরে শেষে বিদায় মাগিলা ।
 সে দিন রহিলা সুখে ভট্টের আশ্রমে ;
 দিবা রাত্রি গোড়াইলা কৃষ্ণানুশীলনে ।
 প্রভাতে উঠিয়া শেষে বিদায় হইয়া,
 বৃন্দাবন পরিক্রমা করেন ভ্রমিয়া ।
 সুখে মগ্ন হৈলা প্রভু করি পরিক্রমা,
 বিরহ বিহ্বল চিত্তে নাহি প্রেমসীমা ।
 গোপীনাথ গৃহে কৃষ্ণ বলরাম রয়,
 শ্রীরূপ গোস্বামি তাঁহা করিলা বিজয় ।
 সনাতন গোসাঞি সঙ্গে শ্রীজীব গোসাঞি,
 সবে আসি কাম্যবনে হৈলা এক ঠাই ।
 গোপীনাথ দেখি সবে করিলা প্রণাম,
 ঠাকুরে জিজ্ঞাসে কোথা কৃষ্ণ বলরাম ।
 কৃষ্ণ বলরাম আনি দেখান্ সবারে,
 অপরূপ মধুরিমা ছই সহোদরে ।
 সিতানুজত্ব্যতি কোটি চন্দ্র সে বদন,
 করপদ-নখমণি-কিরণ ভূষণ ।
 ইন্দীবর নয়ন ভ্রভঙ্গি কামধনু,
 রূপের অবধি অপরূপ রামকানু ।

দেখিয়া সবার মন হৈলা হরষিত,
 প্রাকৃত বিগ্রহ নহে জানিলা নিশ্চিত ।
 ঠাকুরে কহেন্ তুমি ধন্য মহাশয়,
 তোমার ভাগ্যের কথা কহনে না যায় ।
 জাহ্নবার কাছে সবে কহে জোড় হাতে,
 তোমার মহিমা কেবা জানে এ জগতে ।
 শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভা রাধা অনুজা রঙ্গিনী,
 সমস্ত গোপীকা রাগ গঞ্জরী ভাবিনী ।
 রাগাত্মিকা রাগবল্লী রাগানুগা ভাবে,
 নব নব অনুরাগে রাধাকৃষ্ণে সেবে ।
 এই রূপে বহুভুতি করি জনে জনে,
 প্রণতি করিলা সবে প্রেমানন্দ মনে ।
 ঠাকুরে কহেন্ পুনঃ করিয়া সন্মান,
 তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি দেখি আন ।
 ঠাকুর কহেন্ তোমা সবারে দেখিহু,
 বৃন্দাবন আসি রাম কৃষ্ণ সেবা পাইহু ।
 একত অভাগ্য মোর যাই গৌড়দেশে,
 হেন বৃন্দাবনে বাস না হইল শেষে ।
 এখানে মরিলে জন্ম হয় এইখানে,
 আর এক বড় কথা আছে এখান ।
 পথে চলি যায় পরিক্রমা ফল পায়,
 মায়াতে কাঁদিলে কৃষ্ণ প্রেম উপজয় ।
 শয়ন করিলে দণ্ড পরণাম মানে,
 ভোজন করিলে হয় কৃষ্ণ সন্তোষণে ।

শ্রীরূপ কহেন সত্য তোমার বচন,
কিন্তু কৃষ্ণভক্ত যাঁহা তাঁহা বৃন্দাবন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমে ।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়স্বহং ।
দৃষ্টে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥৫॥

অত্চ—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ ।
পায়ন্তি মন্তুস্তা যত্র তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥৬॥

এই কথা শুনি প্রভু প্রণাম করিয়া,
বিদায় মাগেন সব চরণ ধরিয়া ।

সকল গোসাঞি সঙ্গে প্রেম আলিঙ্গন,
ব্রজবাসী আর গোপীনাথ পরিজন ।

শ্রীজাহ্নবা গোপীনাথে করিয়া বন্দন,
গোসাঞি সকলে গেলা আপন ভবন ।

ঠাকুর রহিলা সেই রাত্রি কাম্যবনে,
বহুত করিলা স্তুতি ক্রন্দন বন্দনে ।

প্রাতঃকালে যমুনাতে করিলেন স্নান,
শ্রীমন্দিরে গিয়া কৈলা সেবা শয্যোথান

পরিক্রমা করি কৈলা অষ্টাঙ্গ প্রণাম,
নেত্রে জলধারা বহে নাহি পরিমাণ ।

লয়ে বস্ত্রগুপ্ত-রাম-কৃষ্ণ ছুটি ভাই,
বিদায় হইলা দুখার্ণবে অবগাই ।

পূর্বের গৃহ হতে ছই ভৃত্য আইলা সঙ্গে,
সেই ছই ভৃত্য চলে প্রেম অনুরঙ্গে ।

যমুনা কিনারা পথে আইলা মধুপুরে,
দিন ছইতিন রহি পরিক্রমা করে ।

কৃষ্ণ বলরাম সেবা করি যতক্ষণে,
ভোগ নাহি দেন, কেহ না করে ভোজনে ।

আহা প্রাণেশ্বর! গোপী-মনোবিমোহন,
আহা বৃন্দাবনেশ্বর! ব্রজেন্দ্র নন্দন !

ইহা বলি প্রেমে মত্ত হইয়া ঠাকুর,
ছই ভৃত্য সঙ্গে চলে ছাড়ি মধুপুর ।

চলি চলি আইলা ক্রমে চিত্রকূট পথে,
প্রয়াগে আসিয়া রহে মাধব সাক্ষাতে ।

বারাণসী পার হইয়া হাজীপুর পথে,
গঙ্গাপার হইয়া চলি আইলা ক্রমেতে ।

কন্টক নগর পথে গঙ্গা ধারে ধার,

হৃদয়সাক্ষী কহিলেন, সাধুগণই আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়, আমি ভিন্ন তাঁহার।

অত কিছু জানেন না, আমিও সাধু ব্যতীত অত আর কিছুই জানি না ।৫।

হে নারদ ! আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীগণের হৃদয়েও থাকি না আমার ভক্তগণ

বেখানে আমার গুণগান ররে, আমি সেই স্থানেই অবস্থিতি করি ।৬।

আসি উত্তরিলি এক অরণ্য ভিতর ।
গঙ্গার কিনারে বন কণ্টক অপার,
বনের ভিতরে রহে সদা হাহাকার ।
এইত কহিহু গোড় দেশে আগমন,
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ করিয়া স্মরণ ।
শ্রদ্ধায় শুনিলে কৃষ্ণ ভক্তি সেই পায়,
মায়াবন্ধ ঘুচে কৃষ্ণপ্রেম উপজয় ।
জাহ্নবা রামাই পাদপদ্ম অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস ।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

—:—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জগবন্ধু,
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণার সিন্ধু ।
জয় জয়াদ্বৈত টাঁদ গৌরাঙ্গ-পরাণ,
মো অধমে কর সবে প্রেমভক্তি দান ।
শ্রীজাহ্নবা সঙ্গে রাম যবে ব্রজে গেলা,
একা ক্রমে পঞ্চবর্ষ তথায় রহিলা ।
পঞ্চ বর্ষান্তর পর মাঘ মাস শেষে,
ব্রজ ছাড়ি গোড় দেশে আইলা দুইমাসে ।

বৈশাখে আসিয়া পুন হৈলা উপনীত,
যে রূপে রহেন তাহা লিখি সুবিহিত
বনেতে আসিয়া প্রভু চিন্তে মনে মনে
কিরূপে প্রভুর আজ্ঞা করিব পালনে
কিসে কৃষ্ণ সেবা হবে কাঁহা পাব ধন,
কেমনে বা গৃহে গৃহে করিব ভ্রমণ ।
বীরচন্দ্র প্রভু কাছে যাই কোন্ মুখে,
শ্রীমতী বিয়োগে হৃদি বিদরিছে দুখে
এত চিন্তি রহে সেই কাননে পড়িয়া,
সঙ্গী ছুই নিবারিতে নারে প্রবোধিয়া
কৃষ্ণ বলরামে বসাইয়া বৃক্ষ মূলে,
তিন জন বসিলেন, জপেন বিরলে ।
লতাতে বেষ্টিত বন অত্যন্ত গভীর,
তাহার ভিতরে রহে এক ব্যাঘ্রবীর ।
তার ভয়ে নারে কেহ বনে প্রবেশিতে
গো মনুষ্য খাইল কত না পারি বর্ণিতে
মহুঘোর গন্ধ পেয়ে ব্যাঘ্র শীঘ্রগতি,
আসিয়া দেখিল সেই মোহন মুরতি ।
সভয় হইয়া রহে বসি কত দূরে,
দেখি ছুই ভৃত্য হইল সভয় অন্তরে ।
কাতর দেখিয়া দৌহে ব্যাঘ্র হইলা চিত্ত
ব্যাঘ্রেরে কহেন কিছু বচন অমৃতে ।
পশুদেহ ধরি কর জীবের হিংসন,
নিদানে কি হবে তাহা না কর ভাবন ।

অচেতন তুমি, কিছু নাহি পরিজ্ঞান,
 হায় হায় তোমার কি হবে পরিণাম ।
 এত বলি কৃষ্ণ নাম শুনান্ তৎপর,
 কর্ণ পেতে শুনে নাম সেই ব্যাসবর ।
 অশ্রুধারা বহে নেত্রে গড়াগড়ি যায়,
 দেখিয়া ঠাকুর তারে কহে পুনরায় ।
 ওহে বাপু হেন কর্ম না করিহ আর,
 শুনিলে কৃষ্ণের নাম হইবে উদ্ধার ।
 শুনি ব্যাস দণ্ডবৎ পড়ি তার আগে,
 প্রণাম করিয়া চলে পূর্বদিকে বেগে ।
 গঙ্গায় প্রবেশ করি দেহ তেয়োগিলা,
 দিব্যদেহ ধরি তঁহ মুক্ত পদ পাইলা ।
 এমন দয়াল কেবা আছে ত্রিভুবনে
 ব্যাসে কৃষ্ণ নাম দিয়া তারে নিজগুণে,
 সবারে সমান দয়া নাহি আত্মপর,
 হেন প্রভু না ভজিহু মুইতো পামর ।
 তার পর কহি শুন মোর নিবেদন,
 যৈছে প্রভু কৃষ্ণসেবা কৈলা প্রকটন ।
 এক দিন সেই বনে লোক দশ জন,
 অস্ত্র হাতে করি গাভী করে অন্বেষণ ।
 ঠাকুরে দেখিয়া সবে আশ্চর্য্য হইলা,
 নিকটেতে গিয়া তবে জিজ্ঞাসা করিলা ।
 ভূত্য ছুই কহে মোরা বৈষ্ণব কাঙ্গাল,
 তারা কহে বনে বাস করা নাহি ভাল ।

ব্যাসভয় আছে গ্রাম ভিতরেতে চল,
 এখানে রহিলে সদা হবে অমঙ্গল ।
 এতেক কহিয়া তারা গদ গদ স্বরে,
 অষ্টাঙ্গ লোটায়ে সবে দণ্ডবৎ করে ।
 রামকৃষ্ণ রূপ দেখি হৈলা চমৎকার,
 পড়িয়া রহিল নেত্রে বহে অশ্রুধার ।
 এতেক দেখিয়া প্রভু সদয় হইয়া,
 কহিতে লাগিলা কিছু সবে সন্মোখিয়া ।
 তোমরা সবাই যাও আপন ভবন,
 আমি ত বৈষ্ণব আমি নাহি চাহি ধন ।
 তঁহ সব কহে সেবা কেমনে চলিবে,
 গ্রামেতে চলুন মোরা কভু না ছাড়িবে ।
 গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব মিলিল অনায়াসে,
 এ বন ছাড়িয়া প্রভু চল গৃহ বাসে ।
 একাগ্রতা দেখি তবে ঠাকুর চিন্তিত,
 কহিতে লাগিলা সবে করিয়া পীরিত ।
 নিজ বশ নহি আমি কেমনে যাইব,
 তব গ্রামে গিয়া বল কি কার্য্য সাধিব
 তঁহ কহে যে আজ্ঞা করিবে মহাপ্রভু
 প্রাণপণে করিব অশ্রুথা নহে কভু ।
 উঠ উঠ প্রভু মোর প্রাণের ঈশ্বর,
 রামকৃষ্ণ লয়ে চল গ্রামের ভিতর ।
 পরাকার্য্য দেখি প্রভু সদয় হইলা,
 কৃষ্ণ বলরামে লতে তৎপর উঠিলা ।

উঠাইতে নারিলেন বৃক্ষতলে হৈতে,
 বিস্মিত সকলে, প্রভু লাগিলা হাসিতে ।
 নিশ্চয় জানিলা রহিবেন এই স্থানে,
 তবে সবে কহে নাহি যাব স্বভবনে ।
 এই কথা বলি তবে বসিয়া জাগিয়া,
 সকলেতে দিবা রাত্রি রহে আগুলিয়া ।
 ব্যাঘ্রভয়ে হইলা কাতর সর্বজন,
 ব্যাঘ্রের বৃত্তান্ত শুনি সবিস্মিত মন ।
 কৃষ্ণ কথা মনে সবে রাত্রি গোড়াইলা,
 শেষ রাত্রে রামচন্দ্র স্বপনে দেখিলা ।
 শ্রীমতী জাহ্নবা আসি কহেন্ বচন,
 এই স্থানে রহি সেবা কর আয়োজন ।
 ঠাকুর কহেন্ আমা হতে নহে কার্য্য,
 তুমি কৃপাবিষ্ট হলে হয় সব ধার্য্য ।
 শ্রীদেবী কহেন বর দিয়েছি তোমায়,
 আমার স্মরণ মাত্রে হবে তব জয় ।
 তো সখে সম্প্রতি আমি রহিব এ স্থানে,
 শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবা হবে রাত্রি দিনে !
 এত বলি দেবী গেলা, ঠাকুর জাগিলা,
 বিয়োগ বিকল চিত্ত কিছু স্থির হৈলা ।
 প্রাতঃকালে সবে ডাকি বলেন গোসাঞি,
 এস বন কাটি মোরা আবাস বানাই ।
 সকলে কহেন কর যাতে কার্য্য হয়,
 এ কথা শুনিতে সবা প্রফুল্ল হৃদয় ।

অষ্টাদশ প্রণাম করি অমুমতি লঞা,
 নিকট গ্রামের লোক আনিল ডাকিয়া ।
 কুঢ়ালী কোদালী লয়ে কাটে সব বন,
 শত শত লোক আসি হইল যোটন ।
 কেহ ঘর করে কেহ দেয়ত দেওয়াল,
 কেহ বা অঙ্গন করে কাটিয়া জঙ্গল ।
 তৃণ কাটি আবরণ কৈলা চতুর্দিকে ।
 ভোগ শালা বানাইলা দক্ষিণের দিকে ।
 দিনাঙ্কের মধ্যে সব করিল নির্মাণ
 বলবান্ কদলী রোপিল স্থানে স্থান ।
 মৃত্তিকার কুন্ত আর রক্ষন ভাজন,
 পুষ্প মালা তুলস্যাদি অগুরু চন্দন ॥
 ধূপ দীপ আতপ তণ্ডুল নারিকেল,
 রত্না গুবাক পান নানা জাতি ফল ।
 মণ্ডা পেড়া শর্করাদি মিষ্টান্ন অপার
 ক্রমে ক্রমে আইল সব ভরিল ভাণ্ডার,
 আপনি ঠাকুর আর সঙ্গের ব্রাহ্মণ
 গঙ্গাস্নান করি প্রাতে কৈলা আগমন ।
 দিব্যাসন দিব্যবস্ত্র আদি দ্রব্য আনি,
 অভিষেক করিলেন ঠাকুর আপনি ।
 পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে করিলা মার্জ্জন,
 বিপ্রগণ আসি করে বেদ উচ্চারণ ।
 শঙ্খ ঘণ্টা বাজে কত কাংক্ষা করতাল,
 নানা যন্ত্র বাজে কত মৃদঙ্গ রসাল ।

কেহ নাচে কেহ গায় হরি হরি বোল,
কৃষ্ণ বলরাম দেখি সবে প্রেমে ভোর ।
মানা চিত্র বস্ত্র অলঙ্কার সবে দিলা,
ঠাকুর যতনে রাম কৃষ্ণে পরাইলা ।
কেহ থালা কেহ বাটী কেহ জলপাত্র,
মহা মহা ধনীলোক আনি দিল কত ।
সে পাত্রে নৈবেদ্য করি লয়ে গঙ্গাজল,
পরিপূর্ণ করি সমর্পিলেন সকল ।
ঠাকুর পীরিতি ভাবে করিলা সেবন,
তাম্বুল অর্পিয়া আরাত্রিক নির্মল ।
জয় জয় করে সবে বদন ভরিয়া,
সবে চমৎকার রূপ মাধুর্য্য দেখিয়া ।
যুক্তিকার মঞ্চ তাতে নব বস্ত্র পাতি,
তত্পরি ছই ভাই শোভে ব্রজপতি ।
প্রদক্ষিণ করি প্রভু করিলা প্রণতি,
অপরাধ ভঞ্জন স্তব পড়িলা স্মৃতি ।

তথাহি ।—

গতাগতেন শ্রান্তোহং দীর্ঘ সংসার-বস্ত্রহু ।
তৃষ্ণয়া পীড়্যমানোহং ত্রাহিমাং মধুসূদন ! ৭৯
এরূপ দ্বাদশ শ্লোকে করিলা স্তবন,
যাহার শ্রবণে হয় প্রেমানন্দ মন ।
দ্বিতীয় প্রহর দিবা করি উল্লঙ্ঘন,
তবু শাস্তি নাহি সদা সেবানন্দে মন ।

এই রূপে রাম কৃষ্ণে সেবন করিলা,
রন্ধন শালায় গিয়া পাক চড়াইলা ।
শাকাদি করিয়া কত বিবিধ ব্যঞ্জন,
অন্ন ভাজি ঝোল কত কে করে গণন ।
ক্ষীর পরমাম্র কত কুণ্ডিকা ভরিয়া,
অন্ন পাক কৈলা সব ব্যঞ্জন রান্ধিয়া ।
জাহ্নবা স্মরণে পাক হৈল পরিপূর্ণ,
শালি তণ্ডুলের বড় রাশি হৈল অন্ন ।
তৃতীয় প্রহরে সব হইল প্রস্তুত,
দেখিয়া প্রভুর চিন্তা হৈল দূরগত ।
যূত দধি ছন্ধ, রস্তু চোপা দূর করি,
অম্বোপরি ধরিলেন করি সারি সারি ।
অম্বাদি সৌরভ চিত্রে বিচিত্র শোভন,
গঙ্গাজলে পাত্র ভরি পাতিলা আসন ।
তত্পরি রামকৃষ্ণে বসায় ঠাকুর,
ভোগ লাগাইলা যত্ন করিয়া প্রচুর ।
ভোজন করিলা দোহে কানাই বলাই,
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ হৈল যার পর নাই ।
জানিয়া ঠাকুর তাহা হৈলা আনন্দিত,
আরতি বাজিল, মনে সুখ অপ্রমিত ।
আচমন করাইয়া তাম্বুল অর্পিলা,
শয্যার কারণ দিব্য পালঙ্ক আনিলা ।
পরিপাটী তুলি পাতি করিলা সুসাজ ।
চাঁদোয়া মসারি নানা পুষ্পের সমাজ ।

তত্পরি শোয়াইলা কৃষ্ণ বলরাম,
 চামর বাতাসে দূর কৈলা শ্রম ঘাম,
 সেবা অপরাধ ক্ষমাইলা স্তুতি করি,
 বাহিরে আইলা দণ্ড প্রণাম আচরি ।
 ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত আইল নিমন্ত্রণে,
 যথাযোগ্য সমাদরে করিলা ভোজনে ।
 হুঃখিত কাঙ্গালী অন্ত্রগ্রামী যত আইলা,
 সবাকারে সম্মেহে প্রসাদ খাওয়াইলা ।
 শেষে নিজ জন সঙ্গে করিলা ভোজন,
 স্নান করি কৈলা পুনঃ তাম্বুল অর্পণ ।
 কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি ঠাকুরে জাগালা,
 কৃষ্ণ বলরামে দিব্যাসনে বার দিলা ।
 বহু লোক আইলা করিতে দরশন,
 বলিল সকলে এই সেই বৃন্দাবন ।
 একে সে মাধব মাস পুষ্পিত কানন,
 ভৃঙ্গ পরভূত ডাকে শুনি মনোরম ।
 শীতল সমীরবহে পুষ্প গন্ধ লঞা,
 পূর্ণচন্দ্র সন্ধ্যাকালে উদিল আসিয়া ।
 শব্দ ঘণ্টা বাজে কত মৃদঙ্গ কর্তাল,
 কেহ কেহ আনি জ্বালে প্রদীপ রসাল ।
 ধূপ জ্বালি আরতি করেন নির্যজ্ঞন,
 কত শতদীপ জ্বলে না যায় গণন
 বাহু তুলি হরি হরি বলে সর্বজন,
 প্রেমাবেশে করে কেহ নাম সঙ্কীর্ণ ।

কেহ নাচে কেহ প্রেমে গড়া গড়ি যায়,
 আবাল যুবতী বৃদ্ধ সবে সুখ পায় ।
 ঠাকুর বাহিরে আসি গায়েন আরতি,
 নয়ন চকোরে পিয়ে মোহন মুরতি ।
 মৃদঙ্গ কর্তাল ধ্বনি জয় জয়কার,
 রাম কৃষ্ণ রূপ দেখি সবে চমৎকার ।
 শ্বেত শ্যামল রূপে বিজলীর ছটা,
 ভীল পীত পরিধান তড়িৎঘন ঘটা ।
 মধুর চন্দ্রিকা বনমালা শিঙ্গাবেণু,
 কৈশোর মুরতি গতি গজরাজ জহু ।
 রূপের লহরী রাম কৃষ্ণ দুটি ভাই,
 যার যেন ভাব তারে তেমনি দেখাই ।
 কেহ বলে একি ভাই দেখি অপরূপ,
 কে আনিল এই দেশে হেন রসকূপ ।
 ছরন্ত কানন এই বাঘের নিবাস,
 তারে কৃষ্ণ নামে দিয়া করিলা আশ্বাস
 ইহত মানুষ নহে কোন মহাশয়,
 আকৃতি প্রকৃতি লোক সম নাহি হয় ।
 এই মত সর্ব লোকে করে বলাবলি,
 কৃষ্ণগুণ গায় সবে হয়ে কুতূহলী ।
 আরত্রিক মহোৎসবে চারিদণ্ড গেলা,
 কিছু ভোগ লাগাইয়া তবে গুয়াইলা,
 সেবা সমাপন করি বৈসে সেই স্থানে,
 প্রধান প্রধান লোক বামেতে দক্ষিণে ।

পরিচয় মাগে সব করি জোড় হাত,
কহিতে লাগিলো তুই নন্দী নব বাত ।
ঈশ্বরদেব-বদনানন্দ নবদীপে ধান,
তার পৌত্র হয় এই ঠাকুর শ্রীরাম ।
জাহ্নবা মাতার পোষ্যপুত্র শিবু তার,
ইঁহারে বাদৃশী কৃপা কহা নাহি বার ।
বৃন্দাবনে লয়ে গেলো ইঁহারে শ্রীমতী,
কান্যাবনে হৈলো তাঁর গোপীনাথ প্রাপ্তি ।
আজ্ঞা প্রত্যাদেশ কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ সেবন,
এই রাম কৃষ্ণ যুগে দিলো দরশন ।
আজ্ঞা হৈল গৌড় দেশে করিতে গমন,
অগ্রথা না করি আইলো খৌড়ভূবন ।
বিরহে বিহ্বল চিত্ত মহা হাহাকার,
কৃষ্ণনামে এই বনে ব্যাঘ্রের উদ্ধার ।
কেহ বলে সত্য সত্য ব্যাঘ্র বিবরণ,
গঙ্গার প্রবেশি ব্যাঘ্র তাজিল জীবন ।
সকলে শুনিয়া তাহা মনে চমৎকার,
নিশ্চয় হইলো সেই ব্যাঘ্রের উদ্ধার ।
এ সকল বিবরণ সকলে শুনিয়া,
ভূমেতে পাড়িয়া বলে কৃতাজলি হওয়া ।
অপরাধ ক্ষমা কর অধম দেবীয়া,
শরণ লাইছ পদে পরিচয় পাওয়া ।
হাসিয়া কহেন গুরু তা মহার প্রক্তি,
কৃষ্ণ পদে সযাকার হটক ভক্তি ।

অনি অতি অল্প নোর নাহি কন জন,
কি রূপে হইবে নোর কৃষ্ণের সেবন ।
তোমরা বাক্যর কম হইবে সত্য,
অন্যভাবে কৃষ্ণপদ সেবা নোহু হয় ।
শুনিয়া কবর মনে বাহিনী আনন্দ,
প্রেমভঞ্জে রাই সবে কহে মন মন ।
ভক্তভক্ত হুনি, মোহা অমুখিয়া প্রায়,
অন্যবে চিনিবে সেবা ভোমের ইচ্ছায় ।
মো সবার ভাগ্য আজ প্রসন্ন হইল,
অন্যভাবে সাধুসকল সেবাভাজ্য পাইল ।
ইহা কহি কহি যবে অটক জোড়িয়া,
প্রণাম করিয়া প্রেমভঞ্জে ভোম কহিয়া ।
এই কৃষ্ণ নন্দা কহা প্রণামভঞ্জন,
খোড়াইয়া কহু মিথ্যা কহু ভ্রমভঞ্জন ।
প্রভাত হইল কহি মঙ্গল আশীর্বাদ,
বক্যবসাহসে সেবা দেবক মঙ্গলিত ।
বহা কহি আশি কহু সেবাধি কহিয়া,
বহন আশায়ে আশি ভবপদ হইয়া ।
প্রমথাসী ভোমক আশে কহা সেবা কহিয়া,
ভোমক বৈকুণ্ঠ ভোমে বিহ্বল পাওয়া ।
বিতীর্ণ প্রহবে কহু ভোম ভোমাইয়া,
ভোমক ভোম ভোম ভোম ভোম ভোম ভোম ।
কহ ভোমক ভোমভোম ভোমক ভোমক,
ভোমক ভোমক ভোম ভোম ভোম ভোম ।

পরিচয় মাগে সব করি জোড় হাত,
কহিতে লাগিল। দুই সঙ্গী সব বাত ।
শ্রীবংশী-বদনানন্দ নবদ্বীপে ধাম,
তার পৌত্র হয় এই ঠাকুর শ্রীরাম ।
জাহ্নবা মাতার পোষ্যপুত্র শিষ্য তায়,
ইহাৱে যাদৃশী কৃপা কহা নাহি যায় ।
বুন্দাবনে লয়ে গেলা ইহাৱে শ্রীমতী,
কাম্যবনে হৈলা তাঁর গোপীনাথ প্রাপ্তি ।
আজ্ঞা প্রত্যাদেশ কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবন,
এই রাম কৃষ্ণ স্বপ্নে দিলা দরশন ।
আজ্ঞা হৈল গোড় দেশে করিতে গমন,
অন্থথা না করি আইলা গোড়ভুবন ।
বিরহে বিহ্বল চিত্ত সদা হাহাকার,
কৃষ্ণনামে এই বনে ব্যাঘ্রের উদ্ধার ।
কেহ বলে সত্য সত্য ব্যাঘ্র বিবরণ,
গঙ্গায় প্রবেশি ব্যাঘ্র ত্যজিল জীবন ।
সকলে শুনিয়া তাহা মনে চমৎকার,
নিশ্চয় হইলা সেই ব্যাঘ্রের উদ্ধার ।
এ সকল বিবরণ সকলে শুনিয়া,
ভূমেতে পড়িয়া বলে কৃতাজলি হঞা ।
অপরাধ ক্ষমা কর অধম দেখিয়া,
শরণ লইল পদে পরিচয় পাঞা ।
হাসিয়া কহেন প্রভু তা সবার প্রতি,
কৃষ্ণ পদে সবাকার হউক ভক্তি ।

আমি অতি অজ্ঞ মোর নাহি ধন জন,
কি রূপে হইবে মোর কৃষ্ণের সেবন ।
তোমরা বান্ধব মম হইলে সহায়,
অনায়াসে কৃষ্ণপদ সেবা মোর হয় ।
শুনিয়া সবার মনে বাড়িল আনন্দ,
প্রেমানন্দে মগ্ন সবে কহে মন্দ মন্দ ।
জগৎগুরু তুমি, মোরা অনুশিষ্য প্রায়,
অনায়ে চলিবে সেবা তোমার ইচ্ছায় !
মো সবার ভাগ্য আজ প্রসন্ন হইল,
অনায়াসে সাধুসঙ্গ সেবানন্দ পাইল ।
ইহা কহি কহি সবে অষ্টাঙ্গ লোটায়া,
প্রণাম করিলা প্রেমানন্দে ভোর হঞা ।
এই রূপ নানা কথা প্রসঙ্গানুক্রমে,
গোড়াইলা কভু নিদ্রা কভু জাগরণে ।
প্রভাত হইল করি মঙ্গল আরতি,
গঙ্গাবগাহনে গেলা সেবক সংহতি ।
ত্বর করি আসি প্রভু সেবাদি করিলা,
রন্ধন আগারে আসি তৎপর হইলা ।
গ্রামবাসী লোক আসে নানা দ্রব্য লঞা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আসে নিমন্ত্রণ পাঞা ।
দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু ভোগ লাগাইলা,
ভোগ সাজ হৈল পুনঃ আরতি বাজিলা ।
সব লোক ঠাকুরের লইল শরণ,
প্রসাদ পাইয়া সবা আনন্দিত মন ।

দিন দিন বন কাটি করিলা সমান,
 নানা পুষ্প রোপি সব করিলা উজান ।
 হইল প্রভুর তথা স্থান মনোহর,
 তেলী মালি মদকাদি সবে করে ঘর ।
 দিনে দিনে বৈসে লোক কত লব নাম,
 ঠাকুর দেখিয়া চিত্তে করে অনুমান ।
 দূর জলে কেমনে বা চলে ব্যবহার,
 প্রধান লোকেরে ডাকি করেন বিচার ।
 জলাশয় বিনা নাহি বসবাস সুখ,
 নিকটে হইলে জল যায় সব দুখ ।
 এতেক শুনিয়া সবা বাড়িল আনন্দ,
 কোঁড়া আনিয়া পুকুর করিলা আরম্ভ ।
 মন্দির পশ্চিম ভাগে করিলা পত্তন,
 দুই মাস মধ্যে শেষ হইল খনন ।
 যমুনা বলিয়া নাম রাখিলা তাহার,
 তার জলে হয় নিত্য সেবা ব্যবহার ।
 যমুনা আহ্বান করি করে আরোপিত,
 তার তীরে রোপে আশ্র বীজ কতশত ।
 দিনে দিনে বাড়ে চিত্তে আনন্দ উল্লাস
 অগ্রগ্রাম ছাড়ি লোক করিল নিবাস ।
 মহা মহা ধনী আইসে করিতে দর্শন,
 তারা সবে নিছনি করিলা বহুধন ।
 এক দিন ক্ষত্রিয় এক করি দরশন,
 দেখিয়া হইল প্রেমানন্দে নিমগন ।

মন্দির করিয়া দিল অর্থব্যয় করি,
 উৎসব করিয়া বহু সামগ্রী আহরি ।
 বৈসে সুখে রামকৃষ্ণ মন্দির ভিতর,
 দেখিয়া ঠাকুরে হৈল আনন্দ বিস্তর ।
 সেবার নিবন্ধ বহু করিয়া সে দিলা,
 রাজসেবা দেখি মহানন্দে ঘরে গেলা ।
 শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন,
 সংক্ষেপে লিখিল সব প্রসঙ্গানুক্রম ।
 এক দিন রাত্রি যোগে মহেশ-পার্বতী,
 ঠাকুরে কহেন আসি শুন মহামতি ।
 আমা দৌহা সেবা কর আইলু তব স্থানে,
 আমা দৌহা সেবিলে ত বাড়িবে কল্যাণ
 মন্দ মন্দ হাসি কহে শ্রীচন্দ্রশেখর,
 চন্দ্রের কিরণে অঙ্গ করে ঢল ঢল ।
 মস্তকেতে জটাভার বাঘাস্বরধারী,
 কর নখ চন্দ্রমণি বিদ্যুৎ লহরি ।
 শোভিছে ডমরু শিখা হস্তে মনোরম,
 আজানুলম্বিত হাড় মালা সুশোভন ।
 বামেতে হৈমাদ্রি-সুতা বিজরির প্রায়,
 স্থগিতা বিজরি যেন চাহা নাহি যায় ।
 অপার গুণের সিন্ধু রূপের অবধি,
 কি লিখিব অস্ত্র মুই পাপাশক্ত মতি ।
 এ হেন মাধুরী দেখি ঠাকুরে বিস্ময়,
 জোড় হাতে দাণ্ডাইয়া করেন বিনয় ।

ওহে দেব! মুই দীন হীন দুরাচার,
 কেমনে সেবিব আমি চরণ দৌহার।
 যে সেবা আমারে দিলা তাহা নাহি হয়,
 বুঝিয়া না কহ কেন, পাই বড় ভয়।
 শিব কহে বৈষ্ণবের সেবা তব ধর্ম,
 বৈষ্ণব বৈষ্ণবী মোরা কহিলাম মর্ম।
 আমারে সেবিলে বৈষ্ণবের সেবা হয়,
 শুনিয়া ঠাকুর পুনঃ করেন বিনয়।
 বৈষ্ণবের ধর্ম হয় কৃষ্ণ অবশেষ,
 অঙ্গীকার কর আমি তব নিজ দাস।
 মহেশ কহেন আমি ভকত অধীন,
 যে যে মতে ভজে তাহে নাই বাসি ভিন্।
 পার্বতী কহেন মোর বার্ষিক পূজন,
 করিবে বিশেষ ইচ্ছা, যেবা তব মন।
 এতেক শুনিয়া প্রভু অষ্টাঙ্গ লোটায়,
 কৃপা করি শিব হস্ত দিলেন মাথায়।
 বর দিলা গিরিসুতা হইয়া সদয়,
 এঁছে সেবা কর যাহা লোকে নাহি হয়।
 ইহা কহি অন্তর্হিত দেবীর সহিত,
 ঠাকুর রামাই চিন্তে আপনার হিত।
 মন্দির বাহিরে বানাইয়া এক স্থান,
 তথা হুঙ্ক ঢাল কৈলা পূজার বিধান।
 বিপ্রগণ হুঙ্ক ঢালে করেন আহ্বান,
 লিঙ্গরূপী মহাদেব হৈলা অধিষ্ঠান।

দেখিয়া সকলে মনে হৈল চমৎকার,
 প্রেমানন্দে সবলোক করে জয়কার।
 নৈবেদ্য বিবিধ পুষ্প গন্ধ গঙ্গাজলে,
 পূজা করে বিপ্র সব মহা কুতূহলে।
 মধ্যাহ্নে ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রসাদ,
 ভক্তিভাবে সমর্পিয়া ক্ষমায় অপরাধ।
 এইরূপে নিত্যভোগ দেন সমর্পিয়া,
 ছয়ারে আছেন দেব শেষ ভোগ পাইয়া।
 সংক্ষেপে কহিলু মহাদেব আবির্ভাব,
 ইহার শ্রবণে হয় কৃষ্ণভক্তি লাভ।
 মন দিয়া শুন স্বজাতীয় ভক্তগণ,
 কৃষ্ণভক্ত হইলে মিলে সর্ব্ব শুল্কগণ।
 হরিতে অভক্তি হইলে কি গুণ তাহার,
 কৃষ্ণ ভক্তগণ হয় আশ্রয় সবার।
 তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমে।
 যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চন।
 সর্বৈশ্চ গৈশ্চৈব সমাসতে সুরাঃ।
 হরাবভক্তস্য কুতো মহাপুণাঃ
 মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥৮॥
 শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে সর্ব্ব দেবের উল্লাস,
 তাঁর অন্নজলে সর্ব্ব দেবের প্রত্যাশ।
 তাঁর হস্ত জল যদি এক বিন্দু পায়,
 পিতৃগণ উদ্ধবাহ করি স্বর্গে যায়।
 তার পর শুন সবে মোর নিষেদন,

যেছে বীরচন্দ্র প্রভু কৈলা আগমন ।
 দিনে দিনে বাড়ি গেল সেবার সম্পদ,
 সঞ্চয় না করি সাধু সেবা নিরাপদ ।
 কত দেশ হতে আসে বৈষ্ণব সকল,
 ঠাকুর সাদরে দেন্ সবে অনুরক্ত ।
 প্রকৃষ্ট কনিষ্ঠ বুদ্ধি না করে বিচার,
 এমন দয়াল ভবে হবে নাকি আর ।
 এই কথা সর্বত্রোতে হইল প্রকাশ,
 শুনিয়া আইসে লোক, দেখিয়া উল্লাস ।
 এক দিন দুই চারি বৈষ্ণব মিলিয়া,
 খড়দহে যাত্রা কৈল দর্শন লাগিয়া ।
 বীরচন্দ্র প্রভু পদে করিলা প্রণাম,
 প্রভু জিজ্ঞাসেন্ তোমা হয় কিবা নাম ।
 কোথা হতে এলে কহ সব সমাচার,
 তিঁহ জোড় হাতে কহে করি পরিহার ।
 মোর নাম রেখেছেন রামদাস বলি,
 ভ্রমিয়া দর্শন করি দুই চারি মিলি ।
 শ্রীপাট অধিকা হতে শ্রীবাঘ্নাপাড়ায়,
 দিন দশ রহিলাম, কত সুখ তায় ।
 শুনি বীরচন্দ্র পুন কহেন তাঁহারে,
 কহ বাঘ্নাপাড়া কোথা কি সুখ দেখিলে ।
 তিঁহ কহে গঙ্গাধারে এক বন ছিল,
 তাতে ব্যাঘ্র ছিল কত মনুষ্য খাইল ।
 এক মহা বৈষ্ণব আইলা ব্রজ হতে,

ঠাকুর রামাই নাম মহা দয়া চিতে ।
 ব্যাঘ্রে কৃষ্ণ নাম দিয়া তিঁহ উদ্ধারিলা,
 অবিলম্বে ব্যাঘ্র সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হৈলা ।
 রামকৃষ্ণে সেই বনে কৈলা অধিষ্ঠান,
 যাহার বৈষ্ণব সেবা নহে পরিমাণ ।
 পাত্রাপাত্র দেখা নাহি সবারে সমান,
 লক্ষ লক্ষ আইসে সবে দেন্ অন্ন পান ।
 শুনিয়া কহেন বীরচন্দ্র চূড়ামণি,
 হেন জন কেবা গোড়ে আমি নাহি জানি ।
 বৈষ্ণব কহেন্ তাঁর এ এক লক্ষণ,
 হা মাত ! জাহ্নবা বলি করয়ে রোদন ।
 সদাই পুলক অঙ্গে গদগদ বচন,
 শান্ত দাস্ত্র ক্ষমা গুণে সর্ব প্রিয়তম ।
 যেই দেখে তাঁরে সে না ছাড়ে এক ক্ষণ,
 তাঁর প্রীতে সবাকার ভুলিয়াছে মন ।
 ছিন্ন বস্ত্র পরিধান রীতি সুমোহন,
 কিশোর বয়স তবু যেন সুপ্রবীণ ।
 এতেক শুনিয়া তবে প্রভু বীরচন্দ্র,
 নাড়া নাড়া বলি ডাকে হাসি মন্দ মন্দ ।
 নাড়াগণ আইল করি সিংহের গর্জন,
 শ্রীবীর বলাই শব্দে ভেদিল গগন ।
 কহেন শ্রীবীরচন্দ্র কর এক কাম,
 ত্বর করি যাহ যথা বাঘ্নাপাড়া গ্রাম ।
 কোন জন আসি করে বৈষ্ণব সেবন,

তোমরা যাইয়া তাহা কর বিড়ম্বন ।
 অসত্য করিয়া সবে মাগিবে প্রসাদ,
 দিতে না পারিলে তবে ঘটাবে প্রমাদ ।
 এতক শুনিয়া সবা আনন্দিত মন,
 বার শত নাড়া তথা করিল গমন ।
 দ্বিতীয় প্রহর রাত্রী সবে নিদ্রা যায়,
 হেন কালে উত্তরিল শ্রী বাঘ নাপাড়ায় ।
 সিংহের গর্জন সম হুঙ্কার গর্জনে,
 শুনিয়া ঠাকুর বড় ভয় পাইলা মনে ।
 সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন ডাকে,
 ঠাকুর কহেন আজ পড়িছু বিপাকে ।
 আশ্বে ব্যস্তে প্রভু উঠি আসিয়া তথায়,
 বিনয় করিয়া তবে জিজ্ঞাসে সবায় ।
 এত রাত্রে আগমন কি লাগি সবার,
 আজ্ঞা কর শুনি মুঞি সেবক তোমার ।
 এতক শুনিয়া তবে কহেন বচন,
 ক্ষুধার্ত আছি যে মোরা করাহ ভোজন
 শুনিয়া আকাশ ভাজি পড়ে প্রভু মাথে,
 বিপাকে পড়িছু আজ আইলা বিড়ম্বিতে ।
 সমাদরে বসাইয়া মাগে পরিচয়,
 তারা কহে শ্রী পাঠ খড়দহেতে আলায় ।
 শুনিয়া ঠাকুর কিছু না কহিল আর,
 একান্তে স্মরণ করে পদ জাহ্নবার ।
 তব আজ্ঞামতে পাই সেবা পবিত্রতা,
 এবার সঙ্কটে মোরে রাখ সর্ঘ্যসুতা ।

ওহে রামকৃষ্ণ ! নিদ্রা যাও মহাস্থখে,
 অতিথি দুয়ারে আসি পায় মহাস্থখে ।
 ইহা কহি পাকশালে করিলা প্রবেশ,
 দেখিলা ভাজনে অন্ন আছে অবশেষ ।
 কদলীর পত্র আনি অন্ন নিকাশিলা,
 ধোত করি পাতা পাড়ি হাঁড়ি চড়াইলা ।
 একে ডাল দুয়ে চাল জল পরিমিত,
 দিয়ে জ্বাল বাহিরে আইলা মহাব্রত ।
 বৈষ্ণব সকলে কহে পাদ প্রক্ষালিতে,
 তারা সব হাসি হাসি লাগিলা কহিতে ।
 যদি ইলুসা মংসু আত্র করাহ ভোজন,
 তবে ত প্রসাদ আজ করিব গ্রহণ ।
 ঠাকুর যে আজ্ঞা বলি করেন গমন,
 যমুনার স্থানে গিয়া করেন প্রার্থন ।
 জল হৈতে মংস্য আসি পড়িল আড়ায়,
 সংস্কারের তরে মংস্য ভূত্যেরে যোগায় ।
 নিজ আরোপিত চূতবৃক্ষ স্থানে কহে,
 বৈষ্ণব সেবার জন্ত ফল দেহ ওহে ।
 ফল নাই নব্য-বৃক্ষ তাহে মাঘ মাস,
 ঠাকুর কহেন বৃক্ষ না কর নিরাশ ।
 কালেতে ফলিতে পার অকালেতে ধর,
 বৈষ্ণব সেবাতে লাগি জন্ম ধন্য কর ।
 ইহা বলিতেই আত্র হইল কাঁদি কাঁদি,
 আত্রের সহিত মংস্য ভালমতে রাঙ্কি ।

দুই হাঁড়ি অন্ন মৎস্য ডাল এক হাঁড়া,
 প্রস্তুত করিয়া প্রভু ডাকে সব নাড়া।
 অবিলম্বে পাক হৈল সবে চমৎকার,
 বসিলা নাড়ার দল পাইয়া হাঁকার।
 পত্র জল দিল দাসে, অন্নখালি লইয়া—
 প্রভু অন্ন দেন্ পাতে জাহ্নবা স্মরিয়া।
 অন্ন অন্ন অন্ন দিলা পত্রে সবাকার,
 ব্যঞ্জন দেখিয়া করে জয় জয় কার।
 অন্ন অন্ন দেখি কেহ করে উপহাস,
 কিছু না বলিয়া সবে করে পঞ্চগ্রাস।
 খাইতে খাইতে অন্ন নাহি ত ফুরায়,
 উদর ভরিল, অন্ন কেহ নাহি চায়।
 উদরে বুলায় হস্ত উঠয়ে উদ্ধার,
 অন্ন ব্যঞ্জন লও বলেন বার বার।
 সকলেই কহে আর নাহি দেহ মোরে,
 কেমনে খাইব স্থল নাহিক উদরে।
 যে নাড়ার তেজে কাঁপে জগৎ সংসার,
 সে নাড়া ঠাকুর স্থানে কহে পরিহার।
 যবনের সঙ্গে যিঁহু বিবাদ করিয়া,
 সহর ভাসালে সব প্রস্তাব করিয়া।
 ক্রোধ করি যার ঘর পানে নাড়া চায়,
 সেই জন কোপানলে পড়ি ভস্ম হয়।
 এ হেন বীরের নাড়া প্রভাব অপার,
 ঠাকুর রামের অগ্রে করে পরিহার।

আচমন করি সব বৈষ্ণব মূর্তি,
 যথাস্থানে শুইয়া রহিল সেই রাতি।
 মঙ্গল আরতি প্রাতে উঠিয়া দেখিলা,
 অষ্টাঙ্গ প্রণাম করি বহু স্তুতি কৈলা।
 পরিচয় পেয়ে সব বাড়িল আনন্দ,
 মঙ্গল বারতা জিজ্ঞাসয়ে আত্মোপাস্ত।
 দিন দুই রহি আজ্ঞা সকলে মাগিলা,
 বিদায় হইয়া তবে শ্রী পাটেতে গেলা।
 নাড়াগণ গিয়া বীরচন্দ্রের সাক্ষাতে,
 বহুত প্রশংসা করি লাগিলা কহিতে।
 কেহ বলে প্রভু তুমি তাঁকে জ্ঞান নাই,
 তোমার দোসর ভাই ঠাকুর রামাই।
 যাঁরে পাঠাইলা তুমি শ্রীমতী সহিত,
 এবে তিঁহ আসি গোড়দেশে উপনীত।
 এ বলি লিখন খুলি দিলা তাঁর আগে,
 পড়েন লিখন প্রভু প্রেম অনুরাগে।
 সংস্কৃত ভাষাতে সেই লিখন লিখয়ে,
 প্রথমে মঙ্গলাচার শেষে পরিচয়ে।
 তোমার চরণে মোর সহস্র প্রণাম,
 তব অনুগত এই হতভাগ্য রাম।
 শ্রীমতী আদেশে আইলু গোড় দেশেতে,
 কোন্ মুখে যাব আমি তোমার সাক্ষাতে।
 কৃষ্ণ বলরাম সেবা দিলা কৃপা করি,
 অবসর নাহি সদা সেবা কার্যে ফিরি।

দোসর নাহিক কেহ একা মাত্র আমি,
ইহা জানি অপরাধ ক্ষমা কর তুমি ।
এমত লিখন পাঠ করি সক্রপ,
ত্রবিল অন্তর মনে হলো তাঁর গুণ ।
যাইতে হইল ইচ্ছা তাঁহারে মিলিতে,
ব্যবস্থা করিয়া সব চলিলা প্রভাতে ।
পতাকা নিশান ঘোর শিঙ্গার শব্দ,
শুনিয়া বৈষ্ণব ধায় লয়ে পরিচ্ছদ ।
শান্তিপু্রে এক দিন করিলা বিশ্রাম,
গঙ্গাপার হইয়া প্রাতে করিলা প্রয়ান ।
উপনীত হইলা আসি শ্রীবাঘ্নাপাড়ায়,
শিঙ্গার শব্দ শুনি যত লোক ধায় ।
ভোগের সময় ভোগ সেবা সাজ করি,
বাহিরে আইলা রাম হয়ে অশুসারি ।
সিংহদ্বারে আসি তবে প্রভু বীরচন্দ্র,
দেখিয়া ঠাকুরে হৈল পরম আনন্দ ।
চৌপাল হইতে প্রভু ভূমে উত্তরিলা,
ঠাকুর রামাই গিয়া দণ্ডবৎ কৈলা ।
ধরি তুলি কোলে কৈলা বীরচন্দ্ররায়,
দৌহার নয়নে প্রেম ধারা বহি যায় ।
সঘনে কম্পয় অঙ্গ পুলকিত কায়,
শ্বেদ বেপথু ঘন বাক্য না ক্ষুরয় ।
কতক্ষণে স্থির হইয়া চলিলা ভিতরে,
গিয়া পাদ প্রক্ষালিলা মন্দিরের তলে ।

দর্শন লালসা তাঁর বাড়িল অন্তরে,
দেখাইলা রামকৃষ্ণে ঠাকুর প্রভুরে ।
অপরূপ সুমাধুর্য্য দেখি বীরচন্দ্র,
পুলকে পুরিল অঙ্গ অপার আনন্দ ।
প্রাকৃত লোচনে দেখি রূপে হৈল ভোর,
অপ্রাকৃতে যত সুখ কে করিবে ওর ।
ঠাকুরে শয়ন দিয়া লইয়া প্রভুরে,
দিব্যাসন দিয়া তাঁরে বসাইলা ঘরে ।
প্রসাদ প্রস্তুত তাঁর অনুমতি লঞা
বৈষ্ণব সকলে তবে কহিলা ডাকিয়া ।
বসাইলা রামচন্দ্র করিয়া মর্য্যাদ,
বীরচন্দ্র প্রভু আগে ধরিলা প্রসাদ ।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণে দিলা ক্রম করি,
অবশেষে বসাইলা কাহারি বেগারি ।
আকণ্ঠ পুরিয়া সবে করিলা ভোজন,
দেখিয়া রামাই চাঁদ প্রফুল্ল বদন ।
এই রূপে দিবা গেলা হইলা সন্ধ্যাকাল,
আরাত্রিক মহোৎসবে সবে মাতোয়াল ।
কেহ গায় কেহ নাচে নানা যন্ত্র বাজে,
বলরাম কৃষ্ণ রূপে সব মন রঞ্জে ।
দেখি বীরচন্দ্র প্রভু প্রেমেতে উন্মাদ,
কভু কঁাদে কভু হাসে দৈন্ত্য পরিবাদ ।
কতক্ষণ পরে তিঁহ স্থস্থির হইলা,
যথা কালে ভোগ সারি সেবা সাজ কৈলা ।

দোসর নাহিক কেহ একা মাত্র আমি,
 ইহা জানি অপরাধ ক্ষমা কর তুমি ।
 এমত লিখন পাঠ করি সৰুৰূপ,
 দ্রবিল অন্তর মনে হলো তাঁর গুণ ।
 যাইতে হইল ইচ্ছা তাঁহারে মিলিতে,
 ব্যবস্থা করিয়া সব চলিলা প্রভাতে ।
 পতাকা নিশান ঘোর শিঙ্গার শব্দ,
 শুনিয়া বৈষ্ণব ধায় লয়ে পরিচ্ছদ ।
 শান্তিপুরে এক দিন করিলা বিশ্রাম,
 গঙ্গাপার হইয়া প্রাতে করিলা প্রয়ান ।
 উপনীত হইলা আসি শ্রীবাঘ্‌নাপাড়ায়,
 শিঙ্গার শব্দ শুনি যত লোক ধায় ।
 ভোগের সময় ভোগ সেবা সাজ করি,
 বাহিরে আইলা রাম হয়ে অগুসারি ।
 সিংহদ্বারে আসি তবে প্রভু বীরচন্দ্র,
 দেখিয়া ঠাকুরে হৈল পরম আনন্দ ।
 চৌপাল হইতে প্রভু ভূমে উত্তরিলি,
 ঠাকুর রামাই গিয়া দণ্ডবৎ কৈলা ।
 ধরি তুলি কোলে কৈলা বীরচন্দ্ররায়,
 দৌহার নয়নে প্রেম ধারা বহি যায় ।
 সঘনে কম্পয় অঙ্গ পুলকিত কায়,
 স্নেদ বেপথু ঘন বাক্য না ক্ষুরয় ।
 কতক্ষণে স্থির হইয়া চলিলা ভিতরে,
 গিয়া পাদ প্রক্ষালিলা মন্দিরের তলে ।

দর্শন লালসা তাঁর বাড়িল অন্তরে,
 দেখাইলা রামকৃষ্ণে ঠাকুর প্রভুরে ।
 অপরূপ সুমাধুর্য্য দেখি বীরচন্দ্র,
 পুলকে পুরিল অঙ্গ অপার আনন্দ ।
 প্রাকৃত লোচনে দেখি রূপে হৈল ভোর,
 অপ্রাকৃতে যত সুখ কে করিবে ওর ।
 ঠাকুরে শয়ন দিয়া লইয়া প্রভুরে,
 দিব্যাসন দিয়া তাঁরে বসাইলা ঘরে ।
 প্রসাদ প্রস্তুত তাঁর অনুমতি লঞা
 বৈষ্ণব সকলে তবে কহিলা ডাকিয়া ।
 বসাইলা রামচন্দ্র করিয়া মর্য্যাদ,
 বীরচন্দ্র প্রভু আগে ধরিলা প্রসাদ ।
 ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণে দিলা ক্রম করি,
 অবশেষে বসাইলা কাহারি বেগারি ।
 আকর্ষণ পুরিয়া সবে করিলা ভোজন,
 দেখিয়া রামাই চাঁদ প্রফুল্ল বদন ।
 এই রূপে দিবা গেলা হইলা সন্ধ্যাকাল,
 আরাত্রিক মহোৎসবে সবে মাতোয়াল ।
 কেহ গায় কেহ নাচে নানা যন্ত্র বাজে,
 বলরাম কৃষ্ণ রূপে সব মন রঞ্জে ।
 দেখি বীরচন্দ্র প্রভু প্রেমেতে উন্মাদ,
 কভু কঁাদে কভু হাসে দৈন্ত্য পরিবাদ ।
 কতক্ষণ পরে তিঁহ স্থস্থির হইলা,
 যথা কালে ভোগ সারি সেবা সাজ কৈলা ।

সংক্ষেপে কহিলু বীরচন্দ্রের মিলন,
যে মত শুনিবু তাই করিবু লিখন ।
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই ইষ্টগোষ্ঠি কথা,
শুনিতেই প্রেম ভক্তি বাড়িবে সর্বথা ।
জাহ্নবা রামাই পাদপদ্মে অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস ।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের
উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

বিংশ পরিচ্ছেদ ।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দীনবন্ধু.
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণার সিন্ধু ।
জয় জয়দ্বৈতচন্দ্র ভক্তগণ-প্রাণ,
তোমার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ।
অধম দুর্গতি আমি সদা পাপাশয়,
আমার কি গতি হবে না বুঝে হৃদয় ।
কুমতি ঘুচুক প্রেম ভক্তি মোরে দেহ,
তুয়া বিবু এ পাথারে নাহি আর কেহ ।
এ হেন মানব জন্ম বুঝা বয়ে যায়,
কায়-মন বাক্যে না ভজিবু রাজ্য পায় ।
যেন তেন রূপে করি কৃষ্ণানুশীলন,
ইষ্টগোষ্ঠি কৃষ্ণকথা শুন বন্ধুগণ ।
বীরচন্দ্র প্রভু যবে বাঘ্নাপাড়া আইলা,
বহু লোক যাতায়াতে মহাভীড় হইলা ।

যে দিন আইলা সেই রাত্রী দৌহে বসি,
বৃন্দাবন যাত্রা কথায় পোহাইলা নিশি ।
যে পথে গমন যাহা করিলা বিশ্রাম,
আত্মোপাস্ত কহিলা শ্রীমতী-গুণগ্রাম ।
অযোধ্যায় মথুরায় স্থান যে দেখিলা,
প্রত্যক্ষ বিস্তার করি সকলই কহিলা ।
শ্রীজীব আইলা যৈছে লইতে আগুসারি,
শ্রীরূপ আশ্রম যৈছে গেলা সুকুমারী ।
শ্রীরূপের ভক্তি সেবা প্রার্থন বন্দন,
গোবিন্দ দেবের সেবা করিলা যৈছন ।
এ সকল কথা ক্রমে কহিলা ঠাকুর,
শুনিয়া আনন্দ বাড়ে শ্রীবীর প্রভুর ।
কহ কহ কহে প্রভু উল্লসিত মন,
ঠাকুর কহেন শুন করি নিবেদন ।
নিমন্ত্রণ নিত্য মহোৎসব পরিক্রমা,
গোস্থামিগণের কিবা কহি প্রেমসীমা ।
শ্রীদেবীর সঙ্গে যত কৃষ্ণলীলা স্থলী,
পরিক্রমা করিলেন হয়ে কুতূহলী ।
কাম্যবনে এক দিন করিলা গমন,
প্রেমানন্দে তথা গোপীনাথ দরশন ।
আপনি রক্ষন করি ভোগ লাগাইলা,
সকল বৈষ্ণবগণে প্রসাদ পাইলা ।
সন্ধ্যাকালে আরতি করেন প্রেমানন্দে,
চৌদিকে ভক্তগণ জোড় হাতে বন্দে ।

প্রদক্ষিণ করিলেন পুষ্পমালা হাতে,
এক মুখে কি কহিব যত শোভা তাতে।
নির্মলজিয়া প্রণমিয়া আসিবার কালে,
আকর্ষণ কৈলা তাঁরে ধরিয়া আঁচলে।
নিজাসনে লয়ে বসাইলা গোপীনাথ,
দেখিয়া সবাই পড়ে হয়ে প্রণিপাত।
এতেক শুনিয়া প্রভু মূর্ছিত হইলা,
দেখিয়া ঠাকুর তাঁর চরণে পড়িলা।
শুখাইলা মুখশশী অত্যন্ত দুর্বল,
সঘনে রোদন, হয় নয়ন চঞ্চল।
বিপ্রলস্ত অঙ্গ যত করিল উদয়,
দৈন্ত্য নির্বেদাদি ভাবে বহু বিলপয়।
এই রূপে কতক্ষণ দৌহে প্রেমাবেশে,
গোঁয়াইলা, সেই রাত্রি হইল অবশেষে।
মঙ্গল আরতি কৈলা হয়ে হরষিত,
নিজ নিজ কার্য্যে গেলা যে যার বিহিত।
সেবা সুখে দিবা গেল সন্ধ্যার সময়,
আরাত্রিক মহোৎসবে প্রফুল্ল হৃদয়।
রাত্রিতে বসিয়া বৃন্দাবনের কথায়,
হইল আনন্দ কত কত সুখ তায়।
রূপ সনাতন কথা কহেন ঠাকুর,
যা সবার গুণ হয় অতি সুমধুর।

কহিতে কহিতে দুই গ্রন্থ দেখাইলা,
অক্ষয় দেখিয়া প্রভু বিস্ময় হইলা।
রসামৃত সিদ্ধ গ্রন্থ রসের ভাণ্ডার,
পড়ি বীরচন্দ্র প্রভু হৈলা চমৎকার।
এমন রসিক পাত্র আছয়ে ভুবনে,
বিস্তারিলা হেন রস সিদ্ধান্তের সনে।
ধন্য প্রভু কৃপা, ধন্য রূপ সনাতন
তুমি ভাগ্যবান্ দৌহে পাইলে দরশন।
এত বলি পড়ি দৌহে হয় পুলকঙ্গ,
প্রথমে পড়িলা মঙ্গলাচার প্রসঙ্গ।

তথাহি রাসামৃত সিদ্ধা।

হৃদি যন্ত প্রেরণয়া প্রবর্তিতোহংবরাক
রূপো হপি,
তন্ত হরেঃ পদকমলং বন্ধে চৈতন্তদেবন্ত। ১।
হেন দৈন্ত্য কহিতে করিতে কেবা জানে,
যাহা শুনি দ্রবে মুখ দারুণ পাষণে।
সাধন ভক্তির অঙ্গ চৌষষ্টি প্রকার,
দৈন্য নির্বেদ বিষাদ সিদ্ধান্তের সার।
বিভাগ লহরী চারি করিলা পৃথক্,
যাহা আশ্বাদিয়া তুষ্ট ভকত চাতক।

তথাহি তত্রৈব

অন্তাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্মাঙ্গনারূতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণামূলীনং ভক্তিরূপমা ॥ ২ ॥

আমি অতি নীচ, তথাপি যাহার উত্তেজনার আমি এই গ্রন্থ রচনার প্রবর্তিত হইয়াছি, সেই
শ্রীচৈতন্যরূপী হরির পাদপদ্ম বন্দনা করি। ১ ॥

একমাত্র ভক্তি ভিন্ন অন্য অভিলাষ পরিশূন্য, অভেদ ব্রহ্মের অনুসন্ধিৎসা ও স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত

তথাহি তত্রৈব ।

বিরাজন্তি মভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু,
রাগান্নিকামনুসৃত্য যা সা রাগানুগোচ্যতে ।
রাগানুগা-বিবেকার্থমাদৌ রাগান্নিকোচ্যতে
ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্ৰ রাগান্নিকোচ্যতে । ৩

শ্রীনন্দ-নন্দনে স্বাভাবিক আবিষ্টতা,
তন্ময় যে হয় ভক্তি কহি রাগান্নিকা ।

সম্বন্ধ-অনুগা কামানুগা দুই ভেদ,
কামানুগা দুই মত তাহাতে বিভেদ ।

বহু বহু ভক্তগণ তদগতি পাইলা,

সপ্তমে শ্রীভাগবতে তাহা যে লিখিলা ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমে ।

কামাদেগোপ্যো ভয়াৎ কংসো দেবাক্ষৈদ্যাদয়ো
নৃপাঃ ।

সম্বন্ধাদৃক্ষয়ঃ স্নেহাদ্যুয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ ৪

আনুকূল্য শূন্য হলে বৈধী ভক্তি হয়,

ইহার প্রমাণ ব্যক্ত করি গ্রন্থে কয় ।

ইহত অপূর্ব কথা শুনিতে মধুর,
যাহা শুনি ঘুচে যায় পাপের অঙ্কুর ।
কি দেব কি দেবী কিবা ভকত মানুষ,
নিজ সুখে ভজে সবে পরম পুরুষ ।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কেমনে ভজিবে,
ইহার উপায় কি, সে কেমনে জানিবে ।
জ্ঞান কর্মে অনাবৃত কেমনে হইব,
শুনি এ আশ্চর্য্য কথা, কেমনে জানিব ।
এই রূপে প্রতি শ্লোকে আপত্তি করিয়া,
গূঢ় অর্থ আশ্বাদয়ে হৃদি বুঝাইয়া ।
শাস্ত্র সখ্য আদি করি পঞ্চবিধ রস,
তাহার ব্যবস্থা কৃষ্ণ নিত্য যার বশ ।
তাহার ব্যাখ্যান করি আবিষ্ট হইলা,
অতি চমৎকার কথা হৃদয়ে পশিলা ।
ক্রমে রাগ ভক্তি কথা করিলা ব্যাখ্যান,
যত সুখ হয় তাহা নহে পরিমাণ ।

নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম সম্বন্ধ-রহিত, অনুকূলভাবে অর্থাৎ একাগ্রতা সহকারে শ্রীকৃষ্ণানুশীলকেই
উত্তমা ভক্তি কহে । ২ ।

ব্রজমণ্ডলবাসী গোপগোপীদিগের সুব্যক্ত ভক্তিকেই রাগান্নিকা ভক্তি কহে; এই রাগান্নিকা
ভক্তির অনুগতা ভক্তিকেই রাগানুগা ভক্তি কহে । সেই রাগানুগার মর্ম্মাবধারণের জন্যই প্রথমে
রাগান্নিকার কথা বলা হইতেছে; —অভিলষিতপদার্থে যে স্বভাবসিদ্ধ অভিনিবেশ (প্রেমময় তৃষ্ণা)
তাহাকেই রাগ কহে, এবং সেই রাগময়ী ভক্তিকেই রাগান্নিকাভক্তি কহে । ৩ ।

নারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, রাজন্ ! গোপীগণ কামে, কংস ভয়ে, শিশুপাল প্রভৃতি রাজত্ব-
বর্গ বিদ্রোহভাবে, যাদবগণ আত্মীয় সম্বন্ধে, তোমরা স্নেহভাবে, ও আমরা ভক্তিভাবে তাহার গতি
প্রাপ্ত হইয়াছি । ৪ ॥

তথাহি রাসামৃতসিকৌ ।

আনুকূল্য বিপর্যাসাদভীতিদ্বেষৌ পরাহতৌ,
স্নেহস্ত সখ্য বাচিত্বাদ্বৈৎ-ভক্ত্যনুবর্তিতা ।
কিস্বা প্রেমাবিধায়িত্বানোপযোগেৎস্রসাধনে ।
ভক্ত্যাবয়মিতি ব্যক্তং বৈধী ভক্তিরূদীরিতা ॥ ৫ ॥
যদি বল অরিগণ প্রিয়াগণ এক,
প্রাপ্তি ভেদ কিবা তাহে কৃষ্ণ মাত্র এক ।
ব্রহ্মে কৃষ্ণে ভেদ যৈছে কিরণ আদিত্য,
পাইল কিরণ অরি প্রিয়া কৃষ্ণ নিত্য ।

তথাহি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ।

সিদ্ধলোকস্ত তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি ।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাস্ত হরিণাহতাঃ ॥ ৬ ॥
রাগবন্ধেন কেনাপি তং ভজন্তো ব্রজন্ত্যমী ।
অজিহ্ম-পদসুখা প্রেমরূপান্তস্ত প্রিয়াজনাঃ ॥ ৭ ॥
সাকার বিগ্রহ কৃষ্ণ-চরণ-সরোজে,
প্রেম করি প্রিয়াগণ সে চরণ ভজে ।

কামরূপা বলি কৃষ্ণ সন্তোগেচ্ছা জানে,
কৃষ্ণ সুখোত্তম মাত্র অণু নাহি মানে ।
ক্রীড়ার নিদান তেঁই কাম কহি তারে,
ব্রজদেবীগণ প্রেমানন্দেতে বিহরে ।
সম্বন্ধ রূপা যে ভক্তি সদা অভিমানি,
পিতা মাতা সখা প্রিয়া তদনুসারিণী ।

তথাহি রাসামৃতসিকৌ ।

সম্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃভ্রাতৃভিমানিতা । ৮ ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য জ্ঞানশূন্য এ সবার ভাব,
ঐশী মিশ্রা হৈলে রসাভাস হয় লাভ ।
এই মত পঞ্চরস ভাবমিশ্রা হৈলে,
ব্রজানুগা হতে নারে সাধন করিলে ।
এই রাগানুগা ভক্তি বড়ই বিষম,
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মিলে লোভ প্রয়োজন ।
ভাবাদি মাধুর্য্য শুনি লোভ উপজয়,
শাস্ত্রযুক্তি ছাড়ি তবে মাধুর্য্যে মজয় ।

অনুরাগের অভাব প্রযুক্ত ভয় ও দ্বেষ রাগানুগা ভক্তি হইতে দূরে পরিত্যক্ত হইয়াছে, আর স্নেহ শব্দও সখ্যবোধক হইলে বৈধী ভক্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে; উহা কখনই রাগানুগা ভক্তির উপযোগী হইতে পারে না । আবার যদি ঐ স্নেহ প্রেমবোধক হয়, তাহা হইলে সাধন ভক্তির উপযোগী হইতে পারে না । পূর্ব্বশ্লোকে যে নারদ (আমরা ভক্তিভাবে তাঁহার গতি প্রাপ্তির হইয়াছি) বলিয়াছেন, ইহাকেও বৈধী ভক্তি বলিতে হইবে; রাগানুগা নহে । ৫ ।

মায়ার পারে যে সিদ্ধলোক অবস্থিত আছে, সেই লোকেই সিদ্ধগণ ও হরি কর্তৃক নিহত দৈত্যগণ ব্রহ্মসুখে মগ্ন হইয়া বাস করিতেছেন । ৬ ॥

ভগবৎ প্রিয়জন সকল কোন অনির্কচনীয় অনুরাগ-নিবন্ধন তাঁহার ভজনা করিয়া প্রেমরূপ চরণপদ-মধু লাভ করিয়া থাকেন । ৭ ॥
আমি কৃষ্ণের পিতা । আমি মাতা এইরূপ অভিমানকে সম্বন্ধরূপা ভক্তি কহে । ৮ ॥

গৃহাশ্রমে শাস্ত্রমতে করয়ে যোজন,
কৃষ্ণের সম্বন্ধে বিধি করয়ে লজ্জন ।

তথাহি রসামৃতসিকৌ
তত্ত্বাবাদি মাধুর্য্যে ক্রতে ধীর্যদপেক্ষতে,
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি লক্ষণং
বৈধ ভক্ত্যধিকারীতু ভাবাবিভাবনাবধিঃ ।
অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কং অনুকূলমপেক্ষতে ॥ ৯ ॥
ভাব আবির্ভাব হ্রদে না হয় যাবত,
অনুকূল শাস্ত্রে তর্কে বৈধীভক্ত রত ।
নিত্যসিদ্ধা ললিতাদি অনুগত হৈয়া,
রাধাকৃষ্ণ লীলারত ব্রজভাব লৈয়া !
সাধকরূপে সেবা আর সিদ্ধরূপে সেবা,
ব্রজভাব অনুসারে যোজিলে পাইবা ।
শ্রবণ কীর্তন যত বৈধীভক্তি অঙ্গ,
এসব না ছাড়ে কভু রাগানুগা সঙ্গ ।

তথাহি তত্রৈব ।
শ্রবণোৎকীর্ণাদীনি বৈধভক্ত্যদিতানিতু,
যান্তদানিচ তান্তত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥ ১০ ॥

কামানুগা শ্রেষ্ঠ ভক্তি তার ভেদ এই,
সন্তোগেচ্ছাময়ী ভক্তদ্বাবেচ্ছা এ দুই ।
কেলিই তাৎপর্য্য যাতে, সন্তোগেচ্ছাময়ী,
তত্ত্বাব ইচ্ছাময়ী মাধুর্য্য আশ্রয়ী ।
যুথেশ্বরী ভাব কাস্তি লীলা অনুধ্যান,
তত্ত্বাব আকাজ্জ্বল চিত্তে তত্ত্বাবেচ্ছাখ্যান ।
সন্তোগেচ্ছাময়ী দণ্ডক আরণ্যক জন,
রঘুনাথ দেখি তাঁরা কামে অচেতন ।

তথাহি পান্নে ।

পুরামহর্ষয় সর্কে দণ্ডকারণ্যবাসীনঃ,
দৃষ্টা রামং হরিং তত্র ভোক্তু মৈচ্ছন্ সুবিগ্রহং
তেসর্কে শ্রীকৃষ্ণাপন্নঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে,
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবর্গবাৎ ॥ ১১ ॥
ব্রমণাভিলাষে বিধি মার্গেতে সেবন,
যে করয়ে মহিষিহ লভে সেই জন ।
অগ্নি পুত্র তপ করি শ্রীদেহ লভিলা,
সুখ বাঞ্ছা করি তিহ কৃষ্ণপতি পাইলা ।

নন্দ যশোদা প্রভৃতির ভাব শ্রবণ করিয়া যখন বুদ্ধিবৃত্তি সেই ভাবের অনুসরণ করিতে সমুৎসুক হয়, তাহাতে শাস্ত্র ও যুক্তির কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেনা, তখনই তাহাকে প্রকৃত লোভোৎপত্তির লক্ষণ কহা যায় । যতক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবের লক্ষণ আবির্ভাব না হয়, ততক্ষণই বৈধী ভক্তির অধিকার থাকে । বৈধী ভক্তির অধিকারী থাকিতে অনুকূল শাস্ত্র ও অনুকূল তর্কের বশবর্তী হওয়া উচিত ॥ ৯-১০ ॥

পূর্বে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া তাহা অপেক্ষা সুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে উপভোগ করিবার অভিলাষ করিয়া ছিলেন, এবং গোকুলে শ্রী-জন্ম লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া ভবসাগর হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন । ১১ ॥

তথাহি কোণে ।

অম্বিপুরা মহাপ্রাণ ভগ্না জীহমানিনে,
ভক্তির কল্যাণে নিঃসঙ্গ দেবমণ্ডল বিহুং ১১৫ ॥

ভারপর সখ্য অঙ্গুগার আখ্যান,
মঙ্গ সুবলাদি ভাব মনে পরিজ্ঞান ।
কুরুপুরে এক বৃদ্ধ বর্জকী আছিল,
নারদোপদেশে ভক্তি বাৎসল্য পাইল ।
নারায়ণ ব্যুৎপত্তি তৈহার দৃষ্টান্ত,
পতি পুত্র স্ত্রীসহ আত্ম পিতৃ মিত্র অস্ত ।
যে জন এ সব ভাবে হরিকে ধোয়ায়,
সে সব জনার মুক্তি প্রণম্য পায় ।
রাগাঙ্গুণা ভক্তি পারে যাইবার হেতু,
এক মাত্র কৃষ্ণ আর ভক্ত রূপ সেতু ।
এই মত সব গ্রন্থ কৈলা আশ্বাদন ।
কতক আনন্দ পাইলা প্রভু ছই জন ॥
হরি ভক্তি বিলাস আর রসামৃত সিদ্ধি,
বিদ্বৎ মাধব উজ্জ্বল নীলমণি-ইন্দু ।
এই চারি গ্রন্থ যত্রে আনিলা ঠাকুর,
বাহা আশ্বাদিয়া সুখ বাড়িল প্রভুর ।
এক মাস রহি তথা গ্রন্থ আশ্বাদিলা ।
রূপ সনাতন গুণে প্রেমাবিষ্ট হৈলা ।
পরে নিবেদন মোর শুন সব ভাই ।
বীরচন্দ্র কহিলেন শুনহে রামাই !
হেন সখ ছাড়ি তুমি আইলে কেন হেথা,

ভজ্যাম সাধুসঙ্গ সদানন্দ তথা ।
ভাতে রাধাকৃষ্ণে সদা দর্শন সেবন,
শ্রীমতী মাতার সেবা দর্শন দন্দন ।
এত লভ্য ছাড়ি হেথা কি স্থখে আইলে
ঠাকুর কহেন প্রভু বড় লজ্জা দিলে ।
আপনার কথা মুক্তি কহিতে কহিতে,
মরমে বেদনা পাই, লজ্জা পাই চিতে ।
প্রথম রাত্রিতে মাতা কৈলা প্রত্যাশ
কৃষ্ণ-সেবা কর ঘরা গিয়া গোড়দেশ ।
সকটে পড়িলে মোরে করিবে স্মরণ,
আমার স্মরণে হবে বাঞ্ছিত পূরণ ।
আর রাত্রে আসি রামকৃষ্ণ ছুটি ভাই,
স্বপ্নে কহে দূহ সেবা করহে রামাই ।
মুক্তি অস্ত্র নারিলাম কিছুই বুঝিতে,
উঠিয়া গেলাম প্রাতে যমুনা নাহিতে ।
স্নান করিবার তরে যবে নিমগন,
আচম্বিতে ছই মূর্ত্তি দিলা দরশন !
অপূর্ব মাধুরী দেখি লইনু উঠাইয়া,
গোপীনাথে রাখি মুক্তি বেড়াই ভ্রমিয়া ।
কভু রূপ স্থানে কভু সনাতন স্থানে,
কভু ইতি উতি করি কৃষ্ণানুশীলনে ।
পুন এক রাত্রে তথা শ্রীমতী আসিয়া,
আজ্ঞা দিলা মোরে কত স্নেহ প্রকাশিয়া ।
গোড়দেশে গিয়া কর বৈষ্ণব সেবন,

তথাহি কোশে ।

অগ্নিপুত্রা মহাত্মান স্তপসা স্ত্রীত্বমাপিরে,
ভর্তারঞ্চ জগদ্যোনিং বাসুদেবমজং বিভুং ॥১২॥

তারপর সম্বন্ধ অনুগার আখ্যান,
নন্দ সুবলাদি ভাব মনে পরিজ্ঞান ।
কুরুপুরে এক বৃদ্ধ বর্দ্ধকী আছিল,
নারদোপদেশে ভক্তি বাৎসল্য পাইল ।
নারায়ণ ব্যূহ স্তরে ইহার দৃষ্টান্ত,
পতি পুত্র স্ত্রীভ্রাতৃ পিতৃ মিত্র অন্ত ।
যে জন এ সব ভাবে হরিকে ধেয়ায়,
সে সব জনার মুক্তি প্রণমহ পায় ।
রাগানুগা ভক্তি পারে বাইবার হেতু,
এক মাত্র কৃষ্ণ আর ভক্ত রূপ সেতু ।
এই মত সব গ্রন্থ কৈলা আস্বাদন ।
কতক আনন্দ পাইলা প্রভু দুই জন ॥
হরি ভক্তি বিলাস আর রসামৃত সিদ্ধ,
বিদগ্ধ মাধব উজ্জ্বল নীলমণি-ইন্দু ।
এই চারি গ্রন্থ যত্রে আনিলা ঠাকুর,
বাহা আস্বাদিয়া সুখ বাড়িল প্রভুর ।
এক মাস রহি তথা গ্রন্থ আস্বাদিলা ।
রূপ সনাতন গুণে প্রেমাবিষ্ট হৈলা ।
পরে নিবেদন মোর শুন সব ভাই !
বীরচন্দ্র কহিলেন শুনহে রামাই !
হেন সঙ্গ ছাড়ি তুমি আইলে কেন হেথা,

ব্রজবাস সাধুসঙ্গ সদানন্দ তথা ।
তাতে রাধাকৃষ্ণে সদা দর্শন সেবন,
শ্রীমতী মাতার সেবা দর্শন বন্দন ।
এত লভ্য ছাড়ি হেথা কি স্থখে আইলে
ঠাকুর কহেন প্রভু বড় লজ্জা দিলে ।
আপনার কথা মুক্তি কহিতে কহিতে,
মরমে বেদনা পাই, লজ্জা পাই চিতে ।
প্রথম রাত্রিতে মাতা কৈলা প্রত্যাদেশ
কৃষ্ণ-সেবা কর ত্বর গিয়া গোড়দেশ ।
সঙ্কটে পড়িলে মোরে করিবে স্মরণ,
আমার স্মরণে হবে বাঞ্ছিত পূরণ ।
আর রাত্রে আসি রামকৃষ্ণ দুটি ভাই,
স্বপ্নে কহে দুল্ল সেবা করহে রামাই ।
মুক্তি অঙ্গ নারিলাম কিছুই বুঝিতে,
উঠিয়া গেলাম প্রাতে যমুনা নাহিতে ।
স্নান করিবার তরে যবে নিমগ্ন,
আচম্বিতে দুই মূর্তি দিলা দরশন !
অপূর্ব মাধুরী দেখি লইলু উঠাইয়া,
গোপীনাথে রাখি মুক্তি বেড়াই ভ্রমিয়া ।
কভু রূপ স্থানে কভু সনাতন স্থানে,
কভু ইতি উতি করি কৃষ্ণানুশীলনে ।
পুন এক রাত্রে তথা শ্রীমতী আসিয়া,
আজ্ঞা দিলা মোরে কত স্নেহ প্রকাশিয়া ।
গোড়দেশে গিয়া কর বৈষ্ণব সেবন,

শ্রীবিগ্রহ সেবা হতে মিলিবে সে ধন ।
 কৃষ্ণ বলরাম লঞা ত্বর করি যাহ,
 আমরা আনন্দ ইথে না কর সন্দেহ ।
 রূপ সনাতনে আমি কহিছু সে কথা,
 কহিলেন গুরু আজ্ঞা পালিবে সর্বথা ।
 গোড়িতে আসিতে যবে নিশ্চয় করিল,
 এই চারি গ্রন্থ যত্নে সংগ্রহ হইল ।
 তুমি আশ্বাদিবে গ্রন্থ এই বড় আশে,
 গ্রন্থ দিয়া দুই ভাই মোরে কত তোষে ।
 সকল বৈষ্ণব স্থানে বিদায় হইয়া,
 আমি এই বনে প্রভু রহিছু পড়িয়া ।
 দেখি গ্রামবাসী-সবে ঘর করি দিলা,
 কৃষ্ণবলরাম ইচ্ছা, এই এক লীলা ।
 বহুভাগ্যে তব পদে লভিছু বিশ্রাম,
 এতদিনে সুপবিত্র হইল এই স্থান ।
 প্রভু কহিলেন, তুমি জগৎ-পাবন,
 তোমাতে পাঠা'লা প্রভু তারিতে ভুবন ।
 এই স্থানে কর কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবন,
 কৃষ্ণ নাম দিয়া তোষ সকল ভুবন ।
 আমি তোমা আমি তোমা ইথে নাহি আন
 ভেদাভেদ যে করিবে তার অকল্যাণ ।
 তোমার পূজাতে হয় আমার পূজন,
 তোমার সেবাতে মানি আপন সেবন ।
 বস্তু জ্ঞান আছে যার সে বুঝিবে মর্ম্ম,

ইতরে বুঝিবে কেন, গুরুজাতি ধর্ম্ম ।
 ঠাকুর কহেন সেবা কেমনে চলিবে,
 সেবা অধিকারী মোরে কোথাবা মিলিবে ।
 প্রভু কহে কেহ যদি জ্ঞাতি বন্ধু রয়,
 তাঁরে সেবা দেওয়া উপযুক্ত মত হয় ।
 প্রভু কহে তা সবারে কর অব্বেষণ,
 থাকে ত কনিষ্ঠে কর সেবা সমর্পণ ।
 আমি নিজ বাসে যাই দাও হে বিদায়,
 তাঁহা ছাড়া হলে বহু কার্য্য হানি হয় ।
 এত বলি কোলে করি রামাই শূন্দরে,
 নিজগণ সঙ্গে প্রভু গেলা নিজ ঘরে ।
 প্রভু আজ্ঞামতে এক বৈষ্ণবে ঠাকুর,
 যত্ন করি পাঠাইলা নবদ্বীপপুর ।
 নবদ্বীপ গিয়া সেহ করি অব্বেষণ,
 ঠাকুরের পিতৃগৃহে করিলা গমন ।
 শ্রীশচীনন্দন তাঁরে সম্মান করিলা,
 পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া সকলি শুনিলা ।
 শুনিয়া সকল কথা করয়ে রোদন,
 কহিলেন পিতামাতা বৈকুণ্ঠ গমন ।
 দুঃখিত হইলা শূনি বৈষ্ণব ঠাকুর,
 আত্মোপাস্ত কথ্য দোহে কহিলা প্রচুর ।
 স্নানাদি ভোজন করি সুস্থির হইয়া,
 তবে সে বৈষ্ণববর কহিতে লাগিলা ।
 তোমা সবা ল'তে প্রভু পাঠা'লা আমারে,

প্রাতঃকালে চল সবে মিলিয়া সত্বরে ।
 শুনিয়া ঠাকুর শচী আনন্দিত মন,
 প্রভাতে করিলা যাত্রা লয়ে নিজ জন ।
 গঙ্গাপার হঞা শ্রীপাটে চলি আইলা,
 শুনি প্রভু রামচন্দ্র বাহিরে মিলিলা ।
 আমারে লঞা ফেলি দিলা প্রভু পায়,
 ভূমেতে পড়িয়া পদ ধরিতু মাতায় ।
 পিতা আসি প্রণমিলা কৈলা প্রভু কোলে,
 সজল নয়ন দৌহে গদগদ বোলে ।
 হাতে ধরি লঞা গেলা রামকৃষ্ণ আগে,
 দরশন করাইলা প্রেম অনুরাগে ।
 প্রভু জিজ্ঞাসয়ে পিতা মাতার বারতা,
 রোদন করিয়া শচী কহিল সে কথা ।
 শুনিয়া ঠাকুর কত করেন রোদন,
 অশ্রুধারা বহে নেত্রে গদগদ বচন ।
 গলে ধরি রোদন করয়ে বহুতর,
 কতক্ষণে শান্ত হৈয়া করেন উত্তর ।
 শ্রীশচীনন্দন কহে জনক জননী,
 তোমার বিরহে দৌহে ত্যজিলা পরাণী ।
 যথাশক্তি বিধিমত কার্য্য সমাপিয়া,
 সদা মনোহুখে রহি তোমার লাগিয়া ।
 বহুভাগ্যে তব পাদপদ্ম দরশন,
 অনাথ বালক তোমা লইল শরণ ।
 ঠাকুর কহেন্ তুমি রহ এই স্থানে,

কৃষ্ণ বলরাম সেবা কর কায়মনে ।
 তব জ্যেষ্ঠ পুত্র মোরে দেহ অকাতরে,
 সেবা সমর্পণ আমি করিব তাহারে ।
 শ্রীশচীনন্দন কহে সকলি তোমার,
 ছোট বড় আমি কিবা ধনাদি ভাণ্ডার !
 পিতৃ বৃত্তি আছে ঘর সামগ্রী সকল,
 তার কি ব্যবস্থা হবে বলহ মঙ্গল ।
 ঠাকুর কহেন যুক্ত, যে হবে সে হবে,
 এত বলি সেবা কার্য্যে চলিলেন তবে ।
 সেইক্ষণে মহোৎসব আরম্ভ হইল,
 ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আদি সবে নিমন্ত্রিল ।
 প্রসাদ লভিয়া সবা আনন্দিত মন,
 যথাযোগ্য সবাকার কৈলা সম্ভাষণ ।
 প্রসাদ পাইয়া তবে বসি দুই ভাই,
 পরস্পর সেবা কথা, অণু কথা নাই ।
 সন্ধ্যাকালে আরতি দর্শন নৃত্য গান,
 সেবা সাজ করি শেষে কৈলা জলপান ।
 পুন রাত্রে বসি দৌহে কথা কন কত,
 দশ পাঁচ দিন তাঁর যায় এই মত ।
 একদিন কহে তঁহ ঠাকুরের কাছে ।
 অবগণ্ড শিশু এক নবদ্বীপে আছে ।
 কিবা আজ্ঞা হয় ? তারা রহিবে
 কোথায় ?
 প্রভু কহে যাহ প্রাতে হইয়া বিদায় ।

সর্ব সমাধান করি এসহ এখানে,
 এ পুত্র রহিল হেথা না ভাবিহ মনে ।
 পিতা কহে কোন্ রূপে সমাধান হয় ?
 কহেন করিবে, যাতে যেন ভাল হয় ।
 প্রভাতে উঠিয়া পিতা আমারে লইয়া,
 প্রভুর চরণ পদ্মে দিল সমর্পিয়া ।
 দণ্ডবৎ কৈলা পিতা তাঁর পদতলে,
 দুই ভাইএ কোলা কুলী মহাকুতূহলে ।
 সজল নয়নে পিতা হইলা বিদায়,
 বিরহ ব্যাকুল যাত্রা কৈলা নদীয়ায় ।
 মোরে প্রভু শিষ্য কৈলা করিয়া করুণা,
 সদাচার শিখাইলা করিয়া তাড়না ।
 সেবা শিখাইলা মোরে হাতে হাতে ধরি,
 শাস্ত্র ভক্তি শিখাইলা বহু কৃপা করি ।
 এক মুখে তাঁর গুণ কহেন না যায়,
 যাহা কিছু তত্ত্বজ্ঞান তাহারি কৃপায় ।
 প্রভু সঙ্গে রহে যেই বৈষ্ণব সৃজন,
 তঁহ করিলেন বহু কৃপার সেচন ।
 তাঁর মুখে যে শুনিহু প্রভুর চরিত,
 তার অল্পমাত্র গ্রন্থে হইল লিখিত ।
 শুন শুন শ্রোতা ভক্ত করি নিবেদন,
 এ এক অপূর্ব কথা কর্ণ রসায়ন ।
 একদিন প্রভু মোর কি ভাবিয়া মনে,
 সঙ্গী বৈষ্ণবের দ্বয়ে কহেন গোপনে ।

যুগল দর্শন বিহু না হয় আনন্দ,
 ভক্ত জনের এই সেবা সুনির্বন্ধ ।
 সদা সেবা অপরাধ, নাহি পূরে আশ,
 ইহার উপায় কহ, বাড়ুক উল্লাস ।
 কহেন প্রভুরে শুনি দুই মহাশয়,
 আজ্ঞা কর যাহা প্রভু তব মনে লয় ।
 ব্রজে যাও, রামকৃষ্ণ মিলন করহ ।
 নতুবা আমিহ যাব, কহিলাম এহ ।
 শুনি দুই জনে কহে যে আজ্ঞা তোমার,
 কাল প্রাতঃকালে মোরা যাইব নির্দ্বার ।
 এই যুক্তি দৃঢ় করি রহে মহাসুখে,
 দিবা রাত্রি যায় সেবা সৌকর্য্যাদি সুখে ।
 রাত্রি শেষে প্রভু রাম দেখেন স্বপন,
 ব্রজ হতে বৈষ্ণব আইল দুইজন ।
 রেখতী শ্রীরাধা দুই নায়িকা স্বরূপা,
 রামকৃষ্ণে মিলায়েন, শোভা অনুরূপা ।
 দেখিয়া ঠাকুর ভোর প্রেমের উল্লাসে,
 জাগি উঠি বসি ডাকে নু সেই দুই দাসে ।
 তোমা দোহা দুঃখ ভাবি কানাই বলাই,
 নিজপ্রিয়া আনাইলা অনুভবে পাই ।
 তৃতীয় দিবস দেখি করিষে গমন,
 পরস্পর অনুমান করে তিন জন ।
 এই মতে দ্বিতীয় তৃতীয় দিন শেষ,
 ব্রজের বৈষ্ণব দুই করিলা প্রবেশ ।

গোড়ের বৈষ্ণব গিয়াছিল। ব্রজভূম,
প্রিয় বংশোদ্ভব নিত্যানন্দগত প্রেম।
মীন নিকেতন নাম আছিল ঝাঁহার,
পূর্বে যে করিলা সেবা দেবী জাহ্নবার।
দ্বিতীয় মাধব দাস কায়স্থেতে জন্ম,
সাধু সেবি কৃষ্ণ বৈষ্ণবের জানে মর্ম্ম।
জাহ্নবা রামাই যবে বৃন্দাবন গেলা,
কত দিন পরে দৌহে ধাইয়া চলিলা।
তাহা গিয়া শুনিলেন সব সমাচার,
পরিক্রমা করি কাম্যবন কৈলা সার।
মীনকেতনের সঙ্গে তাহাই মিলন,
নিত্যানন্দ সম তঁহি মহা প্রেমধন।
গোপীনাথে দুই মূর্ত্তি অপূর্ব দেখিয়া,
দুইজনে আর্তি করি লইলা মাগিয়া।
তাহাই শুনিলা গোড় ভুবনে রামাই,
ব্রজ হতে লয়ে গেলা কানাই বলাই।
দৌহে মিলাইব লঞা এই ঠাকুরাণী,
এই প্রেমানন্দে দৌহে আইলা আপনি।
হুঁহু প্রেম দেখি প্রভু আবিষ্ট হইলা,
হুঁহু নেত্রে ধারা বহে, দাঁড়িয়া রহিলা।
অর্ধ নৃত্য আরম্ভিলা দেখি বলরাম,
কতক্ষণ পরে প্রভু কৈলা সমাধান।
বসিলা আসনে, কৈলা যমুনাতে স্নান,
পট ধুলি দুই মূর্ত্তি কৈলা বিন্যাসন।

দেখিয়া ঠাকুর প্রেমে হইলা মূর্ত্তিত,
ভূমে গড়ি যায় অঙ্গ পুলকে পূরিত।
শ্রীমীনকেতন আদি তাঁরে ধরি তুলে,
দৌহে গলাগলি ভাসে নয়নের জলে।
নিগূঢ় প্রেমের এই স্বভাব নিশ্চয়,
লোক বেদ বাহ্যজ্ঞান সব বিন্মরয়।
প্রসাদ দিলেন দৌহে বিবিধ যতনে,
নানা স্নেহ শ্রীতি দেখি স্থখিত হুজনে।
সন্ধ্যাকালে আরতি দর্শন করি গায়,
সেবা সারি কৃষ্ণালাপে সে রাত্রি পোহায়
ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি নিকট জানিয়া,
সামগ্রী সস্তার করে মিলন লাগিয়া।
মিষ্টান্ন পক্কান্ন চিঁড়া দধি দুগ্ধ ছানা,
ফল মূল তণ্ডুলাদি বিবিধ রচনা।
সর্ব্বত্রোতে নিমন্ত্রণ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে,
বীরচন্দ্র প্রভু আইলা মিলন উৎসবে।
গোড়ভুবনে ছিল যতেক মহাস্ত্র,
সবে আইলা নিমন্ত্রণে কে করিবে অন্ত।
শান্তিপুত্র হৈতে আইলা শ্রীঅচ্যুতানন্দ,
নিজ নিজ জন সঙ্গে পবন আনন্দ।
অভিরাম গোপাল সঙ্গে শ্রীরঘুনন্দন,
পণ্ডিত শ্রীগৌরীদাস আইলা সগণ।
নিজ নিজ ভক্ত গণে সঙ্গেতে লইয়া,
মহাস্তুর গণ আইলা নিমন্ত্রণ পাঞা।

সবে আসি দেখি রামকৃষ্ণ দুটি ভাই,
অচিন্ত্য মাধুরী, রূপে বিস্মিত সবাই।
বাসা দিলা সবে প্রভু করিয়া যতন,
ইচ্ছামতে সব দ্রব্য কৈলা আয়োজন।
বীরচন্দ্র প্রভু বসি রাজা অধিরাজ,
সবে আসি প্রণমিয়া করিলা সমাজ।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা মহাপ্রভু উন্ম দিনে,
কৃষ্ণ বলরাম ফাগু খেলে কুঞ্জবনে।
দুই ভাই মঞ্চ বসি বিচিত্র আসন,
চতুর্দিকে সংকীৰ্ত্তন নাচে ভক্তগণ।
মোর প্রভু আর প্রভু বীরচন্দ্র রায়,
দুই ঠাকুরাণী লঞা মিলাইতে ধায়।
বীরচন্দ্র প্রভু লৈলা রেবতী বারুণী,
ঠাকুর লইয়া যান রাধা বিনোদিনী।
নানা আভরণে দৌহা করিলা সুবেশ,
কেহ কেহ প্রেমে মত্ত হইলা আবেশ।
কেহ সখ্যভাবে অঙ্গভঙ্গি করি যায়,
কেহ গোপগোপী ভাবে পাশে পাশে ধায়
উপস্থিত হৈলা গিয়া নিকুঞ্জ দুয়ারে,
অসংখ্য সংঘট লোক জয় জয় করে।
গোপীভাব-পুলকে পুরল সব গায়,
স্তম্ভভাব হৈল প্রেমে না চলয়ে পায়।
গৌরীদাস পূর্বভাবে প্রেমাৰিষ্ট হৈয়া,
মহোল্লাসে যান অগ্রে নাচিয়া নাচিয়া।

রামকৃষ্ণ দুটি ভাই মঞ্চের উপরে,
নানাচিত্র বস্ত্র অলঙ্কারে শোভা করে।
দুই ঠাকুরাণী লৈয়া দুই মহাশয়,
প্রবেশ করিলা গিয়া কুঞ্জ-বনালয়।
সাত বার রামকৃষ্ণে কৈলা প্রদক্ষিণ,
অতি শোভা করে যেন শশধর মীন।
পশ্চাতে যাইয়া প্রভু মিলাইলা বামে,
ঠাকুর শ্রীমতী লঞা মিলাইলা শ্যামে।
ক্ষীরোদ সাগরে যৈছে বিজলীর দাম,
ঐহন সুষমা শ্রীরেবতী বলরাম।
নবঘনে সৌদামিনী যেমতি শোভয়,
ঐহন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে রাধা বিরাজয়।
যুগল মূৰ্ত্তি হেরি পুলকিত কায়,
বসন্ত রাগের পদ সবে মিলি গায়।

বসন্ত রাগ।

দেখ অপরূপ রূপেরি রোল !
রেবতীরমণ শোভিছে রাম,
সিতাযুজ জহু কনক দাম,
উজর কান্তি কুন্দ কুসুম ভাতিয়া।
রাতা উতপল নয়ন ভঙ্গি,
বিশ্ব অধর বয়ান রঙ্গি,
হেরি উনমত যুবতী মান কামমদে মত্ত মাতিয়া
টাঁচর চিকুরে চুড়ারি টান,
তাহে নানাজাতি ফুলেরি দাম,

ভ্রমর ভ্রমরী উড়ে মধুলোভে বর্হামুকুট শোভনী ।

কম্বুকণ্ঠে কনক হার,

বাহু স্তবলনে বলয়া তার,

রাতা উতপল কর কিশলয় নখমণি গল সাজনি ।

প্রসর হৃদয় উন্নত ভাল,

রতনে জড়িত বিবিধ মাল,

নাতি সরোরুহে কিঙ্কিণীজাল নীলবাস সাজনি ।

চরণে নুপুর অধিক রঙ্গ,

পদনখ-মণি সুষমা পুঙ্গ,

কোকনদ মধু ভক্ত ভ্রমর লোভে অহুদিন ভারনি ।

বামে সুষোভন রাম-রমণী,

লোচন রুচির নীলের উড়ানী,

জলদে দামিনী অতি সুষোভনী বলদেব মনোলোভা ।

কবরী মাল ছলিছে ভাল,

ভাঙ ধনুয়া বামে,

কায়বাণ হৃদয়মান ললিত বলিত বামে ।

বারুণ মদ মস্ত চলিত নয়ন ঘোর ঘূর্ণিতে ।

কুঙ্গ কোরক দশন পাঁতি মন্দমধুর হাসিতে ।

অপরূপ ছ'ছ রূপের অবধি দেখিতে নয়নঝামরে ।

অধিক রাগ হৃদয়ে জাগ ফাওয়া রঙ্গ সমরে ।

রাস রসিক সরস সূচিতে কামিনী মনলোভা ।

এ হরিদাস করত আশ দেখিতে চরণ শোভা ।

দেখি বীরচন্দ্র প্রভু হৃদয়ে উল্লাস,

রাসলীলা শ্লোক পড়ে প্রেম পরকাশ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ।

উপগীয়মান চরিতো বনিতাভির্হলায়ুধঃ,

বনেষু ব্যচরৎ ক্ষীবো মদবিহ্বল-লোচনঃ ।

অথ্যেককুণ্ডলো মন্তো বৈজয়ন্ত্যাচ মালয়া,

বিভ্রৎ স্মিত মুখাভোজং স্বৈদ প্রালেয়ভূষিতং ॥

বলদেব রাস লীলা পঠন করিয়া,

আনন্দেতে নাচিলেন পুলকিত হিয়া ।

সংক্ষেপে লিখি বলাবামের মিলন,

প্রত্যক্ষ দেখি ইহা শুন সর্বজন ।

সংক্ষেপে কহি যে শুন কৃষ্ণের মিলন,

দেখিতে অপূর্ব শোভা শুনিতে নূতন ।

যথা রাগ ।

অপরূপ রূপের অবধি, চাঁদ চকোরে যেন মিলায় বিধি,

মেষে যেন চাঁদের উদয়, চাঁদে যেন রাহু গরাস হয় ।

গিরিবরে যেন চাঁদের মালা, নব গোরোচনে শোভিত কালা

মরকতে যেন হেনমণি, অপরূপ রূপের রণারণী ।

বিনোদিয়া চুড়া পিঙ্গু সাজ, বিনোদিনী বেণী ফণিরাজ,

কপালে চন্দন শশিভাতি, সিন্দূর বিন্দু অরুণিম কাঁতি ।

ভুরু চলি নয়ন বিশাল, রাধানয়ন খঞ্জন মাতোয়াল,
 মুখ অরুণিম ভাস, রাধা বদন কোকনদ পরকাশ,
 ভুজযুগভোগী নীলাম্বুজে, রাধাবক্ষ প্রফুল্ল সরোজে ।
 পীতবাস রুচকে দামিনী, সুনীলবসন পহিরিনী ।
 মণিমঞ্জী কোকনদে, ধ্বজ বজ্রাকুশ শোভে পদে ।
 স্থিৎ৭ সূজাত পাদশোভা, দুটী পদে রঞ্জিত যাব আভা ।
 আমার প্রভুর প্রাণনাথ, এ রাজবল্লভে কর সনাথ ।

ফাগুরস সমরে বিহারে দোনো ভাই,
 প্রিয়ান মিলনে সুখ ওর নাহি পাই ।
 সুহাস বিলাস কত বিহার ললিত,
 দেখি প্রেমভক্তি সবা হইলা উদিত ।
 অন্ধ আমি কি জানিব প্রেমের স্বভাব,
 প্রত্যক্ষ দেখিলু তবু না মানিলু লাভ ।
 প্রতিমা তটস্থ বুদ্ধি যে করে ছুঁহারে,
 সে পড়য়ে কালসূত্রে নরক ভিতরে ।
 এইরূপে কতক্ষণ কৃষ্ণ বলরাম,
 ফাগুৎসব সমরে পূরয়ে সর্বকাম ।
 বসন্ত সময় নানা পুষ্প পরিমলে,
 ভ্রমর ঝঙ্কুরে পিক স্তমধুর বোলে ।
 ধূপ দীপ অগুরু চন্দন যুগমদে,
 সৌরভে ভুবন ভরে সভা মন মাতে ।
 ফাগুতে ভূষিত কিবা অরুণ বরণ,
 সবাই উন্মত্ত ফিরে করি ফাগুরণ ।
 পিচকারী হাতে, ভরি অগুর চন্দন,
 পরস্পর অঙ্গে সবা করে বরিষণ,

সন্ধ্যাতে আরতি দীপ সহস্র মশাল,
 শঙ্খ ঘণ্টা বাজে কত কাংশ করতাল ।
 শিঙ্গা শব্দে ঘোর বাজে করয়ে ঘোষণা,
 জনপদ রোলে ভেদি গগনে নিশ্বনা ।
 কেহ নাচে কেহ গায় কত লব নাম,
 প্রেমানন্দে ভাসে দেখি কৃষ্ণবলরাম ।
 প্রভু বীরচন্দ্র আর রামাই সুন্দর,
 মহান্ত সকল সঙ্গে আনন্দ অন্তর ।
 শ্রীমন্দিরে আগুসার করা'লা যতনে,
 চতুর্দোলে লই যান্ কৃষ্ণবলরামে ।
 শ্রীমতী সহিতে শোভা অতি বিলক্ষণ,
 দেখিয়া সবার প্রেমানন্দে ভরে মন ।
 মন্দিরে বসিলা রামকৃষ্ণ জগপতি,
 অন্তরে বসিলা সুখে শ্রীরাধা রেবতী ।
 ঠাকুরের মনোবৃত্তি কে বুঝিতে পারে,
 জানি প্রভু বীরচন্দ্র করিলেন কোলে ।
 রামকৃষ্ণ দুই ভাইয়ে ভোগ লাগাইলা,
 অন্তঃপুরে লই ভোগ ছুঁহে নিবেদিলা ।

বিচিত্র পালঙ্ক সাজি পৃথক্ পৃথক্,
 রেবতীকে লঞা গেলা দৌহার নিকট ।
 রেবতী লইয়া কৃষ্ণে গেলা অন্তঃপুরে,
 মিলাইলা রাধা কানু আনন্দ অন্তরে ।
 শেষেতে রেবতী আসি করিলা শয়ন,
 শয়ন করিয়া সেবা স্থখে নিমগন ।
 ইহা অনুভব করি বুঝ অধিকারী,
 কি ভাবে এমত সেবা বুঝিতে না পারি ।
 স্বকীয়া কি পরকীয়া বুঝা নাহি যায়,
 তবে যে বুঝয়ে কেহ ভকত কৃপায় ।
 লীলা পরকীয়া আর নিত্য পরকীয়া,
 শুনিলেও না বুঝিবে ভাবহীন হিয়া ।
 সেবার সৌষ্ঠব দেখি যতেক মহান্ত,
 আনন্দ হিল্লোলে ভাসে নাহি পায় অন্ত ।
 যথাযোগ্য স্থানে সবে ভোজনে বসিলা,
 জয় শ্রীজাহ্নবা বলি রাম অন্ন দিলা ।
 নানাবিধ ভাজা আর শুক্ল মনোহর,
 বিবিধ ন্যঞ্জন কত দিলা পর পর ।
 ক্ষীর পরমান্ন কত মরিচের ব্যাল,
 পিষ্টকাদি নানাবিধ কলা নারিকেল ।
 মনে বিচারিয়া প্রভু পার্স ছাড়িয়া,
 পদাঙ্কে পদাঙ্কে ফিরে দেখিয়া দেখিয়া ।
 ভ্রমে পাছে কেহ কোন প্রসাদ না পায়,
 গল বস্ত্রে জোড় হস্তে এ হেতু বেড়ায় ।

প্রকৃষ্ট কনিষ্ঠ কিছু নাহিক অন্তরে,
 গুরুবুদ্ধে সেবে সব বৈষ্ণবের গণে ।
 পাত্ৰাপাত্ৰ বিচারণা নাহি তাঁর চিতে,
 সযতনে দেন ভক্ষ্য সকলের পাতে ।
 সদৈন্ত্য প্রার্থনা করি করান্ ভোজন,
 তাঁর ভক্তি দেখি সবা সুপ্রসন্ন মন ।
 যে কেহ আইলা সবে পাইলা প্রসাদ,
 সন্তুষ্ট হইয়া সবে করে সাধুবাদ ।
 যথাযোগ্য তাম্বুলাদি শয্যার সংস্থান,
 বিশ্রামার্থ দিলা সবে যথাযোগ্য স্থান ।
 সর্ব সমাধান করি করিলা ভোজন,
 আচমন করি প্রভু করিলা শয়ন ।
 এইরূপে সপ্ত দিন লয়ে অন্তরঙ্গ,
 মহামহোৎসবে বাড়ে প্রেমের তরঙ্গ ।
 অষ্টম দিবসে সব বিদায় সময়,
 যথাযোগ্য ব্যবহার গৌরব প্রণয় ।
 সবে মাণ্ড করি কহে ধন্য হে রামাই,
 তোমার যে প্রেমচেষ্টা, লোকে দেখি নাই ।
 সাধু সাধু বলি সবে করিলা গমন,
 সংক্ষেপে কহিলু এই মহান্ত ভোজন ।
 শ্রদ্ধা করি শুনে যেই এ সব প্রসঙ্গ,
 অচিরে উদয় হয় প্রেমের তরঙ্গ ।
 জাহ্নবা রামাই পাদপদ্মে অভিলাষ,
 এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস ।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের বিংশ শরিচ্ছেদ ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ।

—:—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাসিন্ধু,
 জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দীনবন্ধু ।
 জয় জয় সীতানাথ চরণাবিন্দ,
 জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ ।
 সপ্তাদিন মহোৎসবে করিয়া আনন্দ,
 নিজ নিজ স্থানে চলি গেলা ভক্তবৃন্দ ।
 সবারে বিদায় দিয়া বিরহে বিহ্বল,
 অবশেষে সেবা স্থখে হয় সুনিশ্চল ।
 দিনে দিনে নব অমুরাগে মন ভোর,
 নিত্যই নূতন প্রেমা কে করিবে ওর ।
 এত দিনে সে সকল হইল মোর জ্ঞান,
 বাল্য চাকুলোতে কিছু না ছিল বিজ্ঞান ।
 যবে প্রভু মোরে কৃপা কৈলা নিজগুণে,
 তবেত জানিলা সব প্রেম আচরণে ।
 মুঁই অজ্ঞ না জানিহু বিগুরু আচার,
 পড়া শুনা নাহি কিছু স্নেহ কদাচার ।
 স্নেহ করি হাতে ধরি, পড়াইলা মোরে,
 দীক্ষামন্ত্র দিয়া জ্ঞান করিলা সন্ধারে ।
 সেই কৃপা হৈতে কৃষ্ণ-পাদপদ্মে রতি,
 সেই কৃপা হৈতে পাইনু প্রেম ভকতি ।
 সেই কৃপা হৈতে লিখি করি অনুভব,
 বন্দি গুরু কৃষ্ণপদ সর্ব কৃপার্ণব ।

যে সব শুনা'লা প্রভু ভক্তিরস সিন্ধু,
 আমার বাতুল মনে গম্য নহে বিন্দু ।
 আপনারে বড় বোধ করি মনে বাসি,
 বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান নাহি করি লোক হাসি ।
 কত লক্ষ যোনি ভ্রমি পাইনু নর দেহ,
 রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিলা বহু ভাগ্য সেহ ।

তথাহি বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে ।

জলজা নবলক্ষ্মণি স্থাবরা লক্ষ বিংশতি,
 ক্রময়ো রুদ্র সংখ্যাকাঃ পক্ষিণাঃ দশলক্ষকং ।
 ত্রিশলক্ষাণি পশবশ্চতুলক্ষাণি মানুষাঃ,
 সৰ্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনি ততোহভ্যগাৎ ॥ ১ ॥

হেন মর দেহ পাঞা না ভজিহু হরি,
 হায় হায় জন্ম বৃথা কিসে ভবে তরি ।
 প্রভু মোরে শিখাইলা সাধন ভকতি,
 অভাগ্যের ফলে তাহে না হইল রতি ।

তথাহি রসামৃতসিন্ধৌ ।

শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরজ্জি, সেবনে ।
 নাম সংকীৰ্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলস্থিতিঃ ॥ ২ ॥

এ হেন সাধন ভক্তি অল্প যদি করে,
 বুদ্ধিমান জনার তাব জন্মায় অন্তরে ।
 মুঁই বুদ্ধিহীন, গন্ধ নাহিক তাহার,
 মায়া বন্ধে ফিরি মিথ্যা বহি দেহ তার ।

পুন ভাবাশ্রয়া রাগভক্তি সঞ্চারিলা,
তাহে তুচ্ছ মন মোর নাহি প্রবেশিলা ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিকৌ ।

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্ত প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং
তত্ত্বংকথারতশ্চাসৌ কুৰ্য্যাদ্বাসংব্রজে সদা ॥ ৩ ॥

হেন প্রেমানন্দ মনে না করিল ভোগ,
ভাবসিদ্ধ না হইলে কাঁহা প্রেমযোগ ।
প্রেম বিনা নাহি হয় রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি,
হায় হায় মো ছারের কি হইবে গতি ।

কৃষ্ণের স্বরূপ কাম গায়ত্রী যে মন্ত্র,
তাহে রতি না জন্মিল মুণ্ডিত ত দুঃস্থ ।
তার অর্থ কৃপা করি कहিলেন মোরে,
কামবীজ যত্নে শিখাইলা তার পরে ।
নিগূঢ়ার্থ করি তাহা জানা'লা সকল,
তাহে নাহি রতি মতি জনম বিফল ।
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম চিন্তা অপূৰ্ব মাধুরি,
তাহা জানাইলা মোরে অর্থ সুবিস্তারি ।

তথাহি ।

চন্দ্রাঙ্কং কলসং ত্রিকোণধমুঘী খং গোম্পদং প্রোষ্ঠিকং
শঙ্খং সব্যপদেহং দক্ষিণ পদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকং ॥

চক্রং ছত্রযবাক্ষুশং ধ্বজপবী জম্বুদ্বারেখাক্ষুজং ।
বিভ্রানং হরিমুনবিংশতি মহালক্ষ্যাতাচ্চিহ্নি ভজে ॥
একোনবিংশতি চিহ্ন শোভে পদাম্বুজে,
যোগেন্দ্র মুনিন্দ্র দেব বাঞ্জে যার রজে ।
অভাগিয়া মোর রতি না জন্মে সে পায়,
মায়া বন্ধে ফিরি সদা কাল বহে যায় ।
শ্রীমতী রাধিকা পদ চিহ্নাদি সকল,
বহুযত্নে জানাইলা দিয়া ভক্তিবল ।

তথাহি ।

ছত্রারি-ধ্বজবল্লি-পুষ্প-বলয়ান্ তপ্তোদ্ধিরেখাক্ষুশ—
মর্দেন্দুষ্ণ যবঞ্চ বাম মন্ত্র যা শক্তিং গদাংস্তন্দনং ॥
বেদী কুণ্ডল মংস্ত পৰ্ব্বত দরং ধন্তেহস্ত সেব্যংপদং ।
তাং রাধাং চির মুনবিংশতি মহালক্ষ্যার্চিতাজ্জিঃ
ভজে ॥ ৫ ॥

এই সব চিহ্নাঙ্কিত রাধা পদতল;
যার শোভা দেখি কৃষ্ণে বাড়ে কুতূহল ।
যার গুণে বশ কৃষ্ণ অখিলের গুরু,
হেন কৃষ্ণ মানে নিজ বাঞ্ছাকল্পতরু ।
যাঁহার সৌভাগ্য বাঞ্ছা করে লক্ষ্মীআদি,
যাঁহার চরণ কৃষ্ণ বাঞ্জে নিরবধি ।

(সাধন ভক্তির চতুষ্টয় প্রকার অঙ্গের মধ্যে) শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে শ্রীমূর্তির পরিচর্যা,

নাম-সংকীৰ্ত্তন, ও মথুরা মণ্ডলে অবস্থিতিকেই (এস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন) ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও আপনার অভিমত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জনগণকে স্মরণ পূর্বক তাঁহাদিগের কথায় অহু-
বৃত্ত হইয়া নিয়ত ব্রজমণ্ডলে বাস করিবে । ৩ ।

তথাহি গীতগোবিন্দে ।

স্বর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি-মণ্ডনং
দেহি-পদ পল্লবমুদারং ॥৬॥

যাঁর পদাশ্রয়া হইলা গোপিনী সকল,
কৃষ্ণ সঙ্গ পাইবারে প্রেমেতে পাগল ।
যাঁর পদরেণু বাঞ্ছে উদ্ধব ঠাকুর,
বৃক্ষ জন্ম হইতে চাহে বিরহ প্রচুর ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে
আসামহো চরণরেণুযুসামহং স্ত্রাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং
যা দুষ্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যং ॥৭॥
হেন পদরজ অতি দুর্লভ জগতে,
হেন পাদপদ্মে কৈলা মোরে অনুগতে ।
কর্ম্য দোষে বুদ্ধি আচ্ছাদন কৈলা মায়া,
কর্ম্য ভোগ ভুঞ্জি কি করিবে তাঁর দয়া ।
ভজন যজন কিছু না হৈল আমার,
যেন তেন রূপে গাই চরিত্র তাঁহার ।
মুরলী-বিলাস গ্রন্থে চরিত্র তাঁহার,
সংক্ষেপে বর্ণিলু ভয়ে না করি বিস্তার ।

উপক্রমণিকা কৈলে হয় আশ্বাদন,
মন দিয়া শ্রোতা ভক্ত শুন সর্বজন ।
প্রথম পরিচ্ছেদে নিত্য লীলা সূত্র কৈল,
তার মধ্যে নরলীলা সব বিস্তারিল ।
বংশী প্রাচুর্য্য কথা দ্বিতীয়ে লিখিল,
ছকড়ি চট্টের গৃহে নৈছে জনমিল ।
তৃতীয়ে ঠাকুর রাম জনম কখন,
পুন বংশী যৈছে আসি লভিল জনম ।
চতুর্থে জাহ্নবা যৈছে দীক্ষা মন্ত্র দিলা,
পথে যেতে বীরচন্দ্র যৈছন মিলিলা ।
পঞ্চমে খড়দহে বাস অদ্ভুত কখন,
তার মধ্যে নিত্যানন্দ প্রভু দরশন ।
ষষ্ঠে শিক্ষাসূত্র কথা কৈলা জিজ্ঞাসন,
সপ্তমে শ্রীমতী শিক্ষা করান্ যৈছন ।
অষ্টমে করিলা সব তত্ত্বনিরূপণ,
তার মধ্যে নানানুপ্রসঙ্গ প্রলপন ।
নবমে দর্শন লাগি অনুজ্ঞা মাগিলা,
দশমে পুরুষোত্তম গমন করিলা ।
একাদশে গোঁড়ে যত ভক্তেরে মিলিলা,
চতুর্দশে বৃন্দাবন যাত্রা নির্ধারিলা ।

উদ্ধব কহিলেন, গোপীদিগের ভাগ্যের কথা থাকুক, বৃন্দাবনের যে সকল গুল্ম লতা প্রভৃতি
ওষধিবর্গ গোপীকাদিগের চরণরেণু সেবা করিতেছে আমি তাহাদিগের মধ্যে একটি হই, এই
আমার প্রার্থনা, যেহেতু গোপীগণ দুষ্যজ্য স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রুতিগণের প্রার্থনীয়
শ্রীকৃষ্ণ-পদবীর ভজনা করিয়াছেন । ৭ ॥

পঞ্চদশে বৃন্দাবনে করিলা গমন,
তার মধ্যে অযোধ্যাদি যৈছে দরশন ।
ষোড়শেতে পরিক্রমা রূপাদির সঙ্গে,
কাম্যবনে গোপীনাথ প্রাপ্তিকথারঙ্গে ।
সপ্তদশে বীরচন্দ্র শুনি সমাচার,
বিরহে কাতর বিলপিলা বহুতর ।
অষ্টাদশে প্রত্যাদেশ, রামকৃষ্ণে লঞা,
গৌড়েতে আইলা, ব্যাঘ্রে তারে নাম দিয়া ।
ঊনবিংশে সেবা কৈলা শ্রীবান্নাপাড়ায়,
তাহে নানা প্রসঙ্গাদি বর্ণনে না যায় ।
বিংশতিতে বীরসঙ্গে গ্রন্থ আশ্বাদন,
তাহার মধ্যেতে রামকৃষ্ণের মিলন ।
একবিংশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থ সমাপন.
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ করিয়া স্মরণ ।
যাঁর কথা তাঁর বলে লিখি এই জানি,
মহতত্ত্ব বাহুজ্ঞানে নহে টানাটানি ।
সুখোল্লাস প্রেমানন্দ বাড়য়ে হিয়ায়,
সমাধান দিতে চিতে রেখা উপজয় ।
ওরে মন বুঝা কেন বাড়িও লালসা,
বামন হইয়া চাঁদে করছে প্রত্যাশা ।
দীন হীন পাপী আমি তাহে জ্ঞানহীন,
ভক্তি তত্ত্ব নাহি জানি ভয়েতে মলিন ।
আজ্ঞাবলে লিখিগ্রন্থ স্বতন্ত্র ত নহি,
স্বজাতি বৈষ্ণব সবে কর ইথে সহি ।

বন্দ গুরুপাদপদ্ম নখচন্দ্রমণি,
যাঁহার স্মরণে পাই অমৃতব খনী ।
হেন পাদপদ্মে মোর কোটি পরণাম,
এই ত ভরসা মনে, করি অভিমান ।
আর এক শুন তাঁর শ্রীমুখ বচন,
অতি সুললিত কথা কর্ণ-রসায়ন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে ।

নহুপ্ ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ ।
তে পুনস্ত্যাকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ৮ ॥
তীর্থৈ তীর্থৈ বহুদেব সেবিতৈ সেবিতৈ,
জন্মান্তরে শুদ্ধ হয় কহিমু নিশ্চিতৈ ।
সাধু দরশন মাত্রে শুদ্ধ সেই ক্ষণে,
এই ত ভরসা বড় করিরাহ মনে ।
হেন সাধু কাঁহা গেলে পাব দরশন,
উপায় করিয়া দেহ যত বন্ধুগণ ।
সাধু সঙ্গ করে যেই সাধুতত্ত্ব জানি,
তবে সেই বস্তু পায় ভক্তি নহে হানি ।
অনন্যতা মন সর্ব জন প্রিয়োত্তম,
হেন সাধু সঙ্গে মিলে কৃষ্ণ প্রেমধন ।

তথাহি শুবাবল্যাং ।

তৃণাদপি স্তনীচেন তরোরিব সহিসুনা,
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়াঃ সদা হরিঃ

শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়ে ।

তিতিক্ষুবঃ কারুণিকাঃ স্তনুদঃ সর্বদেহিনাঃ,
অজাতশত্রবঃ শাস্তা সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ ১০ ॥

এমন সাধুর তত্ত্ব মহৎ অপার,
 একমুখে কি কহিব নাহি পারাপার ।
 ভক্তপদ নখ চন্দ্রে ত্রিজগৎ আলা,
 যাহার কিরণে ঘুচে নয়নের মলা ।
 স্বজ্ঞাতি বৈষ্ণব শুন হৈয়া একমন,
 মুরলী-বিলাস এই কর্ণরসায়ন ।
 প্রভুর চরিত শুদ্ধসত্ত্ব আদ্যোপান্ত,
 শুনিতে আনন্দ কত রসের সিদ্ধান্ত ।
 সংক্ষেপে লিখিলু গ্রন্থ বাহুল্যের ডরে,
 শাখার বর্ণন এবে কহি অল্লাঙ্করে ।

তথাহি গণোদ্দেশ দীপিকায়াং ।—
 পরব্যোমেখরস্তাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ ।
 তস্ত শিষ্যানারদোহভূদ্যাস স্তস্যাপি শিষ্যতাং
 শুকো ব্যাসস্ত শিষ্যস্তং প্রাপ্তোজ্ঞানাববোধনাং
 তস্ত শিষ্যা প্রশিষ্যাস্ত বহবো ভূতলে স্থিতাঃ ।
 ব্যাসাল্লকঃ কৃষ্ণদীক্ষো মাধবাচার্য্যো মহাশয়াঃ
 চক্রেবেদান্ বিভজ্যাসৌ সংহিতাং শতদূষণীং
 নিগুণাদ্বাক্ষণো যত্র স্বগুণস্ত পরিষ্কিয়া ।
 তস্ত শিষ্যোহভবৎ পদ্মনাভাচার্য্য মহাশয়ঃ ।
 তস্ত শিষ্যো নরহরি স্তচ্ছিষ্যোমাধবদ্বিজঃ ।
 অক্ষোভ্যস্তস্ত শিস্তাহভূৎ তচ্ছিষ্যোজয়তীর্থকঃ ।
 তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিকুস্তস্যশিষ্যোমহানিধিঃ ।
 বিদ্যানিধি স্তস্ত শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্ত সেবকঃ ।

জয়ধর্ম্মমুনিস্তস্ত শিষ্যোযদগণমধ্যতঃ ।
 শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্ত ভক্তিরত্নাবলিকৃতিঃ ।
 জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোহভূৎ ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ ।
 ব্যাসতীর্থ স্তস্যশিষ্যো যস্তক্রে বিষ্ণুসংহিতাং ।
 শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাত্মকঃ ।
 তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদর্থোহয়ং প্রবর্তিতঃ
 কল্পবৃক্ষস্যাবতার ব্রজধাম ইতিশ্রুতঃ ।
 অতঃ প্রেয়ো বৎসলেনোজ্জ্বলাখ্য ফলধারিণঃ ।
 শাক্তিরন্যং ফলং তস্য কেচিদেতৎ বদন্তিহি ।
 তস্য শিষ্যোহভবৎ শ্রীমানীশ্বরাখ্যপুরী যতিঃ ।
 কলয়ামাস শৃঙ্গারং যৎ শৃঙ্গার ফলাশ্লকং ।
 অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্য সখ্য ফলে উভে ।
 আহরেকস্য শিষ্যোপি মাধবেন্দ্র যতেরয়ং ।
 নিত্যানন্দ বলাদ্ভিন্নঃ সখ্যভক্ত্যাধিকারবান্ ।
 ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে ।
 জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃত্য প্রাকৃতাত্মকং ॥
 স্বীকৃত্য রাধিকাভাব কান্তিপূর্ব্বহৃৎকরে ।
 অন্তর্বহি রসাত্তোষিঃ শ্রীনন্দনন্দনোহপিসন্ ॥১১
 হেন প্রভু লোকবৎ লীলার কারণ,
 পুরীশ্বর স্থানে কৈলা মন্ত্রাদি গ্রহণ ।
 তিঁহ জগতের গুরু পতিত পাবন,
 সামান্য বিশেষ ইথে আছেয়ে কারণ ।
 শ্রীমতী জাহ্নবা তাঁর হৈলা অনুগত,

কপিলদেব কহিলেন,—মা ! যাহারা সহিষ্ণু, কারুণিক, দেহী মাত্রেয়ই মুহুদ. যাহাদিগের
 শত্রু নাই, শাস্ত, এবং সদ্ব্যস্তিই যাহাদিগের ভূষণ, তাহারাই সাধু ॥ ১০ ॥

এই অনুসারে বন্ধ প্রণালীর মত ।
ইহাতে সন্দেহ যার আছে হিয়ায়,
দেখুন শ্রীজীব লীলা সূত্র কড়চায় ।

তথাহি লীলাসূত্রকড়চায়াং ।
স। জাহ্নবী প্রিয়তমস্য হি রূপমেন-
মাশ্বায় তস্য বচসা তু হরেঃ পদশ্চ,
সংসেবনোক্ষিতমতী রসভূঃ রসজ্ঞা
চক্রে গুরুং তমিহ কান্ত শচীতনুজং ॥ ১২ ॥

তবে যদি নিত্যানন্দ প্রভু কহে কহে,
এ তত্ত্ব বিষম বড় বুঝিতে সন্দেহ ।
মূল সংকর্ষণ রাম কৃষ্ণ স্বরূপাংশ,
চিচ্ছক্তি বিলাস যার স্বেচ্ছা অবতংশ ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং !
আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভি,—
স্তাভির্ঘ্য এব নিজরূপ তয়া কলাভিঃ ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্ত্বভূতো,
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৩ ॥
গোলোকে নিবাস যার অখিলাত্ত্বভূত,
হেন নিত্যানন্দ রাম প্রেমে অবধূত ।

রাম সর্ব রসান্বয় শেষের বচন,
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ইহা করিলা বর্ণন ।

তথাহি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ধরণী-শেষ-সম্বাদে ।
আতপে নির্মলং ছত্রং নিদাঘে শীতলোহনিলঃ
শয়নে দিব্যপর্য্যঙ্কঃ রমণে প্রাণ-বল্লভা ॥ ১৪ ॥

অতএব যেই রাম সেই শ্রীরাধিকা,
সেই লক্ষ্মী জাহ্নবাদি সকল গোপিকা ।

সবাঁকার আত্মারাম সেই বলরাম,
পরমাত্মা সেবা বিনে নাহি তাঁর কাম ।
পরমাত্মা তিনি, তাঁরে ভজে যেই জন,
পরকীয়া ভাব তাঁর প্রেমের লক্ষণ ।

শ্রীরাধারগণ সব এই ভাবে ভজে,
আত্মাভাবে ভজি সবে স্বকীয়াতে মজে ।
স্বকীয়া শিথিল প্রেমে নাহি সুখাস্বাদ,
রাধিকাদি শুদ্ধপ্রেমে বাড়ে অনুরাগ ।
এ তত্ত্ব জানিয়া যেবা করে বিচারণা,
সে জানিতে পারে সব উপাস্যোপাসনা ।
ঠাকুর রামাই এই তত্ত্ব বিচক্ষণ,

আনন্দ চিন্ময় রসের (উজ্জল মধুর রসের) ইন্দ্রিয় বৃত্তিরূপা গোপীগণের সহিত যিনি
গোলোকে নিত্য অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহাকে অবিশ্রান্ত চিন্তা করিয়া যাহারা তাঁহার নিজ
প্রণয়িনী ফ্লাদিনী-শক্তিরূপা হইয়াছেন, সেই অখিল জীবের অন্তরাত্মভূত আদিপুরুষ গোবিন্দকে
আমি ভজনা করি । ১৩ ॥

পরকীয়া মতে করে সেবা আয়োজন ।
 ভাল মন্দ নাহি জানি বৃথা কাল যায়,
 শুদ্ধ সাধু সঙ্গে কৈলে বুঝি অভিপ্রায় ।
 যেই যাহা শুনে সেই তাহাই ত
 সকল সম্ভবে তাহা মিথ্যা কিছু নহে ।
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান,
 ত্রিজগতে তাঁহা বিনা গুরু নাহি আন ।
 সংক্ষেপে কহিলু ইহা শুন কহি আর,
 বীরচন্দ্র প্রভু-মূল শাখা জাহ্নবার ।
 তাঁহার মহিমা দেখি সরব প্রধান,
 তাহার কৃপায় লোক পা'লা পরিত্রাণ ।
 আর এক শাখা গঙ্গা জগত পূজিতা,
 যাঁহার মহিমা সর্বলোকে অবিদিতা ।
 আর এক শাখা তাঁর ঠাকুর রামাই,
 যাঁহার চরিত্র এই গ্রন্থ মধ্যে গাই ।
 যে প্রভু করুণাসিন্ধু পণ্ডিতের প্রাণ,
 মোরে পদাশ্রয় দিয়া করিলেন ত্রাণ ।
 শ্রীমতীর এই তিন শ্রেষ্ঠ শাখা হয়,
 আর যত শাখা তাঁর কে করে নির্ণয় ।
 ঠাকুর রামের শাখা করিয়ে গণন,
 সংক্ষেপে লিখি যে তাহা শুন সর্বজন ।
 পুরী হৈতে যবে খড়দহেতে আইলা,
 সঙ্গে দুই ভৃত্য আইলা সেবার লাগিয়া ।
 সেই দুই শিষ্য করি সঙ্গেতে রাখিলা,

প্রভু সঙ্গে সেই দুই বৃন্দাবনে গেলা ।
 বিপ্রকূলে জন্ম এক নাম হরিদাস,
 ঠাকুরের কুটুম্ব পড়ুয়া সঙ্গে বাস ।
 আর এক সূত্র কায়স্থ কূলেতে জন্ম,
 কৃষ্ণদাস নাম তার জানে প্রভু মর্ম্ম ।
 এই দুই শাখা বড় প্রভু অন্তরঙ্গ,
 যাঁহার প্রসাদে জানি এসব প্রসঙ্গ ।
 যাঁরে সমর্পিয়া প্রভু দিলেন আমারে,
 যাঁর আজ্ঞা বলে গ্রন্থ লিখি যে বিচারে ।

তথাহি কবীন্দ্রশ্রু কাব্যে ।

শ্রীরাজবল্লভোদেবঠাকুরো হরিরেবচ ।
 বড় শ্রীগোকুলানন্দো বৈরাগী চ তথা মতঃ ৭
 ঠাকুরো হরিদাসশ্চ কৃষ্ণদাসস্তথৈবচ ।
 রামচন্দ্রশ্চ রামস্তু শাখাহষ্ঠৌ প্রকীর্তিতা । ১৫
 এইত কহিলু তাঁর শাখার নির্ণয়,
 বিশেষ করিয়া সব দিই পরিচয় ।
 সঙ্গেতে রহেন্ সদা দুই উদাসীন,
 সদা সেবা কার্যে রত মায়াগন্ধহীন ।
 তৃতীয়ে আমিহ এক দিই তাঁর দায়,
 গুরু ধর্ম্ম নাহি পালি ফিরি যে মায়ায় ।
 চতুর্থে ঠাকুর হরি মহাভাগ্যবান,
 বিপ্রবংশোদ্ভব যিঁহ পরম বিদ্বান ।
 যিঁহ দীক্ষাকালে বসি তিলক করিতে,
 গুরু আজ্ঞা উঠি আইলা অর্দ্ধ তিলকেতে

উপাসনা করি শেষে নিবেদন কৈল,
 আজ্ঞাবলে সে তিলক অমনি রহিল ।
 বহুদিন সেবা করি রহি প্রভু পাশ,
 প্রভু আজ্ঞা মতে শেষে পাণিগড়ে বাস ।
 তাঁর শাখা প্রশাখার কত লব নাম,
 পঞ্চমে ঠাকুর বড় মহাভাগ্যবান ।
 বিপ্রকূলে জন্ম সদাশয় মহাধীর,
 গোপালের সেবাতে নিষ্ঠা, বুদ্ধি সুগভীর ।
 শিষ্য হৈয়া ঠাকুরের বহু সেবা কৈলা,
 আজ্ঞাক্রমে মুনসবপুরে নিবসিলা ।
 বহু শাখা শিষ্য তাঁর কত লব নাম,
 ষষ্ঠেতে গোকুলানন্দ সর্ব গুণধাম ।
 আকুমার ব্রতাচারী মহিমা অপার,
 আশ্চর্য্য ভজন অলৌকিক ব্যবহার ।
 প্রভুর সঙ্গেতে রহি কৈল বহু সেবা,
 প্রভু আজ্ঞা কৈলা তাঁরে ব্রজেতে যাইবা ।
 একদিন পরিক্রমা করিতে আপনি,
 প্রত্যাদেশ কৈলা শ্রীবিনোদ বিনোদিনি ।
 সে শ্রীবিগ্রহ লই আইলা প্রভু পাশ,
 পুন আজ্ঞা হৈল কর সেবা পরকাশ ।
 ভ্রমিয়া বেড়ায় তিঁহ মূর্ত্তি লয়ে সাথে,
 মল্লভূমে কাঁটাবনী, নিবসে তাহাতে ।
 সদা কৃষ্ণ সেবারত লীলাদি চিন্তন,
 কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া তারিল ভুবন ।

সংক্ষেপে কহিলু গোকুলানন্দ মহত,
 সপ্তম শাখার এবে শুন কহি তত্ব ।
 ধামাসে নিবাস বিপ্রকূলে জন্ম তাঁর,
 রামচন্দ্র নামে খ্যাত অতিশুকুমার ।
 গঙ্গাস্নানে আসি কৈলা প্রভুরে দর্শন,
 দোহারে হেরিয়ে ছুঁছ হরিলেক মন ।
 দীক্ষা মন্ত্র দিলা প্রভু তাঁরে সমাদরি-
 ঠাকুরের সঙ্গে আইলা সর্বকর্ম ছাড়ি ।
 ধর্ম্মশিক্ষা সেবা কার্য্য কৈল কতদিন,
 প্রভু আজ্ঞা দিলা মাহি হও উদাসীন ।
 তব পিতা মাতা তোমা লয়ে যেতে চায়,
 ঘরে গিয়া বিভা কর ভজ কৃষ্ণ পায় ।
 রামচন্দ্র কহে মায়া বাঞ্চিলে গলাতে,
 ভজন যজন সব যাকু অধঃপাতে ।
 ঠাকুর কহেন্ হেন কহ কি বলিয়া,
 ইহার প্রমাণ কহি শুন মন দিয়া ।

তথাহি ।

পূজ্যাপুজ্য-বিষয়েষুতৎপরোহপি ।
 ধীরো নমুহতি মুকুন্দপদারবিন্দং ॥
 সঙ্গীতনৃত্যকতিতালবসঙ্গতাপি ।
 মৌলিশুকুন্ত পরিরক্ষণধীনটীব ॥১৬॥
 নানাবিধ বিষয়েতে করিয়া মনন,
 মুকুন্দ পদারবিন্দে বুদ্ধিমন্ত মন ।
 নটী যেন কুন্তশিরে করয়ে নর্ত্তন,

বাণ্ডতালে নাচে কিন্তু কুন্তে তার মন ।
 শ্লোক শুনি রামচন্দ্র চরণ ধরিয়া,
 রোদন করিল বহু ধরনী লোটাঞা ।
 ঠাকুর কহেন বাপু ! না কর রোদন,
 প্রসন্ন হউন সদা শ্রীনন্দনন্দন ।
 অস্তি যত্ন করি কৃষ্ণে কর আরাধন,
 জন্মিবে তোমার বংশে কৃষ্ণ ভক্তগণ ।
 বর শুনি রামচন্দ্র করিয়া প্রণাম,
 নিজালয়ে যাত্রা কৈল পিতা আগুয়ান ।
 সদাই বিষণ্ণমতি অভীষ্ট বিয়োগ,
 কতদিনে পিতা মাতা গত পরলোক ।
 কৃত কৰ্ম করি পরে হৈল উদাসীন,
 ভাবিতে ভাবিতে যাত্রা করিল পশ্চিম ।
 দামোদর পার হইয়া আইল মল্লভূমে,
 ক্রমে ক্রমে আসি উত্তরিল তপোবনে ।
 সেই বনে ছিল পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী,
 রামের মাতুল সবে বলিল আদরি ।
 পূর্ণানন্দ রামচন্দ্রে করাইলা বিভা,
 তথা প্রকাশিলা কত শক্তির প্রতিভা ।
 শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবা তথা আরন্তিলা ।
 শাখা সূত্র করি কত জীব নিস্তারিলা ।
 এইত কহিলু রামচন্দ্র বিবরণ,
 অষ্টম শাখার এবে কহিব লক্ষণ ।
 ঠাকুর বৈরাগী গুরুভক্তি পরায়ণ,

পরম উদার সর্বশাস্ত্র বিচক্ষণ ।
 প্রভুর আজ্ঞায় যিঁহ কৃষ্ণ নাম দিয়া,
 তারিল অনেক জীব ভক্তি আচরিয়া ।
 এই অষ্ট শাখা শ্রেষ্ঠ করিলা গণন,
 এই মতে প্রশাখাতে ভরিল ভুবন ।
 সংক্ষেপে লিখিলু ভক্ত মহিমা অপার,
 সবারে বন্দহ গুরু সবাই আমার ।
 গুরুর কৃপাতে ইথে কিছু ভেদ নাই,
 পাত্রাপাত্র ভেদ তর তম নাহি পাই ।
 নারায়ণ হৈতে ঠাকুর রামাই পর্য্যন্ত,
 প্রসিদ্ধ প্রণালী এই লিখি আত্মোপাস্ত ।
 ইহাতে হইল এক সন্দেহ মরমে,
 এই অনুসারে কি যাইব পরব্যোমে ?
 তবে এ সকল ভাব ভক্তি আশা বৃথা,
 বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ পদ পাব কোথা !
 সর্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণ দেব শিরোমণি,
 তাঁর মুখোদ্ভবা মন্ত্র তন্ত্র করি মানি ।
 নারায়ণ নিজ মন্ত্র দিলেন ব্রহ্মারে,
 ব্রহ্মা কৃপা করি মন্ত্র দিলা নারদেরে ।
 এই শ্রোত মতে শিষ্য প্রশিষ্যাদিগণ,
 বৈধী ভক্তি মতে পায় লক্ষ্মী-নারায়ণ ।
 শ্রীমতী করিলা কৃপা মাধবপুরীরে,
 মাধবেন্দ্র কৈলা কৃপা ঈশ্বরপুরীরে ।
 ঈশ্বরপুরীর শিষ্য চৈতন্য গোসাঞি,

ইহা অনুবাদ কথা কোন শাস্ত্রে নাই।
জগতের গুরু তিঁহ, গুরু কে তাঁহার,
পুত্রভাবে ব্রজরাজ ঘরে জন্ম য়ার।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষে লয়ে নিজগণ,
অনপিত নাম প্রেম করিলা অর্পণ।
অতএব এ ধর্মেতে গুরু মহাপ্রভু,
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ দিতে কেহ নারে কভু।
কৃষ্ণ বলরাম সেই গৌর নিত্যানন্দ,
এই অনুসারে পাই ব্রজ প্রেমানন্দ।
ভেদ বুদ্ধি করে যেই তার সর্বনাশ,
সংক্ষেপে লিখিহু ইহা শুনিতে উল্লাস।
মন দিয়া শুন সবে মোর নিবেদন,
মদীশ্বর প্রভু রামাইর আচরণ।
গোপী নামামৃতে চিত্ত নিমগ্ন সদাই,
স্থখে ছুঃখে সে প্রেমের অবধি না পাই।
অষ্টকালীন সেবায় দিবা রাত্রি যায়,
নির্বৈদ বিষাদ দৈন্তে করেন্ হায় হায়।

আশ্রয় জাতীয় প্রেমানন্দেতে বিহ্বল,
সেবা কার্য রত মনে আনন্দ হিলোল।
নাম সংকীর্তন কভু আনন্দ উল্লাস,
কীর্তন আবেশে করেন্ শ্লোকের আভাস।

তথাহি শিক্ষাষ্টকে।

চেতোদর্পণমাজ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্কাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণংবিদ্যা-বধূজীবনং
আনন্দাশ্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বান্নস্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনং।
১১৭॥

এই শ্লোক নানামতে করেন্ পঠন,
নাম সংকীর্তন আর প্রেমেতে নর্তন।
শিক্ষাষ্টক শ্লোক পড়েন ব্যগ্র দৈন্তভাবে,
যাহা আস্বাদিলা গৌরা প্রেমময় ভাবে।

তথাহি শিক্ষাষ্টকে।

নাম্যামকারি বহধা নিজ সর্বশক্তি
স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
হৃদৈব মীদৃশমিহাজনি নাহুরাগঃ।১৮॥

যে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনে জীবের চিত্তরূপ দর্পণ পরিমার্জিত হয়, যাহার প্রভাবে সংসাররূপ দাবাগ্নি নির্কাণ প্রাপ্ত হয়, (শ্রীকৃষ্ণ সেবাই জীবের একান্ত শ্রেয়ঃ) যে কৃষ্ণ-সংকীর্তন দ্বারা শ্রেয়ঃরূপ কুমুদকে প্রক্ষুটিত করিবার জন্ত ভাবচন্দ্রিকা বিতরিত হয়, যাহা (মায়া গন্ধা বিহীন) বিভারূপ বধুর জীবন স্বরূপ, যাহা নিরন্তর আনন্দ সমুদ্রে প্রবর্তিত করিয়া থাকে, যাহা দ্বারা জীব পদে পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন করিয়া থাকে, যাহা দ্বারা জীব মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধিকার পরিচারিকারূপে সর্বানন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন সর্বথা জয়যুক্ত হউক ॥১৭॥
হে ভগবান! আপনি আপনার মুখ্য গোণ নাম সকল বহু প্রকারে প্রকাশিত করিয়াছেন,

শ্লোক গড়ি আর্জুনাদে যোদন করয়ে,
নয়নের জলধারা বক্ষেতে বহয়ে ।
পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ শ্লোক পাঠ করি,
প্রেমাবেশে কাঁদি তুমি যান্ গড়াগড়ি ।

তথাহি গোবিন্দ-লীলায়তে ।

সৌন্দর্য্যামৃতমিচ্ছ-ভঙ্গ-মলনা-চিহ্নাশ্রি-সংপ্রাবকঃ
কর্ণানলী সনর্থ রম্যবচন কোটীন্মু সিতাজকঃ ।
সৌরভামৃত সংপ্রবামৃত জগৎ গীষুৎসম্যাহর
শ্রীগোপেন্দ্রভূতঃ স কৰ্ণতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়া-
ন্যালি মে । ১৯৮

রূপের মাধুর্য্যে নেত্র বহে পুনঃপুনঃ,

কর্ণেন্দ্রিয় আকর্ষণ শ্লোক পড়ে পুনঃ ।

তথাহি তত্রৈব ।

নবরস-ধন-ধ্বনি শ্রবণ-হারি সচ্ছিত্তিতঃ
সনর্থ-রস-সুচকাকর-পদার্থ উদ্ভাসিতকঃ ।
রম্যাদিক বরাজনা-হৃদয়-হারি-বংশীকনঃ
স মে মদন-মোহনঃ সখি । তনোতি কৰ্ণ-

স্পৃহাং ১২০৮

শ্লোক আশ্বাদিতে প্রেমানন্দে ভরে মন,
পুন নাসা-স্পৃহা শ্লোক করেণ পঠন ।

তথাহি তত্রৈব ।

কুরঙ্গ মদভিহুপুঃ পরিমনোমি-কৃষ্ণাজকঃ
স্বকাম নলিনাষ্টকে শশিবুজাজগদ্রথঃ ।

এবং আপনার স্বরূপ শক্তির সমস্ত সামর্থ্যই সেই (হরি, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, অচ্যুত, রাম, অনন্ত, বিষ্ণু ইত্যাদি) মুখ্য নামে অর্পণ করিয়াছেন (কৰ্ম জ্ঞান সাধনে দেশ কাল পাত্রের নিয়ম আছে) আপনার নাম গ্রহণের কোনরূপ কাল নিয়মও করেন নাই, আপনি আমার প্রতি এতদূর কৃপা করিয়াছেন, কিন্তু আমার হৃদেই বশতঃ সেই পবিত্র নামে অমুরাগ জন্মিল না । ১৯৮।

(শ্রীমতী রাধিকা বিশথাকে কহিলেন) সখি ! যাঁহার সৌন্দর্য্যরূপ অমৃত সমুদ্রের তরঙ্গ দ্বারা যুবতিগণের চিত্ত পঙ্কতঃ সংপ্রাণিত হইতেছে, যাঁহার মিতপূর্ণ মধুরবাক্য সততই যুবতিগণের কৰ্ণকে আনখিত করিতেছে, যাঁহার অঙ্গ কোটি শশধরের ন্যায় শীতল, যাঁহার অংগ অমৃতের ন্যায় মনোহর, যাঁহার গাত্র-সৌরভরূপ অমৃত-সমুদ্রে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইতেছে, সেই গোপেন্দ্রভূতনর আমার নেত্র কৰ্ণ নাসিকা বক্ষ জিহ্বা প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছেন । ১৯৮।

হে সখি বিশাখা ! যাঁহার কণ্ঠধ্বনি শকারমান-নবমেঘ-ধ্বনিব স্রাব গভীর, যাঁহার হৃৎপুত্র কিঙ্কিনী বলস্রাবির শব্দ শ্রবণহারী, যাঁহার বাক্যগুলি অতি সুমধুর রস কাব্য ও কৌতুকদায়ী, এবং যাঁহার বংশীধ্বনি লক্ষী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠা রমণীগণেরও হৃদয়গ্রাহী, সখি ! সেই মদন মোহন আমার কৰ্ণের স্পৃহা প্রবলিত করিতেছেন । ১২০।

মদেন্দু-বরচন্দনাগুরু-সুগন্ধ চর্চাচিহ্নিতঃ

স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাং

৥২১৥

পুনর্বন্ধঃ স্পৃহাশ্লোক প্রেমানন্দে পড়ি,

কদম্ব কেশর অঙ্গ যায় গড়া গড়ি।

তথাহি তত্রৈব।

হরিন্মণি-কবাটিকা-প্রতত-হারি-বন্ধস্থলঃ

স্বরাস্ত-তরুণী-মনঃ কলুষহারি-দোরগলঃ।

সুধাংগু-হরিচন্দনোৎপল-সিতাভ-শীতান্বকঃ

স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বন্ধঃ স্পৃহাং

৥২২৥

বিশাখাকে শ্রীরাধিকা এ শ্লোক কহিলা,

আপনমনের কথা সব উগারিলা।

গৌরচন্দ্র রামানন্দ স্বরূপের সনে,

আত্মাদিলা এ সকল প্রেমানন্দ মনে।

এই সব শ্লোক পড়ি ঠাকুর রামাই,

কত প্রেমার্ণবে ভাসে ওর নাহি পাঠি।

সহজেই নিত্যসিদ্ধ সাধকের দেহ,

তাহাতে শ্রীমতীকৃপা অপরূপ, লেহ।

আকৌমার ধর্ম্মে ব্রতী মায়া গন্ধ হীন,

কৃষ্ণকৃপামাত্র প্রেম ভকতপ্রবীণ।

শেষ লীলা কথা এই শুন বন্ধুগণ,

এক দিন প্রভু মোর কহিলা বচন।

কৃষ্ণ বলরামে দেহ যুগল বারান,

মহোৎসব কর আজ্ পূর্ণ হোক কাম।

আজ্ঞামাত্র সকল সামগ্রী আহরিলা,

ভ্রাক্ষণ বৈষ্ণব গণে আগে নিমন্ত্রিলা।

বসন্ত কালের রাত্রি চন্দ্রের উদয়,

যুগলকিশোর রামকৃষ্ণ বিরজয়।

সন্মুখ প্রাঙ্গনে দাঁড়াইলা জোড়হাতে,

নানা শ্লোক পড়ে প্রভু অতি দীনতাতে।

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে

হে দেব ! হে দয়িত ! হে ভুবনৈকবন্ধো !

হে কৃষ্ণ ! হে চপল ! হে করুণৈক-সিন্ধো !

হা নাথ ! হা রমণ ! হা নয়নাভিরাম !

হা হা কদাহু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ৥২৩৥

ওহে দেব ক্রীড়ারত আমার দয়িত নাথ

তব পদে কবহুদেখব।

ভুবনের বন্ধু হয়ে সবা মন আকর্ষয়ে,

চাপল্য চাঞ্চল্য তব ভাব।

হে সখি বিশাখে ! বাঁহার সুগমদ কস্তুরীর সৌরভ অপেক্ষাও সুগন্ধি শরীর পরিমলের কল্লোল দ্বারা বরাদ্দনাদিগের অঙ্গ আকৃষ্ট হইতেছে। বাঁহার চক্ষু, মুখ, হস্ত, পদ ও নাভিরূপ অষ্টপদে কপূরযুক্ত পদ্মগন্ধ বিস্তৃত হইতেছে, কস্তুরী, কপূর স্বেত চন্দন, অগুরু দ্বারা বাঁহার অঙ্গ সকল বিচিহ্নিত হইয়াছে, সখি ! সেই মদনমোহন আমার নাসা-স্পৃহা প্রবর্তিত করিতেছেন ৥২১৥

হে সখি বিশাখে ! বাঁহার বন্ধস্থল ইন্দ্রনীল মণিকবাটিকা অপেক্ষাও বিস্তৃত, বাঁহার বাহুযুগল কম্পশর-পীড়িত তরুণীগণের মন-পীড়ার উপশম করিয়া থাকে বাঁহার অঙ্গ চন্দ্রকিরণ, হরিচন্দন, উৎপল ও কপূরের স্নায়ু স্নিগ্ধ, সখি ! সেই মদনমোহন আমার বন্ধস্পৃহা প্রবর্তিত করিতেছেন ৥২২৥

পরম করুণ তুমি গোরে দয়া কর আমি,

প্রেম লাভে আনন্দিত মন ।

হা হা কবে দয়া হবে তব পাদপদ্ম লবে

হবে তবে সফল নয়ন ।

নিগ্রহাহুগ্রহ কিবা সুখ আর দুঃখ যেনা,

তাতে মোর বাড়ে স্থখসিদ্ধি ।

তাতে মোর সুখাবেশ, নহে কভু দুঃখ লেশ

তুমি মোর প্রাণের প্রাণ-বন্ধু ।

এত বলি শ্লোক পড়ে নেত্রে জলধারা বহে,

না ক্ষুরে বচন নৃহ ভাষ ।

সবনে কম্পয়ে অঙ্গ, লোমোদায় পুলকঙ্গ,

দেখি তাহা কান্দে যত দাস ।

তথাহি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবস্য ।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং শিনষ্টু মাং

অদর্শনান্মর্গহতাং করোতু বা ।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো,

মৎপ্রাণনাথস্ত স এব নাইপরঃ ॥ ২৪ ॥

এই শ্লোক পড়ি প্রভু পড়িলা ভূমিতে,

অর্দ্ধবাহু দশায় লাগিলা প্রলপিতে ।

হা রাধা হা কৃষ্ণ বলি লাগিলা ডাকিতে,

ভূমে পড়ি গড়ি যায় না হয় সম্বিতে ।

হা হা ললিতাদি কোণায় শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরী,

লবঙ্গ মঞ্জরী কাঁহা অনঙ্গমঞ্জরী ।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কাঁহা প্রভু দয়াময়,

কাঁহা নিত্যানন্দ প্রভু সদয় সদয় ।

রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ কহিতে কহিতে,

সিদ্ধি প্রাপ্ত হৈল এই নামের সহিতে ।

কহিবার কথা নহে তথাপি কহিনু,

সজাতীয় ভক্তগণে ক্রম জানাইনু ।

সরব বৈষ্ণব পদ করিয়া বন্দন,

মুরলী-বিলাস কথা কৈনু সমাপন ।

সংক্ষেপ করিয়া তাহা গ্রন্থমধ্যে গাঠ,

ক্রমভঙ্গ ছন্দোভঙ্গ অপরাধি নই ।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র,

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ।

আমার প্রাণের ধন ভক্তের চরণ,

অনন্ত বৈষ্ণব পদ করি যে বন্দন ।

শ্রীজাহ্নবা পাদপদ্ম সদা অভিলাষ,

এ রাজবল্লভ গায় মুরলী বিলাস ।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের একবিংশ পরিচ্ছেদ

সমাপ্ত ।

হে সখি বিশাখে ! আমি সেই কৃষ্ণের পাদপদ্মের দাসী, প্রাণবল্লভ আনাকে আলিঙ্গনই করুন, আর মহাছুখে বিচুর্ণিতই করুন, আনাকে দর্শন না দিয়া নর্ম্মাহতই করুন, আর সেই লম্পট যেখানে সেখানেই বা বিহার করুন, সখি ! তথাপি তিনি আনাই প্রাণনাথ, অতঃ কাহারও নন ॥ ২৪ ॥

উপসংহার ।

যাহার নিত্যাদিষ্টানেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব, যাহার কিঞ্চিৎমাত্র আনন্দকণার আভাস-
মাত্র, অমুভব করিয়াই অনন্ত জীব আনন্দিত, যাহার মাধুর্য্যময় লীলানৃত আশ্বাদন করিয়া শুক-
নারদাদিও বিমুগ্ধ, সেই আনন্দবনমূর্ত্তি ভগবান্ যশোদা-নন্দনের করুণা-বলেই অদ্য এই
শ্রীশ্রীমুরলী-বিলাস নামক মধুময় গ্রন্থের মুদ্রাক্ষর সমাপ্ত হইল। এই গ্রন্থ যদিও আকৃতিতে তাদৃশ
সুবিস্তৃত নহে তথাপি মাধুর্য্য, উদার্য্য, ও গান্তর্য্যে ইহা একখানি স্মহান্ গ্রন্থ, সন্দেহ নাই। ইহা
মাধুর্য্যে স্মধুর কাব্য, উদার্য্যে মহাপুরাণ, ও গান্তর্য্যে বেদ সদৃশ। এই স্মধুর গ্রন্থখানি বৈষ্ণব
চুড়ামণি শ্রীশ্রীরাজলভ গোস্বামী প্রভুর অমৃত-ময়ী লেখনী হইতে বিনিঃসৃত। ঐ মহাপুরুষের
প্রপিতামহ শ্রীশ্রীবংশীবদনানন্দপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সমকালবর্ত্তী ও তাঁহার পরম প্রণয়ান্দ
ছিলেন। এক্ষণে চৈতন্যদেবের ৪০৯ বৎসর চলিতেছে; সুতরাং পাঠকবর্গ অনায়াসেই এই
গ্রন্থের রচনা কাল অমুমান করিয়া লইতে পারেন। ফলতঃ গ্রন্থখানির বয়ঃক্রম অনূন তিনশত
বৎসর, ইহা স্থির।

এই গ্রন্থ একবিংশতি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব
সকলকে প্রণাম করিয়া মঙ্গলাচরণ করিলেন। পরে বৈষ্ণবোচিত দৈন্ত-সহকারে গ্রন্থ রচনায়
আপনার অসামর্থ্য সমর্থন করিয়া গুরু ও ভক্তগণের কৃপাবল প্রার্থনা করিয়াছেন। তাহার
পর শ্রীশ্রীবংশীবদনানন্দ হইতে শ্রীরামাই ও শচীনন্দন পর্য্যন্ত সকলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং
তৎপ্রসঙ্গে শ্রীপাট বাঘনাপাড়া, জননী জাহ্নবা ও বীরচন্দ্র প্রভুর মাহাত্ম্য স্বল্লাক্ষরেই সমাপ্ত করি-
লেন। তৎপরে গোলোক হইতে ভগবানের বৃন্দাবনে আবির্ভাবের কারণ, শ্রীরাধিকার জন্ম,
তাঁহার তত্ত্ব ও মুরলী-তত্ত্ব নিরূপণেই প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার অতি স্মধুর, শব্দবিশ্রামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিয়া
আপন অসাধারণ কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। চুড়া, বংশী, পীতাম্বর ও বনমালা ধারণের
কারণ নির্দেশ করিয়া রাধাকৃষ্ণের নির্মল প্রেম ও ভক্তিতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন। পরে
শ্রীশ্রীচৈতন্যাবতারের কারণ নিরূপণ করিয়া শ্রীমদ্বংশীবদনানন্দের জন্ম বৃত্তান্তে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সমাপ্ত করিলেন।

বংশীবদনানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত, তাঁহার তারোভাব, শ্রীমতী জাহ্নবার নিকটে
শ্রীচৈতন্যদাসের পুত্রদান-প্রতিজ্ঞা ও শ্রীমৎ প্রভু রামচন্দ্রের বৃত্তান্তে তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী শ্রীচৈতন্যদাসকে গুরুতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব প্রভৃতির উপদেশ দিয়া প্রভু রামাইকে দীক্ষিত করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া শ্রীপাট খড়দহে প্রস্থান করিলেন। পথমধ্যে বীরচন্দ্রের সহিত মিলন ও পরমানন্দে বহুবিধ প্রেলাপ। তৎপরে তাঁহাদের খড়দহে উপস্থিতি ও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃণিক আবির্ভাবই পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রধান উপকরণ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্রীজাহ্নবা ও বসুন্ধার রামাইর প্রতি অকপট স্নেহ বর্ণিত হইয়াছে। তারপর রামাইর অভিলাষানুসারে জননী জাহ্নবা সর্ষসাধন অপেক্ষা ভক্তিরই মাহাত্ম্য সংস্থাপন করিয়া প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, নায়ক নায়ক নায়িকা ভেদ, প্রদর্শন পূর্বক কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় উপদেশ দিলেন।

সপ্তমে শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্য, রাধাকৃষ্ণের লীলা, সখী ও মঞ্জরীগণের তত্ত্ব এবং তাঁহাদিগের উৎপত্তি নিরূপণ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনের বিশেষ, বিশেষ পরিচয়, ভগবন্তত্ত্ব, চতুঃশ্লোকীর বিবরণ এবং ব্রজলীলার পরিবারবর্গের প্রধানতঃ নবদ্বীপসম্বন্ধীয় আখ্যা এই সকল উপাদানে অষ্টম পরিচ্ছেদ বিরচিত হইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদে শ্রীমতী জাহ্নবা কর্তৃক রামাইর নিকট তাঁহার পূর্ব বৃত্তান্ত কথন, মাতা জাহ্নবার আত্মপরিচয় এবং ভক্ত দর্শনে যাইবার জন্য জাহ্নবার নিকটে রামাইর অনুমতি প্রার্থনা।

দশম পরিচ্ছেদে প্রভু রামাইর পুরুষোত্তম যাত্রা, প্রসঙ্গক্রমে পথের বিবরণ, পুরুষোত্তমে উপস্থিতি ও পণ্ডিত গোস্বামীর সহিত মিলন।

একাদশ পরিচ্ছেদে পণ্ডিত গোস্বামী ও কাশীমিশ্রের সাহায্যে প্রভু রামাইর চৈতন্য লীলা-স্থান দর্শন, রামানন্দ রায়ের সহিত মিলন ও বিবিধ তত্ত্বকথা শ্রবণ বর্ণিত আছে।

দ্বাদশে প্রভু রামের নবদ্বীপে প্রত্যাগমন, পিতাপুত্র সংসার সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক ও রামচন্দ্রের শান্তিপুরে উপস্থিতি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে, শান্তিপুরে প্রভু অষ্টমতের আবির্ভাবে সকলের বিস্ময়। তথা হইতে অধিকা, খানাকুল ও শ্রীখণ্ড প্রভৃতি পবিত্র স্থানে দুই মাস কাল চৈতন্য-প্রিয়-ভক্তগণকে দর্শন ও তাঁহাদের সহিত প্রেলাপানন্তর পুনর্ব্বার খড়দহে আগমন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদে, শ্রীপাট খড়দহে আসিয়া সকলের সমক্ষে তীর্থভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন। শ্রীমতী জাহ্নবার শ্রীবৃন্দাবন গমন প্রস্তাব ও গমনোত্তোগ।

পঞ্চদশে, শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা, শ্রীমতী বসুন্ধা, গঙ্গা ও বীরচন্দ্র প্রভৃতির কাতরতা। গমনকালে

গয়াধাম, কাশীধাম ও প্রয়াগে মাধব দর্শন করিয়া মথুরায় উপস্থিতি, ও মথুরা পরিক্রম। তথা হইতে শ্রীকৃষ্ণাবনে গমন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদে, শ্রীমতী জাহ্নবার শ্রীকৃষ্ণাবনে গমন ও রূপ সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত মিলন ; গোবিন্দ মদন-গোপাল প্রভৃতির দর্শন। কথাশ্রমে শ্রীজাহ্নবা কর্তৃক তাঁহা-দিগের উৎপত্তি কথন, কৃষ্ণাবন পরিক্রমণ অবশেষে কাম্যাবনে শ্রীগোপীনাথে শ্রীমতীর অত্যন্ত অবস্থান।

সপ্তদশে শ্রীমতী জাহ্নবার বিরহে রামাইর কাতরতা, রূপ-সনাতনের স্তুতি ও মহোৎসব। উদ্ধারণের ঋতুদেহে প্রতিগমন, বীরচন্দ্রপ্রভুর সমীপে শ্রীমতীর অন্তর্দানলীলা বর্ণন ও প্রভুর বিলাপ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে, ঠাকুর রামাইর প্রতি জাহ্নবার প্রত্যাশে কৃষ্ণ-বলরামের প্রাপ্তি, কৃষ্ণাবনবাসী রূপ সনাতন প্রভৃতি মহাত্মগণের নিকট বিদায় হইয়া রামাইর গোঁড়ে আগমন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদে, ঠাকুর রামের গোঁড়ে আগমন বনমধ্যে অধিষ্ঠান, ব্যাঘ্রের উদ্ধার সাধন ও রামকৃষ্ণের সেবা সংস্থাপন করিয়া বাঘ্নাপাড়ার অধিষ্ঠান।

বিংশ পরিচ্ছেদে, বারশত নাড়া ভোজন, বীরচন্দ্র প্রভুর বাঘ্না পাড়ার আগমন, গ্রন্থাশ্রয়াদন ও সেবার অধিকারী নির্ণয়ের পরামর্শ। নবদ্বীপ হইতে শ্রীশচীনন্দনকে বাঘ্নাপাড়ায় আনয়ন।

মুরলীবিলাস নামক অমৃত রত্নাকরের এই একবিংশতি লহরী। ইহার গভীর গর্ভ মধ্যে অতি অমূল্য রত্ন সমূহ বিস্তারিত আছে। ভক্তি সহকারে ইহাতে অবগাহন করিলে অনন্ত রত্ন উপার্জিত হইতে পারে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সমাদরের সহিত সেবনীয় ; বিশেষতঃ শ্রীজাহ্নবা মাতার পরিবার বর্গের ইহা অমূল্য কণ্ঠহার। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রে যে সকল সুসিদ্ধান্ত সন্নিবিষ্ট আছে, প্রভু রাজবল্লভ গোস্বামী আত্ম-বিরচিত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থমধ্যে অতি কৌশলে সেই সমস্ত সিদ্ধান্তের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে অতি অল্প সময়ে ও অল্প আয়াসে অধিক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থকার প্রভুপাদের সমকালে বাঙ্গালা ভাষার একরূপ উন্নতি হয় নাই ; তখন বাঙ্গালা ভাষার অতি শৈশবাবস্থা ; কবিবর গোস্বামী প্রভু শৈশব-কালেই বাঙ্গালা ভাষাকে সর্বালঙ্কার-ভূষিতা সর্বঙ্গ-সুন্দরী যুবতী করিয়া তুলিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে বর্ণনার একরূপ মাধুর্য্য ও গাভীর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহা প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়াই বোধ হয় না ; সুতরাং এই গ্রন্থ তাঁহার শিক্ষার ফল নহে, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানের মাহাত্ম্য। শ্রীপাট হইতে ; সুতরাং এই গ্রন্থ তাঁহার শিক্ষার ফল নহে, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানের মাহাত্ম্য। শ্রীপাট হইতে ; সুতরাং এই গ্রন্থ তাঁহার শিক্ষার ফল নহে, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানের মাহাত্ম্য। শ্রীপাট হইতে ; সুতরাং এই গ্রন্থ তাঁহার শিক্ষার ফল নহে, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানের মাহাত্ম্য।

শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, ভক্তি ও কবিত্ব প্রভৃতি সমুদয় তাঁহার হৃদয়ে স্বতই অন্তর্নিহিত ছিল। বিশেষতঃ অনঙ্গমঞ্জরী শ্রীমতী জাহ্নবা যাহাকে পূর্ণ শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার সেই প্রভু শচীনন্দনের আত্মজ, অতএব ইঁহার একরূপ অলৌকিক শক্তি বিচিত্র নহে। তত্ত্বনির্গায়ক সিদ্ধান্ত পুস্তক একরূপ সরল স্নমধুর হইতে পারে, তাহা হৃদয়ে ধারণাই হয় না। মহাত্মভব গোস্বামী প্রভু আপন পরিবার বর্গের মহোপকার সাধনের জন্ত এই অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, অধুনা তাঁহার পরিবারবর্গের উপকার সাধন দূরে থাকুক; মুরলী-বিলাস নামে কোন আত্ম-পরিচায়ক গ্রন্থ আছে তাহা তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে অনেকেই জানিতেন কিনা সন্দেহ। শিষ্যদিগের কথা দূরে থাকুক, শ্রীমান্ রাজবল্লভ গোস্বামীর স্ববংশোদ্ভব সন্তানগণের মধ্যেও অনেকে আপন পূর্ব পরিচয় সম্বন্ধে এক প্রকার উদাসীনই ছিলেন, আপন পরিচয়ে অবহেলা করার তুল্য অনিষ্টের বিষয় আর কিছুই নাই। যাহারা শিক্ষাগুরু তাঁহাদিগের উদাসীনতা নিতান্তই অসম্মানের কারণ, এই কারণেই আমাদের শিষ্যগণ অনেকেই আপনাপন গুরু-প্রণালী ও সিদ্ধ প্রণালী অবগত নহেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় একরূপ অনেক গ্রন্থ আছে ও যাহাতে ভগবদ্ভক্তি ও ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতির সিদ্ধান্ত জানিতে পারা যায়, বিশেষতঃ শ্রীমন্-মহাপ্রভুর সমকালে ঋষিপ্রতিম গোস্বামীগণ আবির্ভূত হইয়া ভক্তগণের সকল ত্রুটিই নিবারণ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু আমাদের শিষ্য প্রশিষ্যগণের মধ্যে যদি কেহ গুরুপ্রণালী ও সিদ্ধপ্রণালী জানিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে শ্রীশ্রীমুরলী-বিলাস ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমরা সেই জন্যই সমধিক আয়াস সহকারে এই অমূল্যরত্নর সংস্কার করিয়া শিষ্য-মণ্ডলীর করে সমর্পণ করিলাম; ভরসা করি, ইহা সকলের কণ্ঠভুষণ হইয়া থাকুক; আমাদের পরিশ্রম সকল হউক, এবং পূজ্যপাদ শ্রীরাজবল্লভ গোস্বামিপ্রভুর বশঃ-প্রতিভা চারিদিক আলোকিত করুক।

বৈষ্ণৱ

}

শ্রীনীলকান্ত শর্ম্মা।

বৈষ্ণব গ্রাম নিবাসী গোস্বামী বংশের তালিকা।

দক্ষ—(কান্তকুজ হইতে আদিশূর আনীত
পঞ্চ ব্রাহ্মণ মধ্যে অন্ততম)

সুলোচন

নারিদেব

বরাহ

শ্রীকর

বহরূপ

গোবিন্দ

চক্রপাণি

গুণাকর

অর্কটাদ

কব

পানু

লোকনাথ

কেশব

হরি

শঙ্কর

শিব

কুবের

শ্রীমান

বাচস্পতি

তপস

বংশ-তালিকা—২

তপন

|

গদাধর

|

হরি

|

ধনপতি

|

যুধিষ্ঠির

|

ছকড়ি (মাধব দাস)

|

বংশীবদনানন্দ (শ্রীমৎ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ, প্রিয় পারিষদ ও সহচর) বৃন্দাবনলীলায়

|

শ্রীকৃষ্ণের হাতের বংশী-অবতার ছিলেন ।

শ্রীচৈতন্যদাস

|

নিত্যানন্দদাস

|

ঠাকুর রামাই

(দ্বার পরিগ্রহ করেন নাই) বাধনা পাড়া প্রতিষ্ঠাতা

|

শ্রীশচীনন্দন

|

রাজবল্লভ

(দ্বার পরিগ্রহ করেন নাই)

|

শ্রীবল্লভ

|

কেশব

|